2.4-A/m

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত গ্রন্থমালা—
গ্রন্থাঙ্ক ৪
সাধারণ সম্পাদক—
ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ডি, লিট্

অমলানন্দ

ভামতী ও বিবরণপ্রস্থানের যোগসূত্র

ডঃ হিমাংশুনারায়ণ চক্রবর্তী এম্, এ ; পি এইচ্, ডি
অধ্যাপক, হিন্দু কলেজ, গোবরডাঙ্গা ও অংশকালীন
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা—৩২

মূল্য—পনেরো টাকা

Published by :
Sri P. C. V. Mallik, Registrar,
Jadavpur University

Printed by :
Modanmohan Pan
Surendra Printing Works
2A, Bholanath Paul Lane
Calcutta-6

উৎসর্গ

৺পিতৃদেবের শ্রীচরণে

ভূমিকা

উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই প্রস্থানত্রয়াত্মক বেদান্তের ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও উপব্যাখ্যা করিয়াছেন ভারতের বহু মনীষিবৃন্দ। সাম্প্রদায়িক ধারায় তথা স্বীয় মনীষা ও প্রতিভার দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্যগণ বেদান্তের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মতবাদের সন্ধান লাভ করিয়াছেন যেমন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত-বাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ প্রভৃতি। দার্শনিক ও ধার্মিক পরম্পরা অনুসারে প্রত্যেকটি মতবাদের অনুবর্তী ব্যক্তিগণ আজিও স্বস্বমতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া আসিতেছেন। তথাপি আচার্য শঙ্করের প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সেই মতের ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা যে একটি বিশাল সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য সত্য।

বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করাচার্যকর্তৃক লিখিত শারীরক-মীমাংসাভাষ্য অদ্বৈতবাদের একটি মূল স্তম্ভস্বরূপ। শঙ্করাচার্য তাঁহার অনবদ্য ভঙ্গীতে পরমত খণ্ডনপূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ভাষ্যগ্রন্থের ব্যাখ্যাতে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ষড্দর্শনটীকাকৃৎ আচার্য বাচস্পতিমিশ্র যে শৈলী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আংশিকভাবে ন্যায়াদি দ্বৈতবাদের অনুকূল এবং বহুলাংশে মণ্ডনমিশ্রের অনুকরণ। এইজন্য অদ্বৈতবাদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী বাচস্পতিরচিত ভামতীটীকার প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত নহেন; স্থলবিশেষে ভামতীমত যথেষ্ট নিন্দাভাজনও হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও ভামতীগ্রন্থে স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় দুরূহ বিষয়ের প্রতিপাদন সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে বলিয়া তাহার বহুল প্রচলন ঘটিয়াছে। পদ্মপাদরচিত পঞ্চপাদিকা টীকাটি শঙ্কর-ভাষ্যের রহস্যকে কিঞ্চিৎ উন্মেষিত করিলেও যথার্থ ভাষ্যগাম্ভীর্য অবধারণের অবকাশ ঘটে প্রকাশাত্মযতিপ্রণীত পঞ্চপাদিকাবিবরণটীকাতে। এই টীকা অদ্বৈতবাদের গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি। পরবর্তী যাবতীয়

প্রকরণগ্রন্থের মূল উপজীব্য এই বিবরণটীকার নামে এই প্রস্থানটি বিবরণপ্রস্থান আখ্যা লাভ করিল।

একদিকে নবীনশিক্ষার্থীর উপযোগী সরল স্বচ্ছ ভাষায় লিখিত ভামতীগ্রন্থ ও অপরদিকে বেদান্তের নিগূঢ়তত্ত্বসমন্বিত সংক্ষিপ্ত গম্ভীরার্থবোধক বিবরণ-গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সমালোচক-গণ ভামতীপ্রস্থান ও বিবরণপ্রস্থানের মতভেদ লক্ষ্য করিয়া কোন্‌টি যথার্থ তাহার বিচারে উৎসুক থাকিলেন। এই সময়ে বিবরণপ্রস্থানের শিক্ষায় শিক্ষিত আচার্য অমলানন্দস্বামী ভামতীর উপর বেদান্তকল্পতরু টীকা প্রণয়ন করিয়া উপপাদিত করিলেন যে, উভয়প্রস্থানের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য নহে।

অমলানন্দের প্রধান অবদান যে, তিনি ভামতীগ্রন্থে অনুল্লিখিত বিষয়গুলিকে ভামতীপ্রস্থানের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট করিলেন। অবিদ্যার ভাবরূপতা, তাহার ভাবরূপতার প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ ভামতীতে আলোচিত হয় নাই। অথচ অবিদ্যার ভাবরূপতা সিদ্ধ করিতে না পারিলে অদ্বৈতবাদই রক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যে-স্থলে ভামতীকার পরম্পরাগত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের অনুবর্তন না করায় সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন সেই স্থলে অমলানন্দ ভামতীমতকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়প্রস্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া বিবরণপ্রস্থান অভিমত প্রকাশ করেন কিন্তু ভামতীতে অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব বলায় যে-দোষের আশঙ্কা করা যায় তাহার নিরসন করিয়া পরিশেষে অমলানন্দ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অবিদ্যা জীবে আশ্রিত হইলেও জীবও যখন অধিষ্ঠান ব্রহ্মে স্থিত আছে তখন কার্যতঃ অবিদ্যা ব্রহ্মেই আশ্রিত থাকিল। এইভাবে সমন্বয়ের দৃষ্টি অমলানন্দের রচনাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ভামতীমতের যে-সকল খণ্ডন অন্যান্য পরবর্তী বেদান্তী প্রদর্শিত করিয়াছেন তাহা অমলানন্দকর্তৃক কল্পতরুটীকাতে খণ্ডিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-পরিণামবাদী কেশবের মত পুনঃপুনঃ কল্পতরুতে নিন্দিত ও খণ্ডিত হইতে দেখা যায়।

অদ্বৈতবেদান্তের ভামতীপ্রস্থানের তথা বিবরণপ্রস্থানের উপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহু গবেষণাগ্রন্থ লিখিত হইলেও এই উভয় প্রস্থানের যোগসূত্ররূপে বিদ্য-মান অমলানন্দস্বামীর অবদান পৃথক্‌ভাবে এ যাবৎকাল অনালোচিত থাকিয়া

গিয়াছে। বিবরণপ্রস্থানের চিৎসুখমুনির প্রশিষ্য অমলানন্দ ভামতীপ্রস্থানের টীকা রচনা করার ফলে স্বতঃই অমলানন্দ উভয় প্রস্থানের যোগসূত্ররূপে কার্য করিয়াছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অংশকালীন অধ্যাপক ডঃ হিমাংশুনারায়ণ চক্রবর্তী এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়া মূল গ্রন্থ অনুসারে যে-ভাবে বিষয়টির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ডঃ চক্রবর্তীর এই গবেষণামূলক নিবন্ধটি দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অভাব দূর করিবে সন্দেহ নাই। বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ৺মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদান্তশিক্ষার একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেই ধারায় স্নান করিয়া ডঃ চক্রবর্তী বেদান্তবিদ্যায় প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনা তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এমন আশা করা অসঙ্গত হইবে না যে, অমলানন্দ সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী অভাব মোচন করিয়া গ্রন্থখানি দর্শনরসিক সমাজে সমাদর লাভ করিবে এবং ঐ বৈদান্তিকের সিদ্ধান্তগুলির প্রকৃত অর্থ নির্ধারণে সাহায্য করিয়া পাঠকের প্রশংসাধন্য হইয়া উঠিবে।

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১৬।৮।৭১

সংক্ষেপণ

ঋক্ সং—ঋক্‌সংহিতা

কঠ
কঠ উঃ } —কঠোপনিষৎ

ছাঃ উঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

তৈঃ আঃ—তৈত্তিরীয়ারণ্যক

তৈঃ উঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

পাঃ সূঃ—পাণিনিসূত্র

বৃঃ উঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

মনু—মনুসংহিতা

যোঃ কুঃ উঃ—যোগকুণ্ডল্যুপনিষৎ

বাঃ—বার্তিক (কাত্যায়নরচিত)

শ্বেঃ উঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

সিঃ কৌঃ—সিদ্ধান্তকৌমুদী

সূচীপত্র

বিস্তৃত সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্টসমূহ

নিবেদন

শঙ্করাচার্যরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভামতীপ্রস্থান ও বিবরণ-প্রস্থান নামে যে দুইটি প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের পরমতাৎপর্যে কোনও ভেদ না থাকিলেও প্রক্রিয়াংশে কয়েকটি বিষয়ে ভেদ রহিয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য সত্য। তত্ত্বদর্শী আচার্যগণ চরম লক্ষ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখার ফলে প্রক্রিয়াংশের প্রতি তাদৃশ আদর প্রদর্শন করেন নাই। এইজন্য একই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আচার্য বিভিন্ন পথের নির্দেশ দিলেও সেই আপ্তোপদেশের দ্বারা তত্ত্বাধিগম সম্ভব হয়। ব্যাবহারিকদৃষ্টি-সম্পন্ন চিত্তবিক্ষেপযুক্ত তত্ত্বপ্রতিপিৎসু ব্যক্তির নিকট যুক্তিবহুল প্রক্রিয়াংশের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। যুক্তি বা মননের দ্বারা অসম্ভাবনাবুদ্ধি তিরোহিত হইলে এবং নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের দ্বারা বিপরীতভাবনা অপসারিত হইলে তত্ত্বদর্শন ঘটিতে পারে। মননকালে বেদান্তের শিক্ষার্থী ভামতী ও বিবরণ-প্রস্থানের মধ্যে বিদ্যমান ভেদগুলি অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন এবং বিরোধী মত-দ্বয়ের যাথার্থ্য বিচার করিবেন। এই দৃষ্টিতে ভামতী ও বিবরণপ্রস্থানের মতভেদ অদ্বৈতবাদের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। তথাপি ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, প্রস্থানদ্বয়ের আচার্যগণের মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল। বিবরণপ্রস্থানের শিক্ষাধারায় শিক্ষিত, চিৎসুখাচার্যের প্রশিষ্য অমলানন্দ বা ব্যাসাশ্রম ভামতীগ্রন্থের ব্যাখ্যাস্বরূপ বেদান্তকল্পতরু নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে উদাহরণের দ্বারা এবং পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতি-পূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কল্পতরুটীকা বিবরণপ্রস্থানের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বিবরণপ্রস্থানের একজন অবিসংবাদিত ও সর্বজনবরেণ্য আচার্য-রূপে চিৎসুখ মুনি অদ্বৈতবেদান্তে একটি মহনীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। অমলানন্দ চিৎসুখবিরচিত চিৎসুখী বা প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থে উল্লিখিত বিবরণপ্রস্থানের সিদ্ধান্তগুলি তো অবশ্যই গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি চিৎসুখীর পঙ্‌ক্তিগুলি অবিকৃতভাবে কল্পতরুতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র যে-সকল স্থলে নীরব রহিয়াছেন সেই সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন কালে অমলানন্দ বিবরণপ্রস্থানের সাহায্য অকুণ্ঠিত-

চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা ভামতী ও বিবরণপ্রস্থানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগের নিকট ইহা চূড়ান্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে। উভয় প্রস্থানের মধ্যে প্রক্রিয়াংশে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইহাদের যোগসূত্রটির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রস্থানদ্বয়ের বিরোধ ভালভাবে প্রদর্শিত না হইলে তাহাদের যোগসূত্র প্রদর্শন করার মুখ্য উদ্দেশ্যটিই বিফল হইয়া যায় বলিয়া দুইটি পৃথক্ অধ্যায়ে এই প্রস্থানদ্বয়ের আচার্যগণের মতবাদ যথাসম্ভব বিস্তৃতিপূর্বক আলোচিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে, বিবরণপ্রস্থানের প্রভাব যে কেবলমাত্র অমলানন্দের উপরেই দৃষ্ট হয় এমন নয় কিন্তু বেদান্তকল্পতরুর ব্যাখ্যাতা কল্পতরুপরিমলগ্রন্থের রচয়িতা অপ্যয় দীক্ষিতও বিবরণপ্রস্থানের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ভামতী-প্রস্থানে বেদান্তবিচার শ্রোতব্য-বাক্যের দ্বারা বিহিত বলিয়া স্বীকার করা হয় না; বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণই বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র শ্রোতব্য-বিধির দ্বারা বিহিত। অথচ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিত সর্বপ্রথম এই শ্রোতব্যবিধিপ্রতিপাদক 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' প্রভৃতি বাক্যে কীদৃশ বিধি রহিয়াছে তাহার বিস্তৃত সমীক্ষা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিভাত হয় যে, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ গ্রন্থটির প্রারম্ভ বিবরণমতানুসারেই করা হইয়াছে।

যাহা হউক্, এই প্রবন্ধে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সর্বজ্ঞানাকর বেদচতুষ্টয় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির, বিশেষতঃ আস্তিকদর্শনগুলির, উৎসকেন্দ্র। বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন যে বেদের অর্থবাদভাগ হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা তন্ত্রবার্তিক গ্রন্থের সাহায্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। জয়ন্তভট্ট কর্তৃক উল্লিখিত সকল আগমের প্রামাণ্য, চার্বাকদর্শনের শ্রৌতত্ব আছে কিনা প্রভৃতি বিষয় এই অধ্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে। আলোচ্য অধ্যায়ের অন্তে বেদান্তশব্দের অর্থ প্রতিপাদনের পর ভারতীয় সমাজের বেদান্তানুবর্তিত্ব প্রদর্শনপূর্বক সর্বদর্শনের সমন্বয় পরম্পরাগত রীতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভামতী ও বিবরণপ্রস্থানের উদ্ভব ও উভয়-প্রস্থানের গ্রন্থগুলি তথা গ্রন্থকারগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পঞ্চপাদিকা-

গ্রন্থ সম্পর্কে কতকগুলি সমস্যা এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চপাদিকা গ্রন্থের নামের প্রমাণ, নামটি যৌগিক বা রূঢ় বা যোগরূঢ় অর্থে গ্রহণীয় প্রভৃতি বিবিধ বিষয় এই অধ্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে।

'বাচস্পতিমিশ্র ও তাঁহার অবদান' শীর্ষক একটি বৃহৎ অধ্যায়ে প্রথমতঃ অদ্বৈতচিন্তায় বাচস্পতির স্থান ও বাচস্পতির বিনয় ইত্যাদি উল্লিখিত করিয়া অনন্তর বাচস্পতির যুক্তিজাল প্রদর্শনের নিমিত্ত কয়েকটি প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে সমীক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যত্ব, শ্রুতি ও প্রত্যক্ষের বলাবল, অধ্যাসলক্ষণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও কল্পতরুকার অমলানন্দের দার্শনিক চিন্তা একটি পৃথক্ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে তথাপি ভামতীটীকা-প্রতিপাদিত অধ্যাসলক্ষণের আলোচনা কল্পতরুর উল্লেখ ব্যতীত নিতান্ত অঙ্গহীন হইয়া যায় বলিয়া কল্পতরুর বক্তব্য এবং স্থলবিশেষে পরিমলধৃত যুক্তিও এই অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। আলোচ্য অধ্যায়ে আরও একটি বিষয়ের যথেষ্ট বিস্তৃতি করা হইয়াছে; তাহা হইল মণ্ডন ও বাচস্পতির পরস্পর সম্বন্ধ। 'বাচস্পতির্মণ্ডনপৃষ্ঠসেবী' এই উক্তির যথার্থতা আছে কিনা তাহার বিচার প্রসঙ্গে মণ্ডন ও বাচস্পতির মতের সাদৃশ্য তথা বিরোধিতা গ্রন্থপঙ্‌ক্তি উল্লেখপূর্বক আলোচিত হইয়াছে। ভামতীটীকায় মণ্ডনের চিন্তাধারার ও ভাষার যে গভীর প্রভাব রহিয়াছে তাহা উভয় দার্শনিকের গ্রন্থপঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে।

'বিবরণপ্রস্থানের অবদান' নামক চতুর্থ অধ্যায়টি সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন হইয়াছে। বিবরণপ্রস্থানের গৌরব, সর্বাত্মকত্ব, সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা ইত্যাদি সামান্যতঃ প্রথমে উল্লিখিত করিয়া তাহার পর কয়েকটি প্রসঙ্গের সাধ্যমত সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বিবরণগ্রন্থ এতই গম্ভীর যে, তাহার এক একটি পঙ্‌ক্তির যথার্থ তাৎপর্য উন্মেষিত করার জন্য টীকাকারগণ সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। কোনও স্থলে হয়ত একজন টীকাকার অতি সংক্ষেপে বিষয়টি বলিয়া দিয়াছেন আবার অপর টীকাকার তাহার বিস্তৃতি ঘটাইয়াছেন। সুতরাং বর্তমানকালে প্রাপ্য সকল টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে যতদূর সম্ভব সরলভাবে প্রকাশিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। পঞ্চপাদিকা ও তাহার টীকা বিবরণ, প্রবোধপরিশোধিনী ও তাৎপর্যার্থদ্যোতনী যেরূপ বিষয়প্রতিপাদক সেইরূপ বিবরণের টীকা

তাৎপর্যদীপিকা, ভাবপ্রকাশিকা, ঋজুবিবরণ ও তত্ত্বদীপন বিষয়প্রকাশে অসাধারণ উপযোগী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ গ্রন্থখানিও এই অধ্যায়ের জন্য বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। বিবরণপন্থী গোবিন্দানন্দও রত্নপ্রভা টীকাতে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্থলবিশেষে উদ্ধৃতিপূর্বক আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব, মঙ্গলাচরণ, অন্ধকারের ভাবরূপত্ব, অবিদ্যার ভাবরূপত্বের প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ এই অধ্যায়ের অসাধারণ আলোচ্য বিষয়। ইহা ছাড়া এই অধ্যায়ে বিবরণের গাম্ভীর্য, পরবর্তী আচার্যগণের উপর প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। বিবরণের একটি পঙ্‌ক্তির যে কিরূপ সুদূরপ্রসারী অর্থ হইতে পারে তাহা টীকাকারগণ সেই পঙ্‌ক্তি-বিশেষের বিবিধ ব্যাখ্যার দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে 'ভাষ্য-দ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি' এবং 'কঃ পুনরস্য সূত্রস্য প্রসঙ্গঃ' পঙ্‌ক্তি দুইটির উদ্ধৃতিপূর্বক যথাক্রমে তিনটি ও চারটি পূর্বপক্ষে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তপক্ষে সমানসংখ্যক সমাধান টীকাকার-প্রদর্শিত রীতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অজ্ঞানের সাক্ষিসিদ্ধতা প্রদর্শন এই অধ্যায়ের অপর একটি বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অমলানন্দ বা ব্যাসাশ্রমের পরিচয় উল্লিখিত করিয়া তাঁহার বিবরণানুসারিত্ব দেখান হইয়াছে। তিনিই আবার ভামতীর টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় উভয় প্রস্থানের যোগসূত্ররূপে কার্য করিয়াছেন। যেস্থলে উভয়প্রস্থানের বিরোধ রহিয়াছে সেইস্থলে তিনি যুক্তির দ্বারা ভামতীপ্রস্থানের সমর্থন করিয়াছেন। এইজন্য কল্পতরুকার শাব্দাপরোক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন, অবিদ্যার চিদাশ্রয়ত্ব স্বীকার করেন নাই এবং পঞ্চীকরণের বিরোধিতা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গগুলি আলোচ্য অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় চিৎসুখী গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক প্রধান বক্তব্যগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব স্বীকার করিলে জীবের জগৎকর্তৃত্ব, ঈশ্বর-নিরাস, 'সোঽকাময়ত' প্রভৃতি শ্রুতির অনুপপত্তি, ভ্রমের সাধারণ্যের অনুপপত্তি, আকাশাদি প্রপঞ্চের অজ্ঞাতসত্তার অস্বীকার, লীলাসূত্রের অসঙ্গতি প্রভৃতি বিবিধ আক্ষেপের উল্লেখপূর্বক তাহাদের সমাধান কল্পতরুপ্রোক্ত রীতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। চিৎসুখীর প্রক্রিয়ায় অমলানন্দ অবিদ্যার ভাবরূপতা যে-ভাবে সিদ্ধ করিয়াছেন এবং ভামতী হইতে তিনি যে-ভাবে অবিদ্যার ভাব-রূপতার সন্ধান লাভ করিয়াছেন সেই সকল যুক্তিজালও এই অধ্যায়ের অঙ্গীভূত

হইয়াছে। অখণ্ডার্থত্ব, শ্রবণবিধি প্রভৃতির বিচার এই অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। অমলানন্দ ব্রহ্মপরিণামবাদী ভাস্কর ও কেশবের মত উদ্ধৃত করিয়া যে-সকল স্থলে খণ্ডিত করিয়াছেন তাহার স্থান নির্দেশপূর্বক দুই একটি প্রসঙ্গে তাহার আলোচনাও করা হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের সকল আলোচনাতেই পরমগুরু মহামহোপাধ্যায় ডঃ ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ ডি, লিট্ মহোদয়ের লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা, বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব, ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরমগুরু মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথের পাদপদ্মে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিয়া কৃতার্থতা অনুভব করিতেছি। এই প্রবন্ধের রচনায় যিনি সর্বপ্রকারে দিগ্‌দর্শন করিয়া প্রবন্ধের সম্পূর্ণতা সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছেন সেই আচার্যদেব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী এম্, এ; ডি, ফিল্; বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণতি জানাইতেছি। আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ডি, লিট্ মহোদয় আমার এই গবেষণাকার্যে তথা গ্রন্থ-প্রকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করায় শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁহাকে প্রণতি জানাই।

অদ্বৈতবেদান্তে আমার বিন্দুমাত্র অধিকার না থাকিলেও আচার্যের কৃপা সম্বল করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। কেবলমাত্র ভামতীপ্রস্থানের আশয় বুঝিতে পারা কষ্টকর, বিবরণপ্রস্থান আরও দুরধিগম্য, তদপেক্ষা দুঃসাধ্য কার্য উভয়ের যোগসূত্রের বিচার। আচার্যের আশীর্বাদে এই কার্যে প্রণোদিত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ আমাকে নবীন শিক্ষার্থী চিন্তা করিয়া উড়ুপের দ্বারা মহাসাগর অতিক্রম করিবার আমার এই চাপল্য ক্ষমা করিবেন এই বিশ্বাস রহিয়াছে।

ইতি—বিনীত

শ্রীহিমাংশুনারায়ণ চক্রবর্তী

হিন্দু কলেজ
গোবরডাঙ্গা
২৪ পরগণা
রথযাত্রা, ১৩৭৮

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বেদমূলকত্ব
ও
দর্শনশাস্ত্রগুলির সমন্বয়

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বেদমূলকত্ব
ও
দর্শনশাস্ত্রগুলির সমন্বয়

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তারাশি কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন শাখা ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া খণ্ডন ও মণ্ডনের দ্বারা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানের এই পল্লবিতস্বরূপ যে সহসা লব্ধ হইতে পারে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং ঐতিহাসিক সত্য। সূত্র-ভাষ্য-বৃত্তি-বার্তিক-টীকা-টিপ্পনী-প্রকরণ প্রভৃতির সাহায্যে এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের ক্রমিক বিস্তার হইয়াছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সূত্র হইতে এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের পৃথক্ প্রবর্তন হইয়াছে এবং বিধিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট ধারায় তাহার প্রচলন ঘটিয়াছে, ইহাও অনস্বীকার্য সত্য। তথাপি এই সূত্রগুলিই যে দার্শনিকচিন্তার প্রারম্ভ নয় এবং ইহার পূর্বেও যে বিবিধ দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি প্রচলিত ছিল তাহাও অবিসংবাদিত সত্য। সূত্রকার সেই প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলিকেই সম্প্রদায়-বিবৃদ্ধির জন্য অতি সংক্ষেপে একত্র সন্নিবেশিত করেন। যদি যথার্থই দার্শনিকচিন্তার প্রথম উন্মেষ এবং উৎসের অনুসন্ধান করিতে হয় তবে নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, সর্বজ্ঞানাকর বেদচতুষ্টয় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-গুলির, বিশেষতঃ আস্তিক [১] দর্শনগুলির, উৎসকেন্দ্র। ছয়খানি আস্তিকদর্শন স্বস্বসিদ্ধান্তের পরিপুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাদৃশ অধিকারীর অধিকার

১। আস্তিক শব্দটি অস্তি শব্দের উত্তর ঠক্‌প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে নাস্তি+ঠক্=নাস্তিক। আচার্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ" (৪।৪।৬০; সিঃ কৌঃ ১৬১০)। কাশিকাকার বলিয়াছেন—"অস্তি মতিরস্য আস্তিকঃ। নাস্তি মতিরস্য নাস্তিকঃ।" যদি কেবলমাত্র মতি থাকিলেই আস্তিক হয় তবে চোরকেও আস্তিক বলিতে হয় যেহেতু তাহারও চৌর্যে মতি আছে ; এবং কেহই নাস্তিক হইবে না যেহেতু সকলেরই কোনও-না-কোন বিষয়ে মতি আছেই। "যস্যাস্তি মতির্যস্য স আস্তিকঃ, চোরেঽপি প্রাপ্নোতি, তস্যাপি মতিসদ্ভাবাৎ"। (পদমঞ্জরী, ঐ সূত্র)। কাশিকাকার বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র মতিসত্তাতেই আস্তিকপদ সিদ্ধ হইবে না কিন্তু যাহার পরলোকে মতি আছে সে আস্তিক এবং যাহার পরলোকে মতি নাই সে নাস্তিক। "ন চ মতিসত্তামাত্রে প্রত্যয় ইষ্যতে, কিং তর্হি?

অনুসারে স্বস্বমতের অসাধারণ তত্ত্বের নির্ণয় করেন। এরূপ দার্শনিক রহিয়াছেন যিনি প্রধান বা প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া তাহারই নিরূপণ করেন ; আবার কোনও দার্শনিক পুরুষ বা ব্রহ্মের পরম-প্রতিপাদ্যত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহারই তত্ত্বতঃ অধিগমের চেষ্টা করেন ; আবার কোনও দার্শনিক ঈশ্বরের প্রাধান্য জানিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষতঃ আলোচনা করেন—এইভাবে বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে সিদ্ধান্তে ও প্রক্রিয়ায় ভেদ থাকিলেও এই দর্শনসম্প্রদায়গুলি বেদ হইতে

পরলোকোঽস্তীতি যস্য মতিরস্তি স আস্তিকঃ, তদ্‌বিপরীতো নাস্তিকঃ" (কাশিকা, ঐ সূত্র)। অকস্মাৎ পরলোক অর্থটি কাশিকাতে গৃহীত হইল কেন, এই আশঙ্কার উত্তরে জয়াদিত্য কাশিকায় বলিয়াছেন যে, এই অর্থটি অভিধানলভ্য। "তদেতদভিধানশক্তিস্বভাবাল্লভ্যতে"। নাগেশও বলিয়াছেন—"পরলোক ইত্যভিধানস্বভাবলব্ধম্।" (লঘুশব্দেন্দুশেখর, ১৬১০ সূঃ)

এইভাবে ব্যাখ্যা করিলেও দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে আস্তিকদর্শন বলা হয় সেই অর্থটি পাওয়া যায় না। কারণ দর্শনশাস্ত্রে পরলোকে বিশ্বাসবান্ জৈন-বৌদ্ধ-দর্শনকে নাস্তিক বলাই রীতি। দর্শনশাস্ত্রের এই পরিভাষার উপপত্তির জন্য মনুস্মৃতির নিম্নলিখিত শ্লোকটি বোধ করি কারণস্বরূপে উল্লিখিত হইতে পারে—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ (মনু ২।১১)

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূক ভট্ট বলিয়াছেন—"হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ বেদবাক্যমপ্রমাণং বাক্যত্বাৎ বিপ্রলম্ভকবাক্যবদিত্যাদি-প্রতিকূলতর্কাবষ্টম্ভেন, চার্বাকাদি-নাস্তিক ইব নাস্তিকো যতো বেদনিন্দকঃ।" কুল্লূক ভট্টের এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষায় নাস্তিক শব্দটি লাক্ষণিক (নাস্তিকঃ ইব)। এইরূপ আস্তিকশব্দ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে. যদিও মনু-সংহিতায় বেদবিরোধীকেই নাস্তিক বলা হইয়াছে তথাপি বেদমূলক স্মৃতির বিরোধীকেও নাস্তিক বলা ঐ শ্লোকের তাৎপর্য। এই কথা মেধাতিথি ব্যক্ত করিয়াছেন— "স্মৃতিগ্রহণং ন কৃতং তুল্যত্বেনোভয়োঃ প্রকৃতত্বাদ্ অন্যতরনির্দেশেনৈব সিদ্ধমুভয়স্যাপি গ্রহণমিত্যভিপ্রায়ঃ।" আস্তিক শব্দের ক্ষেত্রেও অনুরূপ যুক্তি প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ যিনি বেদ ও বেদমূলক স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন তিনিই আস্তিক।

তাঁহাদের জীবনরস গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—"যাশ্চৈতাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরপরমাণুকারণাদিপ্রক্রিয়াঃ সৃষ্টিপ্রলয়াদিরূপেণ প্রতীতাস্তাঃ সর্বা মন্ত্রার্থবাদজ্ঞানাদেব দৃশ্যমানসূক্ষ্মস্থূলদ্রব্যপ্রকৃতিবিকারভাবদর্শনেন চ দ্রষ্টব্যাঃ।" (তন্ত্রবার্তিক ; ৮১ পৃঃ, বিদ্যাবিলাস প্রেস, কাশী সং)। আচার্য কুমারিলের প্রদর্শিত পঙ্‌ক্তিটিতে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ও বেদান্তদর্শনের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ন্যায়সুধাতে টীকাকার ভট্টসোমেশ্বর সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] ভট্টপাদ প্রস্তুত পঙ্‌ক্তিতে ন্যায়দর্শনেরও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই যেহেতু ন্যায়দর্শনও পরমাণুকারণবাদকে গ্রহণ করিয়াছে। বৈশেষিকদর্শনের গ্রহণের দ্বারা তাহার গ্রহণ হইয়াই গিয়াছে। মীমাংসাদর্শনের পৃথক্ উল্লেখ নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন. কারণ মীমাংসাদর্শনের আদ্যোপান্ত সর্বত্র প্রধানতঃ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

শুধু যে আস্তিকদর্শনগুলিই বেদমূলক তাহা প্রদর্শন করিয়াই ভট্টপাদ বিরত থাকেন নাই কিন্তু নাস্তিকদর্শনগুলির মধ্যেও বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনও যে বেদের অর্থবাদভাগ[২] হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শনে বিষয়ের ক্ষণিকত্ব এবং জ্ঞানের সত্যত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, তাহার দ্বারা এই দর্শনের অধ্যেতা বাহ্যবিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন হইবে এবং ফলতঃ বস্তুতত্ত্বনিরূপণে অধিকতর সমর্থ হইবে। কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানমাত্রক্ষণভঙ্গনৈরাত্ম্যাদিবাদানামপ্যুপনিষদর্থবাদপ্রভবত্বম্। বিষয়েষু আত্যান্তিকং রাগং নিবর্তয়িতুমিত্যুপপন্নং সর্বেষাং প্রামাণ্যম্।" (তন্ত্রবার্তিক,

---

১। "নন্বৈষা সুখদুঃখমোহাত্মকসত্ত্বরজস্তমোরূপং প্রধানং জগৎকারণমিতি প্রক্রিয়া স্থিতিসিদ্ধান্তাপরপর্যায়া সাংখ্যৈঃ, পুরুষ ইতি ব্রহ্মবিদ্‌ভিঃ, ঈশ্বর ইতি পাতঞ্জলীয়ৈঃ, পরমাণব ইতি ঔলূক্যৈঃ। আদিশব্দাত্তত্তৎকার্যং জগৎ। ইতি যথাক্রমং সাংখ্যাদিভিঃ প্রতীতাঃ প্রতিগতাঃ প্রতিজ্ঞাতা অঙ্গীকৃতাঃ। কিমাসাং সর্বাসাং মূলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাশ্চৈতা ইতি" (ন্যায়সুধা, ১৩১-৩২ পৃঃ, চৌখাম্বা সং)। দ্রষ্টব্য—উল্লিখিত উদ্ধৃতিটির শেষাংশে 'প্রতিজ্ঞাতা অঙ্গীকৃতাঃ' স্থলে মুদ্রিত গ্রন্থে 'প্রতিজ্ঞাতাঙ্গীকৃতাঃ' পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহা সম্ভবতঃ মুদ্রণ-প্রমাদ।

২। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়াত্মক শব্দরাশি বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ আবার বিধি ও অর্থবাদ এই দুইভাগে বিভক্ত। অর্থবাদগুলি কোন ক্রিয়া

৮১-৮২ পৃঃ, ঐ) জয়ন্তভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে আপ্তপুরুষমাত্রের দ্বারা রচিত আগমগুলিকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কপিল প্রণীত

প্রতিপাদন না করায় অপ্রমাণ বলিয়া পূর্বপক্ষী যুক্তি দেখাইলে সিদ্ধান্তী বেদবাদী তাহার উত্তরে বলেন যে, অর্থবাদবাক্য সাক্ষাদ্‌ভাবে ক্রিয়া-প্রতিপাদন না করিলেও বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়া পুরুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে। বিধিবাক্য পুরুষকে কার্যে প্রবৃত্তির নির্দেশ দেয় কিন্তু যদি পুরুষ আলস্যাদি-বশতঃ সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না করে তবে তাহার প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করার জন্য সেই বিধির স্তুতি করা হয়। সেই অতিরিক্ত ফলের প্রতি লোভবশতঃ পুরুষের প্রতিবদ্ধ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়।

কেবলমাত্র 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' এই বিধিবাক্যের দ্বারা যদি কাহারও প্রবৃত্তি না হয় তাহা হইলে 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' এই অর্থবাদ বাক্যের দ্বারা সে বুঝিতে পারে যে, ক্ষিপ্রতম দেবতা বায়ু, সুতরাং বায়ুদেবতাক যাগের দ্বারা অতি শীঘ্র ফললাভ হইবে ; তখনই সে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

অর্থবাদ বাক্যগুলিকে গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। আচার্য সুরেশ্বর বলিয়াছেন—

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥ (সম্বন্ধবার্তিক, ৫৬৭ কারিকা)

যদি কোন বলবত্তর প্রমাণের সহিত অর্থবাদবাক্যের বিরোধ হয় তবে তাদৃশ অর্থবাদকে গুণবাদ বলে এবং তাহার স্বার্থে প্রামাণ্য থাকে না। যদি অর্থবাদ-বাক্যলভ্য বিষয় অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত (অবধারিত) থাকে তবে তাহাকে অনুবাদ বলা হয়। ইহাও স্বার্থে প্রামাণ্যরহিত। যে অর্থবাদবাক্য কোনও বলবত্তর প্রমাণের সহিত বিরোধী হয় না আবার প্রমাণান্তরের দ্বারা অবধারিতও থাকে না তাদৃশ অর্থবাদকে ভূতার্থবাদ বলা হয়। এই অর্থবাদবাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। এতাদৃশ অর্থবাদ-বাক্যের দ্বারাই বেদান্তিগণ দেবতার বিগ্রহবত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

স্বার্থে প্রামাণ্যরহিত গুণবাদরূপ অর্থবাদ হইতেই নাস্তিকদর্শনগুলি প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া সেগুলি বর্জনীয় ; তথাপি তাহাদের বেদমূলকত্ব ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সাংখ্যাগমের ন্যায় বুদ্ধ ও অর্হৎপ্রণীত বৌদ্ধাগম ও জৈনাগম প্রমাণ হইতে পারিবে।[১]

অতঃপর মতান্তর প্রদর্শন করিতে গিয়া জয়ন্তভট্ট বলিলেন যে, এই আগমগুলিকে ঈশ্বরপ্রণীত বলিলে কোন আপত্তি নাই। সকল আগমই ঈশ্বর-প্রণীত ইহা বলিলে কোন দোষ নাই যেহেতু একই ভগবান্ কপিল-সুগত-অর্হৎ প্রভৃতি নামে প্রকাশলাভ করিয়াছেন।[২] এইভাবে ব্যাপক আলোচনার পর জয়ন্তভট্ট যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা এই যে, সকল আগমই বেদমূলক এবং সেইজন্যই সকল আগমই প্রমাণ। কেবলমাত্র মন্বাদিস্মৃতি বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ এরূপ নয় কিন্তু সেই স্থলে মন্বাদি-গ্রহণকে উপলক্ষণরূপে বুঝিয়া কপিল-অর্হৎ-সুগত প্রভৃতির আগমকেও প্রমাণ বলিয়া জানিতে হইবে।[৩]

১। (ক) তস্মাৎ সর্বেষামাগমানামাপ্তৈঃ কপিলসুগতার্হৎপ্রভৃতিভিঃ প্রণীতানাং প্রামাণ্যমিতি যুক্তম্। (ন্যায়মঞ্জরী, ২৪৫ পৃঃ, ১ম খণ্ড)

(খ) এই প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারা যায়—

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

২। অন্যে মন্যন্তে সর্বাগমানামীশ্বর এব ভগবান্ প্রণেতেতি স হি সকল-প্রাণিনাং কর্মবিপাকমনেকপ্রকারমবলোকয়ন্ করুণয়া তাননুগ্রহীতুমপবর্গপ্রাপ্তি-মার্গং বহুবিধমুৎপশ্যন্নাশয়ানুসারেণ কেষাংচিৎ ক্বচিৎ কর্মণি যোগ্যতামবগম্য তং তমুপায়মুদিশতি স্ববিভূতিমহিম্না চ নানাশরীরপরিগ্রহাৎ স এব সংজ্ঞাভেদানুপ-গচ্ছতি—অর্হন্নিতি কপিল ইতি সুগত ইতি স এবোচ্যতে ভগবান্, নানা-সর্বজ্ঞকল্পনায়াং যত্নগৌরবপ্রসঙ্গাৎ। (ন্যায়মঞ্জরী, ২৪৫-৪৬ পৃঃ, ১ম খণ্ড)

৩। মন্বাদিস্মৃতিবৎকর্তৃসাম্যস্যাসম্ভবেঽপ্যতঃ।
প্রমাণং বেদমূলত্বাদ্বাচ্যা সর্বাগমা স্মৃতিঃ॥
ততশ্চ— যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

ইত্যত্র যথা মনুগ্রহণং গৌতমযমাপস্তম্বসংবর্তকাঠকাদিস্মৃত্যন্তরোপলক্ষণমেব-মর্হৎকপিলসুগতাদ্যুপলক্ষণপরমপি ব্যাখ্যেয়ম্। (ন্যায়মঞ্জরী, ২৪৭ পৃঃ, প্রথম খণ্ড)

প্রসঙ্গক্রমে জয়ন্ত ভট্ট এই আলোচনাতেও উপস্থিত হইয়াছেন যে, তবে কি নীলাম্বরব্রত[১] প্রভৃতি অতি নিন্দিত আচারকেও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? তাহার উত্তর—কতকগুলি ধূর্ত পুরুষ যদি বেদবিরোধী পন্থা অবলম্বন করিয়া নীলাম্বরব্রতের মত কোন আচারের অনুষ্ঠান করিতে থাকে তবে বেদমার্গানুসারী রাজা শঙ্করবর্মার মত দৃঢ়চিত্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার প্রতিকার করিবেন।[২] এইজন্যই ভারতবর্ষে জৈনাদিমত প্রসারলাভ করিতে পারিয়াছে কিন্তু নীলাম্বরব্রত প্রভৃতি অতি কলঙ্কিত প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে।

সকল দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মূল—বেদপঙ্‌ক্তি

সকল দার্শনিক মত যে সেই সেই বিশেষ বেদপঙ্‌ক্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে—

সাংখ্যদর্শন—অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ (শ্বেঃ উঃ ৪।৫)[৩]

১। একটি নীলবর্ণের বৃহদাকার বস্ত্রের অধোভাগে বহু স্ত্রী ও পুরুষ বিবিধ অসংযত আচরণ করিয়া যে তথাকথিত ব্রত অনুষ্ঠান করিত তাহা নিতান্ত অভিনব এবং কতকগুলি ধূর্ত ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ পুরুষের উদ্ভাবিত। এই বিষয়টি জয়ন্তভট্ট একটি কারিকার দ্বারা উল্লিখিত করিয়াছেন—

অমিতৈকপটনিবীতানিয়তস্ত্রীপুংসবিহিতবহুচেষ্টম্।
নীলাম্বরব্রতমিদং কিল কল্পিতমাসীদ্বিটৈঃ কৈশ্চিৎ॥

(ন্যায়মঞ্জরী, ২৪৮ পৃঃ, প্রথম খণ্ড)

২। তদপূর্বমিতি বিদিত্বা নিবারয়ামাস ধর্মতত্ত্বজ্ঞঃ।
রাজা শঙ্করবর্মা ন পুনর্জৈনাদিমতমেবম্॥ (ন্যায়মঞ্জরী, ২৪৮ পৃঃ, প্রথম খণ্ড)

৩। মহানারায়ণোপনিষদে (৯।২) এই মন্ত্রটি ঈষৎ পরিবর্তিতস্বরূপে দেখা যায়। তাহার দ্বিতীয় চরণটি এইরূপ—

বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীঃ সরূপাম্।

তৈত্তিরীয়ারণ্যকেও এইরূপ পাঠ আছে (তৈঃ আঃ ১০।১০।৫)।

এই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া সাংখ্যদর্শন প্রধান বা প্রকৃতির শ্রুতিসিদ্ধত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাস্বরূপ। সত্ত্বের বর্ণ শুক্ল; রজের লোহিত ও তমের কৃষ্ণ। এই মন্ত্রটিকে সাংখ্যাচার্যগণ বিশেষ গুরুত্বের সহিত স্বমতে ব্যাখ্যা করেন এবং এইজন্যই বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীর মঙ্গলাচরণে যে প্রণামবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা এই মন্ত্রেরই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত স্বরূপ।[১]

যোগদর্শন—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যোগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেকগুলি মন্ত্র রহিয়াছে এবং তাহার অন্তে যোগানুষ্ঠানের ফলও কীর্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যোগকুণ্ডল্যুপনিষদে বিস্তৃতভাবে পাদচতুষ্টয়াত্মক[২] যোগের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থলে দুই একটি প্রধান মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইতেছে—

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি॥
(শ্বেঃ উঃ ২।৮)

১। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।
অজা যে তাং জুষমাণাং ভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্॥
(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, মঙ্গলাচরণ শ্লোক ১)

২। যোগদর্শনকে সূত্রকার পতঞ্জলি চারিটি পাদে বিভক্ত করিয়াছেন—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। যোগকুণ্ডল্যুপনিষদে এই চারিটি পাদেরই বিস্তৃত সমীক্ষা রহিয়াছে। এক একটি পাদের বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে—

সমাধি সমাধিমেকেন সমমমৃতং যান্তি যোগিনঃ।
যথাঽগ্নির্দারুমধ্যস্থো নোত্তিষ্ঠেন্মথনং বিনা॥
বিনা চাভ্যাসযোগেন জ্ঞানদীপস্তথা ন হি।
ঘটমধ্যগতো দীপো বাহ্যে নৈব প্রকাশতে॥ (যোঃ কুঃ উঃ ৩।১৪, ১৫)

পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥
(শ্বেঃ উঃ ২।১২)

ষট্‌চক্রাণি পরিজ্ঞাত্বা প্রবিশেৎ সুখমণ্ডলে।
প্রবিশেৎ বায়ুমাকৃষ্য তথৈবোর্ধ্বং নিযোজয়েৎ॥ (যোঃ কুঃ উঃ ৩।১২)

ন্যায়দর্শন—ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে কার্যোৎপত্তিতে আরম্ভবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ যে আরম্ভবাদী বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে যে তাঁহারা আরম্ভবাদ বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন তাহার মূলেও রহিয়াছে একটি বৈদিকমন্ত্র। "কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণম্…" ইত্যাদি।[১]

নৈয়ায়িকগণ ও বৈশেষিকগণ যে পরমাণুকারণবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন তাহারও বীজ রহিয়াছে ঋক্‌সংহিতার অপর একটি মন্ত্রে। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ… ইত্যাদি মন্ত্রটিতে[২] 'পতত্রৈঃ' শব্দটি হইতে পরমাণু অর্থ লাভ করা যায় এবং এইভাবে উদয়ন প্রভৃতি আচার্যগণ শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরমেশ্বরকে

সাধন ভুজ্যতে শিবসংপ্রীত্যৈ মিতাহারঃ স উচ্যতে।
আসনং দ্বিবিধং প্রোক্তং পদ্মং বজ্রাসনং তথা॥
ঊর্বোরুপরি চেদ্ধত্তে উভে পাদতলে যথা।
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্বপাপপ্রণাশনম্॥ (যোঃ কুঃ উঃ ১।৪, ৫)

বিভূতি সদা রসনয়া যোগী মার্গং ন পরিসংক্রমেৎ।
এবং দ্বাদশবর্ষান্তে সংসিদ্ধির্ভবতি ধ্রুবা॥
শরীরে সকলং বিশ্বং পশ্যত্যাত্মাবিভেদতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডোঽয়ং মহামার্গে রাজদন্তোর্ধ্বকুণ্ডলী॥ (যোঃ কুঃ উঃ ২।৪৮, ৪৯)

কৈবল্য ধ্যায়ন্নাস্তে মুনিশ্চৈবমাসুপ্তেরামৃতেস্তু যঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স ধন্যঃ কৃতকৃত্যবান্॥ (যোঃ কুঃ উঃ ৩।৩৩)

১। কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥
(ঋক্‌সংহিতা ১০।৮১।২)

২। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥
(ঋক্‌সংহিতা ১০।৮১।৩)

শ্রুতিতে জগৎস্রষ্টা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং তাঁহার ছয়টি বিশেষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ বিশেষণের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, তিনি আরম্ভক পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া পরমাণুগুলিকে মিলিত করেন। সমস্ত কার্য-জগতের উৎপত্তির জন্য কারণের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হয়। কারণগুলির মধ্যে সমবায়িকারণ প্রধান, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ অপ্রধান। পরমাণুই যাবতীয় কার্য-পদার্থের সমবায়িকারণ এবং সেই পরমাণু ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে কার্যোৎপত্তি ঘটাইয়া থাকে। এইজন্যই উদয়ন বলিয়াছেন—"ষষ্ঠেন পরমাণুরূপপ্রধানাধিষ্ঠেয়ত্বম্" (কুসুমাঞ্জলি, ৫ম স্তবক, ৯১ পৃঃ, এসিয়াটিক সোসাইটি সং)।

পরমাণু গতিশীল বলিয়া তাহাকে 'পতত্র' বলা হয়, পৎ-ধাতু গমনার্থক।[১] অন্য ঘটপটাদিবস্তু গতিশীল হইলেও এইস্থলে পরমাণুকেই গতিশীল বলা হইয়াছে কারণ একমাত্র পরমাণুতে প্রলয়কালেও গতি বিদ্যমান থাকে। প্রলয়কালে গতি না থাকিলে পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারিত না।[২]

ন্যায়দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া 'তদভয়মজরম্' ইত্যাদি[৩] যাহা বলা হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ বৃহদারণ্যকোপনিষদের[৪] ভাষান্তর ব্যতীত কিছুই নয়।

১। "তে হি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপদেশাঃ—পতন্তীতি"। (কুসুমাঞ্জলি, ৫ম স্তবক, ৯১ পৃঃ, এঃ সোঃ সং)।

২। (ক) "কালাবচ্ছেদোপাধিতয়া বর্তমানানি চ মহাভূতসংক্ষোভপ্রভব-বেগজানি চ কর্মাণি সন্তন্যমানান্যবতিষ্ঠন্তে। অন্যথা কালাবচ্ছেদানুপপত্তৌ পুনঃ সর্গানুপপত্তেঃ। তদিদমুক্তং তাবন্তমেব কালমিতি" (কিরণাবলী, ৯২-৯৩ পৃঃ, কাশী সংস্কৃত সিরিজ)

(খ) "[প্রলয়ে] পরমাণুষু বেগকর্মণী চ তিষ্ঠতঃ। কর্ম বিনা কালা-বচ্ছেদকানুপপত্তৌ তাবন্তমেব কালমিতি প্রলয়পরিমাণাসিদ্ধেঃ, বেগং বিনা কর্মানুপপত্তেঃ।" (প্রশস্তপাদভাষ্যের সেতুটীকা, ২৮৬ পৃঃ, চৌখাম্বা সং)

৩। "তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ।" (ন্যায়ভাষ্য, ১।১।২২ সূত্র)

৪। "স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৫)

বৈশেষিকদর্শন—এই দর্শন বহুলাংশে ন্যায়দর্শনের সহিত তুল্য। সুতরাং পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি বিষয়ে ন্যায়দর্শনের সহিত ঐকমত্য রহিয়াছে। বৈশেষিকদর্শনের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ গ্রন্থপ্রারম্ভে 'পদার্থধর্মসংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ' এইরূপ উক্তির দ্বারা মহোদয় বা অপবর্গকেই চরম লক্ষ্য বলিয়াছেন। শ্রীধরাচার্য ন্যায়কন্দলীতে এই মহোদয়ের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন—"তস্মাদহিতনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী মহোদয় ইতি যুক্তম্।"[১] মহোদয় শব্দটির প্রদর্শিত ব্যাখ্যার মূলে যে শ্রুতিবাক্যটি রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীধর বলিলেন—"অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত[২] ইতি বেদান্তাঃ প্রমাণমিতি বয়ম্।"

মীমাংসাদর্শন—বেদের কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করাই মীমাংসার উদ্দেশ্য। এইজন্যই এই শাস্ত্রকে ধর্মমীমাংসা বা কর্মমীমাংসা বলা হয়। ধর্মস্বরূপ, শব্দের নিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনাপূর্বক সূত্রকার বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। অনন্তর বেদের অর্থবাদ, বিধি, মন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া কর্মকাণ্ডের যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সূত্রকারকর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাক্যগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি, ক্রিয়াকাণ্ডের গ্রহচমসাদি পাত্রের সংখ্যা, তাহাদের স্থাপন-রীতি, আহুতি-প্রকার, আহুতির সংখ্যা, কুশাদির আস্তরণ প্রভৃতি বিভিন্ন যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধী আলোচনায় এই দর্শন পরিপূর্ণ। সুতরাং এই দর্শনের বৈদিকত্ব অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধিতেও পরিগৃহীত হইতে পারে। সম্প্রদায়ক্রমে মীমাংসাদর্শনকে বেদের সহিত অভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখা হয়। ইহা একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সম্প্রদায় হইলেও বেদচিন্তারাশির মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিয়া ইহা বেদের সহিত যেন অভিন্নই হইয়া গিয়াছে। রুমা বা লবণাকরে যদি কোনও কাষ্ঠাদিপদার্থ পতিত হইয়া

১। ন্যায়কন্দলী, ৮ পৃঃ, গঙ্গানাথ ঝাঁ গ্রন্থমালা, প্রথম খণ্ড

২। "মঘবন্মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোহধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" (ছাঃ উঃ ৮।১২।১)

দীর্ঘকাল সেইভাবেই বিদ্যমান থাকে তবে তাহা লবণাত্মক হইয়া যায়।[১] এইভাবে মীমাংসাদর্শন বেদাত্মক হইয়া গিয়াছে।

বেদান্তদর্শন—বেদান্তদর্শন যে বৈদিক তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কর্ম ও জ্ঞান এই কাণ্ডদ্বয়াত্মক বেদের অন্তভাগই বেদান্ত। সুতরাং এই দর্শন বেদের অংশবিশেষ। উপনিষদ্‌কেই মুখ্যতঃ বেদান্ত বলা হয় এবং উপনিষদ্‌গুলিই কখনও মন্ত্রের আবার কখনও ব্রাহ্মণের অন্তে বিদ্যমান থাকে বলিয়া উপনিষদের 'বেদান্ত' নাম ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক্‌ হইতে সঙ্গতই হয়। বেদান্তশব্দের অর্থ ও তাৎপর্য এই অধ্যায়ের অন্যত্র আলোচিত হইবে (২৫-২৭ পৃঃ)।

যাহা হউক, বেদান্তদর্শনের মূল তত্ত্ব কেবলমাত্র উপনিষদেই লব্ধ হইতে পারে এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না এইরূপ একটি অভিমত কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিতগণের নিকট হইতে শুনিতে পারা যায়। বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, উপনিষদ্‌ বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের পরবর্তী[২] সুতরাং উপনিষদের

১। মীমাংসাসংজ্ঞকস্তর্কঃ সর্ববেদসমুদ্ভবঃ।
সোঽহতো বেদো রুমাক্ষিপ্তকাষ্ঠাদির্লবণাত্মবৎ॥

কারিকাটি সম্প্রদায়ক্রমে উদ্ধৃতরূপেই জ্ঞাত হয়। ইহার আকর গ্রন্থ জানা যায় নাই। আনন্দগিরি সম্বন্ধবার্তিকের ৮১৭ কারিকার ব্যাখ্যাকালে 'উক্তং হি' বলিয়া কারিকাটি যে-ভাবে উদ্ধৃত করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

মীমাংসাসংজ্ঞকস্তর্কঃ সর্বো বেদসমুদ্ভবঃ।
সোহতো বেদো রুমাপ্রাপ্তকাষ্ঠাম্বুলবণাদিবৎ॥

২। (ক) "The period in which the poetry of the Vedic Saṃhitās arose was followed by one which produced a totally different literary type—the theological treatises called Brāhmaṇas". (A History of Sanskrit Literature by A. Macdonell, P. 202)

(খ) "In tone and content the Āraṇyakas form a transition to the Upaniṣads, which are either imbedded in them or more usually form their concluding portion". (ibid., P. 204)

যুগেই বেদান্ততত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে।[১] তাঁহাদের মতে মন্ত্র-সংহিতাতে বেদান্তচিন্তার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের কথা ঋগ্বেদাদি মন্ত্র-সংহিতার যে-মন্ত্রে অত্যন্ত প্রকটরূপে দৃশ্যমান তাহার উল্লেখ করিলে তাঁহারা অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে অভিমত প্রকাশ করেন যে, মন্ত্র-সংহিতার সেই মন্ত্রটি প্রক্ষিপ্ত।[২] সত্যনিষ্ঠার জন্য বেদের মন্ত্র-প্রভৃতিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় কিনা তাহা আলোচনা করিতেছি এবং পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতগণের অভিমত কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাও বিবেচিত হইতেছে।

বেদান্ততত্ত্বপ্রতিপাদক বা অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করিতে গেলে প্রথমেই অস্যবামীয়সূক্তের (১।১৬৪ সূক্ত) কথা মনে পড়ে। এই সূক্তের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলেন যে, ইহা অল্প-

---

১। "Though the Upaniṣads generally form a part of the Brāhmaṇas, being a continuation of their speculative side (Jñāna-Kāṇḍa), they really represent a new religion, which is in virtual opposition to the ritual or practical side (Karma-kāṇḍa)". (ibid., p. 218)

২। "This fact, combined with the uniformity of these books in general character and internal arrangement, renders it probable that they (Books II—VII) formed the nucleus of the Ṛgveda; to which the remaining books were successively added." (ibid., p. 41)

"With regard to the tenth book there can be no doubt that its hymns came into being at a time when the first nine already existed." (ibid., p. 43).

"The tenth book represents a definitely later stratum of composition in the Ṛgveda. Individual hymns in the earlier books have also been proved by various recognised criteria to be of later origin than others, and some advance has been made towards assigning them to three or even five literary epochs.', (ibid., p. 45)

স্তবস্থক্ত অর্থাৎ ইহার স্তত্যবিষয় বহু নাই, সুতরাং ইহাতে স্তুতিও স্বল্প।[১] এই সূক্তে সংশয়-উত্থাপন, প্রশ্ন, প্রতিবাক্য প্রভৃতি আছে এবং ইহাতে জ্ঞান, মোক্ষ ও অক্ষরপ্রশংসা আছে।[২] অনন্তর প্রথমমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় আচার্য সায়ণ অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, অতঃপর এই সূক্তের সকল মন্ত্রই অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যাত হইতে পারে তথাপি প্রত্যেকটি স্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গেলে অর্থের স্বরসত্ব বা স্বাভাবিকত্ব কোনও কোনও স্থলে ব্যাহত হইতে পারে। আবার প্রত্যেক স্থলে অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্যের আশঙ্কা আছে। এইজন্যই "দ্বা সুপর্ণা" (১।১৬৪।২০) প্রভৃতি মন্ত্রে আধ্যাত্মিক অর্থ অত্যন্ত পরিস্ফুট হওয়ায় সেই সেই স্থলেই ভাষ্যকার অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

অন্তর্বামীয়সূক্তের প্রথম মন্ত্রের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করিয়া অনন্তর সারার্থ আকলন করিতে গিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন—মায়ার দ্বারা বশীভূত না থাকিয়া এক পরমেশ্বরকেই জগতের কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহা হইতেই স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য বিরাট্ বা বৈশ্বানর এবং সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্নচৈতন্য সূত্রাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে। এই উভয়ের সাক্ষাৎকারের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নয় কিন্তু সৃষ্ট্যাদির কারণ পরমেশ্বরকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা দর্শন করিতে হয়।[৪]

মাণ্ডূক্যোপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রে এই স্থূলশরীরাবচ্ছিন্নচৈতন্যকে বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্নচৈতন্যকে তৈজস বলা হয় এবং মাণ্ডূ-

---

১। অত্র স্তত্যবহুত্বেন স্তুতিভাগস্যাল্পীয়স্ত্বাদিদং সূক্তমল্পস্তবনম্।

(ঋক্‌সংহিতা, ১।১৬৪ সূক্তের অবতরণিকাভাষ্য)

২। 'অস্য দ্বিপঞ্চাশদল্পস্তবং ত্বেতৎসংশয়োত্থাপনপ্রশ্নপ্রতিবাক্যান্যত্র প্রায়েণ জ্ঞানমোক্ষাক্ষরপ্রশংসা চ"—(ঐ)

৩। এবমুত্তরত্রাপি অধ্যাত্মপরতয়া যোজয়িতুং শক্যম্। যত্র 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদৌ স্ফুটম্ আধ্যাত্মিকো হ্যর্থঃ প্রতীয়তে তত্র তত্র প্রতিপাদয়ামঃ।

(ঋক্‌সংহিতা, ১।১৬৪।১, ভাষ্য)

৪। অয়মর্থঃ। স্বাধীনমায়ো জগৎকারণভূতঃ পরমেশ্বর একঃ। তত

ক্যোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্রে "স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ" বলা হইয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে তৈজস ও সূত্রাত্মা এইরূপ আখ্যা হইয়া থাকে; বস্তুতঃ ইহারা অভিন্ন। স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ এই শরীরত্রয়ের কোনটির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জানিলে মোক্ষলাভ করা যায় না। কিন্তু সর্বথা অনবচ্ছিন্ন তুরীয় চৈতন্যকে জানিলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা মোক্ষ হয়। আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে দুইবার "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ" বলা হইয়াছে।[১] পুনরায় বৃহদারণ্যকোপনিষদে "তস্মাদ্

উৎপন্নৌ স্থূলসূক্ষ্মশরীরাভিমানিনৌ দ্বৌ বিরাট্সূত্রাত্মানৌ। তেষু মধ্যে দ্বয়োঃ সাক্ষাৎকারেণ মোক্ষাভাবাৎ সৃষ্ট্যাদিকারণং পরমেশ্বরং জ্ঞেয়ত্বেন প্রসিদ্ধং শ্রবণ-মননাদিসাধনেন সাক্ষাৎকরোমীত্যর্থঃ। (ঋক্‌সংহিতা, ১।১৬৪।১, ভাষ্য)

১। এই শ্রুতিটি বৃহদারণ্যকোপনিষদের মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে। (বৃঃ উঃ ২।৪।৫; বৃঃ উঃ ৪।৫।৬)। এই মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ যে বেদান্ততত্ত্বের দিক্ হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহা দুইবার উল্লেখের দ্বারা প্রমাণিত হয়। এক শ্রেণীর পূর্বপক্ষী কিন্তু দুইবার উল্লেখের জন্য পুনরুক্তিদোষের আশঙ্কা করেন। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ইহাতে পুনরুক্তি হয় না। প্রতিজ্ঞা ও নিগমন বাক্যে একই বিষয় দুইবার উল্লিখিত হইলেও যেমন উপক্রম ও উপসংহাররূপে উল্লিখিত বলিয়া পুনরুক্তি হয় না; সেইরূপ বর্তমান স্থলেও উপক্রম ও উপসংহাররূপে এই শ্রুতিকে জানিতে হইবে, এবং পুনরুক্তির আশঙ্কা করা অমূলক। বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে ভাষ্যের প্রারম্ভে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"অথেদানীং নিগমনস্থানীয়ং মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণমারভ্যতে। অয়ঞ্চ ন্যায়ো বাক্য-কোবিদৈঃ পরিগৃহীতঃ - 'হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনম্' ইতি।"

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন—"যথা দ্বির্মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণমপুনরুক্তম্ একস্যোপসংহাররূপত্বাৎ।" (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ৩২ পৃঃ, বসুমতী সং)। ভাষ্যকার এতদ্ব্যতীত অন্য একটি সমাধানও প্রদর্শন করিয়াছেন। আগমপ্রধান মধুকাণ্ডে

ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” ইত্যাদি মন্ত্রে বাল্যাদিশব্দের দ্বারা শ্রবণাদিসাধনকে বুঝান হইয়াছে।[১]

এক আত্মা বহু দেবতার স্বরূপে প্রকাশমান এবং সেই এক আত্মাই সৎ, অপর সকল রূপ কল্পিত—এই তত্ত্ব অন্তর্যামীয়সূক্তে বিধৃত আছে। এই প্রসঙ্গে ‘ইন্দ্রং মিত্রম্……’ ইত্যাদি মন্ত্রটি[২] উদ্ধৃত হইতে পারে।

মায়ার দ্বারাই যে এক ইন্দ্র বহুরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা ঋক্‌সংহিতার

অর্থাৎ প্রথম দুইটি অধ্যায়ে যে আত্মতত্ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে তাহাই যখন আবার পরবর্তী যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উপপত্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় তখন শাস্ত্রতর্কসিদ্ধ সেই তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এই দৃষ্টিতে দেখিলেও পুনরুক্তির কোনও সম্ভাবনাই নাই। “আগমপ্রধানেন মধুকাণ্ডেন যদমৃতত্বসাধনং সসন্ন্যাসমাত্মজ্ঞানমভিহিতম্, তদেব তর্কেণাপ্যমৃতত্বসাধনং সসন্ন্যাসমাত্মজ্ঞানমধিগম্যতে; তর্কপ্রধানং হি যাজ্ঞবল্কীয়ং কাণ্ডম্; তস্মাচ্ছাস্ত্র-তর্কাভ্যাং নিশ্চিতমেতৎ যদেতদাত্মজ্ঞানং সসন্ন্যাসমমৃতত্বসাধনমিতি। তস্মাচ্ছাস্ত্র-শ্রদ্ধাবদ্ভিরমৃতত্বপ্রতিপিৎসুভিরেতৎ প্রতিপত্তব্যমিতি। আগমোপপত্তিভ্যাং হি নিশ্চিতোঽর্থঃ শ্রদ্ধেয়ো ভবতি, অব্যভিচারাদিতি।” (বৃঃ উঃ ৪।৫ এর প্রারম্ভে শাঙ্করভাষ্য)

১। “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ” (বৃঃ উঃ ৫।১)

উদ্ধৃত শ্রুতিতে ‘পাণ্ডিত্য’ বলিতে শ্রবণকে বুঝান হইয়াছে। ‘বাল্য’ শব্দের দ্বারা মনন এবং ‘মৌন’ শব্দের দ্বারা নিদিধ্যাসন বিবক্ষিত হইয়াছে। শ্রবণে বিধি স্বীকার করা সঙ্গত কিনা এই আলোচনার প্রসঙ্গে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বলা হইয়াছে—“পাণ্ডিত্যবাল্যয়োঃ শ্রবণমননরূপত্বেন বিধিং সিদ্ধবৎকৃত্য ‘অথ মুনি’রিতি বাক্যশেষে নিদিধ্যাসনরূপত্বেন মৌনস্য বিধিত্বপ্রতিপাদ-নাদসাম্প্রদায়িকত্বং দূরাপাস্তম্।” (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ৩২ পৃঃ, বসুমতী সং)

২। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ (ঋক্ সং ১।১৬৪।৪৬)

তৃতীয় মণ্ডলে—'রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি'[১] ইত্যাদি মন্ত্রে নিতান্ত স্পষ্টভাবেই সমুল্লিখিত আছে। এই কথাই আবার "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"[২] ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরমতত্ত্বজ্ঞানমাত্রেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যে কোনও কালব্যবধান নাই। মুণ্ডকোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (৩।২।৯)। ঋক্‌সংহিতায় দেখিতে পাই যে, ঋষি বামদেব গর্ভাবস্থায় এই তত্ত্ব জানিয়াছিলেন এবং এইজন্যই তৎক্ষণাৎ তিনি মোক্ষলাভ করেন।[৩]

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে কোনও বাস্তব ভেদ নাই এবং এই উভয়ের ঐক্যই যে তত্ত্ব তাহা ঋষি বামদেবের 'অহং মনুরভবম্' ইত্যাদি ঋগ্বেদীয়[৪] মন্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঋষি বামদেব নিজেকে ইন্দ্ররূপে স্তুতি করিয়াছেন এবং এই ইন্দ্রই পরমাত্মা ; অর্থাৎ বামদেব নিজেকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়াছেন। ঋষি বামদেব নিজেকে মন্বাদিরূপে ও বহু দেবতার স্বরূপে জানার অর্থ তিনি নিজেকে সর্বাত্মক বলিয়া জানিয়াছিলেন। ব্রহ্মাত্মকতা ব্যতীত সর্বাত্মকতা হইতে পারে না যেহেতু সর্বাত্মকতা ব্রহ্মাত্মকতার ফল। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটিকে

১। রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাম্।
ত্রির্যদ্দিবঃ পরি মুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা ॥
ঋক্ সং ৩।৫৩।৮

২। রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥
ঋক্ সং ৬।৪৭।১৮

৩। গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্ ॥
ঋক্ সং ৪।২৭।১

৪। অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা ॥
ঋক্ সং ৪।২৬।১

আমরা বৃহদারণ্যকোপনিষদে[১] দেখিতে পাই। এই স্থলের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এই কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লিখিত করিয়াছেন।[২]

যাহা হউক্, এখন পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। পূর্বে বৌদ্ধ-জৈন দর্শনেরও বেদবোধিতত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে (৫-৭ পৃঃ)। ঐ দর্শনগুলি বেদমূলক হওয়ায় প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে—এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে এবং তাহা জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থের আশয় অনুসারে প্রদর্শিতও হইয়াছে।

চার্বাকদর্শনের শ্রৌতত্ব আছে কিনা ?

এখন সংশয় এই যে, চার্বাকদর্শনকে প্রমাণ বলা যাইবে কিনা ? চার্বাক-দর্শনের প্রতিপাদ্যতত্ত্ব বেদের কোনও স্থলে যে দৃষ্টিগোচর হয় না এরূপ নয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে রহিয়াছে যে, ভূতসমূহ হইতে আত্মার সমুত্থান ঘটিয়া থাকে এবং ভূতবর্গের নাশের সহিত আত্মা বিলীন হয়। মৃত্যুর পর আর কোনও সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না। 'আমি ইহার পুত্র'; 'আমার এই ধন'; 'আমি সুখী, দুঃখী' ইত্যাদি কোনও বিশেষ জ্ঞান তখন থাকে না।[৩] চার্বাকগণ তো এই কথাই বলিয়া থাকেন। তাঁহারা

১। তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি।
(বৃঃ উঃ ১।৪।১০)

২। তদেতদ্ব্রহ্ম পশ্যন্নিতি ব্রহ্মবিদ্যা পরামৃশ্যতে; অহং মনুরভবং সূর্যশ্চেত্যাদিনা সর্বভাবাপত্তিং ব্রহ্মবিদ্যাফলং পরামৃশতি; পশ্যন্ সর্বাত্মভাবং ফলং প্রতিপেদে, ইত্যস্মাৎ প্রয়োগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যাসহায়সাধনসাধ্যং মোক্ষং দর্শয়তি। (বৃঃ উঃ ১।৪।১০, শাঙ্করভাষ্য)

৩। (ক) প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি। (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৩)

(খ) ...বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি। (বৃঃ উঃ ২।৪।১২)

ভূতচতুষ্টয়ের সম্মেলনেই চৈতন্যের উদ্ভব স্বীকার করেন। যেমন গুড়ে বা তণ্ডুলে মাদকত্ব না থাকিলেও গুড় ও তণ্ডুলের মিশ্রণে মাদকত্বের উদ্ভব সর্বজনানুভবসিদ্ধ সেইরূপ ক্ষিত্যাদিভূতচতুষ্টয়ের কোনটিতে মাদকত্ব না থাকিলেও ইহাদের মিশ্রণ হইলে মাদকত্বের উদ্ভব হইবে। অন্য একটি উদাহরণও প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিণ্বনামক একটি বৃক্ষের নির্যাসে স্বভাবতঃ কোন মাদকত্ব দৃষ্ট হয় না কিন্তু তাহার বিকার ঘটিলে যখন সুরা উৎপন্ন হয় তখনই মাদকত্বের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে মাদকত্বের আবির্ভাব হইবে।[১]

এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে চার্বাকদর্শনের বেদমূলকত্ব প্রতিভাত হয় বলিয়া চার্বাকদর্শনকে কি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? ইহার উত্তরে জয়ন্তভট্ট কারিকাকারে বলিয়াছেন—

ন হি লোকায়তে কিঞ্চিৎ কর্তব্যমুপদিশ্যতে।
বৈতণ্ডিককথৈবাসৌ ন পুনঃ কশ্চিদাগমঃ॥

(ন্যায়মঞ্জরী, প্রমাণপ্রকরণ, ২৪৭ পৃঃ)

ইহার অর্থ—লোকায়তদর্শনে কোনও কর্তব্য কর্মের উপদেশ নাই, ইহা কেবল একটি বিতণ্ডা কথা।[২] অর্থাৎ চেতন অনাদ্যনন্ত আত্মা স্বীকার না করিয়াও যে উপপত্তি সম্ভব এই পক্ষ সমর্থনের জন্য উদ্ভাবিত যুক্তিজাল ব্যতীত

১। অথ পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। তেভ্য এব দেহাকার-পরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে। তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি। তদাহুঃ—বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু-বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি (বৃঃ উঃ ২।৪।১২) ইতি। তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা। (সর্বদর্শনসংগ্রহ, ২-৩ পৃঃ)

২। শাস্ত্রীয় বিচারকে কথা বলা হয়। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডাভেদে কথা ত্রিবিধ। 'তিস্রঃ কথা ভবন্তি, বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি' (বাৎস্যায়নভাষ্য, ১ অঃ ২ আহ্নিক ৪২ সূঃ)। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে-কথা আশ্রিত হইয়া থাকে তাহা বাদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে কাহারও জয়াভিলাষ নাই, তত্ত্বনির্ণয় ইহার পরম প্রয়োজন। কিন্তু যখন দুই বিরুদ্ধ

চার্বাকদর্শন বাস্তবিকপক্ষে কোনও বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারা বা তদুপযোগী কোনও জীবনপ্রণালীর নির্দেশ প্রদান করে নাই। 'যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ' ইহা তো কোন উপদেশই নয়, স্বভাবতঃই তো মানুষ এই নীতি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। 'ধর্ম অনুষ্ঠান করিবে না' ইহাও তো কোন উপদেশের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; কারণ বাস্তবিকপক্ষে অন্যান্য দর্শনসমূহে যে-ধর্মের আচরণ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধ কথন ব্যতীত এই বাক্যে উপদেশ্য কিছুই নাই। এই জন্যই এই চার্বাকদর্শন বা লোকায়তদর্শন পূর্বপক্ষস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।[১]

চার্বাক যদি[২] স্বমতের শ্রৌতত্ব প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা

পক্ষের মধ্যে একজন অপরকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে বিচারে প্রবৃত্ত হন তখন তাদৃশ বিচারকে বিজিগীষু কথা বলা হয়। জল্প ও বিতণ্ডা উভয়ই বিজিগীষু কথার অন্তর্গত। তন্মধ্যে জল্প কথায় বাদী ও বিবাদী উভয়েই স্বপক্ষ স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন ও পরপক্ষ খণ্ডনে প্রয়াসী হন। কিন্তু বিতণ্ডা কথায় বাদী স্বপক্ষ স্থাপন করেন এবং বৈতণ্ডিক পরপক্ষ খণ্ডন করেন। এই বিতণ্ডা কথায় বাদী পরপক্ষ খণ্ডন করেন না এবং বৈতণ্ডিক স্বপক্ষ স্থাপন করেন না। কথা প্রবৃত্তির পূর্বে উভয়ের মধ্যে সময়বন্ধ (চুক্তি) হইয়া থাকে যে, একজন (বাদী) কেবল স্বপক্ষস্থাপন করিবেন এবং অপরজন (বৈতণ্ডিক) কেবল মাত্র পরপক্ষ খণ্ডন করিবেন। ন্যায়সূত্রে বলা হইয়াছে—"স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা" (ন্যায়সূত্র ১।৪৪)। বিতণ্ডাকথার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল শ্রীহর্ষরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য।

১। ননু চ যাবজ্জীবং সুখং জীবেদিতি তত্রোপদিশ্যতে, ন স্বভাবসিদ্ধত্বেনা-ত্রোপদেশবৈফল্যাৎ, ধর্মো ন কার্যস্তদুপদেশেষু ন প্রত্যেতব্যমিত্যেবং বা যদুপদিশ্যতে তৎ প্রতিবিহিতমেব পূর্বপক্ষবচনমূলত্বাল্লোকায়তদর্শনস্য। (ন্যায়মঞ্জরী, ২৪৭ পৃঃ)

২। চার্বাক শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং স্বমতের শ্রৌতত্ব সিদ্ধ না হইলেও কোন ন্যূনতা ঘটে বলিয়া মনে করেন না ; তথাপি অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি আস্তিকদার্শনিকগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদিগের

অপপ্রয়াস বলিয়াই জানিতে হইবে। 'বিজ্ঞানঘনঃ'[১] ইত্যাদি শ্রুতিকে স্বমতে ব্যাখ্যা করা চার্বাকের পক্ষে প্রলাপমাত্র। পূর্বাপর বিচার করিলে চার্বাকও বুঝিতে পারেন যে, ঐ শ্রুতির তাহাতে তাৎপর্য নাই। যাজ্ঞবল্ক্য যখন মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিতেছিলেন তখন 'বিজ্ঞানঘনঃ' ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া মৈত্রেয়ীও বিভ্রমে পতিত হন এবং তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেন—"আপনি আমাকে মোহের (বিভ্রমের) মধ্যে নিপাতিত করিতেছেন। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তাহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"আমি মোহজনক উক্তি করিতেছি না, পূর্বাপর সঙ্গতির দ্বারা ইহাই জানিবে যে, আত্মার কোনও উচ্ছেদ নাই, আত্মা অবিনাশী।"[২]

দৃষ্টিতে চার্বাকমতের শ্রৌতত্ব প্রদর্শিত হইলে চার্বাক-মত তাঁহাদিগের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে; অন্ততঃ চার্বাকমতের শ্রৌতত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় সেই আস্তিকদার্শনিকগণ এই চার্বাকমতকে অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনে করিবেন না। এইজন্যই চার্বাক স্বমতের অনুকূলে কখনও শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

বিরুদ্ধবাদী দার্শনিকের সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তরের কালে অনেক সময় দার্শনিকগণ স্বানভিমত অথচ বিরুদ্ধবাদীর অভিমত বিষয়ের উপস্থাপন করিয়া বিরুদ্ধপক্ষ খণ্ডনের চেষ্টা করেন। ইহাতে স্বপক্ষহানির দোষ হয় না। এইজন্য মূলে 'যদি' শব্দটি বলা হইয়াছে।

১। চার্বাকপ্রদর্শিত শ্রুতিটি বৃহদারণ্যকোপনিষদের মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ দুইবার আম্নাত হইয়াছে। এই শ্রুতিটিও দুইবার আম্নাত হইলেও পাঠে কিঞ্চিৎ ভেদ উপলব্ধ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ—"বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" (বৃঃ উঃ ২।৪।১২)। চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠে 'বিজ্ঞানঘনঃ' শব্দটির স্থলে 'প্রজ্ঞানঘনঃ' দেখিতে পাওয়া যায়। জয়ন্তভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরীতে 'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্মা' এইরূপে যে উত্তর-ব্রাহ্মণের (উত্তরবর্তী উপনিষদ্বাক্য) উল্লেখ করিয়াছেন তাহা চতুর্থ অধ্যায়েই দৃষ্ট হয়। অথচ জয়ন্তভট্ট দ্বিতীয়াধ্যায়গত 'বিজ্ঞানঘনঃ' পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাৎপর্যে কোনও ভেদ হয় না।

২। সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্মোহান্তমাপীপিপদ্ ন বা অহমিমং

চার্বাক কি আত্মাকে অবিনাশী স্বীকার করিবেন? কোনও আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে স্বমতে পর্যবসিত করার অপপ্রয়াস বহু অল্পবুদ্ধি ধূর্তের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চার্বাকও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছেন।

এই সকল আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, চার্বাকদর্শন পূর্বপক্ষ ব্যতীত কিছুই নয়।[১] সাধারণতঃ কোনও ব্যক্তির মনে যে ধরণের প্রশ্ন ও শঙ্কা আসা স্বাভাবিক সেই সকল লোক-সিদ্ধ (লোকায়ত) যুক্তিজালের সঙ্কলনের দ্বারাই লোকায়ত-দর্শনের দর্শন আখ্যা ঘটিয়াছে।

বৌদ্ধমত অনাদি পূর্বপক্ষ

বৌদ্ধদর্শন বুদ্ধকর্তৃক প্রবর্তিত। এই পৌরুষেয় দর্শনের সিদ্ধান্ত অপৌরুষেয়ী শ্রুতির মধ্যে কিরূপে স্থান পাইতে পারে—এইরূপ একটি প্রশ্ন অনেক সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে—"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) এইরূপে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি বলায় বৌদ্ধমতই পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বেদবাদী বলেন যে, এইস্থলে বৌদ্ধমত উল্লিখিত হয় নাই অর্থাৎ এখানে বুদ্ধপ্রবর্তিত মতের উল্লেখ হয় নাই কিন্তু অনাদি পূর্বপক্ষের উপন্যাস করা হইয়াছে। কার্যোৎপত্তি সম্পর্কে যে বহু মত বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে একটি বৌদ্ধগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং পরভাবী বুদ্ধপ্রবর্তিত মত শ্রুতিতে স্থান পাইয়াছে এরূপ বলা অসঙ্গত। এইভাবে জৈনমতকেও অনাদিপূর্বপক্ষ বলিয়া জানিতে হইবে।

বিজানামীতি। স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্মা॥ (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৪)

১। তথা চ তত্রোত্তরব্রাহ্মণং ভবতি ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতীতি, তদেবং পূর্বপক্ষ-বচনমূলত্বাল্লোকায়তশাস্ত্রমপি ন স্বতন্ত্রম্। (ন্যায়মঞ্জরী, ২৪৭ পৃঃ)

সোপানারোহণ-ন্যায়

আস্তিকদর্শনগুলির মধ্যেও পরস্পর মতভেদ রহিয়াছে। বিবিধ অধিকারীর জন্য বিবিধ মতের উদ্ভব কল্যাণকর হইয়াছে। সোপানারোহণন্যায়ে[১] বা অরুন্ধতীনিদর্শনন্যায়ে[২] ক্রমশঃ পরমসূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ হইয়া থাকে। এক

১। কোনও গৃহের দ্বিতীয়তলে (উপর তলায়) উঠিতে গেলে সোপান অবলম্বন করিতে হয়। কেহই সহসা দ্বিতীয়তলে আরোহণ করিতে পারে না। সেইরূপ কোনও গহনতত্ত্ব যখন সহজে আয়ত্ত করা যায় না এবং তজ্জন্য কতকগুলি ক্রমিকস্তর গ্রহণ করিতে হয় তখন তাহাকে সোপানারোহণ-ন্যায় বলে। পরিণাম ও বিবর্তবাদের মধ্যে এই ক্রমিকতা রহিয়াছে। পরিণামবাদ না বুঝিলে বিবর্তবাদ বুঝিতে পারা যায় না; এইজন্য বিবর্তবাদী অদ্বৈতাচার্যগণ প্রথমে পরিণাম প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাকেই সোপানারোহণন্যায় বলে। সর্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপশারীরকগ্রন্থে বলিয়াছেন—

আরুহ্য ভূমিমধরামিতরাধিরোঢুং শক্যেতি শাস্ত্রমপি কারণকার্যভাবম্।
উক্ত্বা পুরা পরিণতিপ্রতিপাদনেন সম্প্রত্যপোহতি বিকারমৃষাত্বসিদ্ধ্যৈ ॥
(২।৬০)

২। বিবাহদিবসে রাত্রিতে হোম সমাপ্ত হইলে ধ্রুব ও অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করিয়া বর ও বধূ বাক্‌সংযম পরিত্যাগ করেন। আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—"ধ্রুবমরুন্ধতীং সপ্তঋষীনিতি দৃষ্ট্বা বাচং বিসৃজেত জীবপত্নীং প্রজাং বিন্দেয়েতি।" (আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, ১।৭।২২)। অতি সূক্ষ্ম অরুন্ধতীনক্ষত্র সপ্তর্ষি-মণ্ডলের অধোবর্তী নক্ষত্রত্রয়ের মধ্যমটির নিকটে বিদ্যমান থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর ও বধূকে অরুন্ধতী প্রদর্শন করিতে হইলে বিশাল আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজির মধ্যে 'এটি অরুন্ধতী' এইরূপে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলিলেও তাহা বোধগম্য হয় না। এইজন্য সপ্তর্ষিমণ্ডলকে প্রথমে ঊর্ধ্ববর্তী চারিটি ও পরে অধোবর্তী তিনটি এইরূপে ক্রমিকভাবে প্রদর্শন করিতে হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও তদন্তর্গত নক্ষত্রবিশেষ এইস্থলে প্রতিপাদ্য না হইলেও প্রতিপাদ্য বিষয়কে অবগত করাইবার জন্য তাহাদিগের উল্লেখ করিতে হয়। এইরূপ যে-কোনও সূক্ষ্মবস্তু যখন ক্রমিকভাবে কতকগুলি স্থূলবস্তুর সাহায্যে প্রতিপাদিত হয় তখন তাহাকে অরুন্ধতীনিদর্শনন্যায় বলে।

অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারেই সমগ্র বেদের তাৎপর্য এবং এইজন্যই বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বকে বা ব্রহ্মতত্ত্বকে পরমপদ[১] বলিয়া উপনিষদে পুনঃপুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

দর্শনগুলির চরম তাৎপর্যে ভেদ নাই

বেদ-প্রভব ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও তাহাদের চরম তাৎপর্যে যে ভেদ নাই তাহা সকল অভিজ্ঞ দার্শনিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা[২] বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ভাবিয়া অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র এইটুকুই বলিতেছি যে, দর্শনশাস্ত্রগুলির সমন্বয়ের জন্য বেদান্তের, বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদের, একটি আবশ্যিক ভূমিকা রহিয়াছে।

বেদান্ত শব্দের অর্থ

বেদ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডভেদে দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদ্ই বেদের সারভাগ এবং ইহাতেই বেদের তাৎপর্য নিহিত বলিয়া উপনিষদ্‌কে শ্রুতিশিরঃ বলা হয়। বেদান্তশব্দের অন্তপদটির তাৎপর্যার্থ স্বীকার করিয়া বেদের তাৎপর্যই বেদান্ত[৩] এইরূপ মতও দার্শনিকগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

১। (ক) "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্"—(কঠ ১।২।১৬)
(খ) "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্"—(কঠ ১।২।১৭)
(গ) "গচ্ছামি পরমাং গতিম্"—(মহানারায়ণোপনিষদ্, ৪।৭)
(ঘ) "যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্"—(মুণ্ডক ৩।১।৬)
(ঙ) "স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম"—(মুণ্ডক ৩।২।১)
(চ) "স গচ্ছেৎ পরমং পদম্"—(যোগশিখা ৮)

২। মহামহোপাধ্যায় ডঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ ডি, লিট্ কর্তৃক লিখিত 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়' গ্রন্থে এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৩। আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে বেদের অন্ত বেদান্ত। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই ভাগচতুষ্টয়াত্মক বেদের অন্তভাগ হইল উপনিষদ্।

সুতরাং বেদান্ত বলিতে উপনিষদ্‌কেই বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদ্ শব্দটির অর্থ আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। এই শব্দের এইরূপ অর্থ ব্যুৎপত্তি হইতেই লাভ করা যায়। উপ নি সদ্ ক্বিপ্ এইরূপে নিষ্পন্ন উক্ত শব্দটির উপসর্গ, ধাতু, প্রত্যয় প্রত্যেকটিই তাৎপর্যপূর্ণ। 'উপ' উপসর্গটি সামীপ্য অর্থ বুঝাইয়া থাকে। এই সামীপ্যের কোনও সীমা নির্দেশ না করায় এবং অর্থসঙ্কোচের কোন হেতু না থাকায় সর্বসমীপ আত্মাই বুঝিতে পারা যায়। 'নি' উপসর্গটি নিশ্চিতার্থক। 'ষদৢ' ধাতু বিশরণ, গতি, অবসাদন তিনটি অর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে। (ষদৢ বিশরণগত্যবসাদনেষু)। 'ক্বিপ্' প্রত্যয়টি কর্তা এই অর্থ বুঝায়। প্রথমতঃ গতি বা জ্ঞানার্থ গ্রহণ করিলে এই উপনিষৎ পদের সমুদিত অর্থ হয়—যাহা সর্বসমীপ আত্মাকে নিশ্চিতভাবে জানাইয়া দেয় সেই আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। এখানে লক্ষ্য করিতে হয় যে, এই পদে ণিচ্ প্রত্যয় না থাকিলেও ইহাতে ণিচ্‌প্রত্যয়ের অর্থ গৃহীত হইতেছে, এতাদৃশ শব্দকে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থশব্দ বলা হয়। যাহা হউক্, সদ্ ধাতুর বিশরণ বা হত্যা অর্থ গ্রহণ করিলে উপনিষৎ পদের অর্থ দাঁড়ায় যাহা আত্মাকে দ্বৈতরহিত ব্রহ্মে উপনীত করিয়া অবিদ্যাকে বিশীর্ণ বা বিনষ্ট করে, সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। সদ্ ধাতুর অবগতি অর্থ গ্রহণ না করিয়া যদি কেবল গত্যর্থই স্বীকৃত হয় তবে এই পদের অর্থ হয়—যাহা অনর্থমূল অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া ভেদরহিত পরম ব্রহ্মে লইয়া যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। আবার অবসাদন অর্থ গ্রহণ করিলে উপনিষদ্ পদ যে-অর্থকে প্রকাশিত করে তাহা নিম্নরূপ—যাহা প্রবৃত্তি-হেতু অবিদ্যাকে নিঃশেষে অবসাদিত বা উন্মূলিত করে সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্।

এই অর্থত্রয় আচার্য সুরেশ্বর কর্তৃক তাঁহার বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিকে কারিকাকারে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ এই কারিকাগুলি উদ্ধৃত হইতেছে—

উপোপসর্গঃ সামীপ্যে তৎ প্রতীচি সমাপ্যতে।
ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নিশব্দোঽপি বিশেষণম্॥
উপনীয়েমমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং যতঃ।
নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষদ্ ভবেৎ॥

ভারতীয় সমাজ বৈদান্তিক সমাজ

ভারতীয় জীবনপ্রণালী, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে এই সমাজকে বৈদিক সমাজ বলা অপেক্ষা বর্তমানে বৈদান্তিক সমাজ বলাই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বহু মনীষী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

নিহত্যানর্থমূলং স্বাবিদ্যাং প্রত্যকৃতয়া পরম্।
গময়ত্যস্তসংভেদমতো বোপনিষদ্ ভবেৎ ॥
প্রবৃত্তিহেতূন্নিঃশেষাংস্তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ।
যতোঽবসাদয়েদ্ বিদ্যা তস্মাদুপনিষন্মতা ॥

(সম্বন্ধবার্তিক, ৪-৭)

কখনও ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থকে যে উপনিষদ্ বলা হয় তাহা গৌণ-প্রয়োগ বলিয়াই জানিতে হইবে। লাঙ্গল জীবনোপায় হইলেও তাহাকে জীবন বলিয়া উল্লেখ করা যেরূপ গৌণপ্রয়োগ সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থকে উপনিষদ্ বলিয়া উল্লেখ করা গৌণপ্রয়োগই বটে।

যথোক্তবিদ্যাবোধিত্বাদ্ গ্রন্থোঽপি তদভেদতঃ।
ভবেদুপনিষন্নামা লাঙ্গলং জীবনং যথা ॥ (সম্বন্ধবার্তিক, ৮)

তত্ত্বমস্যাদি উপনিষদ্ বাক্যের দ্বারা চরম জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া এই বাক্য-গুলি প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। উপনিষদ্বাক্যরূপ প্রমাণকে বেদান্ত বলা হয় ইহাই সদানন্দযোগীন্দ্র তাঁহার বেদান্তসার গ্রন্থে বলিয়াছেন। উপনিষদ্ই মুখ্য বেদান্ত এবং সেই উপনিষদর্থের প্রতিপাদক সূত্র, ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতিও গৌণভাবে বেদান্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

উপনিষদের তত্ত্বেই সমগ্র বেদের চরম তাৎপর্য ; এইজন্য যাহাতে বেদের অন্ত বা তাৎপর্য আছে তাহাই বেদান্ত—এই ব্যুৎপত্তিতেও উপনিষদ্কেই বেদান্ত বলা সঙ্গত হয়। বিস্তৃতির ভয়ে এই প্রসঙ্গটি আর পল্লবিত হইল না।

১। (ক) আমি 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে আমরা কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব ?—আমরা বৈদিক (অর্থাৎ যাহারা বেদমতানুবর্তী) শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথবা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। (ভারতে বিবেকানন্দ, ৩৩ পৃঃ)

(খ) আমরা 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্তে 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিতে

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মসম্প্রদায়ের মতের সমন্বয়

পরস্পর বিবদমান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি এক পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই পরম পুরুষকে যে-দার্শনিক যে-বিশিষ্ট নামে অভিহিত করুন না কেন তাহার দ্বারা বিষয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। কারণ সকল নাম ও রূপ মিথ্যা। এইজন্যই বিভিন্ন দেব ও দেবীর স্তুতিতে স্তোতৃবৃন্দ যে-সকল বিশেষণ ও স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে পরস্পর বিরোধের আশঙ্কা থাকে না।[১] হিন্দুধর্মের ইহাই শিক্ষা যে, সকল দেবদেবীর স্তুতি এক ব্রহ্মের

চাই। ভারতের সকল প্রাচীনপন্থী দার্শনিককেই বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। আর আজকাল ভারতে হিন্দুধর্মের যত শাখাপ্রশাখা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, উহাদের উদ্দেশ্য যতই জটিল বোধ হউক না কেন যিনি বেশ করিয়া উহাদের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, উপনিষদ্ হইতেই উহাদের ভাবরাশি গৃহীত হইয়াছে। এইসকল উপনিষদের ভাব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, যাঁহারা হিন্দুধর্মের খুব অমার্জিত শাখাবিশেষের রূপকতত্ত্ব আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, উপনিষদে "রূপকভাবে বর্ণিত তত্ত্ব সেই রূপকের দৃষ্টান্তবস্তুতে পরিণত হইয়া ঐ সকল ধর্মে স্থান লাভ করিয়াছে। উপনিষদেরই বড় বড় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি আজকাল স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের যত প্রকার পূজার যন্ত্র প্রতিমাদি আছে, সকলেই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে; কারণ, বেদান্তে ঐগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ঐ ভাবগুলি জাতির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে যন্ত্র-প্রতিমাদিরূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(ভারতে বিবেকানন্দ, ৩৫-৩৬ পৃঃ)

১। (ক) জগদ্ভবপালননাশকরং ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
(শিবাষ্টকস্তোত্রম্)

(খ) সদা প্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥

স্তুতিতেই পর্যবসিত। অজ্ঞ অনভিজ্ঞ নীচমনা কয়েকজন ব্যক্তি সময়বিশেষে সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া এবং হয়ত আংশিকভাবে নিজের দলের পুষ্টির জন্য সম্প্রদায়গুলির পরস্পরের মধ্যে কলহ ও সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছেন ; তথাপি ইহা সত্য যে, হিন্দুধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই কলঙ্কময় অধ্যায় চিরদিন সুধীজনের নিকট পরিত্যাজ্য বলিয়াই চিহ্নিত হইয়াছে এবং হিন্দুসাধারণ পুষ্পদন্তের মতই সমস্বরে শান্তি ও তৃপ্তির সহিত বলিয়া উঠিয়াছেন—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সার্ণব ইব ॥ (শিবমহিম্নঃস্তোত্রম্)

ভারতীয় দর্শনের বিশ্বজনীনতা

বেদান্তের এই চিন্তাধারা পৃথিবীতে যতই প্রসার লাভ করিবে ততই মঙ্গল, পাশ্চাত্ত্যদেশে ধর্মের নামে যে দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাত ঘটিয়াছে এবং এখনও শ্বেতচর্ম ও কৃষ্ণচর্মের মধ্যে একই দেশের অধিবাসীর মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বেদান্তের এই কল্যাণকর মন্ত্র অতি দ্রুত প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। স্বভাবতঃ মানুষ সংগ্রাম, কলহ ও অশান্তি পরিহার করিয়া চলিতে ইচ্ছা করে এবং যে-কোনও উৎস হইতে তাহার সন্ধান লাভ করিলে তাহা সাগ্রহে আত্মসাৎ করিয়া ধন্য হয়। এইজন্য দেখিতে পাই

প্রপঞ্চহীননির্মলং বিকল্পহং নিরাময়ম্।
চিদেকরূপসন্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥
(শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকস্তোত্রম্ ব্যাসকৃতম্)

(গ) গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর নিত্য নির্গুণ নিরঞ্জন জিষ্ণো।
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্ব শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥
(শ্রীমদচ্যুতাষ্টকস্তোত্রম্)

(ঘ) কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি।
সর্বস্বরূপে সর্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ (জগদ্ধাত্রীস্তোত্রম্)

নিতান্ত অখ্যাত কষায়বস্ত্রধারী কৃষ্ণবর্ণ একজন নিঃস্ব সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বেদান্তের বাণী শ্রবণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ অমৃতের ন্যায় গ্রহণ করিল। একদিনে স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবী-বিখ্যাত হইলেন।[১]

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়

বেদান্ত বলিতে মুখ্যভাবে যে উপনিষদ্‌কে বুঝা যায় তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সেই উপনিষদের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া পৌরুষেয় গ্রন্থ ব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা বেদান্ত বা উপনিষদের অতি সন্নিকটবর্তী হওয়ায় তাহাও বেদান্তের মর্যাদা লাভ করিল। অনুরূপভাবে ব্যাস বা বাদরায়ণপ্রণীত সূত্রগ্রন্থ বেদান্তের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। স্বতঃপ্রমাণ বেদ বা উপনিষদের প্রামাণ্যের সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই করা চলে না। শ্রুতিমূলক স্মৃতিগ্রন্থ শ্রুতির প্রামাণ্যের দ্বারাই প্রামাণ্যবান্ এবং শ্রুতিস্মৃতিমূলক ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণসূত্র পরম্পরায় শ্রুতির প্রামাণ্যের দ্বারাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে। এইভাবে বেদান্তের প্রস্থানত্রয় সকল বেদান্তীর নিকট সমাদৃত হইয়াছে। উপনিষদ্‌কে শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা বা গীতা স্মৃতিপ্রস্থান নামে পরিচিত এবং ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান বা তর্কপ্রস্থান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় বেদান্তিগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু সকল বেদান্তীকেই এই প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে। অন্যান্য আস্তিকদর্শনগুলি শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক গীতাগ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কিন্তু বেদান্তীকে শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত ন্যায়প্রস্থানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে কেহ নিজেকে বেদান্তী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। বেদান্তদর্শনে যাঁহাদিগকে আচার্য[২] বলিয়া আখ্যাত করা হয় তাঁহারা সকলেই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করিয়া এই সমাখ্যা লাভ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য

১। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খৃঃ

২। মুখ্যতঃ প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকর্তাকে আচার্য বলিয়া উল্লেখ করা বেদান্তের সম্প্রদায়সিদ্ধ পদ্ধতি হইলেও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে যিনি শাস্ত্রের অর্থ আকলন করিয়া স্বয়ং তদুপযোগী আচরণ করেন এবং শিষ্যবর্গকে তদনুরূপ

প্রভৃতি আচার্যগণের প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকিলেও তাঁহারা প্রত্যেকেই এই প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ও পার্ষদগণ বেদান্তের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায় ক্রমশঃ একটি স্বতন্ত্র বেদান্তসম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইতে থাকিল। শ্রীচৈতন্য মধ্বভাষ্যকেই স্বমতের ভাষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন কিন্তু পরবর্তী কালে যখন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে এই মতের স্বীকৃতি হইল তখন স্বসম্প্রদায়ের কোন ভাষ্য না থাকায় এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা অপর সম্প্রদায়ের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। এইজন্যই বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রতিজ্ঞাপূর্বক একমাসের মধ্যেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নির্মাণ করিয়াছিলেন।[১]

যাহা হউক্, অদ্বৈতবাদের পরিপোষক প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যনির্মাতা শঙ্করাচার্য যে একজন অসাধারণ দার্শনিক এবং তাঁহার ভাষ্যগুলি যে দর্শনসমাজে এক সুমহান্ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্তমান প্রবন্ধ অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্য, তাহার ব্যাখ্যা ও উপব্যাখ্যাই ইহার মূল উপজীব্য।

আচরণে প্রবর্তিত করেন তাদৃশ শাস্ত্ররহস্যবিদ্ ব্যক্তিকেও আচার্য বলা হয়। ভামতীটীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্যস্তেন চোচ্যতে॥ (ভামতী, ১২১ পৃঃ)

মনুসংহিতায় আচার্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে॥ (মনু, ২।১৪০)

১। গোবিন্দের কৃপায় ও তাঁহার নির্দেশে মাত্র একমাসের স্বল্প সময়ে বলদেববিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি তাঁহার রচিত ভাষ্যকে গোবিন্দভাষ্য নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। এই ভাষ্য লিখিত হওয়ার পূর্বে এই সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণকেই ব্রহ্মসূত্রের উপযুক্ত ভাষ্য বলিয়া মনে করা হইত। এইজন্য বলদেবও তদ্রচিত ভাষ্যে প্রমাণ হিসাবে বহুস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রস্থানদ্বয়ের পরিচিতি

প্রস্থানদ্বয়ের পরিচিতি

শঙ্করাচার্যরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্য[১] বা ব্রহ্মসূত্রভাষ্য টীকাটিপ্পনীর দ্বারা বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। ভাষ্যকারের অতি ক্ষুদ্র এক একটি পঙ্‌ক্তি

১। শরীর শব্দের উত্তর স্বার্থে ক-প্রত্যয় করিয়া শরীরক শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শরীরক শব্দের অর্থও শরীর। 'শরীরকে ভবঃ' এই অর্থে শরীরক শব্দের উত্তর অণ্‌প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন শারীরক শব্দের অর্থ হইবে শরীরনিবাসী জীবাত্মা। মীমাংসা শব্দ পূজিতবিচার অর্থকে বুঝাইয়া থাকে। জীবাত্মার পরমাত্মস্বরূপতারূপ পূজিতবিচারকে শারীরক-মীমাংসা বলা হইয়াছে। এতাদৃশ বিচারকে 'পূজিত' বলার হেতু এই যে, ইহার দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সূক্ষ্মতম অর্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। যে-ভাষ্যের দ্বারা এতাদৃশ পূজিত-বিচার সম্পন্ন হয় তাহাকে শারীরকমীমাংসাভাষ্য বলা হয়।

প্রসঙ্গতঃ 'মীমাংসা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও তাহার অর্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। 'মাঙ্‌ মানে শব্দে চ' ১০৮৮ ধাতুকে নিপাতনের দ্বারা নান্ত করিয়া সেই ধাতু হইতে অথবা 'মান পূজায়াম্‌' ৯৭২ ধাতু হইতে 'মান্‌বধদান্‌শান্‌ভ্যো দীর্ঘশ্চাভ্যাসস্য' (২৩৯৪, ৩।১।৬) সূত্রের দ্বারা ইচ্ছাভিন্ন বিচার অর্থে সন্‌প্রত্যয় করিলে 'অ প্রত্যয়াৎ' (পাঃ সূঃ ৩।৩।১০২) সূত্রের দ্বারা মীমাংস শব্দ হইবে। অনন্তর স্ত্রিয়ামাপ্‌ করিলে মীমাংসা-শব্দ সিদ্ধ হয়। মান্‌ধাতুর যে জিজ্ঞাসা বা বিচার অর্থেই সন্‌প্রত্যয় হয় তাহা বার্তিককার সূত্রিত করিলেন—'মানের্জিজ্ঞাসায়াম্‌' (বাঃ ২৩৯৪সূঃ)। যদ্যপি বার্তিককার কাত্যায়ন জিজ্ঞাসা অর্থে সন্‌ বিধান করিলেন তথাপি বর্তমান স্থলে জিজ্ঞাসা বলিতে 'বিচার' বুঝিতে হইবে, ইহা বালমনোরমা টীকায় মীমাংসকশিরোমণি বাসুদেব দীক্ষিত বলিয়াছেন—"জিজ্ঞাসাশব্দেন জিজ্ঞাসাপ্রযোজ্যো বিচারো লক্ষ্যতে।" এইস্থলে বালমনোরমাকার 'মানের্বিচারে ইত্যেব বৃত্তিকৃৎ' এইভাবে যে বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কাশিকা-বৃত্তি নহে।

যাহা হউক্‌, শারীরকমীমাংসা শব্দের অর্থের জন্য যে মূল গ্রন্থপঙ্‌ক্তির সাহায্য লওয়া হইল তাহা নিম্নরূপ—

"শরীরমেব শরীরকং তত্র নিবাসী শারীরকো জীবাত্মা, তস্য ত্বংপদাভিধেয়স্য তৎপদাভিধেয়পরমাত্মরূপতামীমাংসা যা, সা তথোক্তা।" (ভামতী, ৪৫পৃঃ)

"নান্তত্বং নিপাত্য মাঙ্‌ মানে ইত্যস্মাদ্বা মান পূজায়ামিত্যস্মাদ্বা ধাতোঃ মান্‌বধ

পরবর্তিকালে যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বহুস্থলে ভাষ্যপঙ্‌ক্তি পাঠ করিলে আপাততঃ অত্যন্ত সরল বলিয়া মনে হয় কিন্তু তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে গাম্ভীর্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় ; এইজন্যই টীকাকারগণ এই ভাষ্যকে প্রসন্নগম্ভীর বলিয়াছেন।[১]

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যায় দুইটি প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি ভামতীপ্রস্থান অপরটি বিবরণপ্রস্থান।

ভামতীপ্রস্থানের গ্রন্থ

ভামতীপ্রস্থানের প্রবর্তন করিয়াছেন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ষড়্‌দর্শনটীকাকৃৎ বাচস্পতি মিশ্র। ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যের উপর লিখিত ভামতীটীকার[২] সমাপ্তিতে আচার্য

ইত্যাদিনাঽনিচ্ছার্থে সনি ব্যুৎপাদিতস্য মীমাংসাশব্দস্য পূজিতবিচারবচনত্বাৎ।" (ভামতী, ৪৮ পৃঃ)

"পূজিতবিচারবচনো মীমাংসাশব্দঃ। পরমপুরুষার্থহেতুভূতসূক্ষ্মতমার্থনির্ণয়ফলতা বিচারস্য পূজিততা।" (ভামতী, ৪৬ পৃঃ)

১। নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে॥ (ভামতী, মঙ্গলশ্লোক ৬)
পদাদিবৃন্তভারেণ গরিমাণং বিভর্তি যৎ।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তদ্‌ব্যাখ্যাং শ্রদ্ধয়াঽঽরভে॥
(পঞ্চপাদিকা, মঙ্গলশ্লোক ৫)

২। অমলানন্দ ভামতীকে বার্তিকরূপ বলিয়া মনে করেন যেহেতু ভামতীকার তাঁহার ভামতীগ্রন্থে দুরুক্তিচিন্তা করিয়াছেন। যাহাতে দুরুক্তি বা দুরুক্তের চিন্তা থাকে তাদৃশ গ্রন্থকে বার্তিক বলা হয়। ভামতীতে দুরুক্তচিন্তা থাকায় ইহাকে বার্তিক বলিতে হইবে। "ননু টীকায়াং দুরুক্তিচিন্তা ন যুক্তা, বার্তিকে হি সা ভবতি, তর্হি বার্তিকত্বমস্তু, ন হি বার্তিকস্য শৃঙ্গমস্তি" (বেদান্ত-কল্পতরু, ৬৪৯ পৃঃ)।

পণ্ডিতগণ বার্তিকের লক্ষণ বলিয়াছেন—

উক্তানুক্তদুরুক্তার্থচিন্তা যত্র প্রবর্ততে।
গ্রন্থং তং বার্তিকং প্রাহুর্বার্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ॥

বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার পূর্বপ্রণীত গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেন। শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত হইল—

যন্ন্যায়কণিকাতত্ত্বসমীক্ষাতত্ত্ববিন্দুভিঃ।
যন্ন্যায়সাংখ্যযোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধনৈঃ॥
সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফলং পুষ্কলং ময়া।
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাং পরমেশ্বরঃ॥ (ভামতী, ১০২০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

এই শ্লোকদ্বয়ের টীকায় অমলানন্দ বলিয়াছেন—"যাবন্তস্তে কৃতা গ্রন্থাস্তন্নির্মাণজং পুণ্যং ফলমীশ্বরে সমর্পয়ন্ স্বস্য সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মতয়া ফলেঽপ্যসঙ্গং গময়তি—যন্ন্যায়েতি। ন্যায়কণিকা বিধিবিবেকটীকা। তত্ত্বসমীক্ষা ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা। তত্ত্ববিন্দুর্ভাট্টমতাশ্রয়ং স্বকৃতং প্রকরণম্। ন্যায়স্য নিবন্ধো ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা। তত্ত্বকৌমুদী সাংখ্যনিবন্ধঃ। যোগনিবন্ধনং পাতঞ্জলভাষ্যটীকা তত্ত্ববৈশারদী। বেদান্তানাং সর্বোপনিষদাং নিবন্ধনমিয়মেব ভামতী।" (কল্পতরু, ১০২০ পৃঃ) ভামতীব্যাখ্যাস্বরূপ বেদান্তকল্পতরু (সংক্ষেপে কল্পতরু) টীকাটি রচনা করিয়াছেন অমলানন্দস্বামী এবং বেদান্তকল্পতরুর ব্যাখ্যাত্মক কল্পতরুপরিমল (সংক্ষেপে পরিমল) নামে যে-টীকাগ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহার রচয়িতা হইলেন অপ্যয়-দীক্ষিত। মূলতঃ এই তিনখানি গ্রন্থই ভামতীপ্রস্থানের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত আরও বহু গ্রন্থ এই প্রস্থানদ্বয়ের প্রথিতযশা গ্রন্থরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে ভামতীপ্রস্থানের কয়েকটি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হইতেছে—

	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	গ্রন্থপরিচয়
১।	আভোগ	লক্ষ্মীনৃসিংহ	কল্পতরুর টীকা
২।	বেদান্তকল্পতরুমঞ্জরী	ভট্টবৈদ্যনাথ	কল্পতরুর সংক্ষেপণ
৩।	পরিমলসংগ্রহ	তারকব্রহ্মাশ্রমী	পরিমলের সংক্ষেপণ
৪।	কল্পতরুব্যাখ্যা	অজ্ঞাত	কল্পতরুর টীকা
৫।	ভামতীতিলক	অল্লালসূরি	ভামতীর টীকা
৬।	ঋজুপ্রকাশিকা	অখণ্ডানুভূতিযতি (অখণ্ডানন্দ)	ভামতীর টীকা
৭।	ভামতীভাবদীপিকা	অচ্যুতকৃষ্ণতীর্থ	ভামতীর টীকা
৮।	ভামতীযুক্তার্থসংগ্রহ	অজ্ঞাত	ভামতীর সারসংক্ষেপ
৯।	ভামতীবিবরণ	সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী	ভামতীর ব্যাখ্যা

বিবরণপ্রস্থানের গ্রন্থ

বিবরণপ্রস্থানের প্রবর্তক হইলেন শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদ বা সনন্দন। তিনি শারীরকমীমাংসাভাষ্যের উপর পঞ্চপাদিকা নামক টীকা রচনা করেন। পঞ্চপাদিকার উপর পঞ্চপাদিকাবিবরণ নামে টীকা রচনা করেন প্রকাশাত্মযতি। এই পঞ্চপাদিকাবিবরণকে সংক্ষেপে বিবরণ বলা হয়। এই বিবরণ গ্রন্থের নামেই প্রস্থানটির নামকরণ হইয়াছে বিবরণপ্রস্থান। যদিও পঞ্চপাদিকা গ্রন্থটী এই প্রস্থানের আদি গ্রন্থ তথাপি প্রকাশাত্মযতিবিরচিত বিবরণটীকাটি এরূপ বিস্তৃত, সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক ও সূক্ষ্মতম চিন্তার গভীর ব্যাপক বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ যে প্রস্থানটি বিবরণপ্রস্থান নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিল। যাহা হউক্, পঞ্চপাদিকা টীকার উপর বিবরণ ব্যতীত আরও কতকগুলি টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। যেমন আত্মস্বরূপবিরচিত প্রবোধপরিশোধিনী এবং বিজ্ঞানাত্মন্ কর্তৃক রচিত তাৎপর্যদ্যোতনী।[১] পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপরেও আরও অনেকগুলি টীকা মুদ্রিত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থগুলি ও গ্রন্থকারের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

	গ্রন্থ	গ্রন্থকার
১।	ঋজুবিবরণ	সর্বজ্ঞবিষ্ণুভট্ট
২।	তত্ত্বদীপন	অখণ্ডানন্দ
৩।	তাৎপর্যদীপিকা বা ভাবদ্যোতনিকা	চিৎসুখ
৪।	ভাবপ্রকাশিকা	নৃসিংহাশ্রম
৫।	পঞ্চপাদিকাবিবরণব্যাখ্যা	আনন্দপূর্ণবিদ্যাসাগর
৬।	পঞ্চপাদিকাবিবরণোজ্জীবিনী	যজ্ঞেশ্বরদীক্ষিত

এতদ্ব্যতীত বিবরণপ্রতিপাদক তত্ত্বের উপর কয়েকটি প্রকরণগ্রন্থও রহিয়াছে। যেমন বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ও বিবরণোপন্যাস; এইগুলি যথাক্রমে বিদ্যারণ্য (মাধবাচার্য) ও রামানন্দসরস্বতী কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। এইসকল টীকা, টিপ্পনী ও প্রকরণগ্রন্থ লইয়া বিবরণপ্রস্থান যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

১। এতদ্ব্যতীত পঞ্চপাদিকার উপর অন্যান্য উল্লেখ্য টীকা হইল—

(ক) পঞ্চপাদিকা টীকা—আনন্দপূর্ণবিদ্যাসাগর

(খ) বেদান্তরত্নকোষ (পঞ্চপাদিকাটীকা)—নৃসিংহাশ্রম

(গ) কল্পীষ্ঠ – বিজ্ঞানবাসযতি

গৃহিপ্রস্থান ও সন্ন্যাসিপ্রস্থান

ভামতীপ্রস্থানকে অনেক সময়, গৃহিপ্রস্থান বলা হয় এবং বিবরণপ্রস্থানকে সন্ন্যাসিপ্রস্থান নামে অভিহিত করা হয়। ভামতীপ্রস্থানের প্রধান আচার্য বাচস্পতিমিশ্র গৃহী এবং পরবর্তী টীকাকার অপ্যয়দীক্ষিতও গৃহী; মধ্যবর্তী অমলানন্দস্বামী সন্ন্যাসী বলিয়া এই প্রস্থানকে গৃহিপ্রস্থান বলা অসঙ্গত হয়, তথাপি অনেকে 'তন্মধ্যপতিতস্তদ্‌গ্রহণেন গৃহ্যতে' (পরিভাষেন্দুশেখর, ৯০) এই ন্যায়কে গ্রহণ করিয়া এই প্রস্থানকে গৃহিপ্রস্থান বলিতে চান। বস্তুতঃ এইরূপ আখ্যা দেওয়ার কোন সার্থকতা আছে কি না তাহাও বিবেচ্য।

সন্ন্যাসিগণ জগতের ভোগ্য-পদার্থসমূহের প্রতি আকৃষ্ট থাকেন না। এইজন্য এষণাত্যাগী হওয়ায় তাঁহারা অতি অল্প প্রয়াসে পরমতত্ত্ব অবধারণে সমর্থ হন। বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ সন্ন্যাসী হওয়ায় এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব শ্রুতি-যুক্তি-অনুভূতির সাহায্যে তাঁহারা উপলব্ধি করিবার অবকাশও বেশী পাইয়া থাকেন। গৃহীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিংসা, অনৃত, মায়া (ছল), অব্রহ্মচর্য প্রভৃতি দোষরাশির দ্বারা যুক্ত থাকিতেই হয়।[১] সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে দুর্গম আত্মতত্ত্ব লাভ করা সহজে সম্ভব হয় না। শ্রৌততত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনই তাহার উপায় হিসাবে কীর্তিত হইয়াছে।[২]

১। অপূতা হি তে (গৃহস্থাঃ)—শত্রুমিত্রসংযোগনিমিত্তৌ হি তেষাং রাগদ্বেষৌ, তথা ধর্মাধর্মৌ হিংসানুগ্রহনিমিত্তৌ, হিংসানৃতমায়াঽব্রহ্মচর্যাদি চ বহ্বশুদ্ধিকারণমপ্যপরিহার্যং তেষাম্ অতোঽপূতাঃ ; অপূতত্বাৎ ন উত্তরেণ পথা গমনম্। হিংসানৃতমায়াঽব্রহ্মচর্যাদিপরিহারাচ্চ শুদ্ধাত্মানো হি ইতরে, শত্রুমিত্র-রাগদ্বেষাদিপরিহারাচ্চ বিরজসঃ, তেষাং যুক্ত উত্তরঃ পন্থাঃ। (ছাঃ উঃ শঙ্কর-ভাষ্য ৫।১০।১)

২। (ক) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি (বৃঃ উঃ ২।৪।৫)

(খ) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি (ঐ, ৪।৫।৬) এই উপনিষদে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ দুইবার উল্লিখিত হওয়ায় অনেকে পুনরুক্তির আশঙ্কা করেন বটে কিন্তু সিদ্ধান্তিগণের মতে এইস্থলে

গৃহীদের এই অবকাশ স্বল্প থাকায় তাঁহারা বিলম্বেই এই তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারেন। বোধ করি এইজন্যই বাচস্পতিমিশ্র ও তৎপ্রবর্তিত প্রস্থানটি বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিতে তাদৃশ সমর্থ হয় নাই এবং সম্ভবতঃ এইজন্যই ভামতীপ্রস্থান অদ্বৈতবেদান্তের রহস্য উদ্ঘাটনের দিক্ হইতে বিদ্বদ্‌গণের নিকট অপেক্ষাকৃত অনাদৃত থাকিয়াছে। ভামতীপ্রস্থানের ন্যূনতার মূলে যে গৃহীর স্বাভাবিক দোষ-ত্রুটিগুলি বিদ্যমান ছিল সেই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই হয়ত অনেকে ইহাকে গৃহিপ্রস্থান বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিবরণপ্রস্থানের প্রথম গ্রন্থ পঞ্চপাদিকা টীকা শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এই পঞ্চপাদিকাটীকার রচয়িতা হইলেন আচার্য পদ্মপাদ, ইনি সনন্দন নামেও পরিচিত। পদ্মপাদবিরচিত পঞ্চপাদিকাটীকাটির কোনও স্থলে টীকার নাম উল্লিখিত হয় নাই; সেইরূপ ঐ টীকায় কুত্রাপি টীকাকারের নামও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য এই দুইটি বিষয়ে অনেকে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

গ্রন্থের নাম না থাকার সম্ভাব্য কারণ

অনেকেই মনে করেন যে, বর্তমানে উপলব্ধ পঞ্চপাদিকা টীকা সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য গ্রন্থে গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সাধারণতঃ গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকারগণ এই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং অসমাপ্ত[১] গ্রন্থে এই পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। অবশ্য কোনও কোনও গ্রন্থে মঙ্গলাচরণে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু বহু গ্রন্থকার তাদৃশ পরিচয়ের সম্পর্কে উদাসীন থাকায় কেবলমাত্র অন্তেই তাহার উল্লেখ করেন।

অন্য অনেকের বক্তব্য যে, গ্রন্থকার সম্ভবতঃ জগতের মিথ্যাত্ববাদকে সম্যক্

পুনরুক্তি নাই। এই বিষয়টি প্রথম অধ্যায়ে (১৬-১৭ পৃঃ) বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

১। পঞ্চপাদিকা টীকাগ্রন্থখানি কখনও সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিনা এবং এই গ্রন্থ বস্তুতঃ কতদূর লিখিত হইয়াছিল ইত্যাদি সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হইবে। (৪৭-৪৯ পৃঃ)

উপলব্ধি করিয়া এবং কীর্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর চিন্তা করিয়া গ্রন্থে স্বীয় নাম ও স্বীয় গ্রন্থের নাম উল্লিখিত করিতে আগ্রহী হন নাই কারণ গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ দৃষ্টি পরমতত্ত্ব প্রতিপাদনেই নিবদ্ধ ছিল।

ঐহিক ও পারলৌকিক জগৎ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থরচনা কালে গ্রন্থকার স্বীয় নাম ও স্বীয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই চিন্তা করিয়া থাকিবেন।

কিন্তু এখানে বক্তব্য—যিনি গ্রন্থরচনা কার্যটিকে প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন তিনি গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া কিরূপে মনে করিবেন? গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকারের নাম যদি মিথ্যা হয় তবে তাহাকে ব্যাবহারিক সত্য বলিতে হইবে। যদি ব্যাবহারিক সৎ গ্রন্থরচনা-কার্যটি মিথ্যা হইয়াও অনুষ্ঠেয় হয় তবে গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকারের নাম মিথ্যা হইয়াও উল্লেখ্য। এতৎসত্ত্বেও যদি কেহ পুনরায় গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ না করার পক্ষে অভিনিবেশ (দুরাগ্রহ) প্রকাশ করেন তবে তাঁহাদিগের নিকট আচার্য শঙ্করের কৃতির উল্লেখ করিব। শঙ্করাচার্য গ্রন্থের শেষে সর্বত্র তাঁহার গুরুর নামের পরে স্বীয় নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে শঙ্করাচার্য গঙ্গাস্তোত্র প্রভৃতিতে শ্লোকের মধ্যেই স্তোত্রের নাম, স্তোত্রকারের নাম, ছন্দের নাম অকুণ্ঠিতচিত্তে উল্লিখিত করিয়াছেন। নাম-রূপ অনিত্য জানিয়াও গঙ্গাস্তোত্রের শেষে এতগুলি নামের উল্লেখ শঙ্করাচার্য করিয়াছেন।[১]

বর্তমানে প্রচলিত নামের স্বপক্ষে প্রমাণ

যদিও গ্রন্থের কোনও স্থলে গ্রন্থকার নিজের ও তাঁহার কৃতির কোনও নাম

১। সেই শ্লোকদুইটি উদ্ধৃত করিতেছি—

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দাকরললিতাভিঃ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিগলিতভারম্।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং পঠতু চ বিষয়ী তদ্গতচিত্তম্॥

এতদ্ব্যতীত অন্য একটি উদাহরণও প্রদত্ত হইতেছে। ইহাতে শঙ্করাচার্য স্বীয় কৃতি স্বনামাঙ্কিত করিয়াছেন—

লিপিবদ্ধ করেন নাই তথাপি ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যের এই প্রস্থানটি যেরূপ ব্যাপক-ভাবে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকা একপ্রকার অসম্ভব বলা যায়। কোনও আভ্যন্তরীণ প্রমাণ (internal evidence) না থাকিলেও এই সাম্প্রদায়িক ধারাই এই বিষয়ে সন্দেহের নিরাকরণ করিতে পারে এবং এইজন্যই আজও কোনও পাঠককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন যে, এই গ্রন্থের গ্রন্থকার হইলেন আচার্য পদ্মপাদ এবং তদ্‌রচিত টীকাখানি হইল পঞ্চপাদিকা।

পদ্মপাদের পরিচয়

আচার্য শঙ্কর ভারতের চারিটি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন এবং সেই মঠগুলির পরিচালন ব্যবস্থা ও মঠান্তর্গত অঞ্চলের নির্দেশ করিয়া এক-একজন বিশিষ্ট শিষ্যকে মঠাধীশরূপে অধিষ্ঠিত করেন। পুরীধামস্থিত গোবর্ধনমঠের প্রথম মঠাধীশ আচার্য হইলেন পদ্মপাদ। তাঁহার অপর নাম সনন্দন। তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়—যেমন বেদ, গোত্র প্রভৃতি—শঙ্কররচিত মঠাম্নায়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে।[১] এই মঠগুলিতে অদ্যাবধি মঠাধীশের অখণ্ড পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রথম মঠাধীশ পদ্মপাদ কর্তৃক রচিত পঞ্চপাদিকা

ইত্থং শঙ্করমূর্তিনা ভগবতা বাগ্‌দেবতাসিন্ধুনা,
শ্রীসৌন্দর্যসুধানদীস্তুতিরিয়ং কৢপ্তা বিচিত্রাগুণৈঃ।
আবৃত্তা ধৃতশক্তিভির্দশশতাবৃত্ত্যা নবৈঃ সাধকৈ-
স্তান্ কুর্বীত কবীন্ নরেন্দ্রমুকুটীসংঘৃষ্টপাদাম্বুজান্ ॥

(আনন্দলহরী, ১০৪ শ্লোক)

১। পূর্বাম্নায়ো দ্বিতীয়ঃ স্যাদ্ গোবর্ধনমঠঃ স্মৃতঃ।
ভোগবারঃ সম্প্রদায়ো বনারণ্যে পদে স্মৃতে ॥
পুরুষোত্তমস্তু ক্ষেত্রং স্যাজ্ জগন্নাথোঽস্য দেবতা।
বিমলাখ্যা হি দেবী স্যাদাচার্যঃ পদ্মপাদকঃ ॥

গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ সাম্প্রদায়িক ধারার সহিত পরিচিত ব্যক্তির নিকট বিদ্যমান থাকে না।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম্, এ; ডি, লিট্ পদ্মবিভূষণ মহাশয় তাঁহার 'ভারতীয় সাধনার ধারা' নামক গ্রন্থে পদ্মপাদ সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ দিয়াছেন। পদ্মপাদ 'বিজ্ঞানদীপিকা' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিতের ধারণা। এই গ্রন্থ নেপালের গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। উক্তগ্রন্থে কর্মসম্বন্ধী বিচার এবং কর্মনিবৃত্তির উপায় আলোচিত হইয়াছে। (ভারতীয় সাধনার ধারা, ১৪৭ পৃঃ, ১৪৭ সংখ্যক পাদটীকা)

পঞ্চপাদিকা নামের বিশেষ প্রমাণ

পূর্বোক্ত যুক্তিতে পঞ্চপাদিকা টীকার নামকরণ সম্বন্ধে অদ্বৈতসম্প্রদায়ে কোনও সন্দেহ না থাকিলেও অন্যান্য পরবর্তী টীকাকারের গ্রন্থ হইতে এই টীকার নাম প্রমাণিত করা যায়। পঞ্চপাদিকাগ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার আচার্য প্রকাশাত্মযতি তাঁহার বিবরণ টীকায় মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলির অন্তে সপ্তম শ্লোকে 'ব্যাখ্যাস্যে পঞ্চপাদিকাম্' বলিয়াছেন অর্থাৎ তিনি পঞ্চপাদিকার ব্যাখ্যা করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা গ্রন্থারম্ভে করিতেছেন।[১] আচার্য আত্মস্বরূপ পঞ্চপাদিকার উপর প্রবোধপরিশোধিনী নামে যে টীকা করিয়াছেন তাহার প্রারম্ভে 'বিভজ্যে

তীর্থং মহোদধিঃ প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ।
মহাবাক্যঞ্চ তত্র স্যাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥
ঋগ্বেদপঠনঞ্চৈব কাশ্যপো গোত্রমুচ্যতে।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ মগধোৎকলবর্বরাঃ॥
(গোবর্ধনমঠাম্নায়, শ্লোক ১-৪, বসুমতী সং)

১। প্রকাশাত্মা যতিঃ সম্যক্ প্রাপ্তবিদ্যাশুশ্রূষয়া।
যথাশ্রুতং যথাশক্তি ব্যাখ্যাস্যে পঞ্চপাদিকাম্॥
(বিবরণ, মঙ্গলশ্লোক ৭)

উক্ত শ্লোকে আচার্য প্রকাশাত্মযতি তাঁহার বিবরণটীকার মূলগ্রন্থ পদ্মপাদিকার কেবলমাত্র নাম উল্লেখ করেন নাই উপরন্তু এই পঞ্চপাদিকা গ্রন্থের প্রতি যথেষ্ট

পঞ্চপাদিকাম্'[১] এইরূপ স্পষ্টতঃ পঞ্চপাদিকা নামের সমুল্লেখ পদ্মপাদরচিত গ্রন্থের নাম সম্পর্কে পরম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনই করিতেছে। নৃসিংহাশ্রম তদ্রচিত বেদান্তরত্নকোষ নামক টীকাগ্রন্থে 'ব্যাকুর্বে পঞ্চপাদিকাম্' এইরূপ বলায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয়। এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থকারগণও বহুস্থলে পঞ্চপাদিকার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আচার্য চিৎসুখ স্বপ্রকাশত্বের আলোচনায় "আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্মাঃ ইতি পঞ্চপাদিকাচার্যবচনাৎ" বলিয়াছেন (তত্ত্বপ্রদীপিকা, ১৭ পৃঃ, কাশী সং)। তদ্দ্বারা পঞ্চপাদিকা নামটির অপর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। উক্ত সন্দর্ভটি পুনরায় ৫৭৭-৭৮ পৃষ্ঠাতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। নয়নপ্রসাদিনী টীকার রচয়িতা প্রত্যক্স্বরূপভগবৎ উক্ত গ্রন্থটির টীকাকালে 'পঞ্চপাদিকাকৃদ্ভিঃ' ইত্যাদি বলিয়া পূর্বসিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন। উদ্ধৃত সন্দর্ভটি পঞ্চপাদিকার মাদ্রাজ-সংস্করণের ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সর্বদর্শনসংগ্রহে ৪৪৫ পৃষ্ঠাতে "পঞ্চপাদিকায়ামপি" বলিয়া গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ভামতীপ্রস্থানের আচার্য অমলানন্দের বেদান্তকল্পতরুগ্রন্থ হইতেও প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। অমলানন্দ কর্তৃক পঞ্চপাদিকার উল্লেখের দ্বারা ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, পঞ্চপাদিকা গ্রন্থখানি 'পঞ্চপাদিকা' নামে বা 'পঞ্চপাদী' নামে কেবলমাত্র বিবরণ সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল এরূপ নয় কিন্তু ঐ গ্রন্থখানি ঐ নামে অন্যান্য সম্প্রদায়েও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কল্প-তরুকার অমলানন্দ তাঁহার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে 'পঞ্চপাদীকৃতস্তু' 'পঞ্চপাদ্যাং তু'

সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। "যথাশ্রুতম্" ও "যথাশক্তি" শব্দ দুইটি হইতে এই শ্রদ্ধা প্রকটিত হয়। বিবরণকার যখন এই গ্রন্থের প্রতি এতাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন তখন এই গ্রন্থের নামও তাঁহার নিকট স্পষ্টভাবে জ্ঞাত থাকা স্বাভাবিক। কেবলমাত্র বটযক্ষপ্রসিদ্ধিবৎ লোকপ্রসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া তিনি এই 'পঞ্চপাদিকা' নাম তাঁহার শ্লোকে উল্লিখিত করেন নাই।

১। প্রণম্য পরমানন্দং প্রণতার্তিহরং হরিম্।
প্রত্যক্প্রবোধসিদ্ধ্যর্থং বিভজে পঞ্চপাদিকাম্॥
(প্রবোধপরিশোধিনী, মঙ্গলশ্লোক ৪)

এইরূপে পদ্মপাদরচিত টীকাগ্রন্থের সমুল্লেখ করিয়াছেন।[১] বলা বাহুল্য, পঞ্চপাদী ও পঞ্চপাদিকা এই নামদ্বয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই।[২]

১। (ক) ব্রহ্মসূত্রের বৈশ্বানরাধিকরণে ১।২।২৪ সূত্রের কল্পতরুটীকায় আচার্য অমলানন্দ 'পঞ্চপাদীকৃতস্তু' বলিয়া এই পঞ্চপাদিকার রচয়িতা পদ্মপাদাচার্যের অভিমত উপনিবদ্ধ করেন। (২৬৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

(খ) ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় পুনরায় "পঞ্চপাদ্যাং তু" বলিয়া পঞ্চপাদিকা-টীকার উল্লেখ করেন। (২৬৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

(গ) দহরাধিকরণে ১।৩।১৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় কল্পতরুতে "পঞ্চপাদ্যাং তু রূঢ়িরুক্তা" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির দ্বারা এই পঞ্চপাদিকাটীকার উল্লেখ করা হয়

(ঘ) কল্পতরুকার স্থানবিশেষে এই পঞ্চপাদিকাগ্রন্থের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন এরূপ নহে কিন্তু তিনি এই পঞ্চপাদিকাগ্রন্থের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতঃ "পঞ্চপাদিকাদর্পণ" নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াও জনশ্রুতি রহিয়াছে।

২। কল্পতরুকার অমলানন্দ 'পঞ্চপাদিকা' না বলিয়া 'পঞ্চপাদী' বলিয়াছেন। ইহাতে কোনও দোষের আশঙ্কা করা নিরর্থক। অদ্বৈত সম্প্রদায়ে এই দুইটি নাম বহুল প্রচলিত আছে। মিথ্যাত্বের যে পাঁচটি লক্ষণকে অদ্বৈতসিদ্ধিকার আচার্য মধুসূদনসরস্বতী সিদ্ধান্তলক্ষণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন সেই মিথ্যাত্বলক্ষণপঞ্চকের কোন্‌টি কোন্ আচার্য কর্তৃক বিরচিত ইহা নির্দেশ করিবার জন্য একটি সংগ্রহশ্লোক প্রচলিত আছে—

আদ্যং স্যাৎ পঞ্চপাদ্যুক্তং ততো বিবরণোদিতে।
চিৎসুখীয়ং চতুর্থং স্যাদন্ত্যমানন্দবোধজম্॥

এই সম্প্রদায়সিদ্ধ শ্লোকটিতে স্পষ্টতঃই 'পঞ্চপাদ্যুক্ত' বলায় 'পঞ্চপাদিকা' ও 'পঞ্চপাদী' যে অভিন্ন তাহা সুষ্ঠু প্রমাণিত হয়।

স্বার্থে ক-প্রত্যয়[১] করিলে পঞ্চপাদিকা হয়, অন্যথা পঞ্চপাদীই হইবে। নামবিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ এইরূপ স্বল্প ভেদ বহু স্থলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।[২]

পঞ্চপাদিকা নামের সার্থকতা

পদ্মপাদরচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যটীকাটি যে পঞ্চপাদিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে সেই নামের কোনও অর্থগত যৌক্তিকতা আছে কিনা এই বিষয়ে অনেকেই প্রশ্নের অবতারণা করেন। পঞ্চপাদিকা নামটি শ্রবণ করিলেই যে অর্থটি উপস্থিত হয় তাহা হইল পাঁচটি পাদের সমাহার।[৩] সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রে অনুরূপভাবে পাদ, অধ্যায় প্রভৃতির সংখ্যা অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ বহুস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] এই জন্যই স্বাভাবিকভাবে

১। "যবাদিভ্যঃ কন্" (৫।৪।২৯) সূত্রের দ্বারা স্বার্থে কন্‌প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। যবাদিকে আকৃতিগণ বলিয়া ধরিয়া লইলে পঞ্চপাদী শব্দের উত্তর কন্‌প্রত্যয় করা চলে। অনন্তর "প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ" (৭।৩।৪৪) এই সূত্রের দ্বারা ইকারাদেশ হইয়া পঞ্চপাদিকা-শব্দ নিষ্পন্ন হইবে।

২। "নামৈকদেশগ্রহণে নামগ্রহণম্" ইহা একটি প্রাচীন ন্যায়। নামের অংশ গ্রহণ করিলে পূর্ণ নামটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। 'তত্ত্বচিন্তামণি'র স্থলে মণি, 'প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকা'র স্থলে তত্ত্বপ্রদীপিকা, 'সত্যভামা'র স্থলে ভামা, 'ভীমসেনে'র স্থলে ভীম ইত্যাদি দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং পঞ্চপাদিকার স্থলে ক-প্রত্যয় বিযুক্ত করিয়া পঞ্চপাদী অবশ্যই বলা চলে; বিশেষতঃ ঐ ক-প্রত্যয়টি স্বার্থে গৃহীত হওয়ায় তাহা বিযুক্ত করায় কোন দোষের প্রশ্নই ওঠে না।

৩। "তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ" (২।১।৫১) "অকারান্তোত্তরপদো দ্বিগুঃ স্ত্রিয়ামিষ্টঃ" (বাঃ ৮২১ সূঃ, সিঃ কৌঃ) এই সূত্র দুইটির দ্বারা 'পঞ্চপাদী'শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। অনন্তর কন্‌প্রত্যয়ের দ্বারা পঞ্চপাদিকা-শব্দ সিদ্ধ হইবে।

৪। (ক) অদ্বৈতবেদান্তের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম পঞ্চদশী কারণ ইহাতে তত্ত্ববিবেক, পঞ্চভূতবিবেক ইত্যাদি পঞ্চদশটি অধ্যায় রহিয়াছে।

(খ) মহর্ষি পাণিনি রচিত সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণগ্রন্থে আটটি অধ্যায়

মনে হয় যে, ঐ টীকা ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের পাঁচটি পাদের উপর অর্থাৎ দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের অন্ত পর্যন্ত ভাষ্যাংশের উপর লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত পঞ্চপাদিকার পাঁচ পাদের টীকা তো দূরে থাকুক এমন কি প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের সবগুলি সূত্রের ভাষ্যের উপরও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে প্রচলিত পঞ্চপাদিকাটীকার পরিসর অত্যন্ত স্বল্প, ইহা কেবলমাত্র চতুঃসূত্রীর ভাষ্যের উপর অর্থাৎ 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রের ভাষ্যাংশ পর্যন্তের উপর উপলব্ধ হয়। এইজন্য অনেকে মনে করেন যে, বস্তুতঃ আচার্য পদ্মপাদ দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদ পর্যন্ত ভাষ্যাংশের উপর টীকা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালস্রোতে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং চতুঃসূত্রী ভাগের টীকাই রক্ষা পাইয়াছে। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসের উপরেই একটি গল্পেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, পদ্মপাদ তাঁহার টীকা রচনা করিয়া মীমাংসামতের খণ্ডন প্রভৃতি কতদূর সুষ্ঠু হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করার জন্য মীমাংসামতানুবর্তী স্বকীয় মাতুলের গৃহে গমন করেন। এই টীকার অনবদ্যতা ও যুক্তির সারবত্তা দর্শন করিয়া মাতুল অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার ধারণা হয় যে, এই গ্রন্থের প্রচার হইলে মীমাংসা-দর্শন বিলুপ্তপ্রায় হইবে। তজ্জন্য সেই দুরভিসন্ধিপূর্ণ মাতুল পদ্মপাদের অনুপস্থিতিতে কোন এক সময় সেই পুঁথিটিকে অগ্নিদগ্ধ করেন এবং

থাকায় গ্রন্থটি অষ্টাধ্যায়ী নামে প্রচলিত।

(গ) ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল থাকায় তাহাকে দশতয়ী বলে। কখনও দাশতয়ী শব্দও দৃষ্ট হয়। "সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্" (৫।২।৪২) সূত্রানুসারে ঋক্সংহিতার দশটি অবয়ব থাকায় তাহাকে দশতয়ী বলা হয়। নিরুক্তে (১২।৪০) দশতয়ী শব্দ থাকিলেও দুর্গাচার্যের টীকায় 'দাশতয়ী' শব্দ আছে।

(ঘ) এইরূপ বেদান্তদর্শনে চারিটি অধ্যায় থাকায় তাহা চতুর্লক্ষণী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে লক্ষণশব্দটি অধ্যায় অর্থে প্রযুক্ত।

(ঙ) মীমাংসাদর্শনে দ্বাদশটি অধ্যায় আছে বলিয়া তাহাকে দ্বাদশলক্ষণী বলা হয়। সংকর্ষকাণ্ডে চারটি অধ্যায় আছে। মীমাংসাদর্শন ও সংকর্ষকাণ্ডের মেলনে ষোড়শটি অধ্যায় হওয়ায় উভয়কে মিলিতভাবে ষোড়শলক্ষণী বলা হয়।

তাহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া ঔষধাদি সেবন করাইয়া পদ্মপাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতিও ঘটাইয়া থাকেন। পরিশেষে পদ্মপাদ আচার্য-শঙ্করের শরণাপন্ন হইলে শঙ্করাচার্য তাঁহাকে অভয়দান করিয়া বলেন, চতুঃসূত্রীভাগের টীকা পূর্বে পদ্মপাদকর্তৃক তাঁহাকে শুনাইবার ফলে সেই অংশটি শঙ্কর অবিকলভাবে উল্লিখিত করিতে পারেন। আচার্য শঙ্করের স্মৃতিশক্তির প্রভাবেই আজ পঞ্চপাদিকাগ্রন্থ চতুঃসূত্রীভাগ পর্যন্তই উপলভ্যমান। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা একটি গল্পমাত্র। ইহার সত্যতা নির্ধারণ আজ অসম্ভবপ্রায়। সংস্কৃত-সাহিত্যে এইরূপ মাতুলসংক্রান্ত শ্রুতিসুখকর গল্পের অভাব নাই।[১]

আচার্য পদ্মপাদ পাঁচটি পাদ পর্যন্ত ভাষ্যাংশের টীকা না করিলেও ততদূর পর্যন্ত টীকা করিবার অভিলাষ লইয়াই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই গ্রন্থারম্ভে পঞ্চপাদিকা নাম স্বশিষ্যবর্গের নিকট অভিহিত করিয়া থাকিবেন। এই কারণেও তাঁহার গ্রন্থটির পূর্বরূপ নাম প্রদত্ত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এই যুক্তিও যে নিতান্ত দুর্বল তাহা সকলের নিকট প্রতিভাত হয়।

বস্তুতঃ আচার্য পদ্মপাদ কি চতুঃসূত্রী পর্যন্ত ভাষ্যাংশের টীকা করিয়া ছিলেন অথবা তাহার পরেও কোনও অংশের টীকা রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রশ্ন এখনও অনেকে করিয়া থাকেন। তাদৃশ প্রশ্নের পশ্চাতে একটি বিশেষ হেতুও রহিয়াছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের রাজকীয় পুঁথিশালায় একখানি দেবনাগর লিপিতে লিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] তাহাতে পঞ্চ-

---

১। একদা শ্রীহর্ষ তাঁহার মাতুল মম্মটকে তাঁহার নৈষধচরিত কাব্যটি প্রদর্শন করিয়া সাফল্য জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে মম্মট পরিহাসচ্ছলে বলেন যে, কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থ লিখিবার সময় এই নৈষধচরিত গ্রন্থটি খুব উপকারী হইত কারণ কাব্যপ্রকাশের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণের জন্য মম্মটকে আর বহু গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে হইত না; উপরন্তু একটিমাত্র নৈষধচরিতগ্রন্থে যাবতীয় দোষের উদাহরণ একত্রই উপলব্ধ হইত।

২। পুঁথিটির সংখ্যা R 3224। এই তথ্যটির জন্য এবং এই অধ্যায়ে আলোচিত কয়েকটি বিষয়ের জন্য মাদ্রাজ প্রকাশিত পঞ্চপাদিকাগ্রন্থের ভূমিকা হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

পাদিকাগ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না এবং তাহাতে পঞ্চপাদিকার প্রারম্ভ হইতেও ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় না। তৎসত্ত্বেও এই পুঁথিটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ঈক্ষত্যধিকরণের (১।১।৫ অঃ) কিয়দ্দূর পর্যন্ত পঞ্চপাদিকার ব্যাখ্যা উপলব্ধ হয়। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে, ঐ অজ্ঞাতনামা ব্যাখ্যাকর্তা যেরূপ পঞ্চপাদিকার প্রথমাংশ দেখিতে পান নাই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই সেইরূপ ঈক্ষত্যধিকরণের পরবর্তী অংশও দেখিতে না পাওয়ায় ব্যাখ্যা করেন নাই। এইস্থলে এই পণ্ডিতগণের বক্তব্য—এই পুঁথিটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, পঞ্চপাদিকাগ্রন্থে পাঁচটি পাদ পর্যন্ত ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা পদ্মপাদ কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুঁথিগুলি খণ্ডিত হওয়ায় চতুঃসূত্রীর পরবর্তী অংশ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পুঁথি খণ্ডিত হওয়ার কারণেই গ্রন্থশেষ দৃষ্ট না হওয়ায় গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নামও অজ্ঞাত থাকিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের অভিমত।

পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণের প্রাগুক্ত যুক্তি যে নিতান্ত নিঃসার তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। সম্ভবতঃ কোনও পণ্ডিত পঞ্চপাদিকার চতুঃসূত্রীর পরবর্তী অংশের রচনা নিজেই করিয়া থাকিবেন এবং তাহা পদ্মপাদের নামে প্রচারিত করিয়া থাকিবেন। এই ব্যক্তির মনে হয়ত ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পঞ্চপাদিকা নামের সার্থকতার জন্য পরবর্তী অংশের অর্থাৎ দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদ পর্যন্ত পঞ্চপাদিকা টীকা বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক।

পঞ্চপাদিকাটীকার পরিসর সম্পর্কে এতাদৃশ মতভেদ থাকিলেও পঞ্চপাদিকার যুগান্তকারী টীকা বিবরণ গ্রন্থের পরিসর সম্পর্কে কোনও মতভেদ নাই অর্থাৎ সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, বিবরণগ্রন্থটি চতুঃসূত্রী পর্যন্তই লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির মতে পঞ্চপাদিকাটীকা চতুঃসূত্র্যন্ত, অন্যথা যদি প্রকাশাত্মযতি মনে করিতেন যে, পঞ্চপাদিকাগ্রন্থ আংশিকভাবে উপলভ্যমান তবে তিনি তাঁহার বিবরণটীকায় অন্ততঃ একটি স্থলেও তাহার উল্লেখ করিতেন এবং সম্ভবতঃ কৃৎস্নগ্রন্থের উপলব্ধি না ঘটায় তজ্জন্য দুঃখও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বিবরণটীকা হইতে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ার জন্যই বোধ

করি বলা যায় যে, বিবরণকারের নিকট চতুঃসূত্র্যন্তপঞ্চপাদিকাই সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া জ্ঞাত ছিল। শুধু তাহাই নহে, পঞ্চপাদিকার অন্যান্য কোনও প্রসিদ্ধ ও অবিসংবাদিত টীকাকার কোনও স্থলে চতুঃসূত্র্যতিরিক্তভাগের সন্ধান দেন নাই। এই সকল যুক্তিতে পঞ্চপাদিকাগ্রন্থটিকে চতুঃসূত্র্যন্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন হইবে বলিয়া মনে করি। সুতরাং 'পাঁচটি পাদের সমাহার' এইরূপ যোগার্থ গ্রহণ করা চলে না। গ্রন্থমাত্রেরই নাম যোগার্থে গৃহীত হইতে হইবে এইরূপ কোন রাজ-আজ্ঞা নাই। বাচস্পতি মিশ্র রচিত টীকা 'ভামতী' নামটিও যোগার্থে গৃহীত হইতে পারে না, ইহা সকলে জানেন।[১]

যাহা হউক, পঞ্চপাদিকা শব্দটি পাঁচ পাদের সমাহার এইরূপ যোগার্থে ব্যবহৃত হইতে না পারিলেও অন্যভাবে যোগার্থে গৃহীত হইতে পারে। পাঁচটি পাদ বা ভাগ যাহাতে আছে তাহাই পঞ্চপাদিকা। পঞ্চপাদিকা গ্রন্থখানি টীকাস্বরূপ; সুতরাং ইহাতে পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, বিগ্রহ, বাক্য-যোজনা, আক্ষেপ-সমাধান[২] নামক পাঁচটি ভাগ বা পাদ থাকা স্বাভাবিক।

১। যদি ভাস্‌শব্দ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে "মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ" (৮।২।৯) সূত্রানুসারে মতুপের মস্থানে বকারাদেশ হইয়া ভাস্বৎ হইবে, স্ত্রীলিঙ্গে ভাস্বতী। আর যদি ভা ধাতু ক্বিপ্‌ প্রত্যয় করিয়া ভাশব্দ স্বীকার করা হয় তবে ভাবতী হইবে, ভামতী হয় না। কথিত আছে, ভামতী-টীকার রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গ্রন্থটি তাঁহার সহধর্মিণীর নামেই প্রচলিত করিয়াছিলেন। মিশ্রপত্নীর নামের স্থলেও ইহাকে একটি রূঢ়শব্দই বলিতে হইবে।

২। ব্যাখ্যার যে পাঁচটি অঙ্গ পদ্মপাদ পদাদিশব্দের দ্বারা সূচিত করিয়াছেন তাহা টীকাকারগণকর্তৃক নামতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বিবরণগ্রন্থে এই অঙ্গপঞ্চকের কোন উল্লেখ না থাকিলেও বিবরণের টীকা তত্ত্বদীপনে তাহা বলা হইয়াছে—"পদচ্ছেদ-পদার্থকথন-বিগ্রহ-বাক্যযোজনাঽক্ষেপসমাধানলক্ষণ-প্রসববন্ধনরূপবৃন্তভারেণেত্যর্থঃ।" পঞ্চপাদিকার টীকা প্রবোধপরিশোধিনীতে এই পাঁচটি অঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ পদাদিশব্দের দ্বারা চারিটি অঙ্গের

পদচ্ছেদাদি পাঁচটি ভাগ যে পঞ্চপাদিকা গ্রন্থেও বিশেষতঃ দৃষ্ট হইবে ইহা পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদ স্বগ্রন্থের প্রারম্ভেই সূচিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্যের স্বরূপ উল্লেখ করিতে গিয়া বলিলেন—প্রসন্নগম্ভীর ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই ভাষ্য অত্যন্ত গম্ভীর এবং তাহার গুরুত্ব (গরিমা) পদাদির সাহায্যে ধৃত হইতেছে। এইস্থলে পদ্মপাদ একটি উপমার আশ্রয় লইয়াছেন। একটি পুষ্প যে পল্লবাগ্র হইতে ভূমিতলে পতিত হয় না তাহার কারণ সেই গুরুত্বযুক্ত (ভারবৎ, গুরু) পুষ্পটি বৃন্তের দ্বারা ধৃত হয়। সেইরূপ এই গুরুগম্ভীর ভাষ্যের ভাবগৌরব ও ভাবগাম্ভীর্য পঞ্চপাদিকাটীকারূপ বৃন্তের দ্বারা ধৃত হইতেছে। বৃন্তের যেরূপ কয়েকটি অবয়ব থাকে সেইরূপ টীকারূপ বৃন্তটির পাঁচটি অবয়বই হইল পদচ্ছেদাদি। শ্লোকে 'পদচ্ছেদাদি' না বলিয়া সংক্ষিপ্তাকারে 'পদাদি' বলা হইয়াছে। পঞ্চপাদিকার শ্লোকটি নিম্নরূপ— পদাদিবৃন্তভারেণ গরিমাণং বিভর্তি যৎ।

ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তদ্ব্যাখ্যাং শ্রদ্ধয়াঽরভে ॥

(পঞ্চপাদিকা, মঙ্গলাচরণ শ্লোক ৫)

এখন অনেকে আশঙ্কা করেন যে, পঞ্চপাদিকাটীকায় প্রধানতঃ ভাষ্যের আশয় বিশদীকৃত হইয়াছে, এইজন্য পদচ্ছেদাদি পাঁচটি অবয়ব উপলব্ধ হয় না। সুতরাং এই পঞ্চপাদিকাটীকার নামের সার্থকতা রক্ষিত হয় না।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীরা বলিয়া থাকেন যে, পঞ্চপাদিকাটীকায় আক্ষেপ-সমাধান এবং বাক্যযোজনা যে বহুস্থলেই দৃষ্ট হয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন কিন্তু পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি এবং বিগ্রহবাক্য এই টীকায় প্রদর্শিত হয় নাই এরূপ বলা যায় না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, টীকাকার সন্দেহস্থলেই পদচ্ছেদ নির্দেশ করিবেন, প্রয়োজনবোধেই পদার্থ বলিয়া দিবেন এবং সমস্ত

উল্লেখ করিয়া পরে গম্ভীরম্ শব্দ হইতে আক্ষেপসমাধাননামক পঞ্চম অঙ্গটি সূচিত হইয়াছে বলিয়া টীকাকার আত্মস্বরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। প্রবোধ-পরিশোধিনীতে আছে—"পদচ্ছেদপদার্থোক্তিবিগ্রহবাক্যযোজনানামবিষয়ত্বা-দব্যাখ্যেয়ত্বম্ 'ব্যাসেধতি পূর্বার্ধেন। তর্হি আক্ষেপসমাধানানর্হত্বাদব্যাখ্যেয়ত্বম্ ইত্যত্রাহ—গম্ভীরমিতি।" (৭ পৃঃ)। তাৎপর্যদ্যোতনী টীকাতেও অনুরূপ শৈলী অবলম্বন করিয়া পাঁচটি অঙ্গই নির্দিষ্ট হইয়াছে (৭ পৃঃ)।

পদে সমাসের স্বরূপে কোনও বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহাই বলিবেন। দর্শনশাস্ত্রের কোনও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকায় টীকাকার কখনও কাব্যশাস্ত্রের টীকার মত পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিবেন না। এইজন্যই পদ্মপাদ আবশ্যকবোধে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) সূত্রের ব্যাখ্যায় পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি এবং বিগ্রহবাক্য বলিয়া দিয়াছেন—"জন্ম উৎপত্তিরাদিরস্যেতি তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিরিতি পদচ্ছেদঃ পদার্থঃ পদবিগ্রহ ইত্যেতৎ ত্রিতয়মপি ব্যাখ্যানাঙ্গং সম্পাদয়তি।" (পঞ্চপাদিকা, ২৯৩-৯৪ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

এই স্থলেও আশঙ্কা যে, ব্যাখ্যামাত্রই এইরূপে ভাগপঞ্চকাত্মক হইবে। সুতরাং সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থই কার্যতঃ পঞ্চপাদিকা। তবে এই পঞ্চপাদিকাটীকার নামকরণের সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বর্তমানস্থলে পঞ্চপাদিকাশব্দটি যোগরূঢ় বলিয়া বুঝিতে হইবে। যোগার্থে সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'পঞ্চপাদিকা' হইলেও রূঢ়ির দ্বারা কেবলমাত্র এই টীকাখানিই পঞ্চপাদিকা বলিয়া গৃহীত হয়। এই অধ্যায়ে অন্যত্র যে পঞ্চদশী, অষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতি গ্রন্থের নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে (৪৬-৪৭ পৃঃ) সেই সকল ক্ষেত্রেও সেই অন্বর্থনামা শব্দগুলিকে অনুরূপভাবে যোগরূঢ়[১] বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১। ন্যায়শাস্ত্রে চতুর্বিধ পদ স্বীকার করা হয়—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় এবং যৌগিকরূঢ়। যে শব্দের অর্থ অবয়বলব্ধ অর্থের সহিত অভিন্ন তাহাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন, পচ্‌ ণ্বুল্‌=পাচক। পচ্‌ধাতুর অর্থ বিক্লিত্তি বা পাক এবং ণ্বুল্‌-প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা। পাচক শব্দটি পাককর্তা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সুতরাং ইহা একটি যৌগিক শব্দ। যেখানে কোনও শব্দ অবয়বার্থে প্রযুক্ত হয় না কিন্তু তদ্ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয় তাদৃশ পদকে রূঢ় বলা হয়। 'মণ্ডপ' শব্দটি মণ্ড পা ক এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা মণ্ডপানকারী অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা ভাষায় বিতান (ছাউনি, মেড়াপ) অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া রূঢ় শব্দ। যখন কোনও পদ অবয়বার্থে যাহা বুঝাইতে পারে ঠিক তাহাকে না বুঝাইয়া রূঢ়ির দ্বারা অর্থ-বিশেষে নিয়মিত হয় তখন তাদৃশ পদকে যোগরূঢ় বলা হয়। জল জন্‌ ড এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা যাহা জলে জন্মগ্রহণ করে সেই মৎস্য, পদ্ম, শৈবাল প্রভৃতির সকলকে না বুঝাইয়া জলজ শব্দটি কেবলমাত্র পদ্মকেই বুঝাইয়া থাকে বলিয়া তাহা যোগরূঢ় শব্দ। এই তিন প্রকার শব্দ

প্রদর্শিতরূপে পঞ্চপাদিকা শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন ব্যতীত অন্য উপায়েও এই শব্দের ব্যুৎপত্তি পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। "পঞ্চ" শব্দটি 'পচি বিস্তার-বচনে' ধাতু[১] হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং পঞ্চ শব্দের অর্থ বিস্তার। পাদ শব্দ 'পদ গতৌ' ধাতু[২] হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায় এবং গমনার্থ ধাতু জ্ঞানার্থে[৩] প্রযুক্ত হইতে পারায় পাদশব্দের অর্থ হইবে জ্ঞান। এইভাবে 'পঞ্চপাদিকা' বা 'পঞ্চপাদী' এই সমাসবদ্ধ পদের অর্থ দাঁড়ায়—জ্ঞানবিস্তার। এই টীকা ভাষ্যার্থরূপ জ্ঞানের বিস্তৃতি সম্পাদন করিতেছে বলিয়া ইহার পঞ্চপাদিকা নাম যথার্থ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এইরূপ ব্যাখ্যাতেও পঞ্চপাদিকাশব্দটিকে যোগরূঢ় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যেহেতু সকল টীকাই জ্ঞানবিস্তার করিয়া থাকে।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত দুই প্রকার অর্থেই পঞ্চপাদিকাশব্দটিকে যোগরূঢ় বলার

ব্যতীতও নৈয়ায়িকগণ চতুর্থপ্রকার শব্দ স্বীকার করেন, তাহা যৌগিকরূঢ়। উদ্ভিদ্ শব্দের দ্বারা মৃত্তিকাভেদকারী বৃক্ষকে যেরূপ বুঝিতে পারা যায় সেইরূপ যাগবিশেষকে রূঢ়ির দ্বারা বৈদিকগণ বুঝিতে পারেন। এইজন্য ইহা যৌগিকরূঢ় শব্দ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এইস্থলে দুইটি অর্থের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়।

"শক্তং পদম্। তচ্চতুর্বিধম্। ক্বচিদ্যৌগিকং ক্বচিদ্রূঢ়ং ক্বচিদ্যোগরূঢ়ং ক্বচিদ্যৌগিকরূঢ়ম্। তথাহি। যত্রাবয়বার্থ এব বুধ্যতে তদ্যৌগিকম্। যথা পাচকাদিপদম্। যত্রাবয়বশক্তিনৈরপেক্ষ্যেণ সমুদায়শক্তিমাত্রেণ বুধ্যতে তদ্রূঢ়ম্। যথা গোমণ্ডপাদিপদম্। যত্র তু অবয়বশক্তিবিষয়ে সমুদায়শক্তিরপ্যস্তি তদ্যোগরূঢ়ম্। যথা পঙ্কজাদিপদম্। যত্র তু যৌগিকার্থরূঢ্যর্থয়োঃ স্বাতন্ত্র্যেণ বোধস্তদ্যৌগিকরূঢ়ম্। যথোদ্ভিদাদিপদম্। তথা হি উর্ধ্বভেদনকর্তা তরুগুল্মাদির্বুধ্যতে যাগবিশেষোঽপীতি।" (মুক্তাবলী, ৫৮১-৮৮ পৃঃ)

১। পচি বিস্তারবচনে ১৬৫২ ধাতু, চুরাদি, পঞ্চয়তি

২। পদ গতৌ ১১৬৯ ধাতু, দিবাদি, পদ্যতে

৩। প্রায়েণ হি গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ স্যুঃ—এইরূপ একটি ন্যায় পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

পিছনে গ্রন্থকারের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। পদ্মপাদ "পদাদিবৃন্তভারেণ……" ইত্যাদি বাক্যে 'পদাদি' বলিয়া ভাগপঞ্চকাত্মক ব্যাখ্যার স্বরূপটিকে নিজের বিশেষ প্রতিপাদ্য বলিয়া অবশ্যই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং পঞ্চপাদিকা নাম গ্রন্থকারের অনভিপ্রেত এবং তাহা কেবলমাত্র পরবর্তী টীকাকারগণের স্বাভ্যূহিত বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে।

প্রস্থানদ্বয়ের ঐক্য

এই দুই প্রস্থানের মধ্যে যে কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ আছে তাহা যে-কোনও অদ্বৈতবাদীর নিকট সুবিদিত। অদ্বৈতবেদান্তিগণ তাঁহাদের পরম-তাৎপর্য বিষয়ে কোনও প্রকার মতবৈষম্যের ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন না অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্যই যে এই শাস্ত্রের বিষয় এবং অজ্ঞাননিবৃত্তি বা পরমানন্দপ্রাপ্তিই যে এই শাস্ত্রের পরম প্রয়োজন সে বিষয়ে সকল অদ্বৈতবাদীই অভিন্ন মত পোষণ করেন।

প্রক্রিয়াভেদের দ্বারা বিষয়ের ভেদ হয় না

এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের মধ্যেও প্রক্রিয়াংশে বহুস্থলে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অদ্বৈতবাদের কোনও হানি হয় না প্রত্যুত ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রক্রিয়া এবং ব্যাখ্যাপদ্ধতির ব্যাবহারিক বা কাল্পনিক ভেদে বস্তুতত্ত্বের কোনও ভেদ হয় না। অপ্যয়দীক্ষিত তাঁহার সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের বিভিন্ন আচার্যগণের পরস্পরের মতবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতে গিয়া এই কথাই বলিয়াছেন।[১] প্রক্রিয়ার বৈষম্যের দ্বারা তত্ত্বের যে ভেদ হয় না এবং অদ্বৈতবাদীর যে তাহাতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইবার হেতু নাই তাহা খণ্ডনখণ্ডখাদ্যগ্রন্থে শ্রীহর্ষও প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] সুতরাং ভামতী ও বিবরণ-

---

১। প্রাচীনৈর্ব্যবহারসিদ্ধিবিষয়েধাত্মৈক্যসিদ্ধৌ পরং
সন্নহ্যদ্ভিরনাদরাৎ সরণয়ো নানাবিধা দর্শিতাঃ। (সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ২ পৃঃ, জীবানন্দ সং)

২। বস্তুতস্তু বয়ং প্রপঞ্চসত্ত্বাসত্ত্বব্যবস্থাপনবিনিবৃত্তাঃ স্বতঃসিদ্ধে চিদাত্মনি ব্রহ্মতত্ত্বে কেবলে ভরমবলম্ব্য চরিতার্থাঃ সুখমাস্মহে। (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ১৫ পৃঃ, জীবানন্দ সং)

প্রস্থানের মধ্যে বিদ্যমান মতবৈষম্যের দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের দুর্বলতা সূচিত হয় না ; পরন্তু ইহা হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সন্ধান লাভ করা যায়। যুক্তিবিশ্লেষণে, পরপক্ষখণ্ডনে, স্বমতস্থাপনের বৈশিষ্ট্যে ও চিন্তার গাম্ভীর্যে উভয় প্রস্থানের মধ্যে বিবরণপ্রস্থান অধিকতর সমাদৃত হইয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। ভামতীটীকার ন্যূনতা পরবর্তী অদ্বৈতবাদিগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন তথাপি ভামতীটীকার সারল্য ও নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহার উপযোগিতা বুঝিয়া এই গ্রন্থখানিকে অধিকতর উপযোগী রূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিবরণসম্প্রদায়ে শিক্ষিত অমলানন্দস্বামী বেদান্তকল্পতরুনামে ভামতীর উপর টীকা রচনা করেন।_ আচার্য অমলানন্দ বিবরণসম্প্রদায়ের খ্যাতনামা আচার্য চিৎসুখমুনির প্রশিষ্য। প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকার (চিৎসুখীর) রচয়িতা চিৎসুখাচার্য, তাঁহার শিষ্য হইলেন সুখপ্রকাশ এবং এই সুখপ্রকাশের শিষ্যই কল্পতরুর রচয়িতা অমলানন্দস্বামী। ভামতী ও বিবরণপ্রস্থানের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনে আচার্য অমলানন্দের একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাচস্পতি মিশ্র ও তাঁহার অবদান

বাচস্পতি মিশ্র ও তাঁহার অবদান

অদ্বৈতবেদান্তের ইতিহাসে আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের নাম চিরদিন অক্ষয় থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। পণ্ডিতগণ বাচস্পতির নাম উল্লেখ করিতে হইলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নামের সঙ্গে দুইটি সার্থক বিশেষণ প্রযুক্ত করিয়া থাকেন—ষড্‌দর্শনটীকাকৃৎ ও সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। আচার্য বাচস্পতি যে-দর্শনের যে-টীকা প্রণয়ন করেন তাহা সেই দর্শনের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং এইজন্যই তাঁহাকে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আখ্যায় বিভূষিত করা হয়। তিনি ছয়টি দর্শনের উপর টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলেও বৈশেষিক-দর্শনের উপর তদ্‌রচিত কোনও টীকা অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই। সম্ভবতঃ ন্যায়দর্শনের সহিত বৈশেষিকদর্শনের মতভেদ স্বল্প হওয়ায় ন্যায়দর্শনের টীকার দ্বারাই বৈশেষিকদর্শনের বহুলাংশ উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে পরবর্তী পণ্ডিতগণ ষড্‌দর্শনটীকাকৃৎ আখ্যায় ভূষিত করেন। সকল দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্বে তাঁহার প্রবেশ থাকিলেও বেদান্তদর্শনের উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, ইহা ভামতী টীকায় অন্য সকল গ্রন্থের উল্লেখ পূর্বক ভামতী-সহিত যাবতীয় গ্রন্থের পরমেশ্বরে সমর্পণের[১] দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ভামতী টীকা যে অদ্বৈততত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের নিকট এতাদৃশ আদরণীয় হইয়াছে তাহার কারণ ব্যাখ্যার সারল্য, ব্যাখ্যাশৈলীর নূতনত্ব, ভাষার গাম্ভীর্য, যুক্তির দৃঢ়তা এবং প্রতিটি ভাষ্যপঙ্‌ক্তির ধারাবাহিক ব্যাখ্যা। নবীন শিক্ষার্থিগণের নিকট এই ভামতীটীকা অবশ্যপাঠ্য কারণ ভামতীকার শুধুমাত্র দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যকে উদ্ঘাটন করিবার জন্য বা পূর্বপক্ষীর শঙ্কা নিরাসের জন্যই ভামতী-টীকাটি প্রণীত করেন নাই পরন্তু নবীন শিক্ষার্থী যাহাতে প্রতিটি ভাষ্যপঙ্‌ক্তির অর্থ বুঝিতে পারে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।[২] যদিও বিবরণপ্রস্থানের

১। দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেখান হইতেছে যে, ভামতীকারের সর্বদা নবীন শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি ছিল। অধ্যাসভাষ্যের আদিভাষ্যখণ্ডদ্বয়ের প্রথমটিতে অর্থাৎ "যুষ্মদস্মদিত্যাদি······মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্" ইত্যন্ত পূর্বপক্ষগ্রন্থে 'যদ্যপি' শব্দটি না থাকায় সিদ্ধান্তগ্রন্থে 'তথাপি' এই শব্দটির প্রয়োগ

ন্যায়, বিশেষতঃ প্রকাশাত্মযতি-রচিত পঞ্চপাদিকাবিবরণ গ্রন্থের ন্যায়, অদ্বৈত-রহস্য নিরূপণে ভামতীগ্রন্থ তাদৃশ সমর্থ হয় নাই বলিয়া অদ্বৈততত্ত্বনিষ্ণাত পণ্ডিতগণের নিকট ইহা বিবরণগ্রন্থবৎ সমাদৃত হয় নাই এবং যদিও পূর্বপক্ষিগণ এই ভামতীগ্রন্থকে অদ্বৈততত্ত্বের যথার্থ প্রতিপাদক বলিয়া মনে করেন না ও এই গ্রন্থ হইতে পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডনে প্রয়াসী হন না[১] তথাপি এই গ্রন্থের সর্বজনপ্রিয়তার একটি দিক কখনই ভুলিতে পারা যায় না। সমগ্র ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের বা শারীরক-মীমাংসা ভাষ্যের প্রথম সুবিস্তৃত টীকাগ্রন্থই হইল এই বাচস্পতি-

---

অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইজন্য ভামতীকার বলিয়া দিলেন—"তথাপীত্যভি-সম্বন্ধাচ্ছঙ্কায়াং যদ্যপীতি পঠিতব্যম্।" (ভামতী, ৬ পৃঃ)

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষগ্রন্থে "ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিঃ" এইরূপে দুইবার 'ইতরেতরভাব'শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম 'ইতরেতরভাব'শব্দটি তাদাত্ম্যাধ্যাস বুঝায় এবং দ্বিতীয় 'ইতরেতরভাব' শব্দ সংসর্গাধ্যাস প্রতিপাদন করে। একই শব্দের এই ভাবে দুই অর্থে ব্যবহার কিরূপে হইল, এই প্রশ্ন স্বতঃই নবীন শিক্ষার্থীর নিকট উদিত হয়। 'ইতরস্য ইতরভাবঃ' এইভাবে প্রথমটির ব্যাখ্যা সহজবোধ্য কিন্তু সংসর্গাধ্যাস অর্থে এই শব্দটি কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য হওয়ায় বাচস্পতি বলেন—"ইতরেতরত্র ধর্মিণি ধর্মাণাং ভাবো বিনিময়ঃ"।

(ভামতী, ৭ পৃঃ)

সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য এই অংশের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি প্রতিটি শব্দের অর্থ পৃথক্ ভাবে বলিয়া দিয়াছেন—"সত্যং চিদাত্মা, অনৃতং বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহাদি, তে দ্বে ধর্মিণী মিথুনীকৃত্য যুগলীকৃত্যেত্যর্থঃ।" (ভামতী ১৭ পৃঃ)

১। অদ্বৈতবেদান্ত ব্যতীত বেদান্তের অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্যগণ অদ্বৈতবেদান্ত খণ্ডনের জন্য সাধারণতঃ ভাষ্যব্যাখ্যার বিবরণপ্রস্থান হইতেই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন করেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী মাধবমুকুন্দ তাঁহার অধ্যাস-(পরপক্ষ)গিরিবজ্র নামক গ্রন্থে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে এবং দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজ তাঁহার ন্যায়ামৃত গ্রন্থে বিবরণের অবিদ্যানুমান খণ্ডন করিয়াছেন।

রচিত ভামতী। বহুকথিত বিবরণপ্রস্থানের প্রথম গ্রন্থ পঞ্চপাদিকা সম্ভবতঃ[১] চতুঃসূত্রী পর্যন্তই লিখিত হইয়াছিল এবং বহুল-প্রশংসিত বিবরণগ্রন্থও যে কেবল-মাত্র চতুঃসূত্রী পর্যন্ত তাহা কাহারও অবিদিত নয়। গোবিন্দানন্দ যে ভাষ্য-রত্নপ্রভাটীকা রচনা করেন তাহা সমগ্র ভাষ্যের উপর লিখিত হইলেও ভামতী অপেক্ষা ন্যূনপক্ষে ছয় শতাব্দীর অর্বাচীন এবং আনন্দগিরি-রচিত ভাষ্যব্যাখ্যা ন্যায়নির্ণয়ও[২] ভামতী অপেক্ষা প্রায় চার শতাব্দী পরে রচিত হয়। ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকাটি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিলেও তাহার পক্ষে ভামতীর ন্যায় তদ্রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ভামতীর দৃষ্টিতে আনন্দগিরির ভাষ্যব্যাখ্যা নিতান্ত হীনপ্রভ। সমগ্র শারীরকমীমাংসাভাষ্যের একখানি টীকার উল্লেখ করিতে হইলে নিঃসংশয়ে সকলেই ভামতীর নাম উচ্চারণ করিবেন।

১। ৪৭-৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। সেইস্থলে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

২। আনন্দগিরিরচিত ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যটীকা আনন্দগিরীয়ব্যাখ্যা নামেই সমধিক প্রচলিত। অনেকে ইহাকে 'ন্যায়নির্ণয়' নামে অভিহিত করেন; তাহার সূত্র রহিয়াছে আনন্দগিরিকৃত মঙ্গলাচরণশ্লোকগুলির অন্তিম শ্লোকে—

শ্রদ্ধাভক্তী পুরোধায় বিধায়াগমভাবনাম্।
শ্রীমচ্ছারীরকে ভাষ্যে করিষ্যে ন্যায়নির্ণয়ম্॥

(মঙ্গলশ্লোক, ৯)

'ন্যায়নির্ণয়' শব্দটি যৌগিক অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষতঃ পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে 'শাস্ত্রারম্ভৌপয়িকমনুবন্ধজাতং ন্যায়তো নির্ণেতুং ভগবান্ বাদরায়ণঃ' ইত্যাদি থাকায় যৌগিকত্বপক্ষ আরও দৃঢ় হয়।

কেবলমাত্র পূর্বোক্ত সূত্রবশতঃ আনন্দগিরীয়ব্যাখ্যার 'ন্যায়নির্ণয়' নাম স্বীকার করিলে আনন্দগিরির গীতাভাষ্যব্যাখ্যাকে 'গীতাভাষ্যবিবেচন' ও কঠভাষ্যব্যাখ্যাকে 'কঠভাষ্যবিবেচন' বলিতে হয় যেহেতু আনন্দগিরি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রারম্ভে যথাক্রমে "ক্রিয়তে শিষ্যশিক্ষায়ৈ গীতাভাষ্যবিবেচনম্" ও "ধ্যাত্বা গৌরীমহং কুর্বে কঠভাষ্যবিবেচনম্" বলিয়াছেন।

ভামতীপ্রস্থান বিবরণপ্রস্থানানুসারী পরবর্তী অদ্বৈতাচার্যগণের নিকটেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দসরস্বতী বা গৌড়ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈতসিদ্ধির সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার। অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদনসরস্বতী বস্তুতঃ বিবরণপন্থী এবং তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা রচনা করিতে হইলে ব্রহ্মানন্দসরস্বতীকেও বিবরণ-পন্থী হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। ব্রহ্মানন্দের টীকা হইতে তাঁহার বিবরণানুসারিত্ব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তথাপি গৌড়ব্রহ্মানন্দ তাঁহার ন্যায়-রত্নাবলী[1] নামক টীকায় বেদান্তশাস্ত্র বলিতে ভামতীপ্রস্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন।[2] ইহা এক দৃষ্টিতে বিস্ময়করও বটে। রত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ বিবরণানুসারী হইলেও তিনি বাচস্পতির প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিতও ছিলেন না। এইজন্য গোবিন্দানন্দ তাঁহার রত্নপ্রভাব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণের সপ্তম শ্লোকে ভামতীকারের ভাষা আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভামতীর মঙ্গলশ্লোকে আছে—'রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি' (মঙ্গলশ্লোক, ৭) আর রত্নপ্রভাতে আছে—'ইতি শ্রমো মে সফলো গঙ্গাং রথ্যোদকং যথা।' (মঙ্গলশ্লোক, ৭)। যাহা হউক, এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা ভামতীপ্রস্থানের, বিশেষতঃ ভামতীটীকার, জনপ্রিয়তা প্রতিপাদিত হয়।

বাচস্পতির বিনয়

অনন্যসাধারণ পণ্ডিত আচার্য বাচস্পতি তাঁহার বিশাল ভামতী-টীকার প্রারম্ভে অত্যন্ত বিনয়ের সহিতই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যের টীকা রচনায় তাঁহার সাফল্যকে স্বসামর্থ্যপ্রসূত বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়াও, সকল দর্শনের প্রামাণিক আচার্যরূপে স্বীকৃত হইয়াও স্বীয় শ্রেষ্ঠ কৃতি ভামতীর সম্বন্ধে কোনরূপ অহঙ্কার প্রদর্শন করেন নাই। তিনি

১। শঙ্করাচার্যের 'নির্বাণদশকম্' গ্রন্থের উপর মধুসূদন সরস্বতী সিদ্ধান্তবিন্দু নামক টীকা রচনা করেন। ন্যায়রত্নাবলী হইল সিদ্ধান্তবিন্দুর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

২। "বেদান্তশাস্ত্রেতি। শারীরকমীমাংসারূপচতুরধ্যায়ীতদ্‌ভাষ্যতদীয়-টীকাবাচস্পত্যতদীয়টীকাকল্পতরুতদীয়টীকাপরিমলরূপগ্রন্থপঞ্চকেত্যর্থঃ।" (ন্যায়-রত্নাবলী ৫-৬ পৃঃ)

ভামতীটীকাকে রথ্যোদক বা রাস্তার জলের সহিত উপমিত করিয়াছেন। ভাষ্যগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ভামতীরূপ রথ্যোদক পবিত্রতা লাভ করিবে এইরূপ বিশ্বাসেই তিনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অন্যথা স্বতন্ত্র ভাবে গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা অবধূত বা অবজ্ঞাত হইত। অবধূতশব্দটি অপূত[১] অর্থেও ব্যবহৃত হয় সুতরাং রথ্যোদকের মত অপূত বলিয়া তাহা শুদ্ধাচার বা শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির নিকট হেয় বলিয়া গণ্য হইত।[২] তিনি কেবলমাত্র বিনয় প্রকাশ করেন নাই; গ্রন্থের শেষে গ্রন্থরচনার ফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৩৭ পৃঃ, ৫৯ পৃঃ)।

সমগ্র ভামতীগ্রন্থে অদ্বৈতবেদান্তের বহু নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এক একটি সূত্রের ও তদধীন ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গতঃ যে-সকল তত্ত্বের অবতারণা করা ন্যায্য বিবেচিত হইয়াছে সেই-সকল স্থলে ভামতীকারের পাণ্ডিত্য অনায়াসে প্রতিভাত হয়। ভাষ্যের এক একটি শব্দের সিদ্ধান্তানুগ বিশ্লেষণ নবীন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকে উন্মেষিত করে এবং প্রবীণ পাঠকের চিত্তকে আনন্দে উদ্ভাসিত করে। বাচস্পতির পাণ্ডিত্যের প্রকাশক কয়েকটি অভিনব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব বিস্তৃতির সহিত সমালোচিত হইবে। বাচস্পতির পাণ্ডিত্যের যথাযথ পরিমাপ ও মূল্যায়ন মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হইলেও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী হিসাবে কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে প্রয়াসী হইতেছি।

ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যত্ব

মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলির অন্তে প্রতিপদ-ভাষ্যব্যাখ্যার প্রারম্ভে বাচস্পতি মিশ্র পূর্বপক্ষমুখে একটি অত্যাবশ্যক প্রশ্নের উপস্থাপন করিয়াছেন।

১। শব্দার্ণব নামক অভিধানে 'অপূতমবধূতং স্যাৎ' এইরূপ বলা হইয়াছে। Monier-Williams তাঁহার অভিধানে বলিয়াছেন—"...disregarded, neglected, rejected..."। এতদনুসারে বর্তমান স্থলে অবজ্ঞাত অর্থটিও গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং তাহা শ্লোকের অর্থের অনুকূল হয়।

২। আচার্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোঽস্মদাদীনাম্।
রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি॥ (ভামতী, মঙ্গলশ্লোক ৭)

বাদরায়ণসূত্রগ্রন্থের সর্বপ্রথম সূত্র হইল 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (১।১।১)। পূর্বপক্ষীর প্রথম প্রশ্ন—ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা হইতেই পারে না। ব্রহ্ম যদি জিজ্ঞাস্য হন তবে এই জিজ্ঞাসা সূত্রটি সার্থক আর ব্রহ্ম যদি জিজ্ঞাস্য না হন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা-সূত্রটিই ব্যর্থ। যে-শাস্ত্রের প্রথম সূত্রই ব্যর্থ সেই শাস্ত্রে অনাস্থা জন্মে। আরও কথা, ব্রহ্ম যদি জিজ্ঞাস্য না হন তাহা হইলে ব্রহ্মপ্রতিপাদক এই বেদান্তশাস্ত্র বা বাদরায়ণসূত্র ও তদ্‌ভাষ্যাদি সকলই নিরর্থক। সুতরাং তজ্জন্য গুরূপসদন, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি গুরুতর প্রয়াস বিচক্ষণ ব্যক্তি কেন করিতে যাইবেন ?

পূর্বপক্ষী যে ব্রহ্মকে অজিজ্ঞাস্য বলেন তাহার যুক্তিগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। পূর্বপক্ষী বলেন, আমরা জলের গভীরতা জানিতে ইচ্ছা করি কারণ জলের গভীরতা না থাকিলে নদী নাব্য হইবে না। নদীর নাব্যতাতে আমার প্রয়োজন আছে। এইরূপ গণিতশাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি, গণনা আমাদের নিকট সপ্রয়োজন। আবার 'ইহা স্থাণু বা পুরুষ' এইরূপ সন্দেহ হইলে সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বস্তুতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। অনুরূপভাবে শরীরে কতগুলি অস্থি আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকি। যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা সন্দিগ্ধ আবার যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা সপ্রয়োজন—এইরূপ দুইটি ব্যাপ্তি স্বীকার করা হয়। এখানে জিজ্ঞাস্যত্ব ব্যাপ্য এবং সন্দিগ্ধত্ব ও সপ্রয়োজনত্ব জিজ্ঞাস্যত্বের ব্যাপক। ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইয়া থাকে। সুতরাং সিদ্ধান্তী এইস্থলে দুইটি অনুমান প্রয়োগ করিয়া থাকেন—

ব্রহ্ম সন্দিগ্ধং, জিজ্ঞাস্যত্বাৎ, ধর্মবৎ।
ব্রহ্ম সপ্রয়োজনং, জিজ্ঞাস্যত্বাৎ, ধর্মবৎ॥

প্রদর্শিত দুইটি অনুমানেই ব্রহ্ম পক্ষ, জিজ্ঞাস্যত্ব হেতু, এবং ধর্ম দৃষ্টান্ত। উভয়ত্র জিজ্ঞাস্যত্বই হেতু সুতরাং ব্যাপ্য। প্রথম অনুমানে সাধ্য হইল সন্দিগ্ধত্ব এবং দ্বিতীয় অনুমানে সাধ্য হইল সপ্রয়োজনত্ব।

সিদ্ধান্তীর এই ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করিয়া পূর্বপক্ষী ব্রহ্মের অজিজ্ঞাস্যত্ব সিদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। পূর্বপক্ষী বলেন—ইহা সর্বজনসম্মত যে, ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইলেও ব্যাপ্যাভাবের দ্বারা ব্যাপকা-

ভাবের অনুমান হয় না পরন্তু ব্যাপকাভাবের দ্বারাই ব্যাপ্যাভাবের অনুমান হইয়া থাকে যেহেতু ব্যাপকাভাবই ব্যাপাভাবের তুলনায় ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্যাভাব ব্যাপকাভাবের তুলনায় ব্যাপক। অভাবের স্থলে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধ বিপরীতরূপে প্রতীত হয়। যুক্তিশাস্ত্রের এই তত্ত্বটি আচার্য শ্রীধর তাঁহার ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

নিয়ম্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বে ভাবয়োর্যাদৃশে মতে।
বিপরীতে প্রতীয়েতে তে এব তদভাবয়োঃ ॥[১]

(ন্যায়কন্দলী, ২৪৮ পৃঃ, কাশী সং)

এই যুক্তিতে জিজ্ঞাস্যত্ব ব্যাপ্য হইলেও এবং সন্দিগ্ধত্ব ও সপ্রয়োজনত্ব জিজ্ঞাস্যত্বের ব্যাপক হইলেও, অজিজ্ঞাস্যত্ব ব্যাপক হইবে এবং অসন্দিগ্ধত্ব ও অপ্রয়োজনত্ব ব্যাপ্য হইবে। ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হয় সুতরাং যাহা অসন্দিগ্ধ তাহা অজিজ্ঞাস্য হইবে এবং যাহা অপ্রয়োজন তাহাও অজিজ্ঞাস্য হইবে। এই কথাটিকেই ভামতীকার "ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।[২] পূর্বপক্ষীর মতে এখন দুইটি অনুমানের প্রয়োগবাক্য নিম্নরূপ হইবে—

ব্রহ্ম অজিজ্ঞাস্যম্, অসন্দিগ্ধত্বাৎ, সমনস্কেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টস্ফীতালোকমধ্যবর্তি-ঘটবৎ।

ব্রহ্ম অজিজ্ঞাস্যম্, অপ্রয়োজনত্বাৎ, করটদন্তবৎ।[৩]

পূর্বপক্ষী এখন যে অনুমানদ্বয় প্রদর্শন করিলেন তাহার ব্যাপ্তিটি সিদ্ধান্তি-প্রদর্শিত অনুমানদ্বয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর এই

১। এই প্রসঙ্গে শ্লোকবার্তিক, সূত্র ৫, অনুমানপরিচ্ছেদের ১২১—২২ কাঃ দ্রষ্টব্য।

২। জিজ্ঞাস্যত্বব্যাপকে সন্দিগ্ধত্বসপ্রয়োজনত্বে তদ্বিরুদ্ধে চাসন্দিগ্ধত্ব-নিষ্প্রয়োজনত্বে তয়োরুপলব্ধিস্ততশ্চ ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যজিজ্ঞাস্যত্বাভাব ইত্যর্থঃ। (কল্পতরু, ৫ পৃঃ)

৩। অথ যদসন্দিগ্ধমপ্রয়োজনং চ ন তৎ প্রেক্ষাবৎপ্রতিপিৎসাগোচরঃ, যথা সমনস্কেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্তী ঘটঃ, করটদন্তা বা, তথা চেদং ব্রহ্মেতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। (ভামতী, ৫ পৃঃ)

অনুমানদ্বয়ের ব্যাপ্তিতে কোনও অসিদ্ধি প্রদর্শন করিতে পারেন না। পূর্ব-পক্ষীর অনুমানদ্বয়ে হেতুর পক্ষবৃত্তিতা থাকিলে অনুমানদ্বয় নির্দোষ হয় কিন্তু সিদ্ধান্তী হেতুর পক্ষবৃত্তিতাতেই আপত্তি করেন। পূর্বপক্ষীর মতে হেতুর পক্ষবৃত্তিতা আছে আর সিদ্ধান্তীর মতে পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত অনুমানদ্বয়ে হেতুর পক্ষবৃত্তিতা নাই। সুতরাং ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যত্ব আছে কিনা ইহা এখন নির্ভর করিতেছে পূর্বপক্ষিনির্দিষ্ট অনুমানদ্বয়ে হেতুর পক্ষধর্মতার উপর। এইজন্য অগ্রবর্তী আলোচনায় প্রথমে পূর্বপক্ষের যুক্তি অবলম্বন করিয়া হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব উপপাদিত হইবে ও তদনন্তর সিদ্ধান্তপক্ষের যুক্তি অবলম্বন করিয়া হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব খণ্ডিত হইবে।

ব্রহ্মের অসন্দিগ্ধত্বনিবন্ধন অজিজ্ঞাস্যত্ব

ব্রহ্ম শব্দটি বৃহ্ বা বৃহি ধাতু হইতে মনিন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উভয় ধাতুই বৃদ্ধ্যর্থক।[১] সুতরাং ব্রহ্মশব্দের অর্থ পরম-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পরমমহৎ।[২] আত্মাই সেই পরমমহৎ তত্ত্ব হওয়ায় আত্মা ও ব্রহ্ম সমার্থক। আত্মা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ আছে বলিয়া পূর্বপক্ষী মনে করেন না। অতিক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পশু-মনুষ্য-দেবতা সকলেই আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ও বিষয় হইতে পৃথক্ রূপে অহংজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারেন। এই

১। (ক) বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ ; ভ্বাদি ৭৩৫, ৭৩৬ ধাতু ; বর্হতি, বৃংহতি।

(খ) অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম যস্মাৎ পরমপরং পরায়ণং চ বৃহদ্ বৃহত্যা বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম। (অথর্বশির উপনিষৎ, ৪)

২। (ক) ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে, বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ। (ব্রঃ সূঃ শাঙ্করভাষ্য, ১।১।১, ৮০-৮১ পৃঃ)

(খ) ব্রহ্মপদমপি নির্বচনসামর্থ্যাদিমমেবার্থং স্বহস্তয়তি, নির্বচনমাহ—বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ। বৃদ্ধিকর্মা হি বৃহতিরতিশায়নে বর্ততে। তচ্চেদমতিশায়নমনবচ্ছিন্নং পদান্তরাবগমিতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধত্বাদ্যস্যাভ্যনুজানাতীত্যর্থঃ। (ভামতী, ঐ, ৮০ পৃঃ)

(গ) ননু বৃহতিধাতুরতিশায়নে বর্ততামাপেক্ষিকং তু তদ্, বৃহৎকুম্ভ ইতিবৎ, নেত্যাহ—অনবচ্ছিন্নমিতি। প্রকরণাদিসঙ্কোচকাভাবাদিত্যর্থঃ। (কল্পতরু, ঐ)

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যেমন কোন সন্দেহ নাই তেমন বিপর্যাসও[১] দৃষ্ট হয় না। কেহ কখনও 'আমি আছি বা নাই' এইরূপ সন্দেহ করে না এবং 'আমি, আমি নই' এইরূপ বিপর্যাসও করে না।[২]

আত্মাকে যে আমরা দেহ হইতে পৃথক্ রূপে জানিয়া থাকি তাহা সর্বজনসিদ্ধ। কখন কখন আমরা 'অহং কৃশঃ, অহং স্থূলঃ' এইরূপ ব্যবহার করিলেও অর্থাৎ শরীরধর্ম কৃশত্ব, স্থূলত্বাদি অহমর্থে বা আত্মাতে বিদ্যমান বলিয়া উল্লেখ করিলেও সেই বাক্যপ্রয়োগ ঔপচারিক ব্যতীত কিছুই নহে।[৩] বস্তুতঃ

১। সন্দেহ ও বিপর্যাস উভয়ই অপ্রমা জ্ঞান। তথাপি উভয়ের পার্থক্য এই যে, সন্দেহ উভয়কোটিক যেমন—'স্থাণুর্বা পুরুষো' বা এবং বিপর্যাস এককোটিক যেমন—'ইদম্ রজতম্'। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রমাজ্ঞানও এককোটিক, কিন্তু তাহা হইলেও এই উভয়ের অত্যন্ত ভেদ রহিয়াছে যেহেতু রজতে 'ইহা রজত' এই এককোটিক জ্ঞান প্রমা আর শুক্তিতে 'ইহা রজত' এই এককোটিক জ্ঞান বিপর্যাস। অনেকে বিপর্যাসকে বিপর্যয় শব্দের দ্বারা উল্লেখ করেন।

বেদান্তিগণ এবং অন্যান্য দার্শনিকেরা এইভাবে ভ্রম ও বিপর্যাসের বা বিপর্যয়ের পার্থক্য করিলেও পাতঞ্জল মতে সংশয় বা সন্দেহ বিপর্যয়বৃত্তিরই অন্তর্গত। এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার জন্য তাঁহারা বলেন—উভয়কোটিক 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' জ্ঞান এবং এককোটিক শুক্তিরজতাদি-জ্ঞান উভয়েই অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান-প্রতিভাসিতস্বরূপে অপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ভেদ এই যে, প্রথমটি জ্ঞানকালেই অপ্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয়টি বাধকজ্ঞানের দ্বারা অপ্রতিষ্ঠিত হয়। "যজ্ জ্ঞানপ্রতিভাসিরূপং তদ্রূপাপ্রতিষ্ঠমেবাতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং, যথাঽশ্রাদ্ধভোজীতি। অতঃ সংশয়োঽপি সংগৃহীতঃ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ—তত্র জ্ঞানারূঢ়ৈবাপ্রতিষ্ঠতা, দ্বিচন্দ্রাদেস্তু বাধজ্ঞানেন।" (তত্ত্ববৈশারদী, ৬০ পৃঃ, কালীবর সম্পাদিত)

২। নহি জাতু কশ্চিদত্র সন্দিগ্ধেঽহং বা নাহং বেতি। ন চ বিপর্যস্যতি নাহমেবেতি। (ভামতী, ৫ পৃঃ)

৩। অহং কৃশঃ স্থূলো গচ্ছামীত্যাদিদেহধর্মসামানাধিকরণ্যদর্শনাদ্ দেহালম্বনোঽয়মহংকার ইতি। (ভামতী, ৫-৬ পৃঃ)

আমরা দেহ ও আত্মার মধ্যে যদি ভেদ না জানিতাম তাহা হইলে 'যে-আমি বাল্যকালে মাতাপিতাকে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি এখন বৃদ্ধ বয়সে পৌত্র ও প্রপৌত্রকে অনুভব করিতেছি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিতাম না। প্রদর্শিত বাক্যে ইহা সুস্পষ্ট যে, বয়োভেদে শরীর ভিন্ন হইলেও 'যে-আমি, সেই-আমি' শব্দসমূহের দ্বারা এক অভিন্ন আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি শরীর ও আত্মা এক বলিয়া জানিতাম তবে শরীরভেদে আত্মাও ভিন্ন হইয়া পড়িত।[১] এইস্থলে ভামতীকার একটি অনুমানের সাহায্য লইয়াছেন। অনুমানের উদাহরণ-বাক্যটি নিম্নরূপ :—যেষু ব্যাবর্তমানেষু যদনুবর্ততে তত্তেভ্যো ভিন্নম্, যথা কুসুমেভ্যঃ সূত্রম্। (ভামতী, ৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং) একটি মাল্যের কুসুমগুলি ভিন্ন হইলেও সর্বত্র অনুবর্তমান সূত্রটি যেমন প্রতি কুসুম হইতে ভিন্ন তেমন বাল্য-যৌবন-প্রৌঢ়াদি শরীরগুলি ভিন্ন হইলেও সর্বত্র অনুবর্তমান অহংরূ[illegible]ীয়মান আত্মা প্রতিটি শরীর হইতে ভিন্ন।

যদি কেহ এই বাল্যাদি শরীরগুলির ভেদ স্বীকার করিতে ইচ্ছা না করেন তবে স্বপ্নশরীর ও জাগ্রৎকালীন শরীরের ভেদ সত্ত্বেও উভয়ত্র অনুবর্তমান এক আত্মার ঐ শরীরদ্বয় হইতে ভেদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 'যে-আমি স্বপ্নে দেব-শরীর লাভ করিয়াছিলাম সেই আমি জাগিয়া মনুষ্যশরীর অনুভব করিতেছি'[২]—এইরূপ অনুভবের দ্ব[illegible] দেহ ও আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয়।

স্বপ্নশরীর মিথ্যা বলিয়া তদ্‌বিষয়ক দৃষ্টান্তে পরিতুষ্ট না হইলে যোগশরীরের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যে-ব্যক্তি কিছুক্ষণ পূর্বে মনুষ্যশরীরে বিদ্যমান ছিলেন তিনিই এখন যোগের দ্বারা ব্যাঘ্রাদিশরীর লাভ করিয়াছেন। এখানে

১। তদালম্বনত্বে হি যোঽহং বাল্যে পিতরাবন্বভবং স এব স্থাবিরে প্রণপ্তৄনমনুভবামীতি প্রতিসন্ধানং ন ভবেৎ। ন হি বাল্যস্থবিরয়োঃ শরীরয়োরস্তি মনাগপি প্রত্যভিজ্ঞানগন্ধো যেনৈকত্বমধ্যবসীয়েত। (ভামতী, ৬ পৃঃ)

২। অপি চ স্বপ্নান্তে দিব্যং শরীরভেদমাস্থায় তদুচিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জান এব প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরমাত্মানং পশ্যন্নাহং দেবো মনুষ্য এবেতি দেবশরীরে বাধ্যমানেঽপি অহমাস্পদমবাধ্যমানং শরীরাদ্ ভিন্নং প্রতিপদ্যতে। (ভামতী, ঐ)

মনুষ্য ও ব্যাঘ্রশরীরের ভেদ সত্ত্বেও এক আত্মার প্রতীতি শরীর ও আত্মার ভেদকেই প্রমাণিত করে।[১]

ভামতীকার শরীর ও আত্মার ভেদ প্রতিপাদিত করার জন্য যে-যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করিলেন তদ্ব্যতীত একটি প্রসিদ্ধ যুক্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত বলিয়াই হয়ত ভামতীকার উল্লেখ করেন নাই। সদ্যোমৃত ব্যক্তির শরীর অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসত্ত্বেও আত্মা বিদ্যমান নাই। সুতরাং শরীর ও আত্মার ভেদ সুস্পষ্ট।[২]

আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের ভেদও সকলেই অবগত আছেন। যে-কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন যে, 'অহং কাণঃ, অহং বধিরঃ' প্রভৃতি গৌণ প্রয়োগ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে যেহেতু বস্তুতঃ আত্মার কাণত্ব বা বাধির্য হইতে পারে না এবং ইন্দ্রিয়ের কাণত্ব বা বাধির্য বশতঃ গৌণপ্রয়োগের দ্বারা 'অহং কাণঃ' প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে। 'যে-আমি দেখিয়াছি, সেই-আমি স্পর্শ করিতেছি' এইরূপ প্রয়োগে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয় ভিন্ন হইলেও উভয়ত্র জ্ঞানদ্বয়ে এক আত্মা অনুবর্তমান রহিয়াছে সুতরাং আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন।[৩]

এখন মনঃ ও বুদ্ধি হইতে আত্মার পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। বাহ্যবস্তু জানিবার জন্য যেমন কর্তা বা জ্ঞাতা হইতে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় বা করণের আবশ্যকতা থাকে সেইরূপ আন্তর সুখ-দুখ প্রভৃতির জ্ঞানের জন্য যে করণ স্বীকার করা হয় তাহাকেই অন্তঃকরণ বলে। এই অন্তঃকরণের দুইটি বিশেষ কার্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দুইটি নাম প্রদত্ত হইয়াছে—মনঃ ও বুদ্ধি। সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে মনঃ বলে এবং নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা হয়। যাহা হউক, মনঃ ও বুদ্ধির করণস্বরূপেই বিদ্যমানতা

১। অপি চ যোগব্যাঘ্রঃ শরীরভেদেঽপি আত্মানমভিন্নমনুভবতীতি নাহং-কারালম্বনং দেহঃ। (ঐ)

২। শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ। (ভাষাপরিচ্ছেদ, ৪৮ কাঃ)

৩। অতএব নেন্দ্রিয়াণ্যপি অস্যালম্বনম্; ইন্দ্রিয়ভেদেঽপি যোঽহমদ্রাক্ষং স এবৈতর্হি স্পৃশামীতি অহমালম্বনস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। (ভামতী, ঐ)

স্বীকৃত হয়। সুতরাং সেই মনঃ ও বুদ্ধি কখনও জ্ঞাতা বা আত্মা হইতে পারে না।[১] তথাপি 'অহং সঙ্কল্পয়ামি' ইত্যাদি যে প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্ববৎ ঔপচারিক।

বিষয়ের সহিত আত্মার অভেদ কখনও কোন ব্যক্তি অত্যন্ত মূঢ়াবস্থায় জানিলেও যে-কোনও প্রেক্ষাবান্ পুরুষ বাহ্য বিষয়ের সহিত আন্তর আত্মার পার্থক্য অনুভব করেন।

এইভাবে দেখা যায় যে, পূর্বপক্ষিগণ আত্মাকে শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-বিষয় হইতে পৃথক্স্বরূপে জানেন অর্থাৎ অহমাকারে আত্মার যথার্থজ্ঞান পূর্বপক্ষীর বিদ্যমান আছে। সুতরাং পূর্বপক্ষীর মতে আত্মা অসন্দিগ্ধ অর্থাৎ পক্ষ আত্মাতে বা ব্রহ্মে অসন্দিগ্ধত্বরূপ হেতু বর্তমান রহিয়াছে। অতএব হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব থাকায় এবং ব্যাপ্তিটি পূর্বেই সিদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মের অজিজ্ঞাস্যত্ব উপপাদিত হইল।[২]

ব্রহ্মের অপ্রয়োজনত্বনিবন্ধন অজিজ্ঞাস্যত্ব

পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—আত্মাতে অপ্রয়োজনত্বরূপ হেতুটিও থাকায় আত্মা বা ব্রহ্মের অজিজ্ঞাস্যত্ব সিদ্ধ হইবে। বেদান্তে সংসারনিবৃত্তিরূপ মোক্ষই পরম প্রয়োজন বলিয়া অঙ্গীকৃত। জননমরণপ্রবাহরূপ সংসার অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনাদিকাল হইতে প্রতিটি ব্যক্তির অহমাকারে আত্ম-যাথার্থ্যজ্ঞান রহিয়াছে। এতগুলি জন্মে অহমাকারে আত্ম-যাথার্থ্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে আমাদিগের মোক্ষ হয় নাই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এতগুলি জন্মে যদি আত্ম-যাথার্থ্যজ্ঞান ও বন্ধন বা সংসার একত্র অবস্থান করিয়া থাকে তবে তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানের সহিত সংসারের বিরোধ নাই। দুইটি বিরুদ্ধ বস্তু কখনও অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এতগুলি জন্ম অতিক্রম করিয়া সহাবস্থান করিতে পারে না। সংসার ও

১। বুদ্ধিমনসোশ্চ করণয়োঃ 'অহং কর্তে'তি কর্তৃপ্রতিভাস-প্রখ্যানালম্বনত্বাযোগঃ। (ঐ)

২। তস্মাদিদংকারাস্পদেভ্যো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ, স্ফুটতরাহমনুভবগম্য আত্মা সংশয়াভাবাদজিজ্ঞাস্য ইতি সিদ্ধম্। (ঐ)

আত্মজ্ঞানের সহাবস্থানের দ্বারা উভয়ের অবিরোধ সূচিত হয়। সুতরাং সংসারাবিরুদ্ধ আত্মজ্ঞানের দ্বারা সংস্কারনিবৃত্তি ঘটিবে না[১] এবং তাহা না ঘটিলে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান মোক্ষার্থী ব্যক্তির নিকট নিষ্প্রয়োজন। এইভাবে দেখা যায় যে, ব্রহ্মরূপ পক্ষে অপ্রয়োজনত্বরূপ হেতুর বৃত্তিতা আছে, অপ্রয়োজনত্ব ও অজিজ্ঞাস্যত্বের ব্যাপ্তি পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাপ্তি সিদ্ধ থাকায় এবং হেতুর পক্ষধর্মতা প্রমাণিত হওয়ায় ব্রহ্মের অপ্রয়োজনত্বনিবন্ধন অজিজ্ঞাস্যত্ব পূর্বপক্ষী কর্তৃক প্রতিপাদিত হইল।

ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যত্ব—সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্তী বলেন—ব্রহ্মে অসন্দিগ্ধত্ব নাই প্রত্যুত ব্রহ্মে সন্দিগ্ধত্বই রহিয়াছে। পূর্বপক্ষী বলিতে চাহিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট যথার্থস্বরূপেই জ্ঞাত আছে এবং আত্মাকে শরীর-ইন্দ্রিয়াদির সহিত পৃথক্ রূপে তাঁহারা জানেন। 'অহং কৃশঃ', প্রভৃতি প্রয়োগে তো অহম্ পদের দ্বারা তাঁহারা গৌণীবৃত্তির আশ্রয় করিয়া শরীরাদিরূপ অর্থ স্বীকার করিলেন কিন্তু এখানে বিচার্য যে, অহমর্থের গৌণতা স্বীকার করা যায় কি না? সিদ্ধান্তী স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, অহম্ অর্থের গৌণতা অসম্ভব। তাঁহারা 'অহম্ ইহৈবাস্মি সদনে জানানঃ' এই উদাহরণটিকে উপস্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—এখানে অহম্-পদের অর্থ কি দেহ অথবা আত্মা? পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, অহম্-পদের অর্থ দেহ তবে তাহাতে দোষ এই যে, দেহ অর্থ গ্রহণ করিলে 'জানানঃ' এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইতে পারে না যেহেতু দেহ কখনই জানিতে পারে না। অথচ সকলেই তো বলিয়া থাকে—'আমি এই ঘরে থাকিয়া জানিতেছি'। 'জানানঃ' পদের সহিত অন্বয় রক্ষা করিতে গেলে এখানে অহম্ পদের দেহ অর্থ গ্রহণ করা চলে না আবার অহম্পদে সর্বব্যাপী আত্মাকে বুঝাইলে 'একটি ক্ষুদ্র ঘরে আমি আছি' ইহা অনুপপন্ন হইয়া যায়।[২]

১। সংসারনিবৃত্তিরপবর্গ ইহ প্রয়োজনং বিবক্ষিতম্। সংসারশ্চাত্মযাথাত্ম্যাননুভবনিমিত্ত আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন নিবর্তনীয়ঃ। স চেদয়মনাদিরনাদিনাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন সহানুবর্ততে কুতোঽস্য নিবৃত্তিঃ; অবিরোধাৎ। (ভামতী, ৬ পৃঃ)

২। নচ—ইদং দেহস্য প্রাদেশিকত্বমনুভূয়তে নত্বাত্মন ইতি সাম্প্রতম্; নহি তদৈবং ভবতি—'অহম্' ইতি; গৌণত্বে বা ন 'জানানঃ' ইতি। (ভামতী, ১১ পৃঃ)

সিদ্ধান্তী দৃঢ়ভাবে বলিয়া থাকেন যে, কোনও স্থলে অহম্‌পদের গৌণার্থ করা চলে না। পূর্বপক্ষী অহম্ অনুভবের দ্বারা যথার্থ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন বলিয়া মনে করিলেও তাঁহাদিগের অবগত হওয়া উচিত যে, অহমর্থ পূতিকুষ্মাণ্ডের মত নিতান্ত হেয় এবং তাহার দ্বারা যথার্থ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা বকাণ্ডপ্রত্যাশাবৎ।[১]

সিদ্ধান্তী অহমর্থের গৌণতা খণ্ডনের জন্য বলেন—গৌণার্থ স্বীকার করিতে হইলে মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদজ্ঞান অত্যাবশ্যক। যিনি মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদ জানেন না তিনি কখনই কোনও শব্দ গৌণার্থে প্রযুক্ত করিতে পারেন না। অনুরূপভাবে যাহার নিকট কোনও শব্দ গৌণার্থে ব্যবহার করা হয় সেই প্রতিপত্তা বা বোদ্ধারও মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদজ্ঞান থাকা আবশ্যক।[২] উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যখন কেহ কোন মাণবককে সিংহ বলিয়া উল্লেখ করেন তখন তিনি সেই সিংহপদের মুখ্যার্থ যে কেশরাদিমান্ পশু তাহা জানেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানেন যে, এই মাণবকে সিংহগত শৌর্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার কেশরাদি নাই ; তথাপি শৌর্যাদিগুণসম্বন্ধবশতঃ মাণবকে সিংহশব্দের গৌণপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। সেইরূপ প্রতিপত্তাও মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদ বুঝিতে পারেন বলিয়াই তাঁহার নিকট গৌণপ্রয়োগ সার্থক। গৌণপ্রয়োগের ইহাই রীতি হইলেও পূর্বপক্ষী এই আবশ্যক তত্ত্বটি লক্ষ্য করেন নাই। পূর্বপক্ষী কি অহম্-পদের মুখ্যার্থ আত্মা এবং গৌণার্থ অনাত্মা দেহাদির ভেদ জানেন ? আত্মা ও অনাত্মার অর্থাৎ যথাক্রমে মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদজ্ঞান যদি থাকিতই তবে অনাত্মাকে কখনও আত্মা বলিয়া কেহ মনে করিতেন না এবং বিত্ত-ভৃত্য-পুত্রাদির নাশে 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া ক্রন্দন করিতেন না।[৩]

১। ক্ষুধার্ত বক বৃষের লম্বমান অণ্ডকোষ দেখিয়া যদি তাহা খাদ্য ভাবিয়া তাহার বিচ্যুতি কামনা করে তবে তাহা যেরূপ অসম্ভব হওয়ায় কোনদিনই কার্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেইরূপ যে-কোনও অসম্ভব বিষয়ের কামনা করা বকাণ্ডপ্রত্যাশা বলিয়া কথিত হয়।

২। পরশব্দঃ পরত্র লক্ষ্যমাণগুণযোগেন বর্তত ইতি যত্র প্রযোক্তৃ-প্রতিপত্ত্রোঃ সংপ্রতিপত্তিঃ স গৌণঃ, স চ ভেদপ্রত্যয়পুরঃসরঃ। (ভামতী, ১১ পৃঃ)

৩। ন ত্বহংকারস্য মুখ্যোঽর্থো নির্লুঠিতগর্ভতয়া দেহাদিভ্যো ভিন্নোঽনুভূয়তে যেন পরশব্দঃ শরীরাদৌ গৌণো ভবেৎ। (ভামতী, ১৩ পৃঃ)

আত্মা ও অনাত্মার যথার্থ জ্ঞান সম্পর্কে বহু বাদীর মধ্যে বিসংবাদ থাকায় ইহাই সিদ্ধ হয় যে, পূর্বপক্ষীর যথার্থ আত্মজ্ঞান নাই এবং তজ্জন্য আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞানও নাই।[১]

পূর্বপক্ষী অহম্‌পদকে নিরূঢ় গৌণ বলিতে চেষ্টা করিলেও তদ্দ্বারা তাদৃশ নিরূঢ়গৌণার্থের প্রতীতির জন্য মুখ্যার্থ ও নিরূঢ় গৌণার্থের ভেদজ্ঞান অনাবশ্যক বলিয়া সিদ্ধ হয় না। 'সার্ষপ তৈল' এই প্রয়োগের দ্বারাই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। সর্ষপস্নেহে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তৈলশব্দ প্রযুক্ত হইলেও তদ্দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় না যে, তৈলপদের তিলস্নেহরূপ মুখ্যার্থ এবং স্নেহরূপ গৌণার্থ এই উভয়ের ভেদজ্ঞান অনাবশ্যক।[২]

প্রদর্শিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তী প্রতিপাদিত করিলেন যে, অহম্‌পদের মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদজ্ঞান না থাকায় অহম্‌পদের গৌণার্থ করা চলে না। গৌণার্থ সম্ভব না হওয়ায় 'অহং কৃশঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ যখন দৃষ্ট হয় তখন আত্মা ও অনাত্মার বিবেক বা ভেদ অবগত না থাকায় আত্মা সন্দিগ্ধ এবং এইজন্য পূর্বপক্ষী আত্মার অজিজ্ঞাস্যত্ব বলিতে পারেন না।

শ্রুতি ও প্রত্যক্ষের বিরোধ

ব্রহ্মের অজিজ্ঞাস্যত্ব স্থাপনের প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন যে, অহমাকার অনুভব ব্যতীত আত্মার যথার্থজ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই। পূর্বপক্ষীর এইরূপ উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত। অহমর্থের গৌণতা সম্ভব নয়, ইহা এখনই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অহমাকার অনুভবের দ্বারা যে যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না তদ্বিষয়ে অন্য যুক্তিও প্রদর্শিত হইতে পারে। শ্রুতিতে এবং স্মৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মার যথার্থ স্বরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে —আত্মা সমস্ত উপাধির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, অনন্ত আনন্দস্বরূপ, চৈতন্যাত্মক, এক অদ্বিতীয় অবিকারী উদাসীনস্বভাব। পূর্বপক্ষী কি অহম্ অনুভবের দ্বারা এতাদৃশ

১। অনুভবে বা বাদিবিবাদো ন স্যাদিত্যর্থঃ। (কল্পতরু, ১৩ পৃঃ)

২। ন চ—অত্যন্তনিরূঢ়তয়া গৌণেঽপি ন গৌণত্বাভিমানঃ সার্ষপাদিষু তৈলশব্দবদিতি বেদিতব্যম্, তত্রাপি স্নেহাৎ তিলভবাদ্ ভেদে সিদ্ধে এব সার্ষপাদীনাং তৈলশব্দবাচ্যত্বাভিমানো ন ত্বর্থয়োস্তৈলসার্ষপয়োরভেদাধ্যবসায়ঃ। (ভামতী, ১৩ পৃঃ)

আত্মার জ্ঞান লাভ করেন ?[১] যদি তাহা না হয় তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত বিরোধবশতঃ প্রত্যক্ষানুভবকে দুর্বল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পূর্বপক্ষ—প্রত্যক্ষ ও শ্রুতির বিরোধে প্রত্যক্ষই প্রবল

পূর্বপক্ষী বলেন যে, সহস্র আগম বা শ্রুতি কখনও ঘটকে পট বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারে না। প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটকে শ্রুতি যদি পট বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন তবে কেহ ঘটকে পট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে না প্রত্যুত শ্রুতির সেই স্থানবিশেষকে লক্ষণার দ্বারা অন্য অর্থে পর্যবসিত করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ ও শ্রুতির বিরোধ হইলে পরস্পরের অবিরোধে ব্যাখ্যার জন্য শ্রুতিতেই লক্ষণা সম্ভব হওয়ায় এবং প্রত্যক্ষে কোনরূপ লক্ষণা অসম্ভব হওয়ায় কার্যতঃ প্রত্যক্ষই বলবান্ থাকিতেছে। অতএব প্রত্যক্ষানুরোধে আত্মপ্রতিপাদক শ্রুত্যাদি-বাক্যের উপচার বা লক্ষণা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত।[২]

পূর্বপক্ষী আরও একটি আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়াই অন্যান্য প্রমাণগুলি স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। গুরুর নিকট শ্রবণ করিলে অর্থাৎ শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ হইলে অথবা গ্রন্থপঙ্‌ক্তি পড়িলে অর্থাৎ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইলে তদনন্তর শব্দার্থের অববোধের দ্বারা আগমজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং প্রমাণদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ (জ্যায়স্) এবং আগম কনিষ্ঠ (কনীয়স্)[৩]। যে-প্রত্যক্ষপ্রমাণের উপর আগম নির্ভর করিতেছে সেই প্রত্যক্ষপ্রমাণকে আগম দুর্বল করিয়া দিতে পারে বলিয়া যদি সিদ্ধান্তী

১। ভবেদেতদেবং যদ্যহমিত্যনুভবে আত্মতত্ত্বং প্রকাশেত, ন ত্বেতদস্তি। তথাহি—সমস্তোপাধ্যনবচ্ছিন্নানন্তানন্দচৈতন্যৈকরসমুদাসীনমেকমদ্বিতীয়মাত্মতত্ত্বং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু গীয়তে। (ভামতী, ৮ পৃঃ)

২। ন হ্যাগমাঃ সহস্রমপি ঘটং পটয়িতুমীশতে। তস্মাদনুভব-বিরোধাদুপচরিতার্থা এবোপনিষদ ইতি যুক্তমুৎপশ্যাম ইতি। (ভামতী, ৬ পৃঃ)

৩। বাংলাভাষায় জ্যায়ান্, কনীয়ান্ শব্দ তাদৃশ প্রচলিত না থাকায় জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। তথাপি বন্ধনীর মধ্যে মূল সংস্কৃতানুগ শব্দটিও নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অঙ্গীকার করেন তবে সিদ্ধান্তীর মতটিতে উপজীব্যবিরোধের দোষ আসিয়াই পড়ে।[১]

সিদ্ধান্ত—আগম বলবত্তর

পূর্বপক্ষী আগমের লক্ষণার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা অসঙ্গত। 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' ইত্যাদি বাক্যে বক্তার ইচ্ছানুসারে বা তাৎপর্যানুসারে 'কাক' শব্দটির দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা করিতে হয়। তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থটি যদি বাক্যস্থপদগুলির মুখ্যার্থের দ্বারা উপলব্ধ না হয় তবেই তাৎপর্যের অনুসারে মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া কোনও শব্দের লক্ষণা করিতে হয়। কিন্তু ইহা কখনও দেখা যায় না যে, কোনও বাক্যের যাহা তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থ তাহাকেই লক্ষণার দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করা হইতেছে। পূর্বপক্ষী যখন আত্মার যথার্থস্বরূপপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের লক্ষণার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন তখন পূর্বপক্ষীর দৃষ্টিতে এই মূলতত্ত্বটিই প্রতিভাত হয় নাই যে, সকল শ্রুতির তাৎপর্যই এতাদৃশ আত্মতত্ত্বের প্রতিপাদনে। উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস প্রভৃতি তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গগুলির সাহায্যে সকল উপনিষদেরই তাৎপর্য নির্ধারিত হয় এতাদৃশ সমস্তোপাধ্যনবচ্ছিন্ন অনন্তানন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্বে। এইজন্যই লক্ষণার দ্বারা এই আত্মতত্ত্বরূপ অর্থের পরিত্যাগ করা যায় না।[২]

পূর্বপক্ষীর দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, আলোচ্যস্থলে উপজীব্যবিরোধের দোষ দেওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ ও শ্রুতির মধ্যে যে সাপেক্ষতার কথা পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন সেই সাপেক্ষতা প্রামাণ্যবিষয়ে বলা যায় না অর্থাৎ শ্রুতি তাহার প্রামাণ্যের জন্য প্রত্যক্ষের অপেক্ষা করে এরূপ বলা যায় না। শ্রুতি বা আগম অপৌরুষেয় হওয়ায় পুরুষ-সংসর্গপ্রযুক্ত ভ্রম-প্রমাদ-

---

১। জ্যেষ্ঠপ্রমাণপ্রত্যক্ষবিরোধাদাম্নায়স্যৈব তদপেক্ষস্যাপ্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বং চেতি যুক্তম্। (ভামতী, ৯ পৃঃ)

২। ন চানন্যপরং স্বার্থ উপচরিতার্থং যুক্তম্ ; উক্তং হি—'ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ' ইতি। (ভামতী, ১০ পৃঃ)

বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবজন্য কোনরূপ অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা শ্রুতিতে থাকিতে পারে না। আরও কথা, আগম জ্ঞপ্তিতেও স্বতঃপ্রমাণ[১] বলিয়া তাহার প্রামাণ্যের জন্য কোনরূপ প্রমাণান্তরের সংবাদেরও প্রয়োজন থাকে না। এইভাবে

১। প্রামাণ্য স্বতঃ বা পরতঃ এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে এবং দার্শনিকগণ পরস্পর বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া স্বস্বমতের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপিত করেন।

সাংখ্যমতে প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য উভয়ই স্বতঃ। বৌদ্ধমতে প্রামাণ্য পরতঃ এবং অপ্রামাণ্য স্বতঃ। নৈয়ায়িক মতে প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য উভয়ই পরতঃ। ভট্টমতে ও বেদান্তমতে প্রামাণ্য স্বতঃ এবং অপ্রামাণ্য পরতঃ।

যাঁহারা প্রামাণ্যকে স্বতঃ বলেন, তাঁহারা জ্ঞানের উৎপত্তিতে এবং জ্ঞপ্তিতে উভয়তঃই প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব স্বীকার করেন। সেইরূপ যাঁহারা প্রামাণ্য পরতঃ বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের মতেও উৎপত্তিতে এবং জ্ঞপ্তিতে উভয়তঃই জ্ঞানের প্রামাণ্য পরতঃ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমাণ হইবে এইরূপ বলা যায় না। যেহেতু আমরা শুক্তিতে রজতজ্ঞানও করিয়া থাকি এবং সেই জ্ঞানকে কেহই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না। অতএব জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার প্রামাণ্য আছে কিনা, ইহা একটি বিচার্য বিষয়। যদি ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, দূরত্ব প্রভৃতি দোষ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেই জ্ঞানটি অপ্রমা হয় এবং যদি এইরূপ কোন দোষ না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানটি প্রমাণ হয়। এইভাবে দেখা যায়—জ্ঞানোৎপত্তির জন্য বিষয়, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, মনঃসংযোগ প্রভৃতি যে কারণসামগ্রীর আবশ্যকতা থাকে জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তির জন্য সেই কারণসামগ্রী অপেক্ষা একটি অতিরিক্ত কারণের আবশ্যকতা হয়। সেই অতিরিক্ত কারণটি হইল দোষাভাব; অর্থাৎ যদি কোন দোষ না থাকে বা দোষাভাবরূপ অতিরিক্ত হেতুটি বিদ্যমান থাকে তবে জ্ঞানের প্রামাণ্য হইবে। জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী অপেক্ষা জ্ঞানের প্রামাণ্যের জন্য দোষাভাবরূপ অতিরিক্ত হেতু প্রয়োজন হওয়ায় প্রামাণ্যের পরতস্ত্ব ঘটিবে। অনুরূপভাবে জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রীর সহিত যদি দোষরূপ অতিরিক্ত হেতুটি বিদ্যমান থাকে তবে সেইস্থলে জ্ঞানের যে অপ্রামাণ্য হয়

তাহাও পরতঃ যেহেতু, অপ্রামাণ্যের জন্য দোষরূপ অতিরিক্ত হেতুর আবশ্যকতা ঘটিয়াছে। এইজন্যই দার্শনিকগণ বলেন—'জ্ঞানসামগ্রীমাত্রজন্যত্বমুৎপত্তৌ প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বম্।' আবার 'জ্ঞানসামগ্র্যতিরিক্তহেতুজন্যত্বমুৎপত্তৌ প্রামাণ্যস্য পরতস্ত্বম্।' মনে রাখিতে হইবে যে, উৎপত্তিতে জ্ঞানের প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হেতুটি হইল দোষাভাব বা গুণ। দার্শনিকগণ দোষাভাবকেই গুণশব্দের দ্বারা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করেন। উৎপত্তিতে জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হেতুটি হইল দোষ।

ভট্টমীমাংসকগণ এবং বেদান্তিগণ বলেন—জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু অপ্রামাণ্য পরতঃ বলিয়া স্বীকর্তব্য। যখনই কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখনই তাহাকে আমরা প্রমা বলিয়াই গ্রহণ করি এবং আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে ঘটপটাদির জ্ঞানে আমরা কখনও প্রামাণ্যের শঙ্কা করি না কিন্তু কোন দোষ বিদ্যমান থাকিলে জ্ঞানটিকে অপ্রমা বলিয়া পরিত্যাগ করি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তিতে কোনও দোষ দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ আমরা জ্ঞানকে প্রমা বলিয়াই গ্রহণ করিব কিন্তু দোষদর্শন হইলে অপ্রমা বলিব। ফলে বেদান্তিগণের মতে এবং তৎসহিত ভট্টমীমাংসকগণের মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ এবং অপ্রামাণ্য পরতঃ বলিয়া সিদ্ধ হয়।

যেমন উৎপত্তিতে জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত বিদ্যমান সেইরূপ জ্ঞপ্তিতে জ্ঞানের প্রামাণ্যের বিষয়েও বিরোধ রহিয়াছে। জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী অপেক্ষা যদি কোন অতিরিক্ত হেতুর আবশ্যকতা থাকে তবে জ্ঞপ্তিতে জ্ঞানের প্রামাণ্য পরতঃ হইবে। নৈয়ায়িকগণের মতে এই অতিরিক্ত হেতুটি হইল সংবাদ। যখন দূরে জলজ্ঞান হইয়াছিল তখন তাহার গ্রহণ যথার্থ বা অযথার্থ ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় নাই কিন্তু যখন নিকটে যাইয়া 'ইহা জল' বলিয়া দেখা গেল অর্থাৎ সংবাদ ঘটিল তখন সেই জ্ঞানের জ্ঞপ্তিতে প্রামাণ্য আছে বলা সম্ভব হইল। সুতরাং সংবাদরূপ এই অতিরিক্ত হেতুর আবশ্যকতা ঘটায় জ্ঞপ্তিতে জ্ঞানের প্রামাণ্য পরতঃ, ইহাই নৈয়ায়িকগণ বলেন। অনুরূপভাবে যখন বিসংবাদ ঘটে অর্থাৎ জল পাওয়া যায় না তখন জ্ঞপ্তিতে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং বিসংবাদরূপ অতিরিক্ত হেতুর আবশ্যকতা থাকায় জ্ঞপ্তিতে জ্ঞানের অপ্রামাণ্যও পরতঃ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রামাণ্যের জন্য আগম যে প্রত্যক্ষের অপেক্ষা করে না তাহা সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করিলেন।[১] এখন পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত দ্বিতীয় আপত্তিটি আলোচিত হইবে।

আগম তাহার উৎপত্তিতে প্রত্যক্ষের অপেক্ষা করে, ইহাই পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তী এই মত অবশ্যই স্বীকার করেন, কিন্তু এই বিষয়টি আরও সূক্ষ্মতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্তী বলেন যে, আগম প্রত্যক্ষের ব্যাবহারিকতাকেই অপেক্ষা করে, প্রত্যক্ষের পারমার্থিকতাকে অপেক্ষা করে না। আগম প্রত্যক্ষের ব্যাবহারিকতাকে অবলম্বন করিয়া স্বরূপ লাভ করে এবং তদনন্তর সেই আগম প্রত্যক্ষের যে পারমার্থিকতা নাই তাহাই সিদ্ধ করে। অতএব দেখা যায় যে, আগম প্রত্যক্ষের ব্যাবহারিকতাকে অবলম্বন করিলেও প্রত্যক্ষের ব্যাবহারিকতাকে খণ্ডন করে নাই, খণ্ডন করিয়াছে প্রত্যক্ষের পারমার্থিকতাকে। আগম যদি প্রত্যক্ষের ব্যাবহারিতাকে অবলম্বন করার পরেও প্রত্যক্ষের ব্যাবহারিকতাকেই খণ্ডন করিত তবে উপজীব্যবিরোধদোষ হইতে পারিত। অনুরূপভাবে আগম প্রত্যক্ষের যে-পারমার্থিকতাকে খণ্ডন করিতেছে প্রত্যক্ষের সেই পারমার্থিকতাকে অবলম্বন করিয়াই যদি আগম স্বরূপ লাভ করিত তবে সেই ক্ষেত্রেও উপজীব্যবিরোধদোষ হইতে পারিত। বর্তমান স্থলে এই উভয়কল্পের কোনটিই না হওয়ায় উপজীব্য-বিরোধের দোষ দেওয়া নিতান্ত অসমীচীন হইয়াছে।[২]

বেদান্তিগণ কিন্তু পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তি অবলম্বন করিয়া জ্ঞপ্তিতেও জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বিসংবাদ দেখিলেই জ্ঞানের অপ্রামাণ্য হওয়ায় জ্ঞপ্তিতে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য পরতঃ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয়—'জ্ঞানসামগ্রীমাত্রগ্রাহ্যত্বং জ্ঞপ্তৌ প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বম্' এবং 'জ্ঞানসামগ্র্যতিরিক্তহেতুগ্রাহ্যত্বং জ্ঞপ্তৌ জ্ঞানপ্রামাণ্যস্য পরতস্ত্বম্।'

যাহা হউক, এই বিষয়ে বিস্তৃতির ভয়েই অন্যান্য দার্শনিকগণের মতবাদ আলোচিত হইল না।

১। তস্যাপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য, বোধকতয়া চ স্বতঃসিদ্ধ-প্রমাণভাবস্য, স্বকার্যে প্রমিতাবনপেক্ষত্বাৎ। (ভামতী, ৯ পৃঃ)

২। প্রমিতাবনপেক্ষত্বেঽপি উৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাৎ তদ্‌বিরোধাদনুৎপত্তিলক্ষণমপ্রামাণ্যমিতি চেৎ ন, উৎপাদকাপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ। ন হ্যাগমজ্ঞানং

এইভাবে সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত আপত্তিযুগলের খণ্ডন করিয়া আগমের বলীয়স্ত্ব স্থাপন করিলেন। সিদ্ধান্তী স্বমতের সমর্থনে আরও বলেন যে, মহর্ষি জৈমিনি 'পৌর্বাপর্যে পূর্বদৌর্বল্যং প্রকৃতিবৎ' (জৈঃ সূঃ ৬।৫।৫৪)[১] সূত্রের দ্বারা দুইটি নিমিত্তের পৌর্বাপর্য ঘটিলে পূর্ববর্তী নৈমিত্তিকের বলীয়স্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

এইস্থলে সমগ্র আলোচনার সারনির্যাস এই যে, দুইটি জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষতা থাকিলে পূর্বজ্ঞানটি বলবান্ হয় এবং পরস্পর নিরপেক্ষতা থাকিলে পরবর্তী জ্ঞানটি বলবান্ হইয়া থাকে। আচার্য কুমারিলভট্ট তাঁহার তন্ত্রবার্তিকে কারিকাকারে এই তত্ত্বটি উপনিবদ্ধ করিয়াছেন।[২]

সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহন্তি; যেন কারণাভাবাৎ ন ভবেৎ, অপি তু তাত্ত্বিকম্, ন চ তত্ত্বস্যোৎপাদকম্। (ভামতী, ৯ পৃঃ)

১। এই সূত্রটির তাৎপর্য বুঝিতে গেলে প্রথমতঃ প্রকৃতি ও বিকৃতি শব্দ দুইটির অর্থ জানিতে হইবে। যে যাগবিশেষের সকল অঙ্গের উপদেশ করা হয় তাহা প্রকৃতিযাগ এবং যে যাগবিশেষের কতকগুলি অঙ্গের উপদেশ করা হয় এবং অবশিষ্ট অঙ্গগুলির অতিদেশ করা হয় তাহা বিকৃতিযাগ বলিয়া কথিত। 'ইত্থং কর্তব্যম্' বলিয়া নির্দেশ করিলে তাহা উপদেশ এবং 'তদ্বৎ কর্তব্যম্' বলিয়া নির্দেশ করিলে তাহা অতিদেশ নামে জ্ঞাত হয়। প্রকৃতিযাগে বেদীতে কুশের দ্বারা আস্তরণের বিধান করা হইয়াছে এবং অনন্তর বিকৃতিযাগে শরের দ্বারা আস্তরণ বিহিত হইয়াছে। এই দুইটি নিমিত্তের পৌর্বাপর্যের স্থলে পূর্ববর্তী নিমিত্তজন্য পূর্ববর্তী নৈমিত্তিক অর্থাৎ কুশাস্তরণরূপ কার্য বিকৃতিযাগে দুর্বল হইবে এবং পরনৈমিত্তিক শরাস্তরণ প্রবল হইবে। যাজ্ঞিকপ্রক্রিয়ায় ইহা যেরূপ প্রসিদ্ধ সেইরূপ অন্যস্থলেও দুইটি জ্ঞানের পৌর্বাপর্য ঘটিলে পূর্বজ্ঞানটি দুর্বল হয় এবং উত্তরজ্ঞান প্রবল হয়।

উত্তরজ্ঞানের প্রাবল্যের জন্য অপচ্ছেদন্যায় আশ্রিত হইয়া থাকে। বিস্তৃতির ভয়ে তাহা হইতে বিরত থাকিলাম।

২। বাচস্পতি মিশ্র ভামতী টীকায় কারিকাকারে বলিয়াছেন—

পূর্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্।
অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ॥

বাস্তবিকপক্ষে এই কারিকাটি বাচস্পতির নিজস্ব নয় কিন্তু ইহা আচার্য

অধ্যাসলক্ষণ

অধ্যাসলক্ষণের আলোচনায় বাচস্পতি মিশ্রের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়। শঙ্করাচার্যরচিত অধ্যাসভাষ্যে আমরা যে-লক্ষণটি পাইয়া থাকি তাহা নিম্নরূপ —স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ। এই অধ্যাসলক্ষণটিকে সকল টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহার যথাযথ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, অধ্যাসের বিরুদ্ধে উল্লিখিত যাবতীয় আপত্তির উত্তর এই অধ্যাসলক্ষণের মধ্যেই নিহিত আছে। যাহা হউক্, আচার্য বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী টীকায় এই অধ্যাসলক্ষণটিকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত এই উভয়বিধ লক্ষণরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতি দুরূহ তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না বলিয়া আচার্যগণ তাহা প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলিয়া থাকেন এবং তদনন্তর তদ্‌বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ইহার দ্বারা নবীন শিক্ষার্থী ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি বিষয়টি অল্পায়াসে বুঝিতে সমর্থ হন। এই প্রক্রিয়া সুধীসমাজে অঙ্গীকৃতও হইয়াছে। এই বিষয়ে স্বয়ং মহাভারতকার সম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা সমাসব্যাসন্যায় বলিয়া পরিচিত।[১]

কুমারিল কর্তৃক রচিত। কিন্তু ভামতীকার যে-ভাবে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা কুমারিলভট্টরচিত কারিকা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কুমারিল তন্ত্রবার্তিকে লিখিয়াছেন—

পৌর্বাপর্যবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তে।
অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ॥

(তন্ত্রবার্তিক, ৩।৩।২ সূঃ)

উত্তরজ্ঞানের বলবত্তার হেতু নির্ণয় প্রসঙ্গে অমলানন্দ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, উত্তরজ্ঞানটি পূর্বজ্ঞান হইতে প্রবল না হইলে তাহার উৎপত্তিই হইতে পারিত না যেহেতু তাহার বিরোধী পূর্বজ্ঞানটি উত্তরজ্ঞানের জন্মের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বজ্ঞানবিরোধী উত্তরজ্ঞানের উৎপত্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উত্তরজ্ঞানটি পূর্বজ্ঞানাপেক্ষা প্রবল। অমলানন্দ একটি কারিকা উদ্ধৃত করেন—

পূর্বং পরমজাতত্বাদবাধিত্বৈব জায়তে।
পরস্যানন্যথোৎপাদান্ ন ত্ববাধেন সম্ভবঃ॥ (কল্পতরু, ১১ পৃঃ)

তন্ত্রবার্তিক ৩।৩।১৪ সূঃ ৮৭৮ পৃঃ

১। ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্ (মহাভারত, অনুক্রমণিকাপর্ব, ১৫১)

অধ্যাসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ

অধ্যাসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণটি হইল—অবভাসঃ। অব—ভাস্+ঘঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাস্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ।[১] ঘঞ্ প্রত্যয় ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে ভাস শব্দের অর্থ প্রকাশ বা জ্ঞান আবার ঘঞ্ প্রত্যয় কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে অর্থ হয় জ্ঞানের কর্ম বা বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ও জ্ঞেয় যে যথার্থ নয় তাহা বুঝাইবার জন্য 'অব' এই উপসর্গটি যুক্ত হইয়াছে। ভামতীকার বলিয়াছেন —অবসন্নঃ ভাসঃ অবভাসঃ। জ্ঞানের অবসাদ বলিতে বুঝা যায়—বাধজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর পুনরায় ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন না হওয়া। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইলে ভ্রান্তপুরুষ 'ইহা সর্প' এইরূপ জানিতে থাকেন কিন্তু 'ইহা রজ্জু' এইরূপ বাধজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর 'ইহা সর্প' এইরূপ জ্ঞান জন্মায় না। অবসাদগ্রস্ত পুরুষ যেমন পূর্বে বহুকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকিলেও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার পর আর পূর্ববৎ কার্য করিতে পারেন না সেইরূপ রজ্জুসর্পজ্ঞান সর্পরূপ জ্ঞেয় বস্তুকে পূর্বে প্রকাশিত করিলেও বাধকজ্ঞানের উৎপত্তির পর সেই সর্পজ্ঞান অবসন্ন হইয়া যায়, পূর্ববৎ ইহা সর্পরূপ জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশিত করিতে পারে না। এইরূপ অবসাদকেই কল্পতরুকার 'উচ্ছেদ' বলিয়াছেন।[২] বস্তুতঃ বাধকজ্ঞানোদয়ের পর ভ্রমজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া থাকে, পূর্ববৎ ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।[৩]

অধ্যাসের এই লক্ষণ আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও, ইহাতে অব্যাপ্তি রহিয়াছে। শ্বেত শঙ্খকে কামলরোগবশতঃ যখন কোন ব্যক্তি পীত বলিয়া দর্শন করেন তখন সেই 'পীতঃ শঙ্খঃ' জ্ঞানটি ভ্রম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইস্থলে 'অবসন্নঃ ভাসঃ অবভাসঃ'-রূপ অধ্যাসলক্ষণ সঙ্গত হয় না। কোন আপ্ত ব্যক্তি যখন সেই ভ্রান্ত পুরুষকে বলিয়া দেন যে, শঙ্খটি পীত নয় কিন্তু শ্বেত তখন সেই বলবত্তর জ্ঞানের দ্বারা পূর্বের পীতশঙ্খ জ্ঞানটি বাধিত হইলেও কামলরোগগ্রস্ত ব্যক্তি তখনও সেই

১। ভাস্ৃ ৬২৪ দীপ্তৌ, ভ্বাদি, ভাসতে

২। অবসাদ উচ্ছেদঃ (কল্পতরু, ১৮ পৃঃ)

৩। উচ্ছেদো বাধকজ্ঞানোদয়ানন্তরং ভ্রমবৃত্ত্যন্তরোৎপত্তিপ্রতিবন্ধঃ। (পরিমল, ১৮ পৃঃ)

শঙ্খকে পীত বলিয়াই জানিতে থাকেন; তাঁহার পীতশঙ্খজ্ঞানটি অবসন্ন হয় না। এইভাবে প্রসিদ্ধ ভ্রমস্থলে 'অবসন্নঃ ভাসঃ অবভাসঃ' লক্ষণটি সঙ্গত না হওয়ায় তাহা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট হইল।

এই আপত্তির পরিহারের জন্য আচার্য বাচস্পতি অবভাসপদের পূর্বরূপ যৌগিক অর্থটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি যৌগিক অর্থ বলিলেন—'অবমতো ভাসঃ অবভাসঃ'।[১] কোন সভায় বা নিমন্ত্রণগৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন ঘটিলে তাঁহাকে দেখামাত্র আয়োজক বা গৃহস্বামী অভ্যর্থনাদি করেন। ইহাই বিশিষ্ট ব্যক্তির দর্শনের ফল। কিন্তু যদি তাঁহার আগমন সত্ত্বেও, তাঁহাকে দেখা সত্ত্বেও, অভ্যর্থনাদি করা না হয় তবে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির অবমান বা অপমান ঘটিয়া থাকে। ইচ্ছা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি জ্ঞানের ফল বলিয়া স্বীকৃত এবং যখন কোনও বিষয়ে জ্ঞান জন্মায় তখন তদ্‌বিষয়ে প্রবৃত্ত্যাদিও জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যে জ্ঞান জন্মিলেও তদ্‌বিষয়ে ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি জন্মায় না সেই জ্ঞানটি বাস্তবিকপক্ষে অবমতই হইয়া থাকে। কামলরোগগ্রস্ত ব্যক্তির পীতশঙ্খজ্ঞান হইলেও আপ্তপুরুষের নিকট হইতে 'ইহা শ্বেত' বলিয়া জানার পর আর সেই শঙ্খে পীতবস্তুবিষয়ক ইচ্ছা বা প্রবৃত্ত্যাদি তাঁহার হয় না। এইভাবে রোগীর পীতশঙ্খজ্ঞান জন্মিলেও জ্ঞানের ফল ইচ্ছা প্রবৃত্ত্যাদি জন্মায় না বলিয়া সেই পীতশঙ্খজ্ঞান তাঁহার নিকট অবমত হইয়াছে। ইহা অবমত ভাস হওয়ায় ইহাতে অধ্যাসের লক্ষণ সঙ্গত হইয়াছে। এই অবমানকেই কল্পতরুকার যৌক্তিকতিরস্কার বলিয়াছেন।[২] যে-বিষয়ে জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু যুক্তির দ্বারা যে-বিষয়ের তৎস্বরূপতা নিষিদ্ধ বা তিরস্কৃত হইয়াছে তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই ভ্রমজ্ঞান বা অধ্যাস। এই দ্বিতীয় লক্ষণে কোন দোষ নাই কারণ ইহা পীতশঙ্খজ্ঞানে এবং রজ্জুসর্পাদিজ্ঞানে উভয়ত্র সঙ্গত হইবে। রজ্জুসর্পজ্ঞানের পর বাধকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে রজ্জুসর্পবিষয়ক ইচ্ছা,

---

১। স পীতশঙ্খবিভ্রমাদিষ্বব্যাপ্ত ইতি তৎসাধারণং পক্ষান্তরমুক্তং টীকায়াম্ অবমতো বেতি। (পরিমল, ১৮ পৃঃ)

২। (ক) অবমানো যৌক্তিকতিরস্কারঃ (কল্পতরু, ১৮ পৃঃ)

(খ) তিরস্কার ইচ্ছাপ্রবৃত্ত্যাদিকার্যাক্ষমত্বাপাদনম্ (পরিমল, ১৮ পৃঃ)

প্রবৃত্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং যৌক্তিকতিরস্কাররূপ অবমান উভয়স্থলে থাকায় 'অবমতো ভাসঃ' লক্ষণটি উভয়-সাধারণ এবং তাহা নির্দোষ।

যাহা হউক, এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণের দ্বারা অধ্যাস যে মিথ্যাজ্ঞান তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞানটি যখন মিথ্যা হয় তখন সেই জ্ঞানের জ্ঞেয়ও মিথ্যা হয়। রজ্জুতে যখন সর্পজ্ঞান হয় তখন সেই সর্পজ্ঞানটি যেরূপ মিথ্যা সেইরূপ ঐ জ্ঞানের জ্ঞেয় সর্পবস্তুটিও মিথ্যা। এই জন্যই শাস্ত্রে জ্ঞানাধ্যাস ও জ্ঞেয়াধ্যাস এই উভয়বিধ অধ্যাসই স্বীকৃত হয়। 'অবভাসঃ' এই সংক্ষিপ্ত অধ্যাস-লক্ষণের দ্বারা জ্ঞানাধ্যাস ও জ্ঞেয়াধ্যাস উভয়ই লক্ষিত হইয়াছে। ভামতীকার 'এতাবতা মিথ্যাজ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি' পঙ্‌ক্তির দ্বারা যদিও কেবলমাত্র জ্ঞানাধ্যাসেরই সাক্ষাদ্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি জ্ঞেয়াধ্যাসও অর্থতঃ উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সংক্ষিপ্ত লক্ষণের দোষ

এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ না থাকিলেও ইহাতে অপর দোষ রহিয়াছে। যে স্থলে রূঢ়ার্থ ও যৌগিকার্থ উভয়বিধ অর্থেরই প্রসক্তি হয় সেই স্থলে কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি' ন্যায়ে রূঢ়ার্থের দ্বারা যৌগিকার্থ বাধিত হয়। এই অবভাস পদটির যৌগিকার্থ গ্রহণ করিয়া আচার্য বাচস্পতি যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা রূঢ়ার্থের দ্বারা বাধিতই হইবে। অবভাস-পদটির রূঢ়ার্থ জ্ঞানমাত্র—তাহা ভ্রম ও প্রমা উভয়বিধ জ্ঞানেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অবভাসপদটি যে যথার্থজ্ঞানেও প্রযুক্ত হয় তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া ভামতীকার বলিলেন—'নীলস্য অবভাসঃ পীতস্যাবভাসঃ' ইত্যাদি।[১]

সংক্ষিপ্ত লক্ষণের অপর একটি দোষের কথাও বলা হয়। লক্ষণের দ্বারা যেমন স্বাভিমত বস্তুর সিদ্ধি হয় তেমনই পরাভিমত বস্তুর নিরাকরণ করাও দার্শনিক রীতি। ভ্রম সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী অনির্বচনীয় খ্যাতি স্বীকার করেন, কিন্তু অন্যান্য বাদিগণ আত্মখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি প্রভৃতি বিভিন্ন খ্যাতি অঙ্গীকার করেন। প্রদর্শিত সংক্ষিপ্ত লক্ষণে পরাভিমত খ্যাতিগুলির নিরাকরণ করা হয় নাই, স্বাভিমত অনির্বচনীয় খ্যাতির সিদ্ধিও হয় নাই।

১। অবভাসপদং চ সমীচীনেঽপি প্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম্, যথা নীলস্যাবভাসঃ পীতস্যাবভাস ইতি। (ভামতী, ১৮-১৯ পৃঃ)

অধ্যাসের বিস্তৃত লক্ষণ

উল্লিখিত দুইটি দোষ বিস্তৃত লক্ষণে দেখা যায় না। এইজন্যই ভামতীকার বিস্তৃতলক্ষণেরও আলোচনা করিয়াছেন। বিস্তৃতলক্ষণটি হইল—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ"। এই লক্ষণটির আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ পূর্বদৃষ্টপদের অর্থ জানিতে হইবে। পূর্বদৃষ্টপদের যথাশ্রুত অর্থ 'পূর্বে দৃষ্ট'। ইহা সত্য যে, অধ্যাস হইতে গেলে আরোপ্যটি পূর্বে দৃষ্ট বা জ্ঞাত হইতে হইবে। যে ব্যক্তি পূর্বে কখনও সর্প দেখেন নাই, সর্পবিষয়ক কোন জ্ঞান লাভ করেন নাই, তিনি কখনও রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস করিতে পারেন না। পূর্বে দৃষ্ট বস্তুটির একটি সংস্কার মনের মধ্যে থাকিয়া যায় এবং অধিষ্ঠানের সামান্যাংশ[১] গৃহীত হওয়ায় সেই পূর্বদর্শনজন্য সংস্কার হইতে পূর্বদৃষ্টবস্তুসদৃশ একটি মিথ্যা সর্পাদিবস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, পূর্বদর্শন-জন্য সংস্কার হইতে উৎপন্ন এই সর্পটি পূর্বে দৃষ্ট বনস্থ সর্প নয়। পূর্বদৃষ্ট সর্প-বস্তুটি সত্য হইলেও ভ্রমকালে আরোপ্য এই অভিনব সর্পটি মিথ্যা।[২] যাহা হউক্, সর্পাদিবস্তু স্বরূপতঃ সত্য হইলেও আরোপণীয় সর্প অর্থাৎ রজ্জুতে দৃশ্যমান সর্প মিথ্যা হইবেই। এই রজ্জুসর্প সদ্রূপ নয় যেহেতু তাহা রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। এই রজ্জুসর্পকে অসৎ বলা চলে না যেহেতু তদ্বিষয়ে জ্ঞান রহিয়াছে। অসৎ বস্তুবিষয়ে কোন জ্ঞান হইতে

১। শুক্তিতে রজতের আরোপে শুক্তি অধিষ্ঠান ও রজত আরোপ্য। অধিষ্ঠান শুক্তি সর্বথা জ্ঞাত হইলে তাহাতে রজতের আরোপ হইতে পারে না। আবার অধিষ্ঠান সর্বথা অজ্ঞাত থাকিলেও তাহাতে রজতের আরোপ সম্ভবপর নয়। শুক্তি যখন অংশতঃ জ্ঞাত এবং অংশতঃ অজ্ঞাত থাকে তখনই তাহাতে রজতের অধ্যাস হইতে পারে। অধিষ্ঠান শুক্তি ও আরোপ্য রজতের মধ্যে সিতত্ব, ভাস্বরত্ব প্রভৃতি সাদৃশ্য আছে। এইগুলিই অধিষ্ঠান শুক্তির সামান্যাংশ। শুক্তিত্ব ধর্মটি কেবল শুক্তিতেই আছে কিন্তু রজতে নাই। এইরূপ নীলপৃষ্ঠত্ব শুক্তির অসাধারণ ধর্ম। শুক্তিত্ব, নীলপৃষ্ঠত্ব প্রভৃতি শুক্তির বিশেষাংশ। অধ্যাসে অধিষ্ঠানের সামান্যাংশ গৃহীত থাকে এবং বিশেষাংশ অগৃহীত থাকে। বিশেষাংশ গৃহীত হইলেই অধ্যাস অপগত হয়।

২। অভিনবত্বেঽপ্যারোপ্যস্য পূর্বদৃষ্টগ্রহণমুপযুজ্যতে, আরোপণীয়সমানমিথ্যাবস্ত্বন্তরোপদর্শকস্য পূর্বদর্শনসংস্কারদ্বারেণোপযোগাদিতি। (ভামতী, ২৪ পৃঃ)

পারে না, ইহা সর্বথা জ্ঞানাবিষয়। এই রজ্জুসর্প সদসত্ভয়াত্মক হইতে পারে না যেহেতু কোন বস্তুই পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বরূপ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং নিরুপায় হইয়াই এই রজ্জুসর্পকে সদসদ্‌বিলক্ষণ বা অনির্বচনীয় বলিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তে অনির্বচনীয় বা অনির্বাচ্যকেই মিথ্যা বা অনৃত শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। পূর্বদৃষ্ট পদের দ্বারা যে আরোপ্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় তাহা ভামতীকার স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন।[১] অথচ ভামতীকারের আশয় অনেকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ভামতীর সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার অমলানন্দস্বামী তাঁহাদিগের এই ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রকে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে বাচস্পতির মত অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।[২]

ভামতীকার প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে, পূর্বদৃষ্ট বলিতে পূর্বকালীন যথার্থ দর্শন বা পূর্বকালে সত্যবস্তুর যথার্থদর্শন আবশ্যক এরূপ মনে করা অসঙ্গত। যাহা আরোপ্য হইবে তদ্বিষয়ক পূর্বদর্শন বা পূর্বজ্ঞানমাত্রই অপেক্ষিত কিন্তু সেই পূর্বদৃষ্টবস্তুটিকে সত্য হইতে হইবে এরূপ নয়। পূর্বদৃষ্ট-বস্তুটি সত্য হইতে পারে অথবা মিথ্যাও হইতে পারে। যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্পের আরোপ করিবেন তিনি পূর্বে যথার্থ সর্প দেখিয়া থাকিতে পারেন অথবা পূর্বে সর্প না দেখিলেও সর্প সম্বন্ধে যে-কোনও প্রকারে তাঁহার জ্ঞান থাকিলেও তাহাতে সর্পের আরোপ হইতে পারিবে। এই জন্যই ভামতীকার বলিয়াছেন যে, পূর্বদৃষ্টবস্তুটির দৃষ্টত্বই আরোপের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু সেই বস্তুটির যথার্থত্বের আবশ্যকতা নাই।[৩]

১। তত্র পূর্বদৃষ্টং স্বরূপেণ সদপ্যারোপণীয়তয়াঽনির্বাচ্যমিত্যনৃতম্
(ভামতী, ১৮ পৃঃ)

২। স্বরূপেণ মরীচ্যম্ভো মৃষা বাচস্পতের্মতম্।
অন্যাথাখ্যাতিরিষ্টাঽস্যেত্যন্যথা জগৃহুর্জনাঃ॥
(কল্পতরু, ২৪ পৃঃ)

৩। তস্য চ দৃষ্টত্বমাত্রমুপযুজ্যতে ন বস্তুসত্ত্বেতি দৃষ্টগ্রহণম্।
(ভামতী, ১৮ পৃঃ)

কেবলমাত্র 'দৃষ্টাবভাসঃ' না বলিয়া 'পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' বলার তাৎপর্য অন্বেষণ করিয়া ভামতীকার বলিয়াছেন যে, আরোপ্য বস্তুটির তৎকালীন জ্ঞানের দ্বারাই আরোপ সম্ভব নয় কিন্তু আরোপ্যবস্তুটির পূর্বকালীন জ্ঞান আবশ্যক।[১]

পূর্বদৃষ্টপদটির প্রদর্শিত ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া যদি কেবলমাত্র 'পূর্বে দৃষ্ট' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় তবে 'পরত্র' পদটির অর্থ পূর্বদৃষ্টদেশভিন্নদেশে। এই অর্থে 'পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' অংশকে লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রত্যভিজ্ঞায় অতিব্যাপ্তি হয়। স্বস্তিমতী নামক গরুতে পূর্বে যে গোত্ব দৃষ্ট হইয়াছে সেই গোত্বই যখন কালাক্ষী নামক অপর একটি গরুতে দৃষ্ট হয় তখন 'পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' লক্ষণের সঙ্গতি থাকায় এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞার স্থলে অতিব্যাপ্তি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পাটলিপুত্রে দেবদত্তকে দেখিয়া যদি

১। "তথাপি বর্তমানং দৃষ্টং দর্শনং নারোপপযোগীতি পূর্বেত্যুক্তম্" (ভামতী, ১৮ পৃঃ)। ভামতীর এই পঙ্‌ক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভামতীকার অনুভূয়মান আরোপ পক্ষ স্বীকার করেন নাই। পরিমলগ্রন্থে স্মর্যমাণ আরোপ, অনুভূয়মান আরোপ এই দ্বিবিধ কল্প প্রদর্শিত হইলেও বাচস্পতি মিশ্র অনুভূয়মান আরোপ স্বীকার করেন না বলিয়াই মনে হয়। যে ব্যক্তি কখনও পূর্বে পীতবর্ণ দর্শন করেন নাই অথচ কামলরোগগ্রস্ত হইয়াছেন তিনি শ্বেত শঙ্খকে রোগ-দশায় পীতবর্ণ বলিয়া অবশ্যই দেখিবেন। এইরূপ স্থলে পূর্বদৃষ্টপীতবর্ণের স্মরণের দ্বারা আরোপ সংঘটিত হইয়াছে ইহা বলা যাইবে না অথচ আরোপ হইয়া থাকে ইহা সর্বজনসিদ্ধ। এই সকল স্থলে উপপত্তির জন্য বলা হয় যে তৎকালেই অর্থাৎ অনুভব কালেই পীতরূপের গ্রহণ হইয়া আরোপ হইয়াছে। ইহাই অনুভূয়মান আরোপ নামে প্রসিদ্ধ।

অনুভূয়মান আরোপ যুক্তিসিদ্ধ নয় বলিয়া পঞ্চপাদিকাকার আচার্য পদ্মপাদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জাতমাত্র শিশু মাতৃস্তন্যে তিক্ততা ভ্রম করিয়া থাকে। এই শিশু কখনও তিক্তরস আস্বাদন করে নাই সুতরাং ইহার অনুভূয়মান আরোপ হইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মত খণ্ডনের জন্য পঞ্চপাদিকাকার বলেন যে, এই শিশু এই জন্মে তিক্তরস কখনও পূর্বে অনুভব না করিলেও কোন পূর্বজন্মে অবশ্যই অনুভব করিয়াছে। সুতরাং স্মর্যমাণ আরোপই স্বীকৃত হইবে। আরও কথা, যদি সর্বথা পূর্বাননুভূত বস্তু ভ্রমে

পুনরায় তাহাকে মাহিষ্মতীতে দেখিতে পাওয়া যায় তবে 'পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' লক্ষণের সঙ্গমন হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে।[১]

এই অতিব্যাপ্তি দোষ দূরীকরণের জন্য 'স্মৃতিরূপঃ' পদটি প্রদত্ত হইয়াছে।[২]

ভাসমান হইতে পারে তবে অননুভূত রসষট্‌কাতিরিক্ত সপ্তমরস ভ্রমে ভাসমান হইল না কেন? ভ্রমে সপ্তমরস ভাসমান হয়, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। সুতরাং অনুভূয়মান আরোপপক্ষ গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন—ননু অনাস্বাদিততিক্তরসস্যাপি বালকস্য পিত্তদোষাৎ মধুরে তিক্তাবভাসঃ কথং স্মরণং স্যাৎ? উচ্যতে—জন্মান্তরানুভূতত্বাৎ। অন্যথা অননুভূতত্বাবিশেষে অত্যন্তং অসন্নেব কশ্চিৎ সপ্তমো রসঃ কিমিতি নাবভাসেত (পঞ্চপাদিকা, ৪৩-৪৪ পৃঃ)

পরিমলকার অপ্যয় দীক্ষিত পঞ্চপাদিকাকারের এই যুক্তিটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা স্বীকার করিয়া পীতশঙ্খভ্রমের ব্যাখ্যাও প্রদর্শন করিয়াছেন—অননুভূতপীতবর্ণস্য পীতশঙ্খবিভ্রমে তু জন্মান্তরানুভূতপীতিমস্মরণমুপাসনীয়ম্। এতাদৃশেষু জন্মান্তরানুভূতস্মরণং গতিরিতি ব্যুৎপাদয়িতুমেব পঞ্চপাদিকায়াং শিশোঃ স্তন্যে তিক্ততাধ্যাসো জন্মান্তরানুভূততিক্তরসস্মরণকৃত ইত্যুক্তম্। ইত্থং পীতশঙ্খবিভ্রমে নানুভূয়মানারোপ ইতি মতানুসারেণ ব্যাখ্যাতম্। (পরিমল, ২০ পৃঃ)

পীতশঙ্খবিভ্রম প্রদর্শন কালেও যে ভামতীকার স্মর্যমাণ আরোপ পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন ইহা ভামতীপঙ্‌ক্তিতে স্পষ্টতঃই উল্লিখিত আছে বলিয়া মনে হয়। "পীতং তপনীয়পিণ্ডং পীতং বিল্বফলমিত্যাদৌ পূর্বদৃষ্টং সামানাধিকরণ্যং পীতত্ব-শঙ্খয়োরারোপ্যাহ পীতঃ শঙ্খ ইতি" (ভামতী, ২১ পৃঃ) ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব-দৃষ্টপদ গ্রহণ করায় স্মর্যমাণ আরোপ পক্ষই স্বীকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

১। পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাস ইত্যলক্ষণম্, অতিব্যাপকত্বাৎ। অস্তি হি স্বস্তি-মত্যাং গবি পূর্বদৃষ্টস্য গোত্বস্য পরত্র কালাক্ষ্যামবভাসঃ, অস্তি চ পাটলিপুত্রে পূর্বদৃষ্টস্য দেবদত্তস্য পরত্র মাহিষ্মত্যামবভাসঃ, সমীচীনঃ (ভামতী, ১৮ পৃঃ)

২। এইস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, পূর্বদৃষ্ট পদটির তো যথাশ্রুত অর্থ গৃহীত হয় নাই, ইহার অর্থ যে অনৃত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞায় অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। গোত্ব মিথ্যা নয় এবং সেই

স্মৃতিরূপ পদের অর্থ স্মৃতির রূপের মত রূপ যাহার। রূপ পদটি স্বরূপ অর্থে গৃহীত। এখানে সংস্কারজন্যত্বকেই স্মৃতির স্বরূপ বলিলে অতিব্যাপ্তি নিরাকৃত হয় না, কারণ প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কারজন্যই বটে। অসন্নিহিতবিষয়ত্বকে স্মৃতির স্বরূপ ধরিলে প্রত্যভিজ্ঞায় অতিব্যাপ্তি হয় নাই[১] সত্য, কিন্তু অন্যথাখ্যাতির সহিত ভেদ থাকে না যেহেতু অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকের মতেও আরোপ্য রজত সন্নিহিত নহে; দেশান্তরীয় আপণস্থ রজতই তাঁহাদের মতে ভ্রমে ভাসমান হয়। এইজন্যই সিদ্ধান্তে স্মৃতিরূপ পদটির যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ

পূর্বদৃষ্ট গোত্বের অন্যত্র অবভাস মিথ্যার অবভাস বা পূর্বদৃষ্টাবভাস নয়। অতএব পূর্বদৃষ্ট গোত্বের পরত্র অবভাসের স্থলে যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা পূর্বপক্ষী করিয়াছেন সেই অতিব্যাপ্তি আশঙ্কিতই হইতে পারে না। যে আশঙ্কা অসমীচীন সেই আশঙ্কার সমাধান প্রদর্শন করাও সিদ্ধান্তীর পক্ষে অসমীচীন কার্যই হইবে।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পূর্বদৃষ্ট পদটির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়াই যখন পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়াছেন তখন যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়াই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। আরও কথা, সিদ্ধান্তে পূর্বদৃষ্ট পদটির যে অনৃতার্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা স্মৃতিরূপ পদের সাহচর্যেই করা হইয়াছে। এখন স্মৃতিরূপপদের তাৎপর্য প্রদর্শিত না হওয়ায় তাহার সাহচর্যে পূর্বদৃষ্টপদের যেরূপ অর্থ হইতে পারে সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে।

তবে যে পূর্বদৃষ্ট পদটির অনৃতার্থে ব্যাখ্যা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা স্মৃতিরূপ পদের সাহচর্য লাভ হইবেই বলিয়া ধরিয়া লইয়া করা হইয়াছে। এইভাবে সিদ্ধান্তীর পক্ষে পূর্বদৃষ্টপদের অনৃতার্থে ব্যাখ্যা অসমীচীন নয়। এইজন্যই কল্পতরুকার বলিলেন—ননু, পূর্বদৃষ্টমারোপণীয়মনৃতমিত্যুক্তং, কথং তৎপদাঙ্কিতলক্ষণস্য প্রত্যভিজ্ঞায়ামতিব্যাপ্তিঃ—উচ্যতে; স্মৃতিরূপপদাভিধাস্যমানাঽসন্নিধানসিদ্ধবৎকারেণ তদভিধানং ন তু পূর্বদৃষ্টপদসামর্থ্যেনেত্যদোষঃ। (কল্পতরু, ১৯ পৃঃ)

১। স্মৃতে রূপমিব রূপমস্যেতি স্মৃতিরূপঃ। অসন্নিহিতবিষয়ত্বং চ স্মৃতিরূপত্বং, সন্নিহিতবিষয়ং চ প্রত্যভিজ্ঞানং সমীচীনমিতি নাতিব্যাপ্তিঃ। (ভামতী, ১৯—২০ পৃঃ)

করিয়া 'পরমার্থতঃ অসন্নিহিত' এই পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হইয়াছে।[১] যাহা পরমার্থতঃ অসন্নিহিত তাহা সত্যও হইতে পারে যেমন ভূতলে পরমার্থতঃ অসন্নিহিত ঘট সত্য আবার যাহা পরমার্থতঃ অসন্নিহিত তাহা মিথ্যা হইতে পারে যেমন শুক্তিতে পরমার্থতঃ অসন্নিহিত রজত মিথ্যা। সুতরাং পরমার্থতঃ অসন্নিহিত বলিলে আরোপ্যের সত্যত্ব হইবে অথবা মিথ্যাত্ব হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ আরোপ্য মিথ্যা হইয়া থাকে ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই আরোপ্যমিথ্যাত্বের জন্যই পূর্বদৃষ্টপদটির অনৃতার্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। লক্ষণস্থ 'পরত্র' পদের অর্থ পূর্বদৃষ্ট-ভিন্ন স্থলে অর্থাৎ মিথ্যাভিন্ন স্থলে।[২]

এখন সমগ্র লক্ষণটির অর্থ দাঁড়ায়—পরমার্থতঃ অসন্নিহিত অনৃতের সত্যে অবভাসই অধ্যাস।

আত্মা ও অনাত্মার অধ্যাসে লক্ষণসঙ্গতি

এই লক্ষণ আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাসে সঙ্গত হয় কিন্তু অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাসে সঙ্গত হয় না কারণ অনাত্মা অনৃত, আত্মাই সত্য। অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস—অনৃতে সত্যের অবভাস, কিন্তু লক্ষণধৃত 'সত্যে অনৃতাবভাস' নয়। অতএব অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাসে এই অধ্যাসলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়।

সিদ্ধান্তে অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকৃত হয় অর্থাৎ যখন রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস বলা হয় তখন সর্পেও রজ্জুর অধ্যাস স্বীকার করিতে হয়। ভ্রমজ্ঞানে যাহা ভাসমান হয় তাহা সম্পূর্ণই মিথ্যা। ভ্রমে ভাসমান হইবে অথচ সত্য হইবে, ইহা নিতান্তই অলীক কল্পনা। এইজন্যই শুক্তিতে রজতভ্রমে যখন 'ইদং রজতম্' জ্ঞান হয় তখন রজত যেরূপ 'ইদমে' অধ্যস্ত সেইরূপ ইদমর্থ বস্তুটিও অর্থাৎ

১। অসন্নিধানং ...চারোপ্যস্যাধিষ্ঠানে পরমার্থতোঽসত্ত্বং, ন দেশান্তর-সত্ত্বমিতি নাপরাদ্ধাস্তঃ। (কল্পতরু, ১৯ পৃঃ)

২। স্মৃতিরূপপদের সাহচর্যে পূর্বদৃষ্ট পদের দ্বারা আরোপ্যের অনৃতত্ব সিদ্ধ হইয়াছে এবং সেই পূর্বদৃষ্টপদের সাহচর্যে পরত্র পদের অর্থ হইয়াছে মিথ্যা-প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যে। এই কথা অপ্যয় দীক্ষিত তাঁহার পরিমল টীকায় বলিয়াছেন —আরোপ্যানৃতত্বসমর্পকস্মৃতিরূপপদসমভিব্যাহারে হি পরশব্দস্য তৎপ্রতিদ্বন্দ্বি-সত্যার্থকত্বং লভ্যতে। (পরিমল, ১৯ পৃঃ)

শুক্তির সামান্যাংশও রজতে অধ্যস্ত হইবে। ইদম্ যদি অধ্যস্ত না হয় তাহা হইলে ইহা ভ্রমে ভাসমান হইতে পারে না যেমন শুক্তি অধ্যস্ত নয় বলিয়া ভ্রমে ভাসমান হয় নাই।[১]

যাহা হউক্, অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস স্বীকার করিতে হইবে এবং এই অধ্যাসে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির নিরাসের জন্য লক্ষণস্থ স্মৃতিরূপ পদের পারিভাষিক অর্থকে আরও পরিবর্তিত করিয়া অধিষ্ঠানাসমসত্তাকত্ব অর্থাৎ অধিষ্ঠানের সহিত অসমসত্তাকত্ব অর্থ বলিতে হইবে। এখন অধ্যাসলক্ষণ হইল—অধিষ্ঠানের সহিত অসমসত্তাবিশিষ্টের অবভাসই অধ্যাস।[২] আত্মা পারমার্থিক সৎ এবং অনাত্মা ব্যাবহারিক সৎ। সুতরাং আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাসে বা অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাসে অধিষ্ঠানের সহিত অসমসত্তাবিশিষ্টের অধ্যাস উভয়ত্র ঘটিয়াছে।

এখন দেখা যায় যে, অধ্যাসলক্ষণের পদচতুষ্টয়ের মধ্যে স্মৃতিরূপঃ ও অবভাসঃ এই দুইটি পদই অধ্যাসলক্ষণে আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে এবং পরত্র ও পূর্বদৃষ্ট পদ দুইটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। পূর্বপক্ষীর এই আপত্তি সিদ্ধান্তী স্বীকার করিয়া বলেন, লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য করিলে পরত্র ও পূর্বদৃষ্ট পদদ্বয় নিষ্প্রয়োজন হয় সত্য কিন্তু পদদুইটি অধ্যাসের স্বরূপ অববোধনে সহায়ক হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ঐ তথাকথিত নিরর্থক পদদ্বয় সর্বথা নিরর্থক নয়। ঐ পদদ্বয়ের মধ্যে 'পরত্র' পদটির দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, অধ্যাস কখনও নিরধিষ্ঠানক হইতে পারে না এবং 'পূর্ব-দৃষ্ট' পদের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে আরোপ্যটি মিথ্যা হইবে।

অধ্যাসলক্ষণের দ্বারা স্বাভিমত খ্যাতির সিদ্ধি

কল্পতরুকার প্রথমতঃ এই অধিষ্ঠানাসমসত্তাকত্ব অর্থাৎ স্মৃতিরূপ বা অসন্নিধানের দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ অবভাস পদের দ্বারা যাবতীয় অনভিমত

১। ইদমর্থবস্ত্বপি ভবেদ্ রজতে
পরিকল্পিতং রজতবস্ত্বিদমি।
রজতভ্রমেঽস্তু চ পরিস্ফুরণা-
ন্ন যদি, স্ফুরেন্ন খলু, শুক্তিরিব ॥ (সংক্ষেপশারীরক, ১।৩৪)

২। "তস্মাদধিষ্ঠানাসমসত্তাকস্যাবভাসোঽধ্যাসঃ"। (পরিমল, ১৯ পৃঃ)

খ্যাতির নিরাকরণ করিয়াছেন। অসন্নিধানের দ্বারা সকল সৎখ্যাতির নিরাকরণ হয় যেহেতু সকল সৎখ্যাতিবাদীই ভ্রমে ভাসমান রজতাদিকে সদ্রূপ বলিয়া মনে করেন। অন্যথাখ্যাতিবাদী বৌদ্ধ ভ্রমে ভাসমান রজতকে জ্ঞানে সৎ বলিয়া থাকেন। প্রভাকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে রজতকে স্মৃতিজ্ঞানবিষয়ীভূত অর্থাৎ দেশান্তরে সৎ বলিয়া মনে করেন। অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক ভ্রমে ভাসমান রজতকে দেশান্তরে আপণাদিতে সৎ বলিয়া উল্লেখ করেন। সুতরাং এই তিন শ্রেণীর দার্শনিক যথাক্রমে আত্মখ্যাতিবাদী, অখ্যাতিবাদী ও অন্যথাখ্যাতিবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ সৎখ্যাতিবাদী ব্যতীত কিছুই নয়। সৎখ্যাতিবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ রামানুজ তো ভ্রমে ভাসমান রজতকে তত্রৈব সৎ বলিয়া থাকেন। সুতরাং এই চতুর্বিধ খ্যাতি বস্তুতঃ সৎখ্যাতি এবং কল্পতরুকার অসন্নিধান (অধিষ্ঠানাসমসত্তাকত্ব) পদের দ্বারা চতুর্বিধ সৎখ্যাতি বারণ করিয়াছেন যেহেতু এই চতুর্বিধ খ্যাতিতেই অধিষ্ঠানও সৎ এবং ভাসমান আরোপ্য রজতাদিও সৎ। অর্থাৎ এই সকল মতেই অধিষ্ঠানসমসত্তাক আরোপ্যের অবভাস হইয়াছে, কিন্তু অধিষ্ঠানাসমসত্তাক আরোপ্যের অবভাস হয় নাই।[১] অবভাস পদটির দ্বারা যাবতীয় অসৎখ্যাতির[২] নিরাকরণ করা হইয়াছে যেহেতু নৃশৃঙ্গাদি অসতের কোনরূপ অবভাস বা জ্ঞানই হইতে পারে না। এইভাবে সৎখ্যাতি ও অসৎখ্যাতির নিরাকরণ হইল।[৩] সদসৎখ্যাতি স্বীকার করা যায় না যেহেতু সৎ ও অসৎ অত্যন্ত বিরুদ্ধ। অতএব বাধ্য হইয়া সদসদ্‌বিলক্ষণখ্যাতি অর্থাৎ অনির্বচনীয়খ্যাতি স্বীকার করিতে হইবে।

১। তত্রাসন্নিধানেনাসৎখ্যাতিব্যতিরিক্তাখ্যাত্যাদিসকলখ্যাতিবারণম্‌ .... তথাচাখ্যাত্যন্যথাখ্যাতিমতয়োর্দেশান্তরস্থমধিষ্ঠানম্‌, আত্মখ্যাতিমতে জ্ঞানম্‌, সৎখ্যাতিমতে পুরোবর্তি শুক্ত্যাদিকম্‌, অস্মিন্‌ মতচতুষ্টয়েঽপি সদেব রজতাদিকং তত্তদধিষ্ঠানসমসত্তাকমিত্যসন্নিধানবিশেষেণ চতুর্বিধাপ্যেষা সৎখ্যাতির্বার্যতে। (পরিমল, ১৯—২০ পৃঃ)

২। অসৎখ্যাতি দ্বিবিধ—নিরধিষ্ঠানক ও সদধিষ্ঠানক। শূন্যবাদী প্রথমটি ও মাধ্ব দ্বিতীয়টি স্বীকার করেন।

৩। অথবাঽসন্নিধানেন সৎখ্যাতিরিহ বারিতা।
অবভাসাদসৎখ্যাতির্নৃশৃঙ্গে তদদর্শনাৎ॥ (কল্পতরু, ১৯-২০ পৃঃ)

অধ্যাসলক্ষণের অব্যাপ্তি

অনেকে স্বাপ্নজ্ঞানে অধ্যাসলক্ষণের অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য যে, স্বাপ্নজ্ঞানে আত্মাই অধিষ্ঠান। সুতরাং পারমার্থিক অধিষ্ঠানে আরোপিত আরোপ্যটি ব্যাবহারিক হইবে, প্রাতিভাসিক হইতে পারিবে না। অথচ স্বাপ্নজ্ঞান যে প্রাতিভাসিক তাহা সর্বজনস্বীকৃত। এই অব্যাপ্তি যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় অর্থাৎ পারমার্থিক অধিষ্ঠানে আরোপিত আরোপ্যটি ব্যাবহারিক হইবে ইহা মানিয়া লওয়া যায় তবে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য যে, এই স্বাপ্নজ্ঞানের অধিষ্ঠানটিকে ব্যাবহারিকও বলা যাইতে পারে। এইস্থলে স্মর্যমাণ পিতা অধিষ্ঠান এবং সন্নিহিতদেশকালত্ব আরোপ্য। সুতরাং ব্যাবহারিকে প্রাতিভাসিকের আরোপ হইয়াছে বলিয়া কোন দোষ নাই। অনুভূয়মান পিতাতে বিদ্যমান সন্নিহিতদেশ-কালত্ব স্বপ্নে স্মর্যমাণ পিতাতে অসন্নিহিত আছে। এখানে স্মর্যমাণ পিতা 'পরত্র'-পদপ্রতিপাদ্য, অনুভূয়মান পিতাতে বিদ্যমান সন্নিহিতদেশকালত্ব 'পূর্বদৃষ্ট'-পদপ্রতিপাদ্য, সেই সন্নিহিত-দেশকালত্ব এখন স্মর্যমাণ পিতাতে অসন্নিহিত (স্মৃতিরূপ), তাদৃশ সন্নিহিতদেশকালত্বের অবভাস হইয়াছে বলিয়া অধ্যাসলক্ষণ সঙ্গতই হইল।

বাস্তবিকপক্ষে অদ্বৈত দৃষ্টিতে এতাদৃশস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করাই চলে না যেহেতু সিদ্ধান্তীর মতে পারমার্থিক অধিষ্ঠানে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয়বিধ আরোপ্যই অধ্যস্ত হইতে পারে। এই দৃষ্টিতে অব্যাপ্তিই না থাকায় তাহা নিরাসের প্রশ্ন আসে না।[১]

বাচস্পতির চিন্তার স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র পরিস্ফুট

আচার্য বাচস্পতি আত্মার স্বপ্রকাশত্বের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট হইয়াছে। খ্যাতিবাদগুলির সমীক্ষায় বিশেষতঃ বিবেকাখ্যাতি ও অখ্যাতি খণ্ডনে তাঁহার প্রয়াস অবিস্মরণীয়।

১। নৈয়ায়িকমতেনায়মব্যাপ্তিপরিহারঃ স্বমতে তু স্বপ্নদৃষ্টঃ পিত্রাদিঃ স্বরূপত এব প্রাতিভাসিকঃ, তস্যাত্মাঽধিষ্ঠানম্। ন চ তাবতা ব্যাবহারি-কত্বাপত্তিঃ অপ্রয়োজকত্বাৎ। (পরিমল, ২০ পৃঃ)

কর্ম ও জ্ঞানের যে সমুচ্চয় হইতে পারে না ইহা প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ঋণত্রয়ের অপাকরণ ও বৈরাগ্য উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ প্রব্রজ্যাগ্রহণ এই উভয়ের বিরোধের সমাধান প্রদর্শনও অত্যন্ত ব্যুৎপাদক হইয়াছে। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩) সূত্রে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিষ্ঠা, "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্রে প্রতিপত্তিবিধির খণ্ডন, দেবতাধিকরণে (১।৩।২৬—৩৩) স্ফোটবাদ খণ্ডন, আরম্ভণাধিকরণে (২।১।১৪ ২০) কার্য ও কারণের অনন্যত্ব স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে প্রতিপাদিত করে। এই এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। সেই সকল বিষয়ের বিস্তৃত সমীক্ষা না করিয়া বাচস্পতির দার্শনিক মতের ও তাঁহার কৃতির কয়েকটি বিশেষ পর্যালোচ্য চিন্তাধারা ও ভিত্তিভূমির বিশদীকরণের চেষ্টা করা হইতেছে।

বাচস্পতির উপর মণ্ডনের প্রভাব

দর্শনশাস্ত্রে মণ্ডনমিশ্রের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকে। তিনি পূর্বমীমাংসায় ও উত্তরমীমাংসায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং তদ্রচিত গ্রন্থগুলি এই উভয় শাস্ত্রের এক একটি স্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হয়। মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্যের বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি দার্শনিক সমাজে রহিয়াছে তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা জানা যায় না। শঙ্করদিগ্‌বিজয় প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিলেও এই কাহিনীর উপর কোনও গুরুত্ব দেওয়া অনাবশ্যক। দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা বলা চলে যে, শঙ্করাচার্যের অদ্বয় ব্রহ্মবাদের সহিত মণ্ডনমিশ্রের মতের যথেষ্ট সাম্য আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্ফোটবাদ, জীবন্মুক্তি প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে শঙ্করাচার্য ও শঙ্করোত্তর অদ্বৈতাচার্যগণের সহিত তাঁহার মতভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। পূর্বোক্ত কাহিনী অনুসারে মণ্ডনমিশ্র শঙ্করাচার্যের নিকট বাগ্‌যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সুরেশ্বরাচার্য নামে শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত একটি মঠের মঠাধীশরূপে ও কতকগুলি গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকে সুরেশ্বর-রচিত গ্রন্থগুলিকে মণ্ডন রচিত বলিয়া

উল্লেখ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও মণ্ডন-সুরেশ্বর প্রসঙ্গটি আজও অমীমাংসিত থাকায় মণ্ডনের দার্শনিক মতের আলোচনাকালে আমরা কেবলমাত্র অবিসংবাদিত গ্রন্থগুলিকেই অবলম্বন করিব। তন্মধ্যে যে-অংশে বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডনের মতের অনুবর্তন করিয়াছেন অথবা যে-অংশে তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছেন সেইগুলিই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইবে।

অদ্বৈতবাদী হিসাবে মণ্ডন মিশ্র দার্শনিক সমাজে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী প্রামাণিক অদ্বৈতাচার্যগণ শ্রদ্ধার সহিত মণ্ডন মিশ্রের নাম উল্লিখিত করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য তাঁহার প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী নামক গ্রন্থে শক্তির আলোচনায় ব্রহ্মসিদ্ধিগ্রন্থের কথা বলিয়াছেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, অন্যান্য পূর্ববর্তী তিনখানি সিদ্ধিগ্রন্থের পর তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধি চতুর্থী সিদ্ধি নাম গ্রহণ করিল। মণ্ডনোত্তর আচার্যগণ মণ্ডনের মত সর্বথা গ্রহণ না করিলেও আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাচস্পতিমিশ্র সেই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। বাচস্পতি মণ্ডনরচিত বিধিবিবেকের উপর ন্যায়কণিকা নামক টীকা এবং মণ্ডনরচিত ব্রহ্মসিদ্ধির উপর তত্ত্বসমীক্ষা নামক টীকা রচনা করিয়াছেন—ইহার দ্বারা বাচস্পতির উপর মণ্ডনের প্রভাব প্রমাণিত হয় সত্য তথাপি 'বাচস্পতির্মণ্ডনপৃষ্ঠসেবী' এইরূপ যে প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে তাহার যৌক্তিকতা কতদূর তাহা পণ্ডিতসমাজ বিচার করিবেন। বাচস্পতি মণ্ডনের মতানুবর্তন করিলেও মণ্ডনের মতের সাক্ষাৎ বিরোধিতা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কয়েকটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মিশ্র যেভাবে উপপাদন করিয়াছেন তাহা অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে অসাধারণ এবং সেই কয়েকটি স্থলে মণ্ডনের সহিত তাঁহার ঐকমত্য থাকায় বোধ করি পূর্বোক্ত প্রবাদবাক্যটি উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব, অবিদ্যাদ্বিতয়ত্ব, শব্দাপরোক্ষ অস্বীকার, শ্রবণাদিতে বিধি অস্বীকার প্রভৃতি বিষয়ে ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা মণ্ডনের পদাঙ্ক অনুসরণের ফল। যে-ব্যক্তি যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, অধ্যাপন করিবেন তাঁহার উপর সেই-গ্রন্থের প্রভাব আসিবে ইহা অনস্বীকার্য সত্য; এইরূপ যে-গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করা হয় সেই-গ্রন্থের প্রভাব হইতে টীকাকার

* শাঙ্করভাষ্যের উপরে লিখিত টীকাগ্রন্থ 'প্রকটার্থবিবরণম্' অজ্ঞাতনামা ভামতীবিদ্বেষী কর্তৃক রচিত। তিনিই প্রথমে বলেন — "বাচস্পতির্মণ্ডন-পৃষ্ঠসেবী"।

মুক্ত থাকিতে পারেন না। বাচস্পতি মিশ্রের ক্ষেত্রে এই প্রভাব কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় হইয়াছিল ইহা জলন্ত সত্য। বাচস্পতি স্থানবিশেষে ভামতীতে ব্রহ্মসিদ্ধির ভাষা অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই সত্য কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'বাচস্পতির্মণ্ডনপৃষ্ঠসেবী'* এইরূপ প্রবাদটি যেন বাচস্পতির উপর অত্যধিক অধিক্ষেপ বলিয়া মনে হয়। উদ্ধৃত প্রবাদবাক্যটি যেন বাচস্পতির স্বাতন্ত্র্যকেই অস্বীকার করে। আমাদের মনে হয় যে, বাচস্পতি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে-স্থলে যে-আচার্যের এবং যে-গ্রন্থের মতটি তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছেন তাহা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানবিশেষে ভামতীতে ন্যায়মতের সহিত তাঁহার মতের সাম্য দেখা যায়। দার্শনিক বাচস্পতি সকল দর্শনের টীকাগ্রন্থগুলি সমাপ্ত করিয়া পরিশেষে যখন বেদান্তদর্শনের শঙ্করভাষ্যের উপর ভামতী টীকা রচনা করিলেন তখন তিনি একজন লব্ধকীর্তি দার্শনিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে যে-দর্শন-সম্প্রদায়ের যে-যুক্তিজাল সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই তিনি সত্যানুসন্ধিৎসার জন্য বেদান্তশাস্ত্রের সহিত অবিরোধে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহাকে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রও বলা হয়। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য বেদান্তদর্শনের শাস্ত্রীয় ধারাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে কিনা তাহা আধুনিক বিদ্বৎসমাজও অবশ্যই বিচার করিবেন। তবে প্রাচীন বিদ্বৎসমাজ, বিশেষতঃ পরবর্তিকালের অদ্বৈতাচার্যগণ, যে তাঁহাকে বেদান্তনিষ্ণাত আচার্য বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

অবিদ্যার আশ্রয় জীব

মণ্ডন জীবকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলে আর জীবকে আশ্রয় বলার সার্থকতা কোথায়?[১] তদুত্তরে মণ্ডন বলেন—জীব ও ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক হইলেও কল্পনার দ্বারা তাহাদের ভেদ হইয়া থাকে। সেখানে প্রশ্ন, কল্পনা কি ব্রহ্মের

১। যত্তু কস্যাবিদ্যেতি; জীবানামিতি ব্রূমঃ। ননু ন জীবা ব্রহ্মণো ভিদ্যন্তে; এবং হ্যাহ—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০পৃঃ)

অথবা জীবের? প্রথমতঃ, কল্পনা ব্রহ্মে থাকিতে পারে না, কারণ তিনি বিদ্যাস্বরূপ। তাঁহাতে কল্পনার কোনও স্থান নাই। দ্বিতীয়তঃ, জীবের কল্পনা বলিলে দোষ যে, জীব নিজেইতো প্রথমে কল্পনার দ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে এবং তজ্জন্য অবিদ্যা আবশ্যক। এই অবিদ্যা কোথায় আশ্রিত হইবে? জীব সৃষ্টির পূর্বে জীবে আশ্রিত হইতে পারে না। এই দোষ নিরাকৃত করার জন্য কল্পনাকে জীবাশ্রিত বলিলে দাঁড়ায়—কল্পনার উপপত্তির জন্য জীববিভাগ তথা অবিদ্যা আবশ্যক এবং জীববিভাগের উপপত্তির জন্য কল্পনা আবশ্যক অর্থাৎ ইতরেতরাশ্রয়দোষ হয়।[১]

এই আপত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য মণ্ডন বলেন যে, যাহা বস্তু তাহাতেই উপপত্তি প্রদর্শন করা চলে কিন্তু যাহা অবস্তু তাহাতে উপপত্তির কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং অবস্তুতে অনুপপত্তি থাকিলে তাহা দূষণীয় হয় না। মায়া বা অবিদ্যা অনুপপদ্যমান বলিয়াই তাহাকে মায়া বলা হইয়াছে। মায়াও যদি উপপদ্যমান হইত তাহা হইলে তাহাকে 'মায়া' বলা চলিত না।[২]

পূর্বোক্ত আপত্তির সমাধানের জন্য মণ্ডন অপর একটি উত্তর বলিয়াছেন। ইতরেতাশ্রয়দোষ যদি বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি হয় তবে তাহা দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যাকে অনাদি বলায় এবং জীবভাবকেও

১। সত্যং পরমার্থতঃ; কল্পনয়া তু ভিদ্যন্তে। কস্য পুনঃ কল্পনা ভেদিকা? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, তস্য বিদ্যাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ; নাপি জীবানাম্, কল্পনায়াঃ প্রাক্ তদভাবাৎ, ইতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ—কল্পনাধীনো হি জীববিভাগঃ, জীবাশ্রয়া কল্পনেতি। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ)

২। অত্র কেচিদাহুঃ—বস্তুসিদ্ধাবেষ দোষঃ, নাসিদ্ধং বস্তু বস্ত্বন্তর-নিষ্পত্তয়েঽলম্, ন মায়ামাত্রে, ন হি মায়ায়াং কাচিদনুপপত্তিঃ; অনুপপদ্য-মানার্থৈব হি মায়া; উপপদ্যমানার্থত্বে যথার্থভাবান্ন মায়া স্যাৎ। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ)

এই প্রসঙ্গে সুরেশ্বরাচার্য রচিত একটি বার্তিকের স্মরণ হয়। তাহা এইরূপ—

অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বে ইদমেব তু লক্ষণম্।
মানাঘাতাসহিষ্ণুত্বমসাধারণমিষ্যতে॥ (সম্বন্ধবার্তিক, ১৮১)

অনাদি স্বীকার করায় এই ইতরেতরাশ্রয় দোষ দূষণীয় হইবে না।[১] বাচস্পতি এই দ্বিতীয় সমাধানটি ভামতীতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন—"ন চ অবিদ্যোপাধিভেদাধীনো জীবভেদো জীবভেদাধীনশ্চাবিদ্যোপাধিভেদ ইতি পরস্পরাশ্রয়াদুভয়াসিদ্ধিরিতি—সাম্প্রতম্; অনাদিত্বাদ্ বীজাঙ্কুরবদুভয়সিদ্ধেঃ" (ভামতী, ৩৭৮ পৃঃ)। এইস্থলে ভামতীকার পূর্বোক্ত যুক্তিটি প্রদর্শিতরূপে বলিলেও সর্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণে ১।২।৬ সূত্রের টীকায় অক্ষরশঃ ব্রহ্মসিদ্ধির অনুকরণ করিয়াছেন।[২]

অবিদ্যার স্বরূপ—অনির্বচনীয়

অবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে মণ্ডনমিশ্র কতকগুলি মত পূর্বপক্ষ কোটিতে উল্লিখিত করিয়াছেন এবং অনন্তর এই অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে অবিদ্যা ব্রহ্মস্বভাব নয় কারণ অবিদ্যা সৎস্বরূপ হইলে তাহার কখনও নিবৃত্তি হইত না; ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং তাহার কখনও নিবৃত্তি হয় না। অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও সৎস্বরূপ হইতে পারে না যেহেতু তাহা হইলে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ও সৎস্বরূপা অবিদ্যা এইভাবে দুইটি সৎ স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে অদ্বৈতহানি ঘটে। অবিদ্যাকে অত্যন্ত অসৎ বলা চলে না যেহেতু অত্যন্তাসৎ শশবিষাণাদি কখনও ব্যবহার্য হয় না অর্থাৎ তদ্‌বিষয়ে কোন জ্ঞান না হওয়ায় জ্ঞানফল ব্যবহারও সম্ভব হয় না। অবিদ্যা যদি সৎস্বরূপ না হয় এবং অসৎস্বরূপও না হয় তাহা হইলে অবিদ্যা সদসদ্‌বিলক্ষণ হইতে হইবে। যাহা সদসদ্‌বিলক্ষণ তাহাই বেদান্তের পরিভাষায় অনির্বচনীয়। যাহা অনির্বচনীয় তাহাই মিথ্যা এবং মায়ার দ্বারাই তাহার প্রতিভাস হয় বলিয়া অবিদ্যাকে মায়া বলা হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় বলিয়া তাহাকে দৃঢ়স্বভাব বলা যায় না। মায়ার দ্বারা যখন কোনও ছিন্নমুণ্ড দেখিতে

১। অনাদিত্বাদ্ উভয়োরবিদ্যাজীবয়োর্বীজাঙ্কুরসন্তানয়োরিব নেতরেতরাশ্রয়ত্বমপ্রক্লৃপ্তিমাবহতীতি বর্ণয়ন্তি। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ)

২। ন চ অবিদ্যায়াং সত্যাং জীবাত্মবিভাগঃ, সতি চ জীবাত্মবিভাগে তদাশ্রয়াঽবিদ্যেত্যন্যোন্যাশ্রয়মিতি—সাম্প্রতম্; অনাদিত্বেন জীবাবিদ্যয়োর্বীজাঙ্কুরবদনবক্লৃপ্তেরযোগাৎ। (ভামতী, ২৩৫ পৃঃ)

পাওয়া যায় তখন সেই জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয় না বলিয়া তাহা অদৃঢ়স্বভাব। অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় তাহা অদৃঢ়স্বভাব এবং মায়ামাত্র।

ভামতীকারও অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলিয়াছেন—"ইদমেবাস্যা অব্যক্তত্বং যদনির্বাচ্যত্বং নাম।" (ভামতী, ৩৭৭ পৃঃ।) বাচস্পতি আরও বলিয়াছেন—"নিরংশস্যাপি চানাদ্যনির্বাচ্যাবিদ্যাতদ্বাসনাসমারোপিতবিবিধপ্রপঞ্চাত্মনঃ......" (ভামতী, ৯৩৮ পৃঃ।) এতদ্ব্যতীত মঙ্গল শ্লোকেও বাচস্পতি অবিদ্যাকে অনির্বাচ্যা বলিয়াছেন। (মঙ্গলশ্লোক ১)

অবিদ্যা-দ্বিতয়

বাচস্পতি তাঁহার ভামতীর প্রারম্ভে 'অনির্বাচ্যাঽবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য' ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দুইটি অবিদ্যার কথা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায়। এই দুইটি অবিদ্যার স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া কল্পতরুগ্রন্থে অমলানন্দ বলিয়াছেন—"একা হ্যবিদ্যা অনাদির্ভাবরূপা দেবতাধিকরণে বক্ষ্যতে, অন্যা পূর্ব-পূর্ববিভ্রমসংস্কারঃ, তদবিদ্যাদ্বিতয়ম্।" মণ্ডন তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধির নিয়োগকাণ্ডে অগ্রহণ ও বিপর্যয়গ্রহণ নামক দ্বিবিধ অবিদ্যার কথা বলিয়াছেন। এই দুই অবিদ্যার মধ্যে অগ্রহণ নামক অবিদ্যা কারণস্বরূপা এবং বিপর্যয়নামক অবিদ্যা কার্যস্বরূপা। মণ্ডন বলিয়াছেন—"তস্মাদগ্রহণবিপর্যয়গ্রহণে দ্বে অবিদ্যে কার্য-কারণভাবেনাবস্থিতে, স্বপ্নজাগরিতয়োরুভে, কারণভূতাঽগ্রহণলক্ষণা সুষুপ্ত ইত্য-বিদ্যাপ্রবিভাগ উপপদ্যতে।" জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে জাগ্রৎ কার্য এবং স্বপ্ন কারণ। সুতরাং জাগ্রৎ বা স্থূলশরীরাবচ্ছিন্নচৈতন্য অর্থাৎ বিশ্ব কার্যস্বরূপা অবিদ্যার দ্বারা বদ্ধ এবং এবং স্বপ্ন বা সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অর্থাৎ তৈজস কারণস্বরূপা অবিদ্যার দ্বারা বদ্ধ। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়ের কারণ-স্বরূপ সুষুপ্তি বা কারণশরীরাবচ্ছিন্নচৈতন্য অর্থাৎ প্রাজ্ঞ কারণস্বরূপ অবিদ্যার দ্বারা বদ্ধ। তুর্য বা তুরীয় চৈতন্য অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন শুদ্ধ চৈতন্য দ্বিবিধ অবিদ্যার কোনটির দ্বারাও বদ্ধ হন না।[১] আচার্য গৌড়পাদ কর্তৃক উল্লিখিত একটি কারিকা এই স্থলে মণ্ডন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

১। কার্যং বিক্ষেপাত্মিকা প্রপঞ্চাবিদ্যা, কারণমগ্রহণাত্মিকা অবিদ্যা, তাভ্যাং বদ্ধাবুভৌ বিশ্বতৈজসশব্দবাচ্যৌ জাগরিতস্থানস্বপ্নস্থানাবাত্মানাবিষ্যেতে।

কার্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্যে ন সিধ্যতঃ॥[১]

(মাণ্ডূক্যকারিকা, ১।১১)

এইস্থলে দেখা যায় যে, তৈজস বিশ্ব অপেক্ষা কারণ আবার প্রাজ্ঞ অপেক্ষা কার্য হওয়ায় তাহাতে পর্যায়ক্রমে দ্বিবিধ অবিদ্যার প্রসক্তি হয়। বিশ্বের মধ্যেও বীজভাব বিদ্যমান থাকায় তাহাও কারণস্বরূপা অবিদ্যার দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া অদ্বৈতাচার্যগণ মনে করেন।

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, বাচস্পতি তাঁহার ভামতীগ্রন্থে অবিদ্যার দ্বিত্বসংখ্যা বিষয়ে মণ্ডনানুসারী হইলেও এই অবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতের ভেদ রহিয়াছে। কোন কোন গ্রন্থকার বর্তমান-কালে এইরূপ বলিতেছেন যে, ভামত্যুক্ত দ্বিবিধ অবিদ্যার দ্বারা মূলাবিদ্যা ও তূলাবিদ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত যেহেতু বাচস্পতি তাঁহার গ্রন্থে কোনও স্থলে মূলাবিদ্যা ও তূলাবিদ্যা এইরূপ বিভাগ প্রদর্শন করেন নাই। কল্পতরুটীকাতেও ঐ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না প্রত্যুত অমলানন্দ স্পষ্ট ভাষায় 'অবিদ্যাদ্বিতয়'শব্দের দ্বারা ভাবরূপ অবিদ্যা ও পূর্বপূর্বভ্রমসংস্কারকেই বুঝাইয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তে মূলাজ্ঞান, তূলাজ্ঞান ও অবস্থাজ্ঞান এইরূপে অজ্ঞানের বা অবিদ্যার ভেদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে কিন্তু এইস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় অতি সংক্ষেপে পাদটীকায় ইহাদের স্বরূপ উল্লিখিত হইল।[২]

প্রাজ্ঞস্তু সুষুপ্তস্থান আত্মা কারণেন তত্ত্বাগ্রহণাত্মিকয়া অবিদ্যয়া বদ্ধঃ। উভে তু তে অবিদ্যে তুর্যে "চতুরশ্ছযতাবাদ্যক্ষরলোপশ্চ" ইতি স্মরণাৎ চতুর্থে মুক্তিস্থানে ন সিধ্যত ইত্যর্থঃ। (ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, ২৮৮ পৃঃ)

১। মণ্ডন তাঁহার গ্রন্থে এই কারিকার উদ্ধৃতিকালে চতুর্থচরণে "দ্বৌ তু তুর্যে" ইত্যাদি বলিয়াছেন।

২। আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়যুক্ত শুদ্ধব্রহ্মাবরক ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য অজ্ঞানকে মূলাজ্ঞান বলা হয়। আবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানান্যজ্ঞাননাশ্য এবং মূলাজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন অজ্ঞানকে তূলাজ্ঞান বলা হয়। পুনরায় আবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানান্যজ্ঞাননাশ্য এবং মূলাজ্ঞানের সহিত

শ্রবণে বিধি অস্বীকার

মণ্ডনমিশ্রের মতে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে 'শ্রোতব্য' এইরূপ তব্যপ্রত্যয় থাকিলেও শ্রবণে বিধি হইবে না; তাঁহার মতে নিদিধ্যাসনেই বিধি স্বীকার করিতে হইবে এবং শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের অঙ্গ হইবে। শ্রবণ হইতে প্রথমতঃ পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অনন্তর পরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ে মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে অপরোক্ষ হইয়া থাকে। মণ্ডনের এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, শ্রবণ বা শব্দজ্ঞান পরোক্ষ প্রমাণ হওয়ায় তজ্জনিত জ্ঞান পরোক্ষই হইবে। পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা লভ্য জ্ঞান পরোক্ষ হইয়া থাকে এবং অপরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা লভ্য জ্ঞান অপরোক্ষ হইয়া থাকে। এইমতে প্রমাণের পরোক্ষত্ব বা অপরোক্ষত্বের উপর জ্ঞানের পরোক্ষত্ব বা অপরোক্ষত্ব নির্ভর করে। সুতরাং পরোক্ষ শব্দপ্রমাণের দ্বারা আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য মণ্ডন ও তাঁহার সম্প্রদায় শ্রবণের দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিয়া মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী গ্রন্থে আংশিকভাবে মণ্ডনপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বাচস্পতি বলিয়াছেন, আত্মাতে অনাত্মার অবভাস বা প্রপঞ্চাবভাস সাক্ষাৎকাররূপ, সুতরাং তাহার উচ্ছেদের জন্য সাক্ষাৎকার-রূপ বা অপরোক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। প্রত্যক্ষভ্রম প্রত্যক্ষস্বরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইতে পারে, ইহা সকলের অনুভবসিদ্ধ। যাহার দিগ্‌ভ্রম

তাদাত্ম্যাপন্ন অজ্ঞানকে অবস্থাজ্ঞান বলা হয়॥ গৌড়ব্রহ্মানন্দ তাঁহার লঘু-চন্দ্রিকাটীকায় তূলাজ্ঞান ও অবস্থাজ্ঞানের ভেদ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—তূলাজ্ঞানম্ আবরণবিক্ষেপশক্তিযুক্তং ব্রহ্মজ্ঞানান্যজ্ঞাননাশ্যমূলাজ্ঞানতাদাত্ম্যানাপন্ন-মজ্ঞানম্। অবস্থাবিশেষস্তু তাদৃশং মূলাজ্ঞানতাদাত্ম্যাপন্নম্। (লঘুচন্দ্রিকা, ৪৭৮ পৃঃ)

১। ননু তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিহতশ্চেদুৎপন্নোঽপি প্রপঞ্চাবভাসো নাত্মসংস্পর্শী, ন কিঞ্চিৎকরঃ, ন বন্ধঃ, শব্দাদেব তস্যোৎপত্তেঃ কিমর্থমুপাসনাদি? উচ্যতে—পরোক্ষরূপং শাব্দজ্ঞানম্, প্রত্যক্ষরূপঃ প্রপঞ্চাবভাসঃ, তেন তয়োরবিরোধেন প্রপঞ্চাবভাসো নাত্মাসংস্পর্শী, নাকিঞ্চিৎকরঃ, ন ন বন্ধঃ। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩৪ পৃঃ)

ঘটে তাহাকে পুনঃপুনঃ দিগ্‌বিষয়ে অঙ্গুলাদির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও দিগ্‌ভ্রম অপগত হয় না। ভ্রান্তপুরুষ যখন নিজে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষের দ্বারা লক্ষ্য করেন যে, পথটি কখন কোন্‌দিকে চলিয়াছে তখনই তাঁহার পক্ষে যথার্থ দিকের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় এবং ফলস্বরূপে দিগ্‌ভ্রমও চলিয়া যায়। এইরূপ অলাতচক্র, মরুমরীচি প্রভৃতি ভ্রমের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সাক্ষাৎকার ব্যতীত প্রত্যক্ষভ্রমের অপগম হয় না।[১] সুতরাং আত্ম-সাক্ষাৎকার বা জীবব্রহ্মৈক্য কেবলমাত্র শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণের ফলে কখনই লাভ করা যায় না, যেহেতু শ্রবণজন্য জ্ঞান পরোক্ষ। এই জন্য ভামতী-কারও মণ্ডনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রবণের পর মনন ও নিরন্তর ভাবনা অবলম্বন করিলে তাদৃশ অন্তঃকরণ তৎপদার্থকে বা ব্রহ্মস্বরূপকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে।[২] বেদান্তবাক্যের দ্বারা যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না এবং অন্তঃকরণরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মিয়া থাকে তাহার সমর্থনে বাচস্পতি একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ষড়্‌জাদি স্বরবিশেষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিলেও তাহার দ্বারা কোন শিক্ষার্থীর স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনা বিষয়ে সাক্ষাৎকার জন্মে না কিন্তু তজ্জন্য দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে করিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং সেই সংস্কার-সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বরগ্রামের আরোহাবরোহ বা মূর্চ্ছনা প্রত্যক্ষগোচর হয়। এইরূপ বেদান্তবাক্যমাত্র হইতে তত্ত্বসাক্ষাৎকার না জন্মিলেও ক্রমাগত তদ্‌বিষয়ক ভাবনার দ্বারা অন্তঃকরণ সুসংস্কৃত হইলে সেই সুসংস্কৃত অন্তঃকরণ

১। সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব তত্ত্বজ্ঞানেনো-চ্ছিদ্যতে, ন তু পরোক্ষাবভাসেন ; দিঙ্মোহালাতচক্রচলদ্বৃক্ষমরুমরীচিসলিলাদি-বিভ্রমেষ্বপরোক্ষাবভাসিষু অপরোক্ষাবভাসিভিরেব দিগাদিতত্ত্বপ্রত্যয়ৈর্নিবৃত্তি-দর্শনাৎ, নো খল্বাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং দিঙ্মোহাদয়ো নিবর্তন্তে। (ভামতী, ৫৫ পৃঃ)

২। তস্মান্নির্বিচিকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকসহিতমন্তঃকরণং ত্বংপদার্থস্যা-পরোক্ষস্য তত্তদুপাধ্যাকারনিষেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্। (ভামতী, ৫৭ পৃঃ)

শ্রবণে বিধি অস্বীকার

মণ্ডনমিশ্রের মতে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে 'শ্রোতব্য' এইরূপ তব্যপ্রত্যয় থাকিলেও শ্রবণে বিধি হইবে না; তাঁহার মতে নিদিধ্যাসনেই বিধি স্বীকার করিতে হইবে এবং শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের অঙ্গ হইবে। শ্রবণ হইতে প্রথমতঃ পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অনন্তর পরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ে মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে অপরোক্ষ হইয়া থাকে। মণ্ডনের এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, শ্রবণ বা শব্দজ্ঞান পরোক্ষ প্রমাণ হওয়ায় তজ্জনিত জ্ঞান পরোক্ষই হইবে। পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা লভ্য জ্ঞান পরোক্ষ হইয়া থাকে এবং অপরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা লভ্য জ্ঞান অপরোক্ষ হইয়া থাকে। এইমতে প্রমাণের পরোক্ষত্ব বা অপরোক্ষত্বের উপর জ্ঞানের পরোক্ষত্ব বা অপরোক্ষত্ব নির্ভর করে। সুতরাং পরোক্ষ শব্দপ্রমাণের দ্বারা আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য মণ্ডন ও তাঁহার সম্প্রদায় শ্রবণের দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিয়া মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী গ্রন্থে আংশিকভাবে মণ্ডনপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বাচস্পতি বলিয়াছেন, আত্মাতে অনাত্মার অবভাস বা প্রপঞ্চাবভাস সাক্ষাৎকাররূপ, সুতরাং তাহার উচ্ছেদের জন্য সাক্ষাৎকার-রূপ বা অপরোক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। প্রত্যক্ষভ্রম প্রত্যক্ষস্বরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইতে পারে, ইহা সকলের অনুভবসিদ্ধ। যাহার দিগ্‌ভ্রম

তাদাত্ম্যাপন্ন অজ্ঞানকে অবস্থাজ্ঞান বলা হয়॥ গৌড়ব্রহ্মানন্দ তাঁহার লঘু-চন্দ্রিকাটীকায় তূলাজ্ঞান ও অবস্থাজ্ঞানের ভেদ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—তূলাজ্ঞানম্ আবরণবিক্ষেপশক্তিযুক্তং ব্রহ্মজ্ঞানান্যজ্ঞাননাশ্যমূলাজ্ঞানতাদাত্ম্যানাপন্ন-মজ্ঞানম্। অবস্থাবিশেষস্তু তাদৃশং মূলাজ্ঞানতাদাত্ম্যাপন্নম্। (লঘুচন্দ্রিকা, ৪৭৮ পৃঃ)

১। নন্থ তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিহতশ্চেতুৎপন্নোঽপি প্রপঞ্চাবভাসো নাত্মসংস্পর্শী, ন কিঞ্চিৎকরঃ, ন বন্ধঃ, শব্দাদেব তস্যোৎপত্তেঃ কিমর্থমুপাসনাদি? উচ্যতে—পরোক্ষরূপং শাব্দজ্ঞানম্, প্রত্যক্ষরূপঃ প্রপঞ্চাবভাসঃ, তেন তয়োরবিরোধেন প্রপঞ্চাবভাসো নাত্মাসংস্পর্শী, নাকিঞ্চিৎকরঃ, ন ন বন্ধঃ। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩৪ পৃঃ)

ঘটে তাহাকে পুনঃপুনঃ দিগ্‌বিষয়ে অঙ্কনাদির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও দিগ্‌ভ্রম অপগত হয় না। ভ্রান্তপুরুষ যখন নিজে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষের দ্বারা লক্ষ্য করেন যে, পথটি কখন কোন্‌দিকে চলিয়াছে তখনই তাঁহার পক্ষে যথার্থ দিকের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় এবং ফলস্বরূপে দিগ্‌ভ্রমও চলিয়া যায়। এইরূপ অলাতচক্র, মরুমরীচি প্রভৃতি ভ্রমের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সাক্ষাৎকার ব্যতীত প্রত্যক্ষভ্রমের অপগম হয় না।[১] সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার বা জীবব্রহ্মৈক্য কেবলমাত্র শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণের ফলে কখনই লাভ করা যায় না, যেহেতু শ্রবণজন্য জ্ঞান পরোক্ষ। এই জন্য ভামতীকারও মণ্ডনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রবণের পর মনন ও নিরন্তর ভাবনা অবলম্বন করিলে তাদৃশ অন্তঃকরণ তৎপদার্থকে বা ব্রহ্মস্বরূপকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে।[২] বেদান্তবাক্যের দ্বারা যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না এবং অন্তঃকরণরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মিয়া থাকে তাহার সমর্থনে বাচস্পতি একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ষড়্‌জাদি স্বরবিশেষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিলেও তাহার দ্বারা কোন শিক্ষার্থীর স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনা বিষয়ে সাক্ষাৎকার জন্মে না কিন্তু তজ্জন্য দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে করিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং সেই সংস্কারসহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বরগ্রামের আরোহাবরোহ বা মূর্চ্ছনা প্রত্যক্ষগোচর হয়। এইরূপ বেদান্তবাক্যমাত্র হইতে তত্ত্বসাক্ষাৎকার না জন্মিলেও ক্রমাগত তদ্‌বিষয়ক ভাবনার দ্বারা অন্তঃকরণ সুসংস্কৃত হইলে সেই সুসংস্কৃত অন্তঃকরণ

১। সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব তত্ত্বজ্ঞানেনোচ্ছিদ্যতে, ন তু পরোক্ষাবভাসেন ; দিঙ্মোহালাতচক্রচলদ্বৃক্ষমরুমরীচিসলিলাদিবিভ্রমেষ্বপরোক্ষাবভাসিষু অপরোক্ষাবভাসিভিরেব দিগাদিতত্ত্বপ্রত্যয়ৈর্নিবৃত্তিদর্শনাৎ, নো খল্বাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং দিঙ্মোহাদয়ো নিবর্তন্তে। (ভামতী, ৫৫ পৃঃ)

২। তস্মান্নির্বিচিকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকসহিতমন্তঃকরণং ত্বংপদার্থস্যাপরোক্ষস্য তত্তদুপাধ্যাকারনিষেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্। (ভামতী, ৫৭ পৃঃ)

হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে।[১] এই বিষয়ে বিস্তৃত সমীক্ষা পঞ্চম অধ্যায়ে অমলানন্দের দার্শনিকমত পর্যালোচনা প্রসঙ্গে অবলম্বিত হইবে।

অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়ত্ব

পূর্বোক্ত আলোচনায় দৃষ্ট হইল যে, বাচস্পতিমিশ্র প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়কেই করণ বলিয়াছেন। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তমহাবাক্য হইতে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মায় না কিন্তু ঐ বাক্য হইতে যে পরোক্ষজ্ঞান লাভ হয় তদ্-বিষয়ক ভাবনার দ্বারা সংস্কার উৎপন্ন হয় এবং সেই সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণ হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে—ইহাই বাচস্পতির অভিপ্রেত। অন্তঃকরণের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মাপরোক্ষ ঘটিয়া থাকে, এইরূপ বলায় এই মতে স্পষ্টতঃ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সাধিত হইল। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদিগণ অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন কিনা এই বিষয়ে বহু আলোচনা দার্শনিকগণ বহুকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। পাতঞ্জল মতে পুরুষের সাক্ষিত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া পাতঞ্জলমতেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বলা চলে না। এইজন্য প্রাচীন সাংখ্যাচার্য বার্ষগণ্য 'শ্রোত্রাদিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্' (তাৎপর্যটীকা, ১৩২ পৃঃ) এইরূপে বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ বলিয়াছেন, তিনি আন্তরপ্রত্যক্ষের কোন লক্ষণ বলেন নাই। যাঁহারা সাক্ষী স্বীকার করিবেন তাঁহারা কখনও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বলিতে পারেন না।

অদ্বৈতবেদান্তের সকল আচার্যই সাক্ষিচৈতন্য স্বীকার করেন সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তীর পক্ষে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া যায়। সাক্ষী শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত ও পারিভাষিক অর্থ অনুসন্ধান করিলে এই অসঙ্গতি অত্যন্ত প্রকট হয়। যিনি প্রমাণের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন তিনি প্রমাতা এবং যিনি প্রমাণ ব্যতীত সাক্ষাৎ বিষয়ের জ্ঞাতা হন তাঁহাকে সাক্ষী বলা হয়। স্বপ্রকাশচৈতন্য তাহার স্বপ্রকাশত্বের জন্য অন্য কোনও বস্তুর দ্বারা

১। তস্মাদ্ যথা গান্ধর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিবশ্রোত্রেন্দ্রিয়েণ ষড্‌জাদিস্বরগ্রামমূর্চ্ছনাভেদমধ্যক্ষমনুভবতি, এবং বেদান্তার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিত-সংস্কারো জীবস্য ব্রহ্মভাবমন্তঃকরণেনেতি। (ভামতী, ৫৮ পৃঃ)

প্রকাশিত হন না। যাহা অন্য কোনও বস্তুর দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা পর-প্রকাশ, স্বপ্রকাশ নহে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ্য হইলে কখনও প্রমাণের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না। এইজন্য অন্তঃকরণের দ্বারা বা মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ স্বীকার করিলে তাঁহার স্বপ্রকাশত্বেরই হানি হয়। যিনি সাক্ষাৎ অর্থাৎ কোনও প্রমাণের সাহায্য ব্যতীত প্রকাশমান তাঁহাকেই সাক্ষী বলা হয়। স্বপ্রকাশ চৈতন্য সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে প্রকাশমান হইয়াও অন্তঃকরণের দ্বারা প্রকাশমান হইবেন বলিলে তাহা উন্মত্তপ্রলাপবৎ অত্যন্ত হেয় হইয়া পড়ে। এই সকল স্থলে মণ্ডন, বাচস্পতি প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের মূল তত্ত্বের সহিত বিরোধ ঘটাইয়াছেন বলিয়া বেদান্তনিষ্ণাত আচার্যগণ মনে করেন। অনেকে এই সকল স্থলে বাচস্পতির উপর ন্যায়মতের প্রভাব ঘটিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ইহা আংশিক সত্য বলিয়া মনে হয়।

বাচস্পতি কর্তৃক মণ্ডনের মত খণ্ডন—জীবন্মুক্তি

অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জীবন্মুক্তি স্বীকার করা হয় এবং সকল প্রধান আচার্যই জীবন্মুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয় এইরূপ মত বেদান্তসিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত থাকায় ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজন্য শরীরেরও বিনাশ হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে, ফলতঃ জীবন্মুক্তি সম্ভব হয় না। অদ্বৈতাচার্যগণ জীবন্মুক্তি স্বীকারের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন—সঞ্চিত ও প্রারব্ধ ভেদে কর্ম দ্বিবিধ। জ্ঞানের দ্বারা যখন অজ্ঞানের নাশ হয় তখন অজ্ঞানজন্য সঞ্চিত কর্মেরও নাশ হইবে সত্য; কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধকর্মের নাশ হইতে পারে না। যে কর্মরাশির ফল-ভোগ করিবার জন্য বর্তমান শরীর প্রারব্ধ হইয়াছে তাহাকে প্রারব্ধকর্ম বলে। এই প্রারব্ধকর্মগুলি তাহাদের নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া তদুপযোগী কর্মফল উৎপাদন করিয়া অর্থাৎ ভোগ জন্মাইয়া বিরত-ব্যাপার হয়। ভোগ ব্যতীত সেই কর্মগুলির অন্যভাবে বিনাশ হইতে পারে না। ধ্বস্তাবিদ্য পুরুষের নিকট অবিদ্যাজন্য দ্বৈতভাব বিলীন হওয়ায় কর্মগুলি সুখদুঃখাদি ফল জন্মাইতে পারে না। তথাপি কর্মগুলি তাহার নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং বিবিধ জরাব্যাধিমৃত্যুপ্রভৃতি ফল জন্মাইতে

থাকে। অবিদ্যাচ্ছন্ন পুরুষ এই জরাব্যাধিমৃত্যুর দ্বারা ক্লিষ্ট হইলেও ধ্বস্তাবিদ্য-পুরুষ এইগুলির দ্বারা ক্লিষ্ট হন না।

জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাজন্য সঞ্চিত কর্মের নাশ হয় অথচ প্রারব্ধ কর্মের নাশ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থনে অদ্বৈতবাদী দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া বলেন —কেহ কোন শর নিক্ষেপ করিলে সেই শরের দ্বারা লক্ষ্যটি বিদ্ধ হইয়া গেলেও যদি তাহাতে বেগ বিদ্যমান থাকে তবে সেই বাণটি যেমন স্থির হইয়া যায় না কিন্তু বেগক্ষয় পর্যন্ত তাহা চলিতেই থাকে সেইরূপ যে-কর্মগুলি ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ফলপ্রদানের সামর্থ্য লইয়া প্রারব্ধ হইয়াছে সেই প্রারব্ধ কর্মগুলির সুখদুঃখাদিজনকত্বরূপ প্রয়োজন অপগত হইলেও নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালপর্যন্ত সেইগুলি জরাব্যাধিমরণ প্রভৃতি জন্মাইতেই থাকিবে। পূর্বোক্ত উদাহরণে ঐ বাণটি যেরূপ লক্ষ্যবেধের পরেও চলিতে থাকে, কোনও নূতন লক্ষ্যকে আর বিদ্ধ করে না সেইরূপ ধ্বস্তাবিদ্য পুরুষের প্রারব্ধ কর্মগুলি জ্ঞানলাভের পর সুখদুঃখাদি না জন্মাইলেও জরাব্যাধ্যাদি ঘটাইয়া নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইতেই থাকে। অবিদ্যা ধ্বংসের পর প্রারব্ধকর্মক্ষয়ের পূর্বকাল পর্যন্ত এই ধ্বস্তাবিদ্যপুরুষকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত হওয়ায় তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা শাস্ত্রীয় রীতি।

এতাদৃশ জীবন্মুক্তপুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মণ্ডন বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজন্য কর্মের ক্ষয় স্বীকার করা হইবে অথচ দেহপাত হইবে না এরূপ স্বীকার করা যায় না। অবিদ্যা নাশ হইলেও তৎক্ষণাৎ দেহ বিনাশ হইবে, দেহ বিনাশের জন্য আর কোনও প্রতীক্ষণীয় বিষয় অবশিষ্ট থাকে না। ছান্দোগ্যে 'তস্য তাবদেব চিরম্' (ছাঃ উঃ ৬।১৪।২) ইত্যাদি বাক্যে 'তাবদেব চিরম্' অর্থাৎ ততটুকুই বিলম্ব আছে এইরূপ বলায় দেহপাতের কোন বিলম্ব নাই অর্থাৎ দেহপাতের ক্ষিপ্রতরত্ব আছে এইরূপই বুঝা যায়। যদি জ্ঞান লাভের পর দেহপাতে বিলম্ব থাকিত তাহা হইলে 'তাবদেব চিরম্' না বলিয়া কেবলমাত্র 'চিরম্' বলা হইত। লোকে বলে; 'আমার এতটুকুই দেরী আছে যে আমি স্নান করিয়াই খাইয়াই যাত্রা করিব।' যদি বিলম্ব থাকিত অর্থাৎ ক্ষিপ্রতরত্ব অর্থ অভীষ্ট না হইত তাহা

হইলে 'এতটুকুই বিলম্ব' এইরূপ না বলিয়া 'আমার বিলম্ব আছে' এইরূপই বলা হইত। এইভাবে মণ্ডন তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধিতে জীবন্মুক্তির পক্ষে তাঁহার অভিরুচি নাই ইহা দেখাইয়াছেন।[১]

জীবন্মুক্তি স্বীকার না করিলে গীতোক্ত 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' ইত্যাদি বাক্যের উপপত্তি হয় না। এইজন্য মণ্ডন বলেন যে, গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দের দ্বারা জীবন্মুক্ত প্রতিপাদ্য হন নাই অর্থাৎ ধ্বস্তাবিদ্য সিদ্ধপুরুষের প্রতিপাদন করা হয় নাই কিন্তু অবস্থাবিশেষপ্রাপ্ত সাধক পুরুষেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।[২]

প্রদর্শিত রীতিতে মণ্ডন জীবন্মুক্তি অস্বীকার করিলেও বাচস্পতি জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন। বাচস্পতি যে কেবল জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন এরূপই নহে কিন্তু তিনি সাক্ষাৎভাবে মণ্ডনের উক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন। মণ্ডন বলিয়াছেন—স্থিতপ্রজ্ঞ বলিলে সিদ্ধপুরুষ বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষকে বুঝা যাইবে না, অবিদিততত্ত্ব সাধককেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার উত্তরে বাচস্পতি বলিলেন—"স্থিতপ্রজ্ঞশ্চ ন সাধকঃ; তস্যোত্তরোত্তরধ্যানোৎকর্ষেণ পূর্বপ্রত্যয়ানবস্থিতত্বাৎ। নিরতিশয়স্তু স্থিতপ্রজ্ঞঃ। স চ সিদ্ধ এব।"[৩] বাচস্পতির পঙ্‌ক্তি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে তিনি মণ্ডনের বিরোধিতা করিয়াছেন। ভামতীর টীকাকার অমলানন্দ বেদান্তকল্পতরুতে দেখাইয়াছেন যে, বাচস্পতি

১। বিদ্যয়া ত্ববিদ্যোচ্ছেদে কর্মবিপাকব্যবহারোচ্ছিত্তাববিশেষাৎ সর্বোচ্ছেদ ইতি সপদ্যেব মুচ্যেত। নৈষ দোষঃ; ন হীয়ং শ্রুতিশ্চিরকালতা-বিশিষ্টং দেহপাতাবধিং মুক্তেরাহ, কিন্তু ক্ষিপ্রতাম্; যথা কশ্চিৎ ক্ষেপীয়স্তাং প্রতিপাদয়ন্ ব্রবীতি ক্বচিৎ কার্যে—'এতাবন্মে চিরং যৎ স্নাতো ভুঞ্জানস্য চ' এবমিয়মপি; অন্যথা "তাবদেব" ইতি ন বাচ্যং স্যাৎ, "চিরম্" ইত্যেব ব্রূয়াৎ; "তাবদেব" ইতি তু বচনাৎ ক্ষৈপ্র্যপরতা গম্যতে; অতঃ ক্ষিপ্রৈব মুক্তিঃ, ন প্রতীক্ষণীয়মস্তি। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩০ পৃঃ)

২। উচ্যতে—স্থিতপ্রজ্ঞস্তাবন্ন বিগলিতনিখিলাবিদ্যঃ সিদ্ধঃ, কিং তু সাধক এবাবস্থাবিশেষং প্রাপ্তঃ স্যাৎ। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩০ পৃঃ)

৩। ভামতী, ৯৫৯ পৃঃ

কর্তৃক এইস্থলে মণ্ডনমত খণ্ডিত হইয়াছে। অমলানন্দের পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ—“ভাষ্যে স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণনির্দেশো জীবন্মুক্তিসাধক উক্তঃ। তত্র স্থিতপ্রজ্ঞঃ সাধকো ন সাক্ষাৎকারবান্ ইতি মণ্ডনমিশ্রৈরুক্তং দূষণমুদ্ধরতি স্থিতপ্রজ্ঞশ্চেতি।”[১]

মণ্ডনের মতের সহিত বিরোধিতা—স্ফোটবাদ

মণ্ডন তাঁহার স্ফোটসিদ্ধি গ্রন্থে ব্যাপক আলোচনার সহিত স্ফোট স্থাপন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসিদ্ধিতে মঙ্গলাচরণশ্লোকের[২] ‘অক্ষরম্’ পদটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্ফোটবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শব্দ বা বাক্ সর্বাত্মক এবং ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি তাঁহার মঙ্গলাচরণশ্লোকে আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ও অজস্বরূপ এক ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়াছেন এবং সেই অক্ষরশব্দের ব্যাখ্যায় সেই এক অদ্বিতীয় তত্ত্বকে শব্দাত্মক বলিয়াছেন।[৩] যাহার কোন ক্ষরণ[৪] বা বিকার নাই তাদৃশ অবিকারী শব্দাত্মক ব্রহ্মকে তিনি প্রণতি জানাইয়াছেন। শ্রুতিতে বহুস্থলে বাক্ হইতে জগতের সৃষ্টি ও বাক্‌কর্তৃক জগতের পালন ইত্যাদি বলা হইয়াছে এবং বাক্‌সূক্তে শব্দের সর্বাত্মকতা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। সেই এক বাক্-এর বিবর্তের দ্বারা জগৎসৃষ্টি মণ্ডনকর্তৃক সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।[৫] মণ্ডন যে

১। বেদান্তকল্পতরু, ৯৫৮—৯৫৯ পৃঃ

২। আনন্দমেকমমৃতমজং বিজ্ঞানমক্ষরম্।
অসর্বং সর্বমভয়ং নমস্যামঃ প্রজাপতিম্॥ (ব্রহ্মসিদ্ধি, মঙ্গলশ্লোক ১)

৩। অক্ষরমিতি শব্দাত্মতামাহ। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৬ পৃঃ)

৪। ক্ষরণশব্দটি বা ক্ষরশব্দটি ক্ষর সঞ্চলনে, ৮৫১ ভ্বাদিগণীয় ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায় যাহা চলে, ক্ষয় পায়, বিকৃত হয় তাহাকেই ক্ষর বলা হয়। যাহা চিরন্তন, বিকারহীন তাহাই অক্ষর। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।৮।৮-এর ভাষ্যে বলিয়াছেন—“অক্ষরং যন্ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি বা।” মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ‘অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাত্’ এই প্রত্যাহারাহ্নিকগত শ্লোকবার্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“ন ক্ষীয়তে, ন ক্ষরতীতি বাঽক্ষরম্।” (মহাভাষ্য, ১৪৬ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

৫। অথবা—“বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে বাগেবেদং বুভুজে বাগুবাচ” ইত্যাদৌ বাচঃ সার্বাত্ম্যং শ্রূয়তে। তথা বাক্‌সূক্তে বাচঃ সর্বাত্মত্বং সর্বেশিত্বং চ

অনিত্য ধ্বনিকে এই বাক্‌শব্দের দ্বারা বুঝেন নাই কিন্তু নিত্য স্ফোটাত্মক শব্দকেই বুঝিয়াছেন ইহা তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বাক্‌শক্তিকেই চৈতন্য বলিয়াছেন ; সর্বত্র বাক্ অন্বিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মৃদন্বিত ঘটাদি যেরূপ মৃজ্জাত সেইরূপ বাগন্বিত যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তু বাক্ হইতে উৎপন্ন।[১] যদিও মণ্ডন পুনঃপুনঃ 'বাকের পরিণাম এই জগৎ' এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তথাপি সেই সকল স্থলে পরিণাম বা বিকার শব্দকে অন্যথাভাব মাত্র অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য বাক্যের বিপরিণাম অথবা বাগ্‌বিকার ইত্যাদি বলার পরে বিবর্তশব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন। পরিণাম বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিতে পারা যায়[২] এই সকল স্থলে সেই অর্থ গৃহীত

প্রদর্শিতম্—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি" ইতি বাচৈব ; যথাত্মনি প্রতিবুদ্ধেন বামদেবেন—"অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ" ইতি। অপি চ প্রকৃতিরূপান্বিতা বিকারাঃ ; বাগ্রূপান্বিতং চ জগৎ ; অতো বাচো বিপরিণামো বিবর্তো বাবসীয়তে। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৭—১৮ পৃঃ)

১। বাক্‌শক্তিরেব বা চিতিঃ ; তৎপ্রতিসংহারেঽপি সূক্ষ্মা বাক্‌শক্তিরিত্যেকে ; সর্বথা বাগ্রূপাধীনো জ্ঞেয়বোধ ইতি সর্বং জ্ঞেয়ং বাগ্রূপান্বিতং গম্যত ইতি তদ্বিকারস্তদ্বিবর্তো বা ; মৃদ ইব ঘটাদয়ঃ, চন্দ্রমস ইব জলতরঙ্গচন্দ্রমস ইতি। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৯ পৃঃ)

২। অন্যথাভাব বা পরিবর্তন দুইপ্রকার হইতে পারে—পরিণাম ও বিবর্ত। পরিণামকেই আবার বিকারশব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। যখন কোনও বস্তু তাহার স্বস্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্বরূপ গ্রহণ করে তখন তাদৃশ অন্যথাভাবকে পরিণাম বা বিকার বলা হয়, যেমন দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি। আবার যখন কোনও বস্তু স্বস্বরূপকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্যস্বরূপে প্রতিভাসমান হয় তখন তাদৃশ অন্যথাভাবকে বিবর্ত বলা হয়, যেমন রজ্জু হইতে সর্পের উৎপত্তি। এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শনের জন্য একটি কারিকা রহিয়াছে—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

(বেদান্তসার, ১৪৬ পৃঃ, কালীবর সম্পাদিত)

পরিণামের স্থলে অর্থাৎ দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তিতে কারণ ও কার্য উভয়ই

হইতে পারে না। কেহ হয়ত জগৎকে বাকের বিকার বলিয়া মনে করিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি অক্ষরশব্দের ব্যাখ্যার উপসংহারে এইস্থলে পরিণাম-বাদের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন।[১]

বাচস্পতি কিন্তু শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ভামতী ব্যাখ্যায় ভাষ্যরীতির অনুসারে স্ফোট খণ্ডন করিয়াছেন। গকার ঔকার এবং বিসর্জনীয় এই তিনটি বর্ণের প্রত্যেকটিই ক্ষণবিধ্বংসী হওয়ায় ইহাদের সমবধান (সম্মেলন) হইতে পারে না সুতরাং একটি পদের প্রতীতি হইতে না পারায় গৌঃ পদ হইতে একটি অর্থপ্রকাশের অনুভব অনুপপন্ন হয়। এই অনুভবের উপপত্তির জন্য স্ফোটবাদী বলেন যে, বর্ণগুলির দ্বারা অভিব্যক্ত নিত্য স্ফোটকে পদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই স্ফোটই অর্থকে প্রকাশিত করে বলিয়া তাহার অর্থ ব্যুৎপত্ত্যনুসারী হইয়াছে। 'স্ফুটতি প্রকাশতে অর্থঃ যস্মাৎ' ইহাই স্ফোটশব্দের ব্যুৎপত্তি। যাহা হউক, বাচস্পতি তাঁহার ভামতীতে এই স্ফোটবাদ খণ্ডনের জন্য বলেন যে, পদের একত্বের জন্য স্ফোট স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই। পূর্বোচ্চারিত বর্ণ ক্ষণিক হইলেও তাহাদের সংস্কার অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকে এবং পদের অন্তিম বর্ণটি উচ্চারণের সহিত সেই সুপ্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। এইভাবে পদগত সকল বর্ণ একটি স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় একটি পদরূপে প্রতীতি হইতে কোন বাধা নাই এবং সেই একটি পদ একটি অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে পারিবে। একস্মৃতিজ্ঞানবিষয়ত্ব এবং একার্থবোধকত্বরূপ উপাধির দ্বারা বহুবর্ণেরও একত্ব প্রতীত হইতে পারে। বহু বৃক্ষের একস্থানস্থিতত্বরূপ উপাধির

সমানসত্তাবিশিষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু বিবর্তের স্থলে কারণ ও কার্য ভিন্নসত্তাবিশিষ্ট হয়। এইজন্য অনেকে বলিয়াছেন—পরিণামো নামোপাদানসমসত্তাক-কার্যাপত্তিঃ। বিবর্তো নামোপাদানবিষমসত্তাককার্যাপত্তিঃ। (বেদান্তপরিভাষা, ১২২ পৃঃ, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং)

১। যদ্বিশুদ্ধমাত্মরূপং তস্যাভাবাৎ সর্বাত্মনা পরিণতাবনিত্যত্বম্, একদেশপরিণতৌ সাবয়বত্বান্নিত্যত্বমেকত্বং চ ব্যাহন্যেতে; তদেতদ্ বিশুদ্ধত্বং নিত্যত্বমেকত্বং চাকাশকল্পে ব্রহ্মণ্যবকল্পতে। (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৯ পৃঃ)

দ্বারা একটি বন বলিয়া প্রতীতি হয়। সেইরূপ বহু সৈন্যেরও একটি সেনা বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। দেবতাধিকরণের 'শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' (১।৩।২৮) সূত্রের টীকায় বহু যুক্তির দ্বারা স্ফোটবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।[১]

বাচস্পতি ভামতীতে বেদান্তমত প্রতিপাদিত করিয়াছেন বলিয়া শঙ্করানুসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বাচস্পতিই আবার পাতঞ্জলদর্শনের তত্ত্ববৈশারদী টীকায় স্ফোটবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইভাবে অন্যত্র বহুস্থলে বাচস্পতি বিবিধ প্রসঙ্গে বিবিধ দার্শনিক মতের ব্যাখ্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ মতের উপপাদন করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে বাচস্পতির মত বলিতে তাঁহার ভামত্যুক্ত মতকেই গ্রহণ করিয়াছি সুতরাং 'বাচস্পতির্মণ্ডনপৃষ্ঠসেবী' এই প্রসিদ্ধির পর্যালোচনায় বাচস্পতির উপর মণ্ডনের প্রভাব বলিতে ভামতীটীকার উপর মণ্ডনের প্রভাব সম্পর্কে বিচার করিয়াছি।

ভামতীটীকায় মণ্ডনের চিন্তাধারার ও ভাষার প্রভাব

(ক) মণ্ডন তাঁহার তর্ককাণ্ডের প্রারম্ভে প্রত্যক্ষ ও শ্রুতির মধ্যে কোন্ প্রমাণের অধিক বলবত্তা হইবে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বাচস্পতিও তাঁহার অধ্যাসভাষ্যের প্রারম্ভে এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করিয়াছেন। বাচস্পতির

১। ভামতীকার যে যুক্তিগুলি উল্লিখিত করিয়াছেন তাহা হইতে উপরি-লিখিত যুক্তিটির প্রতিপাদক প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ ভামতী হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে—নো খলু সেনাবনবুদ্ধী গজপদাতিতুরগাদীনাং চম্পকাশোক-কিংশুকাদীনাং চ ভেদমপবাধমানে উদীয়েতে, অপি তু ভিন্নানামেব সতাং কেনচিৎ একেন উপাধিনা অবচ্ছিন্নানামেকত্বমাপাদয়তঃ। ন চৌপাধিকেন একত্বেন স্বাভাবিকং নানাত্বং বিরুধ্যতে। ন হি ঔপচারিকমগ্নিত্বং মাণবকস্য স্বাভাবিকনরত্ববিরোধি। তস্মাৎ প্রত্যেকবর্ণানুভবজনিতভাবনানিচয়লব্ধজন্মনি নিখিলবর্ণাবগাহিনি স্মৃতিজ্ঞান একস্মিন্ ভাসমানানাং বর্ণানাং তদেকবিজ্ঞান-বিষয়তয়া বা একার্থধীহেতুতয়া বা একত্বম্ ঔপচারিকমবগন্তব্যম্। (ভামতী, ৩২৯—৩০ পৃঃ)

আলোচনা বহুলাংশে মণ্ডনানুসারী। উভয়ের ভাষাসাম্যের উদাহরণস্বরূপ দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মণ্ডন বলিয়াছেন—তস্মাৎ শব্দস্য প্রামাণ্যাভ্যুপগমে প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তস্যৈব বলবত্ত্বম্ ইতি সাম্প্রতম্। যত্তু প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষণাদিতি তত্রোচ্যতে—ন প্রমিতাবপেক্ষাবত্তা শব্দস্য প্রত্যক্ষাদিষু, কিন্তু স্বরূপসিদ্ধৌ; অন্যথা প্রমাণমেব ন স্যাৎ। তথা চ স্বকার্যেঽনপেক্ষত্বান্ন প্রত্যক্ষাদিভ্যো হীয়তে।[১]...

বাচস্পতিও বলিয়াছেন—তস্যাপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য, বোধকতয়া চ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্যে প্রমিতাবনপেক্ষত্বাৎ। প্রমিতাবনপেক্ষত্বেঽপি উৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাৎ তদ্বিরোধাৎ অনুৎপত্তিলক্ষণমপ্রামাণ্যমিতি চেন্ন, উৎপাদকাপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ।[২]...

(খ) মণ্ডন বলিয়াছেন—ব্যক্তমেব ভেদাতীতব্রহ্মণি শ্রবণমননধ্যানাভ্যাসানাং ভেদদর্শনপ্রতিপক্ষত্বমবিদ্যানুবন্ধেঽপি, যথা পয়ঃ পয়ো জরয়তি স্বয়ঞ্চ জীর্যতি। যথা চ বিষং বিষান্তরং শময়তি স্বয়ঞ্চ শাম্যতি।[৩]

ভামতীতে রহিয়াছে—...যথা পয়ঃ পয়োঽন্তরং জরয়তি স্বয়ঞ্চ জীর্যতি। যথা বিষং বিষান্তরং শময়তি, স্বয়ঞ্চ শাম্যতি।[৪]...

(গ) মণ্ডনের পঙ্‌ক্তি—ঐকাত্ম্যবাদিনস্তু অনাগন্তুকার্থস্য তদভাবাৎ কুতো নিবৃত্তিঃ? ন খলু আত্মস্বভাব এব বিদ্যা অবিদ্যানিবর্তিকা, অবিদ্যায়াস্তয়া সহ বৃত্তেরবিরোধাৎ; বিরোধে বা নিত্যনিবৃত্তেঃ নিত্যমুক্তং জগৎ স্যাৎ।[৫]

ভামতীর পঙ্‌ক্তি—স চেদয়মনাদিরনাদিনা আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন সহানুবর্ততে কুতোঽস্য নিবৃত্তিঃ; অবিরোধাৎ।[৬]

(ঘ) অসত্য বা মিথ্যা হইতেই যে কখনও সত্যের আবির্ভাব ঘটে এই বিষয়ে মণ্ডন বলিয়াছেন—নায়ং নিয়মঃ, অসত্যং ন কস্মৈচিৎ কার্যায় ভবতীতি;

১। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪০ পৃঃ
২। ভামতী, ৯ পৃঃ
৩। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১২—১৩ পৃঃ
৪। ভামতী, ৫৮ পৃঃ
৫। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১১ পৃঃ
৬। ভামতী, ৬ পৃঃ

ভবতি হি মায়া প্রীতের্ভয়স্য চ নিমিত্তং, অসত্যং চ সত্যপ্রতিপত্তেঃ, যথা রেখা-গবয়ো লিপ্যক্ষরাণি চ…তথা অসত্যাৎ প্রতিবিম্বাচ্চাদৃষ্টস্য প্রতিবিম্বহেতোর্বিশিষ্ট-দেশাবস্থস্য অনুমানং ন মৃষা ; শব্দাচ্চ নিত্যাৎ অসত্যদীর্ঘাদিবিভাগভাজঃ অর্থ-ভেদপ্রতিপত্তির্ন মিথ্যা…[১]

ভামতীতে রহিয়াছে—অতাত্ত্বিকপ্রমাণভাবেভ্যোঽপি সাংব্যবহারিক-প্রমাণেভ্যস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা চ বর্ণে হ্রস্বদীর্ঘত্বাদয়ঃ অন্যধর্মা অপি সমারোপিতাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ।[২]…

(ঙ) অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ কথনের দ্বারা যে অর্থের আধিক্য ঘটে এই বিষয়ে মণ্ডন বলিলেন—অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি, যথা অহো দর্শনীয়া, অহো দর্শনীয়া ইতি ; ন ন্যূনত্বমপি ; দূরত এবোপচরিতত্বম্।[৩]

ভামতীতে পাই—অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি ; যথা অহো দর্শনীয়া, অহো দর্শনীয়া ইতি, ন ন্যূনত্বম্, প্রাগেবোপচরিতত্বমিতি।[৪]

বাচস্পতির ভাষার লালিত্য

বাচস্পতি দর্শনশাস্ত্রের একজন দিক্‌পাল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দর্শনশাস্ত্রে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন তাঁহার চিন্তার ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সকলকে মুগ্ধ করে। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, দার্শনিকগণের তত্ত্বদর্শন হেতু তাঁহাদের ভাষার সারল্য ঘটে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য হেতু স্থলবিশেষে তাঁহাদের দর্শনগ্রন্থ কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। যিনি স্বানুভূত বিষয়কে স্পষ্টভাবে সকলের মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে পারেন তিনিই কবি। নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থে কবিশব্দের অর্থ মেধাবী এইরূপ বলা হইয়াছে। আবার দার্শনিক অতীতানাগত দর্শন করিতে পারেন এবং কবিও তাহাতে সমর্থ বলিয়া কবিশব্দের অর্থ ক্রান্তদর্শী, ইহা বৈদিকশাস্ত্রে সর্বত্র প্রসিদ্ধ। রাজতরঙ্গিণীতে

১। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩-১৪ পৃঃ
২। ভামতী, ৯-১০ পৃঃ
৩। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৬ পৃঃ
৪। ভামতী, ৮ পৃঃ

বলা হইয়াছে যে, কবি অতিক্রান্ত বিষয়কে পুনরায় তাঁহার বর্ণনার দ্বারা প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে পারেন।[১]

যাহা হউক্, দার্শনিক বাচস্পতি স্থলবিশেষে শব্দচয়নে, অর্থানুগ শব্দরাশির নির্ধারণে, অনুপ্রাসযমকাদির সার্থক প্রয়োগে কখন কখন কাব্যপাঠের তৃপ্তি প্রদান করিয়াছেন। মরুমরীচিকার প্রসঙ্গে বাচস্পতি বলিয়াছেন—তথা সতি মরুষু মরীচিচয়ম্ উচ্চাবচম্ উচ্চলত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গমালেয়ম্ অভ্যর্ণম্ অবতীর্ণা মন্দাকিনী ইত্যভিসন্ধায় প্রবৃত্তস্তত্তোয়মাপীয়াপি পিপাসামুপশময়েৎ।[২]

অনুমান ও সাক্ষাৎকার যে অত্যন্ত ভিন্ন এবং অনুমানের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান যে সাক্ষাৎকারের তুলনায় নিতান্ত হেয় তাহার একটি উদাহরণ দেওয়ার প্রসঙ্গে বাচস্পতি বলিয়াছেন—ন খল্বনুমানবিবুদ্ধং বহ্নিং ভাবয়তঃ শীতাতুরস্য শিশিরভরমন্থরতরকায়কাণ্ডস্য স্ফুরজ্জ্বালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমাণান্তরেণ সংবাধ্যতে।[৩]

যে-ব্যক্তি আর্যভাষা জানে না সে আর্য ভাষায় কথিত 'পুত্রস্তে জাতঃ' বাক্যটি শুনিলে অর্থ বুঝিতে পারে না বটে কিন্তু নবজাতপুত্রের পিতার হর্ষাদি দর্শন করিলে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিবেশ দেখিলে তাৎপর্য বুঝিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি বলিয়াছেন—"তথা হি অবিদিতার্যজনভাষার্থো দ্রবিড়ো নগরগমনোদ্যতো রাজমার্গাভ্যর্ণং দেবদত্তমন্দিরমধ্যাসীনঃ প্রতিপন্নজনকা-নন্দনিবন্ধনপুত্রজন্মা বার্তাহারেণ সহ নগরস্থদেবদত্তাভ্যাশমাগতঃ পটবাসোপায়না-র্পণপুরঃসরং 'দিষ্ট্যা বর্ধসে পুত্রস্তে জাতঃ' ইতি বার্তাহারব্যাহারশ্রবণসমনন্তরমুপ-জাতরোমাঞ্চকঞ্চুকং বিকসিতনয়নোৎপলমতিস্মেরমুখমহোৎপলমবলোক্য দেবদত্ত-মুৎপন্নপ্রমোদমনুমিমীতে, প্রমোদস্য চ প্রাগভূতস্য তদ্ব্যাহারশ্রবণসমনন্তরং ভবতঃ তদ্ধেতুতাম্। ন চায়ম্ অপ্রতিপাদয়ন্ হর্ষহেতুমর্থং হর্ষায় কল্পত ইত্যনেন হর্ষহেতুরর্থ উক্ত ইতি প্রতিপদ্যতে। হর্ষহেত্বন্তরস্য চাপ্রতীতেঃ পুত্রজন্মনশ্চ

১। কোঽন্যঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ।
কবিপ্রজাপতীংস্ত্যক্ত্বা রম্যনির্মাণশালিনঃ॥ (রাজতরঙ্গিণী ১।৪)

২। ভামতী, ২২ পৃঃ

৩। ভামতী, ৫৪ পৃঃ

তদ্ধেতোরবগমাৎ তদেব বার্তাহারেণ অভ্যধায়ি ইতি নিশ্চিনোতি। এবং ভয়শোকাদয়োঽপ্যুদাহার্যাঃ।”[১]

ভামতীর সর্বত্রই ভাষার লালিত্য লক্ষ্য করা যায়। স্থানে স্থানে এক একটি ক্ষুদ্র বাক্যও এরূপ হৃদয়গ্রাহী যে তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় না। প্রবন্ধের বিস্তৃতির ভয়ে অধিক উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না।

বাচস্পতির ত্রুটি

সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য বাচস্পতি তাঁহার ভামতী টীকাটি সর্বশেষে রচনা করিয়াছেন এবং ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের এবং পরিণত চিন্তার সার নির্যাস বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে বোধ করি অসঙ্গত হইবে না। তথাপি অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থের মূল্যায়ন করিতে হইলে, বিশেষতঃ বিবরণ-প্রস্থানের গ্রন্থগুলির সহিত তুলনাত্মক দৃষ্টিতে বিচার করিলে, ভামতীগ্রন্থের কয়েকটি ন্যূনতা স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ভামতীতে অবিদ্যা সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অবিদ্যার ভাবরূপতার কোনও প্রমাণ ভামতীগ্রন্থে নাই। অবশ্য কল্পতরুকার ভামতী হইতে যে ভাবে এই সকল তত্ত্ব নিষ্কাসিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা বস্তুতঃ কষ্টকল্পনা এবং বাচস্পতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার পরিচায়ক। এই বিষয়ে অমলানন্দের ভাবধারা তাঁহার দার্শনিক চিন্তার সচেতনতাকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করে। এই সকল নিগূঢ় বিচার পঞ্চম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে। যাহা হউক, বাচস্পতি অদ্বৈত-বেদান্ত-নিষ্ণাত সুপ্রসিদ্ধ আচার্যরূপে সর্বজনবরেণ্য হইলেও এইগুলি অনালোচিত থাকায় গ্রন্থের সম্পূর্ণতা ঘটিতে পারে নাই।

১। ভামতী, ১৩১ পৃঃ

এই প্রসঙ্গে ন্যায়কণিকা গ্রন্থের ২৮০ পৃষ্ঠায় বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক লিখিত সন্দর্ভটির স্মরণ হয়। বাচস্পতির ভাষা উভয় স্থলেই সমান লালিত্যপূর্ণ, স্থানবিশেষে প্রধান প্রধান শব্দগুলি অবিকৃতভাবে ন্যায়কণিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ভামতীই বাচস্পতির শ্রেষ্ঠ রচনা হওয়ায় এবং ইহা সর্বশেষে লিখিত হওয়ায় ভামতীতেই উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

আরও একটি ত্রুটির কথা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয়। ভাষ্যকার অধ্যাস-ভাষ্যের প্রারম্ভে "অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাম্ অন্যোন্যধর্মাংশ্চ অধ্যস্য" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অন্যোন্যাধ্যাস বলিয়াছেন অর্থাৎ আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন এবং আত্মাতে অনাত্মধর্মের ও অনাত্মাতে আত্মধর্মের সংসর্গাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন। অথচ ভামতীকার এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যায় প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক ও তাৎপর্যলভ্য অর্থের নির্দেশ করিলেও কেন যে অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকারের যুক্তিটি সংক্ষিপ্ত ভাবেও প্রতিপাদিত করিলেন না তাহা বুদ্ধির অগম্য। এই বিষয়টি ভামতীগ্রন্থে কুত্রাপি উপপাদিত না হওয়ায় এই প্রস্থানের শিক্ষার্থিগণের একটি বিরাট্ ন্যূনতা থাকিয়া যায়।

এই অধ্যায়ের উপসংহারে ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্রের বেদান্ত-ব্যাখ্যার শৈলী ও সরলতার কথা শ্রদ্ধান্তঃকরণে স্মরণ করিতেছি এবং অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্রের অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য প্রণতি জানাইতেছি। সত্যনিষ্ঠার জন্য এবং সম্প্রদায়ক্রমে ভামতীগ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়নের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সীমিত যোগ্যতায় ভামতীর আশয় বিবৃত করার চেষ্টা করা হইল, ইহাতে বহু ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। ভামতীকারের ন্যূনতা প্রদর্শন মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত হয় তথাপি পণ্ডিতজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত রীতিতেই ইহা উক্ত হইয়াছে। এই ন্যূনতার জন্য ভামতীর গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারি—

> একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
> নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥ (কুমারসম্ভব ১।৩)

চতুর্থ অধ্যায়

বিবরণপ্রস্থানের অবদান

বিবরণপ্রস্থানের অবদান

শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য পদ্মপাদ শারীরকমীমাংসাভাষ্যের ব্যাখ্যাকল্পে পঞ্চপাদিকা নামক টীকা রচনা করিয়াছেন এবং এতদ্দ্বারা ভাষ্যব্যাখ্যায় একটি নবীন প্রস্থানের উদ্ভব হইয়াছে। বাচস্পতিমিশ্র যে পদ্ধতিতে ভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা এই টীকাগ্রন্থটি বহুলাংশে স্বরূপে ও বৈশিষ্ট্যে অন্যপ্রকার বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যেতৃবৃন্দ মনে করেন। বেদান্তের অন্যান্য শাখার আচার্যগণ পরবর্তী কালে যখন বেদান্তমত উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন এবং তাহার খণ্ডনে উদ্‌যোগী হইলেন তখন তাঁহারা এই বিবরণপ্রস্থানে প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদকেই মূলতঃ খণ্ডনীয় বলিয়া মনে করিলেন। পদ্মপাদরচিত পঞ্চপাদিকা টীকা যদিও বিবরণপ্রস্থানের প্রথম গ্রন্থরূপে সর্বজনবিদিত তথাপি এই প্রস্থানের মুখ্যাচার্যরূপে যিনি সর্বজনবরেণ্য হইয়াছেন তিনি হইলেন 'পঞ্চপাদিকাবিবরণম্' নামক টীকার প্রণেতা আচার্য প্রকাশাত্মযতি। বিবরণাচার্য প্রকাশাত্মযতির প্রাধান্য এই প্রস্থানের নামকরণ হইতেও সুপরিস্ফুট হয়। যাহা পঞ্চপাদিকা-টীকাতে বিদ্যমান ছিল বিবরণাচার্য প্রকাশাত্মযতি তাহারই বিস্তৃতি সম্পাদন করিয়াছেন ইহা অবশ্যস্বীকার্য কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে প্রকাশাত্মযতির বৈশিষ্ট্য, ব্যাখ্যা-শৈলী, যুক্তির দৃঢ়তা এবং অদ্বৈতরহস্য উন্মেষের সাফল্য অদ্বৈতবাদী ব্যক্তিমাত্রকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। আমরা পদ্মপাদের ন্যূনতার কথা চিন্তা করিতে পারি না এবং তাঁহার গৌরবের বিন্দুমাত্র হানি ঘটে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহি; তথাপি আচার্য প্রকাশাত্মযতির ব্যাখ্যাগ্রন্থটিকে মানসপটে উপস্থাপিত করিলে চিন্তার গাম্ভীর্যের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। একদৃষ্টিতে দেখিলে যাহা সূত্রে বিদ্যমান থাকে তাহাই ভাষ্যে, বৃত্তিতে এবং বার্তিকে বিদ্যমান থাকে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়, অন্যথা ভাষ্য-বার্তিকাদির রচয়িতা উৎসূত্রবাক্য বলার অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন। এইজন্য একটি উক্তিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—সূত্রেষ্বেব হি তৎ সর্বং যদ্ বৃত্তৌ যচ্চ বার্তিকে।[১] ভাষ্য-বৃত্তি-বার্তিকাদির প্রণেতৃবৃন্দ সূত্রমধ্যগত

১। জৈমিনিসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদে "বিশয়ে প্রায়দর্শনাৎ" সূত্রটির ব্যাখ্যায় আচার্য কুমারিল বলিয়াছেন—

সূত্রেষ্বেব হি তৎ সর্বং যদ্ বৃত্তৌ যচ্চ বার্তিকে।
সূত্রং যোনিরিহার্থানাং সর্বং সূত্রে প্রতিষ্ঠিতম্॥

ইহার অর্থ—যাহা বৃত্তিতে এবং যাহা বার্তিকে বিদ্যমান আছে সেই সকলই

বিষয়কে যুক্তি-দৃষ্টান্ত প্রভৃতির সাহায্যে সকলের বোধগম্য করিয়া থাকেন এবং প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধবাদিগণের উদ্ভাবিত তর্কগুলিকে খণ্ডিত করেন। ভাষ্য-বৃত্ত্যাদির রচয়িতা যে-কার্য সম্পাদন করেন তাহা সূত্রানুসারী হইলেও সূত্রগততত্ত্বের অধিকতর বিশ্লেষণ তথা উহাপোহাদির জন্য তাঁহাদিগের প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা কোনও ক্রমেই স্বল্প বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এক একটি টীকার রচয়িতা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা-কৌশলের দ্বারা মূল গ্রন্থকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য সেই বিশেষ টীকাটি অন্যান্য টীকা অপেক্ষা অধিকতর সমাদৃত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতেই অদ্বৈতবাদিগণ তথা দার্শনিকগণ প্রকাশাত্মযতি-রচিত পঞ্চপাদিকাবিবরণ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

বেদান্তের অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্যগণও বিবরণগ্রন্থের এই অভ্যর্হিতত্ব উপলব্ধি করিয়া বিবরণের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতে হইলে বিবরণগ্রন্থে প্রতিপাদিত অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিতে হইবে অন্যথা অদ্বৈতবাদের খণ্ডন সম্ভব নয়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য মাধবমুকুন্দ, শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য রামানুজ প্রভৃতি বিবরণের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতি পূর্বক অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১]

কেবল বিরুদ্ধবাদীই নহে অদ্বৈতসম্প্রদায়ের অধ্যেতা ও অধ্যাপকবৃন্দ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত বিবরণমতের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, বিবরণ-প্রস্থানটি বিরক্ত সন্ন্যাসিগণের অবিরত মননের সারনির্যাস। এই প্রস্থানের প্রত্যেকটি আচার্যই সন্ন্যাসী এবং তাঁহারা কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য আশ্রমত্রয় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই অদ্বৈতরহস্য তাঁহাদিগের দ্বারাই সুপ্রকট হইতে পারে।

সূত্রসমূহেও বিদ্যমান আছে। সূত্রই যাবতীয় অর্থের উৎপত্তি স্থল এবং সূত্রেই সকল অর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে।

১। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্র নামক

গ্রন্থে বহু স্থলে বিবরণের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুই একটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে—

(ক) প্রমাণাভাবাদপি অজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। তথা হি—ভবদভিপ্রেতাজ্ঞানে কিং প্রমাণমিতি বক্তব্যম্। অহমজ্ঞো মামন্যং চ ন জানামি, ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি ইতি প্রত্যক্ষমেবাত্র প্রমাণমিতি চেন্ন, অন্যবিষয়কত্বেন আভাসমাত্রত্বাৎ। (পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৪৩ পৃঃ)

(খ) নন্ন প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-বস্তন্তরপূর্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবৎ ইতি বিবরণোক্তানুমানস্যৈবাত্র প্রামাণ্যাৎ ন অপ্রামাণ্যশঙ্কাবকাশ ইতি চেন্ন, আভাসমাত্রত্বাৎ। (পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৪৭-৪৮ পৃঃ)

মাধবমুকুন্দ যেমন বিবরণগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইরূপ বিবরণানুসারী আচার্য গোবিন্দানন্দের রত্নপ্রভা গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বিস্তৃতির ভয়ে কেবলমাত্র একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। রত্নপ্রভার ১১ পৃষ্ঠায় (নির্ণয়সাগর) যাহা বলা হইয়াছে তাহাই অক্ষরশঃ পরপক্ষগিরিবজ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

একাবচ্ছেদেন স্বসংসৃজ্যমানে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাস্যত্বম্ অধ্যস্তত্বমিত্যর্থঃ। ইদং চ সাত্মনাত্মধ্যাসসাধারণম্। সংযোগে অতিব্যাপ্তিবারণায় একাবচ্ছেদেনেতি, সংযোগস্য স্বসংসৃজ্যমানে বৃক্ষে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাসমানত্বেঽপি স্বস্বাত্যন্তাভাবয়োর্মূলাগ্রাবচ্ছেদকভেদাৎ নাতিব্যাপ্তিঃ।......(পরপক্ষগিরিবজ্র, ১১৪-১৫ পৃঃ)

রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে অজ্ঞানের ভাবরূপতা খণ্ডনে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের নিরাস করিতে গিয়া পূর্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি উল্লিখিত করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ বিবরণেরই পঙ্‌ক্তি। ভাষার সামান্য ভেদ থাকিলেও এই পঙ্‌ক্তিগুলি যে বহুলাংশে বিবরণের পঙ্‌ক্তির সাক্ষাৎ অনুকরণ তাহা বুঝিতে যে-কোন পাঠকের বিলম্ব হয় না। প্রসঙ্গতঃ অজ্ঞানের ভাবরূপতার প্রত্যক্ষ প্রমাণের আলোচনা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইতেছে—

(ক) কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ—অহমজ্ঞঃ, মামন্যং চ ন জানামি ইত্যপরোক্ষাবভাসঃ। অয়ন্তু ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ। স হি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ;

বিবরণগ্রন্থটি সর্বাত্মক

যদিও পঞ্চপাদিকা-বিবরণ একটি টীকাগ্রন্থ তথাপি বিবরণগ্রন্থটিকে আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে এই গ্রন্থটিতে অদ্বৈতবাদের উপযোগী অধিকাংশ তত্ত্বেরই সন্নিবেশ ঘটিয়াছে। প্রকরণগ্রন্থের রচয়িতার যেরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকে এবং ইচ্ছামত তিনি আলোচ্য বিষয়বিশেষ স্বগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে পারেন সেইরূপ স্বাতন্ত্র্য টীকাকারের থাকে না। টীকাকারকে মূলগ্রন্থের অনুসারে মূলগ্রন্থের আশয়কে বিবৃত করিতে হয়। সুতরাং স্থানবিশেষে স্বাভিলষিত বিষয়বিশেষকে তিনি সন্নিবেশিত করিতে পারেন না। আচার্য প্রকাশাত্মযতি-রচিত বিবরণগ্রন্থটি কিন্তু টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও তাহাতে অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিপাদ্য প্রায় সকল আবশ্যক প্রসঙ্গই সমুপনিবদ্ধ রহিয়াছে। বিবরণে প্রতিপাদিত তত্ত্বগুলিকে অবলম্বন করিয়াই ভারতীতীর্থ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ নামক একটি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিলেন। আচার্য প্রকাশাত্ম-যতি পঞ্চপাদিকাটীকা প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও সর্বদা অবহিত দৃষ্টি রাখিয়াছেন যাহাতে অদ্বৈতমতের অপেক্ষিত সকল তত্ত্বই সন্নিবেশিত করা যায়।

অয়ং তু অহং সুখীতিবৎ অপরোক্ষঃ। (শ্রীভাষ্য, অবিদ্যাভঙ্গভাগ, ৮ পৃঃ, উভয়বেদান্তগ্রন্থমালা সং)

(খ) সর্বমেব বস্তুজাতং জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়-ভূতম্। তত্র জড়স্যৈন জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা। অজড়স্য তু প্রত্যগ্‌বস্তুনঃ স্বয়ং সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সদৈবাজ্ঞানস্য ব্যাবর্তকত্বেন অবভাসো যুজ্যতে। তস্মাৎ ন্যায়োপবৃংহিতেন প্রত্যক্ষেণ ভাবরূপমেবাজ্ঞানং প্রতীয়তে। (ঐ, ১০ পৃঃ)

অবিদ্যার ভাবরূপতার অনুমান খণ্ডন কালে আচার্য রামানুজ বিবরণোক্ত অনুমানটি অবিকৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি—বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্বকম্; অপ্রকাশি-তার্থপ্রকাশকত্বাৎ; অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবৎ ইতি। (ঐ, ১০-১১ পৃঃ)

অদ্বৈতবেদান্তে অবিদ্যার ভাবরূপতা আলোচিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। অথচ পঞ্চপাদিকা টীকায় তদনুকূল কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। এইজন্য প্রকাশাত্মযতি পঞ্চপাদিকার একটি পঙ্‌ক্তিতে "অবশ্যমেষাঽবিদ্যাশক্তিঃ"[১] ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যায় বলিলেন যে 'অবশ্যম্'পদের দ্বারা অবিদ্যার ভাবরূপতার অনুমান সূচিত হইয়াছে এবং 'এষা' পদটির দ্বারা প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। এই স্বল্প সূচনামাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকাশাত্মযতি অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রমাণ নিরূপিত করিলেন। অদ্যাবধি অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রমাণ আলোচনা কালে সকল অদ্বৈতবাদী এই বিবরণপ্রদর্শিত শৈলী অবলম্বন করেন। অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব আছে কিনা অর্থাৎ তাহা উৎসূত্র কিনা, ভাষ্যে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে কিনা, অন্ধকারের ভাবরূপত্ব প্রভৃতি প্রয়োজনীয় আলোচনাগুলির কোনটিই আমরা ভামতীগ্রন্থে পাই না। এইজন্য স্বভাবতঃ ভামতীগ্রন্থ পাঠের পরেও বিবরণগ্রন্থ পাঠ সকল অদ্বৈতবাদীর অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা

বিবরণপ্রস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য যে, মাত্র চতুঃসূত্রীর স্বল্প পরিসরে অদ্বৈত বেদান্তের অপেক্ষিত প্রায় সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সূক্ষ্মরূপে পর্যালোচিত হইয়াছে। সূত্রগ্রন্থের ও ভাষ্যের বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে সেইগুলি পূর্ব হইতেই ধরিয়া লইয়া তাহাদের উপযুক্ত সমাধান প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্যশঙ্কর-রচিত ভাষ্যের প্রারম্ভে যে অধ্যাসভাষ্য রহিয়াছে তাহা পূর্বপক্ষীর দৃষ্টিতে ভাষ্য বলিয়া গণ্য হয় না। অথচ সিদ্ধান্তী কিরূপে তাহা ভাষ্যলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মনে করেন সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ। ভাষ্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা হয় নাই অথচ মঙ্গলাচরণ শিষ্টাচারসিদ্ধ। এই আশঙ্কারও সমাধান আমরা বিবরণপ্রস্থানেই পাইয়া থাকি। "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই শব্দে 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' এই পদ দুইটির স্থলে যথাক্রমে 'ত্বৎ' ও 'মৎ' আদেশ হওয়া সঙ্গত ছিল অথচ তাহা ভাষ্যকার কেন করেন নাই এই শঙ্কারও সমাধান বিবরণপ্রস্থানেই পাওয়া যায়। অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণের আলোচনা বিবরণপ্রস্থানের

১। পঞ্চপাদিকা, ৯৬ পৃঃ, কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ।

আচার্যগণই করিয়াছেন। শ্রোতব্যবিধির স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বিবরণপ্রস্থানেই পাওয়া যায়। বিবরণপ্রস্থানের বৈশিষ্ট্য সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে এই সকল বিষয়ের সমীক্ষা অবশ্যই করিতে হয়। এতদ্‌ব্যতীত শাব্দাপরোক্ষ, অবিদ্যার আশ্রয়-বিষয় নিরূপণ প্রভৃতি বিবরণপ্রস্থানের বৈশিষ্ট্যকে সুপ্রকট করে।

অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব—পূর্বপক্ষ

পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেন যে, অধ্যাসভাষ্যে ভাষ্যলক্ষণ সঙ্গত না হওয়ায় অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব হইতে পারে না। ভাষ্যের লক্ষণ সম্পর্কে ভাষ্যবিদ্ পণ্ডিত-গণ বলেন—যে-ব্যাখ্যাগ্রন্থে সূত্রের অর্থ সূত্রানুসারী পদসমূহের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় এবং যাহাতে ব্যাখ্যাকর্তা নিজে কোনও দুর্বোধ্য গহন বাক্য প্রয়োগ করিলে নিজেই স্বোক্ত পঙ্‌ক্তিরও ব্যাখ্যা করিয়া দেন[১] সেইরূপ ব্যাখ্যাবিশেষকে ভাষ্য বলা হইয়া থাকে।[২] পূর্বপক্ষী বলিতে চান যে, অধ্যাসভাষ্যে যদি কোনও সূত্রব্যাখ্যা থাকে তবে নিশ্চয়ই তাহাতে প্রথম সূত্রেরই ব্যাখ্যা থাকিবে। শঙ্কর-রচিত অধ্যাসভাষ্যটি যখন তাঁহার শারীরকমীমাংসাভাষ্যে প্রথমেই বিদ্যমান তখন তাহাতে কোনও সূত্রের ব্যাখ্যা থাকিলে "প্রথমোপস্থিতস্য পরিত্যাগে মানাভাবাৎ"[৩] ন্যায়ানুসারে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা থাকাই সঙ্গত হয়। এইজন্য পূর্বপক্ষী

১। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বহু স্থলে স্বোক্ত পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি স্থল হইল—"পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" বাক্যটি। এই একটি পঙ্‌ক্তিকে উদাহরণাদির দ্বারা ভাষ্যকার যথেষ্ট প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। (অধ্যাসভাষ্য, ৪২-৪৩ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

২। সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥
(পঞ্চপাদিকা, ২১ পৃঃ, কলিঃ সং)

৩। এই ন্যায়ের অর্থ—যাহা প্রথম উপস্থিত হয় তাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে কোনও বিশেষ হেতুর আবশ্যকতা হয় কিন্তু যদি কোনও বিশেষ হেতু বিদ্যমান না থাকে তবে প্রথমোপস্থিত কল্পটিকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বা

অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব খণ্ডন করিতে গিয়া ইহা প্রদর্শন করেন যে, অধ্যাসভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রটি ব্যাখ্যাত হয় নাই। প্রথম সূত্রটি হইল—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এই সূত্রে কোন কর্তব্য-নির্দেশ না থাকায় পুরুষের প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না এবং 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী' প্রভৃতি বাক্যের ন্যায় সূত্রটি যাহাতে অনুবাদকমাত্র না হয় তজ্জন্য সূত্রে 'কর্তব্য'পদ অধ্যাহার করিতে হইবে।[১] ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় বাক্যটি দাঁড়াইবে—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যা। এখন এই কর্তব্য-পদের দ্বারা যে বিধির নির্দেশ করা হইল সেই বিধি কিং-বিষয়ক এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। জিজ্ঞাসা পদের অর্থ—জ্ঞাতুমিচ্ছা। জিজ্ঞাসাপদান্তর্গত জ্ঞান বা ইচ্ছা কোনটিই কর্তব্য-পদের সহিত অন্বিত হইতে পারে না যেহেতু 'জ্ঞান করিতে হইবে' বা 'ইচ্ছা করিতে হইবে' এইরূপ বলিলেও কেহ জ্ঞান বা ইচ্ছা করিতে পারেন না। যাহা করা যায়, না করা যায়, অন্যভাবে করা যায় অর্থাৎ 'কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা কর্তুম্ শক্য' তাদৃশ বিষয়েই বিধি হইতে পারে। জ্ঞানের বিষয় উপস্থিত হইলে এবং অন্যান্য কারণসামগ্রী সন্নিহিত হইলে জ্ঞান হইবেই সুতরাং জ্ঞানে বিধি স্বীকার করা যায় না। সেইরূপ ইচ্ছার স্থলেও ইচ্ছা করিতে হইবে বলিলেও কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না। এইসকল যুক্তিতে জ্ঞান ও ইচ্ছা কোনটির সহিত কর্তব্যপদ অন্বিত হইতে

তৃতীয় কল্প গ্রহণ করা অসঙ্গত। আমার সম্মুখে যদি তিনটি লেখনী নিকটে দূরে ও অধিকতর দূরে বিদ্যমান থাকে তবে আমার পক্ষে প্রথমটি পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয়টি গ্রহণ করা অসঙ্গত হয়। তবে যদি বিশেষ হেতু থাকে যে, দ্বিতীয় লেখনীটি আমার অধিকতর প্রিয় তাহা হইলে প্রথমটির পরিত্যাগ অসঙ্গত হয় না। সেইরূপ বর্তমান স্থলেও শঙ্করকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থের আদিতে বিদ্যমান অধ্যাসভাষ্যটি প্রথমসূত্রেরই বিবৃতিস্বরূপ হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

১। (ক) তত্রাথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রেঽনুবাদত্বপরিহারায় শাস্ত্রে পুরুষপ্রবৃত্তিসিদ্ধয়ে চ কর্তব্যেতিপদমধ্যাহর্তব্যম্। (বিবরণ, ২১-২২ পৃঃ,কলিঃ সং)

(খ) 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী' ইত্যাদিবৎ অনুবাদো মা ভূদিতি কর্তব্য-পদমধ্যাহর্তব্যমিত্যর্থঃ। (তাৎপর্যদীপিকা, ১৩ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

না পারায় লক্ষণার দ্বারা জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যবর্তী বিচারকেই জিজ্ঞাসাপদের দ্বারা বুঝিতে হয় এবং কর্তব্যপদটি বিচারের সহিতই অন্বিত হয়।[১]

কোনও বিষয়ে প্রথমতঃ ইচ্ছা জন্মাইলে তদনন্তর তদ্‌বিষয়ে বিচার করিলে সেই বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাই লোকসিদ্ধ। প্রথমে ও তৃতীয় কক্ষায় যথাক্রমে ইচ্ছা ও জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় কক্ষায় মধ্যবর্তী হইয়া বিচার বিদ্যমান থাকায় লক্ষণার দ্বারা জ্ঞান-ইচ্ছা পদদ্বয় হইতে বিচার অর্থ পাওয়া যায়। বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন যে জ্ঞান ও ইচ্ছার দ্বারা বিচার সন্দংশের (সাঁড়াশি) ন্যায় আবদ্ধ রহিয়াছে।[২] সুতরাং বিচার সাক্ষাৎভাবে উল্লিখিত না হইলেও উভয়প্রান্তবর্তী জ্ঞান ও ইচ্ছার উল্লেখের দ্বারাই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। ভাবপ্রকাশিকাকার নৃসিংহাশ্রমের মতে ইচ্ছা-পদের দ্বারা ইচ্ছা-সাধ্য বিচার এবং জ্ঞান-পদের দ্বারা জ্ঞানসাধন বিচার লক্ষিত হইয়াছে।[৩] উভয় পদের লক্ষণার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিচার কেবলমাত্র ইচ্ছাসাধ্য নয় বা কেবলমাত্র জ্ঞানসাধন নয় কিন্তু বিচার ইচ্ছাসাধ্য এবং জ্ঞানসাধন। এইভাবে তাৎপর্যতঃ বিদ্যারণ্যের সহিত নৃসিংহাশ্রমের মতের কোনও ভেদ হয় না।[৪] নৃসিংহাশ্রম প্রসঙ্গতঃ এই আশঙ্কারও নিরাস করিয়াছেন যে, পদদ্বয়ে লক্ষণা আশ্রিত হইলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না

১। নন্বধ্যাহৃতেঽপি কর্তব্যপদে তস্য জিজ্ঞাসাপদেন সম্বন্ধো নোপপদ্যতে, জ্ঞানতদিচ্ছয়োঃ কর্তুমকর্তুমন্যথা চ কর্তুমশক্যত্বাদিতি ; অত আহ—তত্র জিজ্ঞাসেতি। ইষ্যমাণজ্ঞানস্য বিচারসাধ্যতয়া বিচারাবিনাভাবাৎ ইচ্ছাজ্ঞানয়োর্মধ্যে বিচারো লভ্যতে স চ জিজ্ঞাসাপদেনোপলক্ষ্যতে। (তাৎপর্যদীপিকা, ১৩ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

২। সন্দষ্টো হি জ্ঞানেচ্ছাভ্যাং বিচারঃ। প্রথমতঃ ইচ্ছায়াং সত্যাং বিচারে সতি পশ্চাদেব জ্ঞানোৎপত্তেঃ। (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ৪৩ পৃঃ, বসুমতী সং)

৩। জ্ঞানেচ্ছয়োর্মধ্যে ইচ্ছাসাধ্যত্বেন জ্ঞানসাধনত্বেন প্রাপ্তমিতি লক্ষ্যস্য লক্ষণাবীজং সম্বন্ধো দর্শিতঃ। (ভাবপ্রকাশিকা, ১৩ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

৪। সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকাকার মীমাংসক-শিরোমণি বাসুদেব দীক্ষিত জিজ্ঞাসাপদের দ্বারা যে বিচার লক্ষিত হয় তাহা বলিয়াছেন। "জিজ্ঞাসাশব্দেন জিজ্ঞাসাপ্রযোজ্যো বিচারো লক্ষ্যতে" (বালমনোরমা, ২৩৯৪, ৩।১।৬ সূত্র)

যেহেতু 'বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব' প্রভৃতি বাক্যে উভয়পদে লক্ষণা সর্বজনসিদ্ধ। ঐ বাক্যে 'বিষম্' বলিতে 'শত্রুপ্রদত্ত অন্ন' এবং 'ভুঙ্‌ক্ষ্ব' বলিতে 'মা ভুঙ্‌ক্ষ্ব' অর্থাৎ 'খাইও না' এই অর্থদ্বয় দুইটি পদে লক্ষণার দ্বারা জানিতে পারা যায়।[১]

সূত্রগত অথ-শব্দের অর্থ অনন্তর। এই আনন্তর্যের দ্বারা 'সাধনচতুষ্টয়ের অনন্তর' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে বলিয়া ভাষ্যকার প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় স্পষ্টতঃ বলিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পদের আক্ষরিক অর্থ—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের ইচ্ছা। এই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের জন্যই কর্তব্যরূপে বিচার বিহিত হইয়াছে। সুতরাং বিচার করিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে। অতএব সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিচার করিবেন—ইহাই সূত্রবাক্যের শ্রৌতার্থ। বিবরণকার বলিয়াছেন—তত্র জিজ্ঞাসাপদেন অন্তর্ণীতং বিচারম্ উপলক্ষ্য অনুষ্ঠানযোগ্যতয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য ব্রহ্মজ্ঞানায় বিচারঃ কর্তব্য ইতি সূত্রবাক্যস্য শ্রৌতোঽর্থঃ সম্পদ্যতে।[২]

প্রদর্শিতরূপে সূত্রের শ্রোতার্থ নিরূপণের পর আর্থ অর্থ নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রকাশাত্মযতি পুনরায় বলিয়াছেন যে, অথশব্দের অর্থ—'সাধনচতুষ্টয়ের পর' এইরূপ বলিলেও তাহার দ্বারা অধিকারীর স্বরূপটিও বুঝিতে পারা যায়। সাধন-চতুষ্টয়ের চতুর্থ সাধন হইল মুমুক্ষুত্ব বা মোক্ষেচ্ছা। যাঁহার মোক্ষ কামনা আছে তিনি বিচার করিবেন। এই অর্থ হইতে মোক্ষকে অধিকারিবিশেষণ বলিয়া জানা যায়। যাহা অধিকারিবিশেষণ তাহাই ফল।[৩] 'স্বর্গকামঃ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' বলিলে স্বর্গকাম অগ্নিহোত্রের অধিকারী বলিয়া জানা যায় এবং অধিকারি-বিশেষণ স্বর্গই অগ্নিহোত্র হোমের ফল বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। আলোচ্য সূত্রবাক্যেও অধিকারিবিশেষণ মোক্ষই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল বলিয়া নিরূপিত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষের সাধন বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও

১। ন চ পদদ্বয়ে লক্ষণা অনুপপন্না, অর্ধমন্তর্বেদ্যর্ধং বহির্বেদীত্যাদৌ বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্বেত্যাদৌ চ তস্যা দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। এবং চ বিচারমুপলক্ষ্যেত্যত্র বিচার-পদং সাধ্যাবস্থজ্ঞানস্যাপ্যুপলক্ষণম্। (ভাবপ্রকাশিকা, ১৪ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

২। বিবরণ, ২২ পৃঃ, কলিঃ সং

৩। অধিকারিবিশেষণকে ফল বলিলেও বস্তুতঃ যাহা অধিকারিবিশেষণ তাহাকেই ফল বলা সঙ্গত হয় না; যেহেতু তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

একটি আর্থিক অর্থ নিরূপিত হয়—ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যে-বিচার করিতে হয় সেই বিচার বেদান্তবাক্যগুলির উপর নিবদ্ধ করিতে হইবে যেহেতু বেদান্ত-বাক্যই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রমিতি জন্মাইতে সমর্থ। স্বয়ং শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ঔপনিষদ পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম উপনিষন্মাত্রবেদ্য। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, বেদবিদ্ ভিন্ন অন্য কেহ সেই বৃহৎ পুরুষ বা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। এইভাবে বেদান্তবাক্যই যে ব্রহ্মতত্ত্বপ্রমিতির যোগ্য তাহা জানা যায়। আরও কথা, শ্রোতব্যাদি বাক্যের সন্নিধিতে বেদান্তবাক্যই রহিয়াছে অর্থাৎ বিচারপ্রতিপাদক শ্রবণবিধির সন্নিধানে (নিকটে) বেদান্তবাক্যই রহিয়াছে; সুতরাং এই বিচার বেদান্তবাক্যবিচার বলিয়া সিদ্ধ হয়।[১]

যদি অধিকারিবিশেষণকেই ফল বলা হয় তাহা হইলে দোষ এই যে, "গৃহদাহ-বান্ ক্ষামবত্যা যজেত" এই বাক্যে গৃহদাহ অধিকারিবিশেষণ হওয়ায় ক্ষামবতী ইষ্টির ফল বলিয়া গৃহীত হয় এবং তাহাতে অনিষ্টাপত্তি হয়। এইজন্য 'অধিকারিবিশেষণ হইয়া যাহা কাম্য তাহাই ফল' ইহা বলিলে প্রদর্শিত দোষের পরিহার হয়। এই পক্ষেও পুনরায় দোষ—'পরস্ত্রীকামঃ প্রায়শ্চিত্তং কুর্যাৎ' এই বাক্যে পরস্ত্রী অধিকারিবিশেষণও বটে আবার তাদৃশ পুরুষের নিকট কাম্যও বটে। কিন্তু পরস্ত্রীকে ফল বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। এই দোষের নিরাস করিতে হইলে সিদ্ধান্তীকে আরও একটি বিশেষণ প্রযুক্ত করিয়া বলিতে হয় —'যাহা অধিকারিবিশেষণ হইয়া কাম্য এবং অনিন্দিত তাহাই ফল।' পরস্ত্রী নিন্দিত হওয়ায় তাহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আলোচ্য স্থলে মোক্ষ অধিকারিবিশেষণ, কাম্য এবং অনিন্দিত। সুতরাং মোক্ষের ফলত্বে কোন বাধা নাই। এই বিষয়টি অখণ্ডানন্দ তাঁহার 'তত্ত্বদীপন' টীকায় (২৩ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করিয়াছেন।

১। যোগ্যতয়া শ্বুতিরত্র সন্নিধানম্। তং ত্বৌপনিষদমিত্যাদিশ্রুত্যা বেদান্তানাং তৎপ্রমিতিযোগ্যতয়া নাবেদবিদিত্যাদিশ্রুত্যা তদিতরমানানাং তদযোগ্যত্বেন চ অবগতত্বাৎ। শ্রোতব্যাদিবাক্যসন্নিধৌ চ বেদান্তানাং পাঠাৎ তস্য তানি সন্নিহিতানি ইতি তন্মূলকসূত্রস্যাপি তানি সন্নিহিতানীতি বা অর্থঃ। (ভাবপ্রকাশিকা, ১৫ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

শ্রৌত ও আর্থিক এই দ্বিবিধ অর্থের দ্বারা যে তাৎপর্যার্থ লব্ধ হয় তাহাও বিবরণকার প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি মোক্ষের সাধন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বেদান্তবাক্যসমূহের বিচার করিবেন—ইহাই সূত্র-বাক্যের তাৎপর্যলভ্য অর্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও সাধনচতুষ্টয় অধিকারিবিশেষণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি বস্তুতঃ মোক্ষেচ্ছাকেই অধিকারিবিশেষণ বলিয়া টীকাকার নৃসিংহাশ্রম মনে করেন। তাঁহার মতে অপর তিনটি বিশেষণ মোক্ষেচ্ছাকে জন্মাইয়া দেয় বলিয়া তাহাদিগকেও অধিকারিবিশেষণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] যাহা হউক, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলিতে যেরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হয় তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলেও কোনও ক্রমে সেই সূত্র হইতে অধ্যাসের লেশ-মাত্র প্রতিপাদিত হইতে দেখা যায় না। এইজন্যই পূর্বপক্ষিগণ মনে করেন যে, শঙ্কর-প্রণীত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের আদিভূত অধ্যাসভাষ্যাংশ সূত্রানুসারী না হওয়ায় বা উৎসূত্র হওয়ায় তাহা ভাষ্যলক্ষণাক্রান্ত নহে এবং তজ্জন্য তাহা অধীত, অধ্যাপিত বা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।[২]

অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব—সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্তী বলেন যে, অধ্যাসভাষ্যে সাক্ষাৎভাবে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের কোনও ব্যাখ্যা দৃষ্টিগোচর না হইলেও এই অধ্যাসভাষ্যে বস্তুতঃ প্রথমসূত্রের তাৎপর্যার্থই বিবৃত হইয়াছে। প্রথম সূত্রটি সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে অধ্যাসস্বরূপ অবশ্যই জানিতে হয়। এইজন্যই ভাষ্যকার প্রথমসূত্রের আক্ষরিক অর্থ নির্ণয়ের পূর্বে সূত্রসূচিত তাৎপর্যার্থ অধ্যাসভাষ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

কোনও গ্রন্থ পাঠের পূর্বে অধ্যেতার মনে এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই উদিত হয় —এই গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ এই গ্রন্থ পাঠের দ্বারা কিরূপ ফল

১। মুমুক্ষৈবাধিকারিবিশেষণং তত্র ক্রমেণ তদ্ধেতুতয়া ইতরত্রয়ং প্রবিশতীতি সাধনচতুষ্টয়েত্যুক্তম্। (ভাবপ্রকাশিকা, ৩২ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

২। তত্রেদং ভাষ্যং ন সূত্রার্থকলামপি প্রতিপাদয়তি, অতো ন ব্যাখ্যানার্হম্। (বিবরণ, ২৩ পৃঃ, কলিঃ সং)

লাভ করা যাইবে? মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র ব্যাখ্যার পূর্বে, এমন কি শিবসূত্রগুলির ব্যাখ্যারও পূর্বে, এতৎসদৃশ একটি ভূমিকাভাষ্য রচনা করিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন কি ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[১] সায়ণাচার্য তাঁহার বেদভাষ্যভূমিকাগুলিতে, বিশেষতঃ ঋক্‌সংহিতার ভাষ্যের ভূমিকাতে, বেদপাঠের আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।[২] শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন কি?—এইরূপ প্রশ্ন শাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের অন্যতম। সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নের পূর্বে এই অনুবন্ধচতুষ্টয়ের আলোচনা শাস্ত্রপাঠের একটি আবশ্যিক অঙ্গ। অপর তিনটি অনুবন্ধ হইল অধিকারী, বিষয় ও সম্বন্ধ। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যার পূর্বে শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন আলোচনা করিয়াছেন। অধিকারীর স্বরূপ আলোচনা তাঁহার ভূমিকাভাষ্য-স্বরূপ অধ্যাসভাষ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় নাই যেহেতু সূত্রকার নিজেই অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই প্রথমসূত্রে অথ-পদের দ্বারা অধিকারীর স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাকালে অধিকারিনিরূপণের যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছেন। সম্বন্ধ একটি অনুবন্ধ এবং তাহা বোধ্যবোধকরূপ সম্বন্ধ বলিয়া সর্বত্র নিরূপিত হয়। গ্রন্থ ও গ্রন্থপ্রতিপাদ্যতত্ত্বের সম্বন্ধ হইল বোধ্যবোধক বা প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদক। তত্ত্বই প্রতিপাদ্য এবং গ্রন্থ প্রতিপাদক। বহুল আলোচিত সূত্রগ্রন্থ যে তত্ত্বপ্রতিপাদক হইবে এই বিষয়ে নূতন করিয়া বলার কিছুই নাই। সুতরাং ভাষ্যকার সম্বন্ধ নামক অনুবন্ধের উল্লেখ করিয়া তাহা বিশেষতঃ বলার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বিষয় ও প্রয়োজন গ্রন্থ-পাঠের প্রথমেই জানার আবশ্যকতা থাকায় এবং তাহা প্রথমসূত্রে স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত না হওয়ায় সেই প্রথম সূত্রের দ্বারা যে-বিষয়প্রয়োজন অত্যন্ত

১। পতঞ্জলি মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকের প্রারম্ভেই "কানি পুনঃ শব্দানু-শাসনস্য প্রয়োজনানি" এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধানকল্পে বলিয়াছেন —"রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" (১৯-২০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর)

২। ঋক্‌সংহিতার ভাষ্যের ভূমিকায় বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিয়া সায়ণাচার্য বেদের অনুবন্ধচতুষ্টয়ের নিরূপণ করিয়াছেন। অনন্তর তিনি বেদাঙ্গগুলিরও প্রয়োজন নিরূপণ করিয়াছেন। (বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহ, ৪৮-৫৭ পৃঃ, কাশী সং)

সূক্ষ্মভাবে সূচিত মাত্র হইয়াছে সেই বিষয়-প্রয়োজনের বিশদ বিবরণ না করিলে নবীন শিক্ষার্থী বুঝিতে পারিবেন না এবং তাঁহার মনে শাস্ত্রপাঠের প্রতি অনাদর উৎপন্ন হইবে। তাহার ফলে শাস্ত্র অনারব্ধ থাকিবে, শাস্ত্র অনারব্ধ থাকিলে সেই শাস্ত্রের দ্বারা জীবের উপকার হইবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ভাষ্যকার সূত্রব্যাখ্যার পূর্বে অধ্যাসভাষ্যরূপ ভূমিকাভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

এখন আলোচ্য যে, শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন কীদৃশ এবং সেই বিষয়-প্রয়োজন কিরূপে এই শাস্ত্রের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় হইল জীবব্রহ্মৈক্য এবং প্রয়োজন হইল অনর্থনিবৃত্তি বা বন্ধনিবৃত্তি। এই বন্ধনিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলা হয়। ভাষ্যকার অধ্যাসভাষ্যের উপসংহারে বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে।"

সূত্রে বিদ্যমান 'অথ' শব্দের অর্থ—সাধনচতুষ্টয়ের অনন্তর। এই সাধন-চতুষ্টয়ের অন্তিম সাধন হইল মুমুক্ষুত্ব বা মোক্ষেচ্ছা। যাঁহার মোক্ষ কামনা আছে তিনি মোক্ষফললাভের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মোক্ষ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মোক্ষশব্দের অর্থ অনর্থনিবৃত্তি বা বন্ধনিবৃত্তি। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বন্ধের নিবৃত্তি হয় এইরূপ বলিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বন্ধ অজ্ঞানস্বরূপ বা অজ্ঞানজন্য। বন্ধ যদি অজ্ঞানস্বরূপ বা অজ্ঞানজন্য না হয় তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। জ্ঞান একমাত্র অজ্ঞানেরই নিবর্তক হইয়া থাকে। সুতরাং বন্ধকে অজ্ঞানাত্মক বা অজ্ঞানজন্য স্বীকার না করিয়া যদি তাহাকে বস্তুভূত বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে কখনই ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা সেই বন্ধের নিবৃত্তি হইবে না।[১] এইজন্যই বাধ্য হইয়া বলিতে

১। উচ্যতে—ব্রহ্মজ্ঞানং হি সূত্রিতমনর্থহেতুনিবর্হণম্। অনর্থশ্চ প্রমাতৃতা-প্রমুখঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বম্। তদ্ যদি বস্তুকৃতং ন জ্ঞানেন নিবর্হণীয়ম্; যতো জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্। তদ্ যদি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমজ্ঞানহেতুকং স্যাৎ, ততো ব্রহ্মজ্ঞানমনর্থহেতুনিবর্হণম্ উচ্যমানম্ উপপদ্যেত। (পঞ্চপাদিকা, ৩৯-৪৩ পৃঃ, কলিঃ সং)

হইবে যে বন্ধ বস্তুভূত নয় কিন্তু অবস্তুভূত বা আরোপিত। রজ্জুর জ্ঞানের দ্বারা যেরূপ রজ্জুতে আরোপিত সর্পের নিবৃত্তি হয় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মে আরোপিত বন্ধের নিবৃত্তি হইবে। আরোপ ও অধ্যাস সমার্থক। ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা বন্ধনিবৃত্তি হইয়া থাকে বলিলে বন্ধের আরোপিতত্ব বা অধ্যস্তত্ব বলিতেই হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, অধ্যাস স্বীকার না করিলে এবং লক্ষণপ্রমাণাদির দ্বারা সেই অধ্যাসকে যথার্থতঃ প্রতিপাদিত না করিলে ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা সূত্রসূচিত বন্ধনিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল যুক্তিতে ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রথমসূত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে অধ্যাসের আলোচনা অত্যাবশ্যক হয়। সূত্রে সাক্ষাৎ-ভাবে অধ্যাস শব্দটি না থাকিলেও অধ্যাস স্বীকার ব্যতীত সূত্রার্থের উপপত্তি হইতে পারে না। অতএব অধ্যাসপ্রতিপাদক অধ্যাসভাষ্য উৎসূত্র বলিয়া আশঙ্কিত হইতে পারে না কিন্তু ইহা সর্বথা সূত্রানুসারী এবং সূত্রারূঢ়।[১] যাহা সূত্রারূঢ় তাদৃশ ব্যাখ্যাবিশেষ কোনক্রমেই অভাষ্য হইতে পারে না। এইজন্য এই অধ্যাসভাষ্য ভাষ্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তাহা অধীত, অধ্যাপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

প্রদর্শিত যুক্তি অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব সাধনের জন্য পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদকর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। এই যুক্তিজালের অবলম্বনে বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি অধিকতর বিস্তৃতির দ্বারা অনুমানপ্রয়োগের সাহায্যে বিষয়টিকে তর্করসিক ব্যক্তিগণের নিকট মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকাশাত্মযতি প্রথমতঃ একটি অনুমানের সাহায্যে বিচারশাস্ত্রের[২] আরম্ভণীয়ত্ব প্রতিপাদন

১। এই প্রসঙ্গে সর্বজ্ঞাত্মমুনিরচিত একটি কারিকা উল্লিখিত হইতে পারে—

> ব্রহ্মজ্ঞানং সূত্রয়ন্ সূত্রকারো
> বন্ধোৎপত্তের্হেতুবিধ্বংসনায়।
> এতৎ সর্বং সূচয়ামাস তস্মাদ্
> এতৎ সর্বং ভাষতে ভাষ্যকারঃ॥ (সংক্ষেপশারীরক, ১।৫৬)

২। বেদান্তশাস্ত্র বলিতে উপনিষদ্‌কে বুঝিতে পারা যায় এবং বিচারশাস্ত্র বলিতে শারীরকমীমাংসাসূত্র ও তাহার ব্যাখ্যাকে বুঝিতে হয়।

করিয়াছেন। অনন্তর সেই অনুমানের হেতুটি যে পক্ষে বিদ্যমান তাহা সাধিত করার জন্য অপর একটি অনুমানের আশ্রয় লইয়াছেন। এই দ্বিতীয় অনুমানের হেতুতে বন্ধকে অবিদ্যাত্মক বলা হইয়াছে। বন্ধের অবিদ্যাত্মকত্বরূপ হেতুটি আবার যাহাতে অসিদ্ধ না হয় তজ্জন্য যাবতীয় প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারের অবিদ্যাত্মকত্ব অধ্যাসভাষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইভাবে অধ্যাসভাষ্যের দ্বারা শাস্ত্রের বিষয়-প্রয়োজন কিরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা বিবরণকার সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

বিবরণের প্রথম অনুমানটি হইল—

এতৎ শাস্ত্রম্ আরম্ভণীয়ম্
সম্ভাবিতবিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ,
কৃষ্যাদ্যারম্ভবৎ[১]

এই অনুমানের তাৎপর্য—যেরূপ কৃষ্যাদি কার্যে বিষয় ও প্রয়োজন বিদ্যমান বলিয়া কৃষ্যাদিকার্য আরম্ভণীয় সেইরূপ বিচারশাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন বিদ্যমান থাকায় বিচারশাস্ত্রও আরম্ভণীয় হইবে।

যদিও এই অনুমানের হেতুতে 'সম্ভাবিতবিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ' বলা হইয়াছে তথাপি হেতুশরীরে বিষয়পদটির আবশ্যকতা নাই বলিয়া নৃসিংহাশ্রম মনে করেন।[২] যাহার প্রয়োজন আছে তাহা আরম্ভণীয়। এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে কোনও ব্যভিচারাদির সম্ভাবনা না থাকায় হেতুশরীরে বিষয়পদটির অকারণ প্রবেশে গৌরব দোষ হয়। এইজন্য নৃসিংহাশ্রম হেতুতে বিষয়পদটি সম্পাতায়াত[৩] বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দৃষ্টান্তেও

১। বিবরণ, ২৬ পৃঃ, কলিঃ সং

মাদ্রাজ সংস্করণে এই স্থলে হেতুবাক্যে সম্ভাবিতবিষয়প্রয়োজনত্বাৎ পাঠ আছে। অর্থের দিক্ হইতে অবশ্য ভেদ হয় না।

২। প্রয়োজনবত্ত্বমাত্রং হেতুঃ, সম্ভাবিতবিষয়পদং তু প্রবৃত্ত্যুপযোগিতয়া প্রয়োজনেন সহ ভাষ্যকারেণ তস্য প্রতিপাদনাৎ সম্পাতায়াতম্, ন তু হেতুশরীরোপযোগি, তেন বিনা ব্যভিচারাদেরভাবাৎ। (ভাবপ্রকাশিকা, ১৭ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

৩। একটি বিষয় লিখিবার সময় যদি অপ্রয়োজনীয় অধিক কোনও শব্দ

যথাশ্রুত পদ থাকিলে কিঞ্চিৎ অনুপপত্তি হয় বলিয়া নৃসিংহাশ্রম দৃষ্টান্তে ঈষৎ পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কৃষ্যাদির আরম্ভ আরম্ভণীয় হয় না কিন্তু আরভ্যমাণ কৃষ্যাদি কার্যের আরম্ভণীয়ত্ব হইতে পারে। এইজন্য নৃসিংহাশ্রমের মতে দৃষ্টান্তটি হইবে—আরভ্যমাণকৃষ্যাদিক্রিয়াবৎ।[১]

প্রথম অনুমানের পক্ষ 'এতৎ শাস্ত্র' অর্থাৎ বিচারশাস্ত্র; হেতুটি হইল 'সম্ভাবিতবিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ'। পক্ষে হেতুর বিদ্যমানতা অনুমানসিদ্ধির জন্য নিতান্ত আবশ্যক অর্থাৎ শাস্ত্রটি যে বিষয়প্রয়োজনবৎ তাহা প্রথমতঃ সিদ্ধ হইলে অনন্তর প্রথম অনুমানটি সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা চিন্তা করিয়া বিবরণকার পুনরায় একটি অনুমান বলিলেন। তাহা নিম্নরূপ—

শাস্ত্রং সম্ভাবিতবিষয়প্রয়োজনম্
অবিদ্যাত্মকবন্ধপ্রত্যনীকত্বাৎ
জাগ্রদ্‌বোধবৎ[২]

বিবরণোক্ত এই দ্বিতীয় অনুমানের দ্বারা দেখান হইল যে, শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন আছে। তজ্জন্য যে হেতুটি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইল অবিদ্যাত্মকবন্ধপ্রত্যনীকত্ব। অনুমানের তাৎপর্য হইল—সর্পজ্ঞানের পর যখন যথার্থ রজ্জুজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন জাগ্রৎকালীন সেই রজ্জুজ্ঞান যেরূপ অবিদ্যাত্মক বা অবিদ্যাজনিত ভয়কম্পাদিরূপ বন্ধের প্রত্যনীক বা বিরোধী হইয়া থাকে বলিয়া সেই রজ্জুজ্ঞান বিষয়প্রয়োজনবৎ সেইরূপ বিচারশাস্ত্রও অবিদ্যাত্মক বন্ধের বিরোধী হয় বলিয়া তাহাও বিষয়প্রয়োজনবৎ হইবে। এই অনুমানের ক্ষেত্রেও

কেহ লিখিয়া ফেলেন তবে তাহা অসঙ্গত এইরূপ না বলিয়া প্রাচীনগণ তাদৃশ অসঙ্গত শব্দকে 'মসীসম্পাতায়াতম্' বা 'সম্পাতায়াতম্' বলিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে লিখিবার সময় কালিতে কলম ডুবাইয়া সেই কালির সাহায্যে লিখিতে হইত। একবার কালি লইয়া যতটা অংশ লিখিতে পারা যায় তদপেক্ষা লেখ্য বিষয় অল্প থাকিলে কলমে কালি আছে বলিয়া যে অধিক অংশ লিখিত হইয়া থাকে তাহাই মসীসম্পাতায়াত শব্দের অর্থ।

১। কৃষ্যাদ্যারম্ভবদিতি—আরভ্যমাণকৃষ্যাদিক্রিয়াবদিত্যর্থঃ (ভাবপ্রকাশিকা, ১৭ পৃঃ)

২। বিবরণ, ২৬ পৃঃ, কলিঃ সং

পূর্বের অনুমানটির ন্যায় প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, শাস্ত্র অবিদ্যাত্মক বন্ধের বিরোধী হইল কিরূপে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবরণকার যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু নৃসিংহাশ্রম তাহা সকলের বোধগম্য করিবার জন্য তৃতীয় অনুমানের সাহায্য লইয়াছেন। নৃসিংহাশ্রমপ্রতিপাদিত সেই তৃতীয় অনুমানটি পরে আলোচিত হইতেছে।

বিবরণোক্ত দ্বিতীয় অনুমান সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্তে জাগ্রদ্বোধ বলিতে জাগ্রৎকালীন রজ্জ্বাদিবোধকেই বুঝিতে হইবে কিন্তু স্বপ্ননিবর্তক জাগ্রদ্বোধকে বুঝিলে চলিবে না। এই মতের স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া নৃসিংহাশ্রম বলিয়াছেন যে, ভ্রমের হেতুস্বরূপ অবিদ্যাটি যে-জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইবে সেই জ্ঞানের দ্বারাই ভ্রমের ও ভ্রম-বিষয়ের নিবৃত্তি ঘটিবে—ইহাই আমাদের অনুভবসিদ্ধ। ইহা স্বীকার না করিয়া যদি যে-কোনও জ্ঞানের দ্বারা যে-কোনও জ্ঞানের ও জ্ঞানবিষয়ের নিবৃত্তি স্বীকার করা হয় তবে তন্তুজ্ঞানের দ্বারা পটাদির নিবৃত্তি হইয়া পড়িবে। নৃসিংহাশ্রম বলেন যে, স্বপ্নজ্ঞানটি মূলাবিদ্যার কার্য সুতরাং মূলাবিদ্যার নাশেই স্বপ্নের নাশ হইতে পারিবে, কিন্তু জাগ্রৎকালীন ঘটাদি-জ্ঞানের দ্বারা মূলাবিদ্যার নাশ না হওয়ায় তদ্দ্বারা স্বপ্নের নিবৃত্তি হইবে না।[১]

নৃসিংহাশ্রম তৃতীয় অনুমানের দ্বারা সাধিত করিয়াছেন যে, শাস্ত্র বা শাস্ত্রজন্যজ্ঞান বন্ধের বিরোধী হইয়া থাকে বা বন্ধের নিবর্তক হয়। অনুমানপ্রয়োগ নিম্নরূপ—

বন্ধো জ্ঞাননির্বর্ত্যঃ
অবিদ্যাত্মকত্বাৎ (মিথ্যাত্বাৎ)
সম্মতবৎ।[২]

ইহার তাৎপর্য—যেমন সম্মত অর্থাৎ উভয়মতসিদ্ধ রজ্জুসর্পাদি বস্তু

১। জাগ্রদ্বোধবদিতি। জাগ্রতি ভয়নিবর্তকরজ্জ্বাদিজ্ঞানবদিত্যর্থঃ, ন তু স্বপ্ননিবর্তকজাগ্রদ্বোধবৎ ইতি। মূলাবিদ্যাকার্যস্য স্বপ্নস্য স্বকারণবিনাশাদেব বিনাশাৎ, জ্ঞানস্য তদ্ধেত্ববিদ্যানিবর্তকস্যৈব তন্নিবর্তকত্বাৎ। অন্যথা তন্ত্বাদিজ্ঞানাৎ পটাদিনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ ইতি ভাবঃ। (ভাবপ্রকাশিকা, ১৭ পৃঃ)

২। ভাবপ্রকাশিকা, ১৭—১৮ পৃঃ

অবিদ্যাত্মক বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাননিবর্ত্য হইয়া থাকে সেইরূপ বন্ধও অবিদ্যাত্মক বা মিথ্যা বলিয়া তাহাও জ্ঞাননিবর্ত্য হইবে।

এই অনুমানেও একটি আপত্তি থাকিয়া যায় যে, বন্ধরূপ পক্ষে অবিদ্যাত্মকত্ব হেতুটি যে বিদ্যমান তাহা কিরূপে জানা গেল? অর্থাৎ বন্ধের অবিদ্যাত্মকত্ব কিরূপে সাধিত হইল? বন্ধের এই অবিদ্যাত্মকত্ব সিদ্ধ করার জন্যই বিবরণকার প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"ননু বন্ধস্য অবিদ্যাত্মকত্বলক্ষণো হেতুরসিদ্ধঃ।"[১] তাহার উত্তরে বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি বলিয়াছেন যে, অধ্যাসের লক্ষণপ্রমাণাদির প্রতিপাদন করিয়া ভাষ্যকার যাবতীয় প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারের অবিদ্যাত্মকত্ব সাধিত করায় বন্ধের অবিদ্যাত্মকত্ব সিদ্ধই হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ অধ্যাস সিদ্ধ হইলে শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এবং অধ্যাসের সিদ্ধির জন্য আবার লক্ষণপ্রমাণাদির সিদ্ধি করিতে হয়। আদিভাষ্যদ্বয়ে[২] অধ্যাসের স্বরূপ, নিমিত্ত এবং ফল[৩] উক্ত হওয়ায় তাহার দ্বারা বিষয় ও প্রয়োজন বলা হইয়াছে। "আহ কোঽয়ম্ অধ্যাসো নাম" ইত্যাদি পরবর্তী ভাষ্যাংশে অধ্যাসের লক্ষণ প্রমাণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাসের লক্ষণ প্রমাণ প্রভৃতির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বিষয়-প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না কিন্তু এই লক্ষণপ্রমাণাদির দ্বারা অধ্যাস সিদ্ধ হইলে সেই অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারা বিষয়-প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, আদিভাষ্যদ্বয় সাক্ষাৎভাবে বিষয়-প্রয়োজন-প্রতিপাদক এবং পরবর্তী অধ্যাস-ভাষ্যাংশ অধ্যাসসিদ্ধি-দ্বারা বা পরম্পরাক্রমে বিষয়-প্রয়োজন-প্রতিপাদক। এইজন্য পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদ অধ্যাসভাষ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;

১। বিবরণ, ২৭ পৃঃ, কলিঃ সং

২। আদিভাষ্যদ্বয়ের প্রথমটি হইল—যুষ্মদস্মৎ ইত্যাদি মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্। দ্বিতীয়টি হইল—তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্………নৈসর্গিকোঽয়ং লোক-ব্যবহারঃ।

৩। অধ্যাসের স্বরূপ—তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস।
অধ্যাসের নিমিত্ত—ইতরেতরাবিবেক বা ভেদাগ্রহ।
অধ্যাসের ফল—ব্যবহার।
এই প্রসঙ্গে অধ্যাসভাষ্যের আদিভাষ্যদ্বয়ের দ্বিতীয়টি বিচার্য।

আদিভাষ্যদ্বয় পরবর্তী ভাষ্যাংশের সহিত পর্যবসিত হইয়া শাস্ত্রের বিষয়-প্রয়োজন প্রতিপাদিত করিয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন।[১]

এখন একটি শাস্ত্ররহস্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। জীব নানাবিধ অনর্থজালের দ্বারা ক্লিষ্ট হয় এবং সেই অনর্থনিবৃত্তি তাহার অভিপ্রেত। এই অনর্থ বা বন্ধ অবিদ্যাত্মক। জীব নিজে সেই অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় অবিদ্যাজন্য বন্ধের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়। সুতরাং জীবের পক্ষে বন্ধক্লেশ দূর করিতে হইলে একমাত্র উপায় হইবে যে, জীব নিজে সেই অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবেন। জীব স্বতঃ অকর্তা অভোক্তা হইলেও অবিদ্যাবশতঃ নিজেকে কর্তা ভোক্তা প্রভৃতি চিন্তা করেন এবং তজ্জন্য নানাবিধ ক্লেশপাশে আবদ্ধ হন। এই অবিদ্যা দূরীভূত হইতে পারে একমাত্র জীবের স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা। রজ্জুবিষয়ক রজ্জাবরক অবিদ্যা যেরূপ একমাত্র রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হয় সেইরূপ জীবস্বরূপাবরক অবিদ্যা দূরীভূত হইতে পারে একমাত্র জীবস্বরূপজ্ঞানের দ্বারা। কিন্তু সূত্রকার অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য যে পথের নির্দেশ দিয়াছেন তাহা হইল—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জীব ব্রহ্মকে জানিবার জন্য বিচার করিবেন। এই সূত্রবাক্যটির সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। নতুবা জীবগত অবিদ্যা কখনও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। ইহা স্বীকার না করিলে সমগ্র শাস্ত্র জরদ্গব-বাক্যের[২] ন্যায় উন্মত্তপ্রলাপ হইয়া পড়িবে।[৩] এইভাবে যেমন

১। যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ ইত্যাদি অহমিদং মমেদম্ ইতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ ইত্যন্তং ভাষ্যম্ অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে ইত্যনেন ভাষ্যেণ পর্যবস্যৎ শাস্ত্রস্য বিষয়ঃ প্রয়োজনং চ অর্থাৎ প্রথমসূত্রেণ সূত্রিতে ইতি প্রতিপাদয়তি। (পঞ্চপাদিকা, ২৪-২৭ পৃঃ, কলিঃ সং)

২। জরদ্গববাক্য বলিতে নিরর্থক অসম্বদ্ধ শব্দরাশিকে বুঝা যায়। এই বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধিও আছে, ইহা তত্ত্বদীপনে উল্লিখিত আছে—

জরদ্গবঃ কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মন্ত্রকাণি।
তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্ রুমায়াং লশুনস্য কোঽর্ঘঃ॥
(তত্ত্বদীপন, ৪৫ পৃঃ, কলিঃ সং)

৩। অতস্তদ্বিরোধপরিহারার্থং ব্রহ্মস্বরূপবিপরীতরূপমবিদ্যানির্মিতমাত্মন ইতি যাবন্ন প্রতিপাদ্যতে, তাবদ্ জরদ্গবাদিবাক্যবদনর্থকং প্রতিভাতি। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমবিদ্যাবিলসিতমব্রহ্মস্বরূপত্বম্ আত্মন ইতি প্রতিপাদয়িতব্যম্।

জীবব্রহ্মৈক্যরূপ শাস্ত্রের বিষয় সিদ্ধ হয় সেইরূপ অনর্থ বা বন্ধের অবিদ্যাত্মকত্ব-সিদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রের প্রয়োজন হইল বন্ধনিবৃত্তি বা অনর্থনিবৃত্তি। বন্ধ অবিদ্যাত্মক বা আধ্যাসিক হইলে জ্ঞানের দ্বারা সেই বন্ধের নিবৃত্তি হইবে এবং তাহাতে শাস্ত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।[১]

পূর্বোক্ত বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, শাস্ত্রের অনুবন্ধ বিষয়প্রয়োজন প্রথমেই জানিতে হইবে। জীবব্রহ্মৈক্য ও অনর্থনিবৃত্তি এই বিষয়-প্রয়োজনের সিদ্ধি করিতে হইলে অধ্যাসসিদ্ধি আবশ্যক। ভাষ্যকার সূত্রাপেক্ষিত সেই বিষয়প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য অধ্যাসভাষ্য বলায় তাহা সূত্রারূঢ়, সুতরাং তাহা ভাষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই বিষয়ে পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা সূত্রস্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতাকেই প্রমাণিত করে। বিষয় ও প্রয়োজন যদি প্রথম সূত্রের দ্বারাই সূচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রথমসূত্রের ব্যাখ্যাতেও এই বিষয় ও প্রয়োজন ভাষ্যকার কর্তৃক উল্লিখিত

১। বিবরণে এবং ভাবপ্রকাশিকায় যে-অনুমানগুলি রহিয়াছে সেই সকল অনুমানই গোবিন্দানন্দ তাঁহার ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকাতে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারাই যে শাস্ত্রের বিষয়-প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সেই আলোচনার সার নির্যাস রত্নপ্রভাতে সামান্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক মনে করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—"তথা হি শাস্ত্রম্ আরব্ধব্যম্, বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ, ভোজনাদিবৎ। শাস্ত্রং প্রয়োজনবৎ, বন্ধনিবর্তক-জ্ঞানহেতুত্বাৎ, রজ্জুরিয়ম্ ইত্যাদিবাক্যবৎ। বন্ধো জ্ঞাননিবর্ত্যঃ, ধ্যস্তত্বাৎ, রজ্জুসর্পবৎ ইতি **প্রয়োজনসিদ্ধিঃ**। এবমর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ জীবগতানর্থ-ভ্রমনিবৃত্তিং ফলং সূত্রয়ন্ জীবব্রহ্মণোরৈক্যং বিষয়মপি অর্থাৎ সূচয়তি, অন্যজ্ঞানাদন্যত্র ভ্রমানিবৃত্তেঃ। জীবো ব্রহ্মাভিন্নঃ, তজ্‌জ্ঞাননিবর্ত্যাধ্যাসাশ্রয়ত্বাৎ। যন্নৈবং তৎ তথা, যথা শুক্ত্যভিন্ন ইদমংশ ইতি **বিষয়সিদ্ধিহেতুরধ্যাসঃ**। ইত্যেবং বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ শাস্ত্রমারম্ভণীয়ম্ ইতি। (রত্নপ্রভা, ৩-৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

এই আলোচনায় গোবিন্দানন্দের উপর নৃসিংহাশ্রমের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গোবিন্দানন্দ তাঁহার রত্নপ্রভা টীকার প্রথমে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত "আশ্রমশ্রীচরণাস্ত" বলিয়া শ্রদ্ধা প্রকট করিয়াছেন।

হওয়া উচিত ছিল—এইরূপ আশঙ্কা পূর্বপক্ষিগণ করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—সূত্রের তাৎপর্যার্থ অধ্যাসভাষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অনন্তর সূত্রস্থ পদগুলির ব্যাখ্যার শেষে ভাষ্যকার পুনরায় স্পষ্টতার জন্য বিষয়-প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিষয়-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা আবশ্যক। "ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ, নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থ-নিবর্হণাৎ। তস্মাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্।" (৭৭-৭৮ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)

অধ্যাসপ্রতিপাদক সূত্র

পূর্বপক্ষিগণ আরও একটি আশঙ্কা করেন যে, অধ্যাস সূত্রকারের অভিপ্রেত হইলে কোনও সূত্রের দ্বারাই স্পষ্টভাবে সূত্রকারকর্তৃক অধ্যাস উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। ৫৫৫-সংখ্যক সূত্রবিশিষ্ট এই বিরাট্ সূত্রগ্রন্থে কুত্রাপি যদি অধ্যাস সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত না হইয়া থাকে তবে তাহা সূত্রকারের অনভিপ্রেত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে পদ্ম-পাদাচার্য বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উৎক্রান্ত্যধিকরণে জীবস্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গে একটি সূত্র প্রণীত হইয়াছে—তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপ-দেশঃ প্রাজ্ঞবৎ (২।৩।২৯) এবং তাহার দ্বারাই অধ্যাস প্রতিপাদিত হইয়াছে।[১]

পূর্বপক্ষী বলেন অধ্যাস যদি প্রথমসূত্রাপেক্ষিত বিষয় ও প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য আবশ্যক হয় তবে অধ্যাসপ্রতিপাদক সূত্রটি সর্বপ্রথম উল্লিখিত হওয়াই সঙ্গত। অথচ প্রাগুক্ত সূত্রটি প্রথম অধ্যায়েও উল্লিখিত হয় নাই, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে অভিহিত হইয়াছে। এই আশঙ্কার সমাধান করিতে গিয়া বিবরণাচার্য বলিয়াছেন, এই শাস্ত্রটি বাদকথারূপে[২] লিখিত হইয়াছে। বাদকথার মূল লক্ষ্য শিষ্যের যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ বা তত্ত্বনির্ণয়। এই বাদ-কথায় বিরুদ্ধবাদীর কূট প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না কিন্তু যে-ভাবে বিষয়ের উপস্থাপন করিলে শিষ্য সহজে অর্থ নির্ণয় করিতে পারে সেই ভাবেই আচার্যগণ শিষ্যের নিকটে উপদেশ করেন। সূত্রকারের নিকট যে প্রক্রিয়ায় তত্ত্ব প্রতিপাদন

১। বক্ষ্যতি চৈতদবিরোধল্লক্ষণে জীবপ্রক্রিয়ায়াং সূত্রকারঃ তদ্গুণসারত্বাদ্ ইত্যাদিনা। (পঞ্চপাদিকা, ৪৫-৪৬ পৃঃ, কলিঃ সং)

২। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই ত্রিবিধ কথার স্বরূপ ও পরস্পরের ভেদ পূর্বে ২০-২১ পৃঃ তে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

অভিপ্রেত ছিল তাহাতে তিনি প্রথমতঃ যাবতীয় বেদান্তবাক্যের এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।[১] এইজন্যই প্রথম অধ্যায় সমন্বয়াধ্যায় নামে পরিচিত। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয় সিদ্ধ হইলে তখন তদ্‌বিষয়ে অন্যান্য বাদিগণের মতের সহিত যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে তাহার নিরসন করা সঙ্গত হয়। এইজন্যই সূত্রকার সমন্বয়াধ্যায়ের পর অবিরোধাধ্যায় নামক দ্বিতীয় অধ্যায় প্রণয়ন করিয়া তাহাতে জীবের অণুত্বাদির প্রশ্নটি আলোচনা করিয়াছেন। অন্যথা প্রথমে সমন্বয় সিদ্ধ না করিয়াই বিরোধের আশঙ্কা ও তাহার সমাধান অসঙ্গত হইয়া পড়ে।[২] বিরোধটি এইভাবে উপস্থিত হয়—আত্মা যদি সত্যই সর্বগত, সুখস্বরূপ হইয়া থাকেন তবে আমরা তাঁহাকে অণু বলিয়া অনুভব করি কেন, সুখী দুঃখী বলিয়া চিন্তা করি কেন? এইভাবে আরও শঙ্কা উপস্থিত হয় যে, নির্গুণ, নির্বিশেষ, অকর্তা, অভোক্তা, অসংসারী আত্মা কিরূপে তদ্‌বিরুদ্ধস্বরূপে প্রতিভাত হইতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—"তদ্‌গুণসারত্বাত্তু..." ইত্যাদি। তৎ-পদের দ্বারা বুদ্ধিকে বুঝান হইয়াছে, তদ্‌গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির গুণ, সার অর্থাৎ প্রধান, ব্যপদেশ শব্দের অর্থ উল্লেখ, প্রাজ্ঞ শব্দের অর্থ পরমাত্মা। এখন সূত্রটির অর্থ দাঁড়ায়—জীবাত্মা বস্তুতঃ সর্বগত বা বিভু হইলেও তাঁহার অণুত্বাদির উল্লেখ যে শাস্ত্রের বহুস্থলে দেখা যায় ইহা জীবের বাস্তব স্বরূপ নয়। অসংসারিত্বাদি জীবের বাস্তব স্বরূপ হইলেও বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া জীবকে সুখী দুঃখী সংসারী প্রভৃতি বলা হয়। বুদ্ধির ধর্ম আত্মাতে আরোপিত হওয়ায় অর্থাৎ আত্মাতে বুদ্ধিধর্মের ধর্মাধ্যাস করার ফলে আত্মাতে অসংসৃষ্ট ধর্মগুলি আত্ম-

---

১। অর্থনির্ণয়প্রধানত্বাদ্ বাদকথালক্ষণায়াং প্রতিপাদনপ্রক্রিয়ায়াং প্রবৃত্তঃ সূত্রকারো নোপোদ্‌ঘাতপ্রক্রিয়ায়াম্ ইতি পরিহরতি, মৈবম্, অর্থবিশেষোপপত্তেরিতি। (বিবরণ, ৪৬ পৃঃ, কলিঃ সং)

২। যদ্যেবম্, এতদেব প্রথমমস্তু, মৈবম্; অর্থবিশেষোপপত্তেঃ। অর্থবিশেষে হি সমন্বয়ে প্রদর্শিতে তদ্‌বিরোধাশঙ্কায়াং তন্নিরাকরণমুপপদ্যতে, অপ্রদর্শিতে পুনঃ সমন্বয়বিশেষে, তদ্‌বিরোধাশঙ্কা তন্নিরাকরণং চ নির্বিষয়ং স্যাৎ। (পঞ্চপাদিকা, ৪৬ পৃঃ, কলিঃ সং)

ধর্ম বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রাজ্ঞ বা পরমাত্মা সম্বন্ধে যেরূপ অধ্যাসবশতঃ তাঁহাকে মনোময় প্রাণশরীর ইত্যাদি বলা হয় সেইরূপ অধ্যাসবশতঃ জীবকেও অণু প্রভৃতি বলা হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, সূত্রকার অধ্যাসবিষয়ক সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

সূত্রকার যে অধ্যাসবিষয়ক একটিমাত্র সূত্রই প্রণয়ন করিয়াছেন এইরূপ নয় কিন্তু অনেকগুলি সূত্রেই অধ্যাস তাৎপর্যতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই অন্তিম সূত্রে অনাবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথম সূত্রে অথপদের দ্বারা মোক্ষেচ্ছা বুঝান হইয়াছে এবং তাহাতে মোক্ষই যে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল বলিয়া সিদ্ধ হয় ইহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। আদ্য ও অন্তিম সূত্রের একবাক্যতা করিলে অর্থ হয়—অনাবৃত্তিরূপ মোক্ষ-ফললাভের জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য। অনাবৃত্তিরূপ মোক্ষই প্রয়োজন বা ফল। এই ফলের উপপত্তির জন্য যে অধ্যাস আবশ্যক ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আদ্যন্ত সূত্রদ্বয়ের একবাক্যতার দ্বারা এইভাবে অধ্যাস সিদ্ধ হইল।

এতদ্ব্যতীত "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।২৩) "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে-র্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ" (১।৪।২০); "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৪); "প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ" (২।৩।৬) এই চারিটি সূত্র সূত্রগ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে বিদ্যমান থাকিয়া একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রতিপাদন করিতেছে। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা আরুণি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"[১] অর্থাৎ তুমি কি আচার্যকে সেই আদেশটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা শুনিলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, যাহা বিচার করিলে অবিচারিত বিষয়ও বিচারিত হইয়া যায় এবং যাহা জানিলে অজ্ঞাত বিষয়ও জ্ঞাত হইয়া যায়? শ্বেতকেতু এই বিষয়টি শিক্ষা না করায় পিতা এই বিষয়টির উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতা কর্তৃক এই বিষয়টিই প্রতিপাদ্য হইল অর্থাৎ এই বিষয়টিই প্রতিজ্ঞারূপে নির্দিষ্ট হইল। অদ্বয়জ্ঞানের দ্বারা সকলবস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারাই প্রতিজ্ঞাবাক্য সিদ্ধ হইবে না কিন্তু প্রতিজ্ঞাতার্থের সিদ্ধির

১। ছাঃ উঃ ৬।১।২-৩

জন্য হেতু উপন্যাস করিতে হয় এবং সেই হেতুটির যে সাধ্যের সহিত ব্যাপ্তি আছে তাহা প্রদর্শনের জন্য উদাহরণও উল্লিখিত করিতে হয়। 'পর্বতো বহ্নিমান্' বলিলেই পর্বতে বহ্নির সিদ্ধি হয় না কিন্তু হেতুবাক্য 'ধূমাৎ' বলিতে হয় এবং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য 'যথা মহানসম্' এই উদাহরণটিও বলিতে হয়। বর্তমান স্থলে একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞা তখনই সিদ্ধ হইবে যখন আত্মাতিরিক্ত সকল বস্তুকে আত্মা হইতে অনন্য বলিয়া প্রমাণিত করা যাইবে। আত্মা হইতে অনাত্মবস্তুর অনন্যত্বই হেতু। মৃদ্‌ঘটাদি দৃষ্টান্ত।[১] যেমন ঘট, শরাব, উদঞ্চন প্রভৃতি যাবতীয় মৃন্ময় কার্যপদার্থ মৃত্তিকা হইতে অনন্য বলিয়া মৃত্তিকাকে জানিলেই ঘট, শরাব প্রভৃতি জানা হইয়া যায় সেইরূপ আকাশাদি পাঁচটি ভূত ও যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আত্মা হইতে উৎপন্ন হওয়ায়[২] আত্মা হইতে অনন্য এবং আত্মাকে জানিলেই যাবতীয় ভূত-ভৌতিক অনাত্মপদার্থ জ্ঞাত হইয়া যাইবে। কার্যবস্তুকে কারণ হইতে অনন্য বলার অর্থ কারণাতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোনও সত্য পদার্থ নাই; তথাপি আমরা যে ঘটাদিকার্যের উল্লেখ করি তাহা নামমাত্র, বাক্যের বিষয়মাত্র। এই ঘট-শরাবাদি নামমাত্রে বিদ্যমান, বিকার বলিয়া কোনও বস্তু নাই, মৃত্তিকাদি কারণকেই সত্য বলিতে হইবে।[৩] এইভাবে আত্মাতিরিক্ত অনাত্মবস্তুগুলি

১। (ক) যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। (ছাঃ উঃ, ৬।১।৪)

(খ) কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্যমন্যদ্বিজ্ঞাতং স্যাৎ? নৈষ দোষঃ, কারণেনানন্যত্বাৎ কার্যস্য। যৎ মন্যসে অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যন্ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্যাৎ, যদ্যন্যৎ কার্যং স্যাৎ, নত্বেবমন্যৎ কারণাৎ কার্যম্। (ছাঃ উঃ, শাঙ্করভাষ্য, ৬২০ পৃঃ)

২। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী। (তৈঃ উঃ ২।১)

এখানে দ্রষ্টব্য যে, আকাশ সাক্ষাৎ ভাবে আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু বায়ু প্রভৃতি অন্যান্য ভূতগুলি পরম্পরায় আত্মা হইতে উৎপন্ন।

৩। কথং তর্হীদং লোকে 'ইদং কারণম্, অয়মস্য বিকারঃ' ইতি? শৃণু,—বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ। কোঽসৌ বিকারঃ? নামধেয়ম্

আত্মার কার্য হওয়ায় তাহাদিগের নামমাত্রই বিদ্যমান আছে, আত্মাতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোনও বস্তু নাই, আত্মাই সত্য।[১] প্রদর্শিতরীতিতে যাবতীয় কার্যের মিথ্যাত্ব বলা হইল এবং সেই মিথ্যা পদার্থগুলি অনারোপিত হইয়া মিথ্যা হইতে পারে না বলিয়া সকল কার্যেরই আত্মাতে আরোপ বা অধ্যাস স্বীকার করিতে হয়।

"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" (২।১।২৮) সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মায়াবী যেরূপ তাহার স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া বহু স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে সেইরূপ এক আত্মা বা ব্রহ্মের পক্ষেও স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া বিচিত্র বহুস্বরূপ গ্রহণ করা অবিরুদ্ধ। ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপটিই যথার্থ, অন্যগুলি কাল্পনিক, আরোপিত, অধ্যস্ত। এই সূত্রেও অধ্যাস স্বীকৃত।

"আভাস এব চ" (২।৩।৫০) সূত্রের তাৎপর্য—জলসূর্যকাদির মত জীবকে পরমাত্মার আভাস বলিয়া জানিতে হইবে। একটি জলসূর্যকের কম্পন হইলে যেমন অন্য জলসূর্যকের কম্পন হয় না সেইরূপ একটি জীবের কর্মফল লাভ হইলে অন্যজীবে তাহা যাইতে পারে না। এই সূত্রটিতে স্পষ্টতঃ প্রতিবিম্বাধ্যাস উল্লিখিত হইয়াছে।

"অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ" (৩।২।১৮) সূত্রের প্রতিপাদ্য—আত্মা স্বরূপতঃ নির্বিশেষ হইলেও উপাধিবশতঃ আত্মাকে সবিশেষ বলিয়া মনে হয়। এই স্থলে একটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যে, সূর্য অচঞ্চল হইলেও যেরূপ জলে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহার ঔপাধিক চাঞ্চল্য হয় সেইরূপ আত্মারও ঔপাধিক সবিশেষত্ব ঘটে। পূর্ববৎ এই সূত্রেও প্রতিবিম্বাধ্যাস উল্লিখিত হইয়াছে।

নামৈব নামধেয়ং, স্বার্থে ধেয়ট্‌প্রত্যয়ঃ। বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি। (ছাঃ উঃ, শাঙ্করভাষ্য, ৬।১।৪)

১। সর্বস্য সদ্‌বিকারত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ তেন বিজ্ঞাতেন তদপি বিজ্ঞাতমেব স্যাৎ, সন্মাত্রং তু পরমার্থসত্যং পরিশিষ্টং ভবতি ইত্যর্থঃ। উক্তন্যায়েনৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানশ্রুতিরবিরুদ্ধেতি উপসংহরতি। (ছাঃ উঃ ৬।৪।৪, আনন্দগিরি)

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে মঙ্গলাচরণ করা হয় নাই—পূর্বপক্ষ

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনাকালে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য সূত্রের আক্ষরিক ব্যাখ্যার পূর্বে সূত্রসূচিত অধ্যাসকেই প্রথমতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা পূর্ববর্তী আলোচনাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রটিতে অথশব্দ বিদ্যমান থাকায় সেই অথশব্দের দ্বারা যেমন আনন্তর্য অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেইরূপ অথশব্দের উচ্চারণের দ্বারাই অর্থান্তরপ্রযুক্ত শঙ্খাদিধ্বনির ন্যায় মঙ্গলও সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য মঙ্গলাচরণ করেন নাই। তিনি যদি প্রথমেই অথশব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেন তাহা হইলে সূত্রব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিনাপ্রযত্নেই মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হইয়া যাইত। এইজন্য পূর্বপক্ষিগণ বলেন যে, যুষ্মদস্মদিত্যাদি অধ্যাসভাষ্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ বিহিত না হওয়ায় এই ভাষ্যগ্রন্থে ভাষ্যকার শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়াছেন। অতএব শঙ্করপ্রণীত ভাষ্যগ্রন্থ শিষ্টজনকর্তৃক অধীত, অধ্যাপিত ও ব্যাখ্যাত হওয়ার অযোগ্য।

পূর্বপক্ষিগণ তাঁহাদিগের যুক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য মঙ্গলাচরণের আবশ্যকতা উপপাদিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সকল শিষ্ট গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। এই মঙ্গলাচরণ কায়িক, বাচিক, মানসিক এই তিনটির যে-কোনও এক প্রকারে হইতে পারে। লোকে ইষ্টদেবতার নমস্কার করিয়া থাকে, ইহা কায়িক মঙ্গলাচরণ; অথ-বৃদ্ধি প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ বাচিক মঙ্গলাচরণ; দধ্যাদিদর্শন মানস মঙ্গলাচরণ। অথবা দধ্যাদিদর্শনে ইন্দ্রিয়ব্যাপার বিদ্যমান থাকায় তাহাকে কায়িক এবং নমস্কার মনঃপ্রবণতাস্বরূপ হওয়ায় তাহাকে মানস মঙ্গলাচরণ বলা যায়।[১]

১। (ক) ননু চ—গ্রন্থকরণাদিকার্যারম্ভে কার্যানুরূপমিষ্টদেবতাপূজানমস্কারেণ বুদ্ধিসন্নিধাপিতাথবৃদ্ধ্যাদিশব্দৈর্দধ্যাদিদর্শনেন বা কৃতমঙ্গলাঃ শিষ্টাঃ প্রবর্তন্তে। (পঞ্চপাদিকা, ৪৬ পৃঃ, কলিঃ সং)

(খ) কার্যব্যক্তীনাং কায়িকবাচিকমানসভেদেন ত্রিরাশীকর্তুং শক্যত্বাৎ কায়িককার্যারম্ভে ইষ্টদেবতানমস্কারাদিলক্ষণং, বাচিকারম্ভে অথবৃদ্ধ্যাদিশব্দপ্রয়োগলক্ষণং, মানসারম্ভে দধ্যাদিদর্শনলক্ষণম্, অথ বা কায়িকে দধ্যাদিদর্শনরূপং, মানসে মনঃপ্রবণতাত্মকনমস্কাররূপমিতি নিয়মসম্ভবাৎ কার্যানুরূপং মঙ্গলাচরণং কর্তুং শক্যমিত্যাহ—ইষ্টদেবতেতি। (তাৎপর্যার্থদ্যোতনী, ১৫ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

পূর্বপক্ষী আরও প্রদর্শন করেন যে, মঙ্গলাচরণকে অনাবশ্যক বলিয়া মনে করা যায় না। শিষ্টাচার অবশ্যই অনুকরণীয় কিন্তু শিষ্টের যে-কোনও আচার অনুকরণীয় হইতে পারে না। শিষ্টগণ যে নিষ্ঠীবনাদি কাজ করিয়া থাকেন তাহার অনুকরণ না করিলেও শিষ্টকর্তৃক যাহা ধর্ম বলিয়া অনুষ্ঠীয়মান হয় তাহা অনুকরণের যোগ্য এবং তাহা অনুষ্ঠেয়।[১] পূর্বপক্ষী আরও বলেন যে, মঙ্গলাচরণের সপ্রয়োজনত্ব সকলেই স্বীকার করেন। মঙ্গলাচরণ করিলেও কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই এবং মঙ্গলাচরণ না করিলেও নাস্তিকগণের গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ায় মঙ্গলাচরণের ফল গ্রন্থসমাপ্তি বা বিঘ্ননাশ এরূপ অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক বটে কিন্তু সেই স্থলে ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, মঙ্গলাচরণের দ্বারা বিঘ্ননাশ হইলেও যাবতীয় বিঘ্নের নাশ হয় নাই। বিঘ্নের বাহুল্যবশতঃ স্বল্পপরিমাণ মঙ্গলাচরণ যাবতীয় বিঘ্ন নাশ করিতে পারে নাই এবং তজ্জন্যই কয়েকটি বিঘ্ন অবশিষ্ট থাকায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে নাই। নাস্তিকগণের গ্রন্থসমাপ্তির স্থলে বলা যায় যে, তাঁহারা পূর্বজন্মে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন অথবা তাঁহাদের বিঘ্ন ছিলই না।[২] আর যাঁহারা নাস্তিক না হইয়াও মঙ্গলাচরণ করেন নাই অথচ গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের ক্ষেত্রে কায়িক-মানসিক মঙ্গলাচরণ সম্পাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে। অবশ্য এই স্থলেও জন্মান্তরীয় মঙ্গলকে বিঘ্ননাশের হেতু বলিতে বাধা নাই।

১। নন্থ শিষ্টানাং নিষ্ঠীবনাদিপ্রবৃত্তিঃ কিমন্তেনানুসরণীয়েতি? নেত্যাহ—শিষ্টাচারশ্চ নঃ প্রমাণমিতি। আচারঃ ধর্মঃ ইত্যেবানুষ্ঠীয়মানং কর্ম। প্রমাণম্ কর্তব্যমিত্যর্থঃ। (পঞ্চপাদিকা, ৪৬-৪৭ পৃঃ, কলিঃ সং)

২। (ক) নাস্তিকাদিকৃতগ্রন্থেষু জন্মান্তরীয়মঙ্গলজন্যদুরিতধ্বংসঃ স্বতঃসিদ্ধ-বিঘ্নাত্যন্তাভাবো বাস্তীতি ন ব্যভিচার ইত্যাহুঃ। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ৭ পৃঃ, কুঞ্জবিহারী সম্পাদিত)

(খ) মঙ্গলাচরণেনাপি ক্বচিদপরিসমাপ্তিদর্শনাৎ ক্বচিন্মঙ্গলাচরণ-মন্তরেণাপি পরিসমাপ্তিদৃষ্টেস্তদপ্রযোজকমিতি শঙ্কতে—নন্থ প্রয়োজনেতি। যত্রাপরিসমাপ্তিঃ, তত্র প্রতিবন্ধবাহুল্যম্, যত্র মঙ্গলাচরণং বিনাপি পরিসমাপ্তিঃ, তত্র গ্রন্থাদ্বহির্মঙ্গলাচরণং কৃতমিতি নিশ্চীয়ত ইতি। (তত্ত্বদীপন, ৪৭ পৃঃ, কলিঃ সং)

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিঘ্ন না-ও থাকিতে পারে, বিঘ্ন সকল সময়ে বিদ্যমান থাকিবেই এরূপ নয় সুতরাং বিঘ্নাভাবদশায় মঙ্গলাচরণ নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে মঙ্গলাচরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় যে, মোক্ষরূপ পরমফল লাভ করিতে গেলে বিঘ্ন অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। অতি সাধারণ জীবনধারণোপযোগী কার্য সম্পন্ন করিতে গেলে বহু বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, আর নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষরূপ পরমপ্রয়োজনের সিদ্ধিতে বিঘ্ন নিশ্চয়ই আসিবে। ইহা লোকপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে—'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' অর্থাৎ শ্রেয়স্কর কার্য বহুবিঘ্নসঙ্কুল।[১] এই লোকপ্রসিদ্ধি নির্মূলও হইতে পারে সুতরাং এই লোকপ্রসিদ্ধির দ্বারা বিঘ্নের সম্ভাবনামাত্র হইলেও বিঘ্ননিশ্চয় হয় না। অতএব বিঘ্নসত্তার প্রমাণ হিসাবে শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইতেছে—"তস্মাদ্ এষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ।"[২] ইহার তাৎপর্য—মনুষ্যগণ ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের কামনায় দেবতাদিগের পূজা করেন এবং যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যিনি আত্মবিদ্যা লাভ করিবেন তিনি আর দেবতার স্তুতি করিবেন না যেহেতু তাঁহার আর কোনও প্রাপ্তব্য অবশিষ্ট থাকিবে না। ইহা দেবতাদিগের নিকট প্রিয় নয় যেহেতু মনুষ্য মোক্ষ লাভ করিলে দেবতাগণ আর তাঁহাদের নিকট হইতে হবিঃ পাইবেন না। যাঁহার যাহা প্রিয় নয় তিনি তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন।[৩] সুতরাং বিঘ্ন নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান থাকায় বিঘ্ননাশের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ কর্তব্য। মঙ্গলাচরণ এইজন্যই শিষ্টাচার বলিয়া স্বীকৃত

১। মহতি চ নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনে গ্রন্থম্ আরভমাণস্য বিঘ্নবাহুল্যং সম্ভাব্যতে। প্রসিদ্ধং চ—শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি ইতি। (পঞ্চপাদিকা, ৪৭ পৃঃ কলিঃ সং)

২। বৃঃ উঃ ১।৪।১০

৩। (ক) ননু লোকপ্রসিদ্ধিঃ নির্মূলা ন বিঘ্ননিশ্চয়হেতুঃ ইত্যত আহ বিজ্ঞায়তে চেতি। (বিবরণ, ৪৭ পৃঃ, কলিঃ সং)

(খ) বিজ্ঞায়তে চ—তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ ইতি। যেষাং চ যন্ন প্রিয়ং তে তদ্ বিঘ্নন্তি ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। (পঞ্চপাদিকা, ৪৭ পৃঃ, কলিঃ সং)

হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য শিষ্টাচার লঙ্ঘন করায় তদ্রচিত ভাষ্য অধীত, অধ্যাপিত ও ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।[১]

মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে—সিদ্ধান্ত

বিবরণাচার্য প্রকাশাত্মযতি বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার শিষ্টাচার প্রতিপালনের জন্য এবং বিঘ্ননাশের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট দেবতাস্মরণরূপ মানস মঙ্গলাচরণ অবশ্যই করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণ যে স্মৃতিপ্রমাণসিদ্ধ তাহা প্রদর্শন করার জন্য প্রকাশাত্মযতি নিম্নলিখিত স্মৃতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

সর্বদা সর্বকার্যেষু নাস্তি তেষামমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥[২]

ভাষ্যকার মানস মঙ্গলাচরণ করিলেও তাহা সন্দিগ্ধ যেহেতু মানস মঙ্গলাচরণ করিলে এবং শব্দের দ্বারা তাহা প্রকাশিত না হইলে অপর ব্যক্তির পক্ষে তাহা অবগত হওয়া অসম্ভব। এইজন্য পদ্মপাদাচার্য বাচিক মঙ্গলাচরণের স্বপক্ষে প্রারম্ভিক ভাষ্যাংশের নির্দেশ করিতেছেন। 'যুষ্মদস্মদ্' ইত্যাদি 'তদ্ধর্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিঃ' ইত্যন্ত ভাষ্যাংশের দ্বারাই বাচিক মঙ্গলাচরণ সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া পদ্মপাদাচার্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[৩] এই ভাষ্যাংশের দ্বারা যে-অর্থটি প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা হইল—সর্বোপপ্লবরহিত বিজ্ঞানঘন প্রত্যগর্থ। ভাষ্যগত কোন্ শব্দবিশেষের দ্বারা এই এক একটি অর্থবিশেষ লাভ করা যায় তাহা টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। ইহা সত্য যে, ভাষ্যগত কোনও শব্দই সাক্ষাৎভাবে ঐ অর্থগুলি প্রতিপাদন করিতে পারে না। 'যুষ্মৎ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ তুমি, এইস্থলে ইহা। 'অস্মৎ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ আমি। 'বিষয়ী' শব্দের অর্থ জ্ঞান, 'বিষয়' বলিতে জ্ঞানের বিষয়। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে পদ্মপাদোক্ত ঐ অর্থবিশেষ লাভ করা যায় না। এইজন্যই বলিতে হয় যে, আলোচ্যস্থলে আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা হয় নাই এবং

১। তৎ কথমুল্লঙ্ঘ্য শিষ্টাচারমকৃতমঙ্গল এব বিস্রব্ধং ভাষ্যকারঃ প্রববৃতে? (পঞ্চপাদিকা, ৪৭-৪৮ পৃঃ, কলিঃ সং)

২। বিবরণ, ৪৭ পৃঃ, কলিঃ সং

৩। অত্রোচ্যতে—যুষ্মদস্মদ্ ইত্যাদি তদ্ধর্মাণামপি সুতরাম্ ইতরেতর-ভাবানুপপত্তিরিত্যন্তম্ এব ভাষ্যম্। (পঞ্চপাদিকা, ৪৮ পৃঃ, কলিঃ সং)

আক্ষরিক অর্থের দ্বারা মঙ্গল অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিজ্ঞানাত্মন্ তাঁহার তাৎপর্যার্থদ্যোতনী নামক পঞ্চপাদিকার টীকায় বলিয়াছেন যে, ব্যাখ্যা দুইভাবে হইতে পারে। প্রত্যেকটি অপ্রসিদ্ধার্থ শব্দের প্রসিদ্ধার্থক শব্দের দ্বারা অর্থ উল্লেখ করা এক প্রকার ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যেয় পদগুলির ফলিতার্থ প্রদর্শন অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে।[1] এইস্থলে ফলিতার্থপ্রদর্শনরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইয়াছে।

'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' এই সমাসবদ্ধ পদের 'যুষ্মৎ' পদটির অর্থ বুঝিতে হইলে এই বাক্যের অন্যান্য পদগুলির আনুকূল্যে অর্থ নিষ্পাদিত করিতে হইবে। এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচর অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি এবং অস্মৎপ্রত্যয়গোচর আত্মা পরস্পর তমঃ ও প্রকাশের ন্যায় অত্যন্ত ভিন্ন। সুতরাং যুষ্মৎপদের দ্বারা বিবেকী ব্যক্তি অস্মদ্‌বিপরীত বা চৈতন্যবিপরীত দেহ, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার প্রভৃতিকে আত্মা হইতে অত্যন্তঃ পৃথক্‌রূপে জানিতে পারেন। এই আত্মাতে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম বিদ্যমান না থাকিলেও মানুষ আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ বিপর্যয় (উপপ্লব) করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা সর্বোপপ্লবরহিত এই অর্থই যুষ্মৎপদের দ্বারা লব্ধ হয়।[2]

অস্মৎপদের অর্থ প্রত্যক্‌স্বরূপ আত্মা। যুষ্মৎপদবাচ্য অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি অশক্যনির্বচনীয়; দেহেন্দ্রিয়াদিকে সৎ, অসৎ, সদসৎ বলা যায় না বলিয়া তাহার নির্বচন করিতে পারা যায় না। এইজন্য দেহেন্দ্রিয়াদি অশক্যনির্বচনীয় বা অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় অনাত্মা হইতে আত্মা প্রতিকূলরূপে প্রকাশমান হন বলিয়া আত্মা প্রতীপম্ অঞ্চতি বা প্রত্যক্।[3] প্রত্যক্‌স্বরূপ

১। ব্যাখ্যাপ্রকারো দ্বিবিধঃ—ব্যাখ্যেয়পদেন ফলিতার্থপ্রদর্শনম্, অপ্রসিদ্ধার্থপদস্য প্রসিদ্ধার্থপদেন অর্থাভিধানং চেতি। (তাৎপর্যার্থদ্যোতনী, ১৭ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

২। যুষ্মৎপদেন ফলিতার্থমাহ—সর্বোপপ্লবরহিতত্বমিতি। যুষ্মৎ ইত্যহঙ্কারস্য বিবেচনাৎ উপপ্লবরহিত আত্মা, তদ্‌বিবেচনদ্বারেণ কর্তৃত্বাদিধর্মবিবেচনাৎ সর্বোপপ্লবরহিতঃ। (ঐ)

৩। প্রত্যগাত্মা অশক্যনির্বচনীয়েভ্যঃ দেহেন্দ্রিয়াদিভ্য আত্মানং প্রতীপং নির্বচনীয়মঞ্চতি জানাতি ইতি প্রত্যঙ্, স চাত্মা ইতি প্রত্যগাত্মা। (ভামতী, ৩৭ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং)

আত্মা অর্থনীয় বা প্রার্থনীয় বলিয়াই তাহা অর্থ। সুতরাং অস্মৎপদের দ্বারা প্রত্যগর্থ আত্মাকে বুঝিতে পারা যায়।[১]

বিষয়বিষয়ী শব্দটি হইতে 'বিজ্ঞানঘন' অর্থ জানিতে পারা যায়। জড়স্বভাব অনাত্মা বিষয় এবং জ্ঞান বিষয়ী। প্রত্যগাত্মা যে জড়স্বরূপ নয় কিন্তু প্রকাশস্বভাব তাহা বুঝাইবার জন্য জ্ঞানপদটি প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার পদ্মপাদ "সর্বোপপ্লবরহিতঃ জ্ঞানং প্রত্যগর্থঃ" বলেন নাই যেহেতু তাহাতে স্বমতটি যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় না। অনেকে জ্ঞানকে নিত্যানুমেয় বলিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানকে পরপ্রকাশ স্বীকার করেন; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলিয়া অঙ্গীকার করায় পূর্বোক্ত দার্শনিকগণ অপেক্ষা অদ্বৈতমতের পার্থক্যটিকে সুপরিস্ফুট করার জন্য বিজ্ঞান বা বিস্পষ্ট জ্ঞান বলা হইয়াছে। ঘন পদটিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বিজ্ঞান বলিলেও আত্মাকে জ্ঞানাজ্ঞানোভয়াত্মক বলিয়া যদি কেহ মনে করেন তবে তাহা অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত হইবে না; এইজন্য বিজ্ঞানৈকস্বভাব বা বিজ্ঞানঘন বলা হইয়াছে। 'জড়বোধাত্মকং ভাট্টাঃ' অর্থাৎ ভাট্টগণ আত্মাকে প্রকাশস্বভাব ও অপ্রকাশস্বভাব উভয়স্বরূপ মনে করেন। আত্মা খদ্যোতবৎ কিঞ্চিৎ জড়স্বভাব হইলে আত্মার বিষয়ত্বও হইয়া পড়ে। তাহার নিষেধের জন্য 'ঘন' পদটি সার্থক হইয়াছে। এইভাবে বিষয়ী আত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হইলে তদিতর সকল বস্তুই বিষয়কোটিপ্রবিষ্ট হইবে বুঝিতে পারা যায়।[২]

যাহা হউক, যুষ্মৎ, অস্মৎ, বিষয়বিষয়ী পদগুলির দ্বারা সর্বোপপ্লবরহিত বিজ্ঞানঘন প্রত্যগর্থ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলে তাহা শ্রেষ্ঠ মঙ্গলাচরণ বলিয়া

১। দেহাদিষু পরাগ্‌ভাবেন তর্কতো বিবিচ্যমানেষু প্রাতিলোম্যেন অঞ্চন্ ইব উপলভ্যত ইতি প্রত্যক্। স এব অর্থ্যত ইত্যর্থঃ। বিবেকিভিঃ প্রত্যক্‌ত্বেন গম্যত ইতি যাবৎ। (তাৎপর্যার্থদ্যোতনী, ১৮ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

২। জড়স্বভাবস্য আত্মনো বিষয়ত্বং কেচিদ্ ঊচিরে। তন্নিরাকরোতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানস্বভাবস্য আত্মনো নিত্যানুমেয়ত্বম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ। তন্নিরাকরোতি—বিজ্ঞানেতি। বিস্পষ্টং জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ। দ্রব্যবোধস্বভাবস্যাত্মনঃ বিষয়ত্বম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি ভাট্টাঃ। তন্নিরাকরোতি—ঘন ইতি। বিষয়ীতি। বিষয়িশব্দার্থনির্ণয়েন ইতরৎ সর্বং বিষয়কোটিনিক্ষিপ্তম্ ইত্যর্থাৎ ব্যাখ্যাতম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্। (তাৎপর্যার্থদ্যোতনী, ১৭-১৮ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

পরিগৃহীত হইবে। সুতরাং ভাষ্যকার তাঁহার প্রারম্ভিক ভাষ্যাংশে এই সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল অনুষ্ঠিত করায় পূর্বপক্ষিগণের আক্ষেপের সমাধান করা হইল।[১]

এখন পূর্বপক্ষী পুনরায় একটি শঙ্কা করেন যে, পূর্বোক্ত ভাষ্যগ্রন্থটি মঙ্গলাচরণের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয় নাই। ঐ ভাষ্যাংশে প্রতিপাদন করিতে চাওয়া হইয়াছে যে, আত্মা যথার্থতঃ সর্বোপপ্লবরহিত বিজ্ঞানঘন প্রত্যগর্থ হইলেও সেই আত্মার অসংখ্যোপপ্লবযুক্তত্ব, জ্ঞেয়স্বরূপত্ব, পরাগ্‌রূপত্ব প্রভৃতি প্রতিভাসমান হইয়া থাকে এবং তাহা মিথ্যা। সুতরাং আত্মার বিপরীতস্বরূপে অবভাসের মিথ্যাত্ব প্রদর্শনের জন্য উল্লিখিত ভাষ্য কিরূপে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন সাধিত করিবে?[২] সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলেন—এই পরা দেবতা বা পরমাত্মার স্বরূপ কীর্তনের জন্য এই ভাষ্যাংশ পঠিত না হইলেও এই পরমাত্মস্বরূপটি অবশ্যই এই ভাষ্যাংশের রচনাকালে ও অধ্যয়নকালে অনুস্মৃত হইয়া থাকে। অন্য প্রয়োজন সাধিত করিবার জন্য এই তত্ত্বের স্মরণ করিলেও তত্ত্বটি যখন স্মৃত হয় তখন তাহা স্বোচিত ফল অবশ্যই প্রদান করিবে। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক হস্ত দ্বারা অগ্নি স্পর্শ করে তবে তাহার হস্ত যেরূপ দগ্ধ হয় সেইরূপ অনিচ্ছাপূর্বক অগ্নি স্পর্শ করিলেও হস্ত-দাহ অবশ্যই ঘটিবে। বর্তমান স্থলেও পরমাত্মার স্মরণ পরমাত্মার স্মরণের উদ্দেশ্যে কৃত না হইলেও পরমাত্মস্মরণের ফল নিশ্চয়ই লব্ধ হইবে। এই প্রসঙ্গে টীকাকার অখণ্ডানন্দ একটি স্মৃতিবাক্যও উদ্ধৃত করেন—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥

বিবরণাচার্য অপর একটি লৌকিক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি কেহ ধূম উৎপাদিত করিতে চান তবে তাঁহাকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। এই অগ্নি ধূমার্থ নিষ্পাদিত হইলেও তাহা তৃণাদিকে দগ্ধ করিবেই। সেইরূপ

১। সর্বোপপ্লবরহিত ইতি যুষ্মচ্ছব্দেন ফলিতমর্থম্ আহ। বিজ্ঞানঘন ইতি বিষয়বিষয়িশব্দাভ্যাং ফলিতম্। প্রত্যগর্থ ইতি অস্মচ্ছব্দেন ফলিতম্। অতোঽস্য যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ বিষয়বিষয়িণোঃ ইতি পদদ্বয়ার্থত্বাৎ পদদ্বয়মেবাত্র প্রমাণত্বেন উক্তম্। (প্রবোধপরিশোধিনী, ১৬ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

২। তৎ কথংচন পরমার্থত এবস্তুতে বস্তুনি রূপান্তরবদ্ অবভাসঃ মিথ্যেতি কথয়িতুম্। (পঞ্চপাদিকা, ৪৮ পৃঃ, কলিঃ সং)

পরমাত্মার বিপরীতস্বরূপপ্রতিভাসের মিথ্যাত্ব প্রদর্শনের জন্য পূর্বোক্ত ভাষ্যপঙ্‌ক্তিটি উল্লিখিত হইলেও তদ্দ্বারা পরমাত্মার স্মরণরূপ মঙ্গল আচরিত হইবেই।[১]

প্রাগুক্ত বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য অন্যপ্রয়োজনে পরমাত্মস্মরণ করিলেও প্রারম্ভিক ভাষ্যাংশে পরমাত্মার স্মরণ বিদ্যমান থাকায় তদ্দ্বারা মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হইয়াই গিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থকার কোনও একজন দেবতার স্মরণ করেন কিন্তু ভাষ্যকার পরা দেবতা পরমাত্মার স্মরণ করায় তাঁহার অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হয় এবং এইজন্য তিনি শিষ্টাচার পরিপালনে সকলের অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার রচিত ভাষ্য অধীত, অধ্যাপিত ও ব্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য।

অন্ধকারের ভাবরূপত্ব

অদ্বৈতবাদী অন্ধকারের ভাবরূপত্ব সাধন করিয়া থাকেন। অন্যান্য দার্শনিক অন্ধকারকে অভাবরূপ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেও অদ্বৈতবাদে অন্ধকারের অভাবরূপত্ব স্বীকৃত হইলে প্রথমতঃ অবিদ্যানুমান সিদ্ধ হয় না, দ্বিতীয়তঃ আত্মা এবং অনাত্মার ইতরেতরাধ্যাসপ্রতিপাদক অনুমানটিও সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতবাদী আচার্য প্রকাশাত্মযতি অবিদ্যার ভাবরূপত্বের অনুমানটিকে সিদ্ধ করার জন্য 'অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবৎ' দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অবিদ্যানুমানের পক্ষ প্রমাণজ্ঞান এবং হেতু অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব। ঐ অনুমানের সাধ্যপদটি এরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যাহাতে অভাববিলক্ষণ কোনও বস্তুর নিবর্তকত্ব

১। (ক) তদন্যপরাদেব ভাষ্যবাক্যাৎ নিরস্তসমস্তোপপ্লবং চৈতন্যৈকতানম্ আত্মানং প্রতিপদ্যমানস্য কুতো বিঘ্নোপপ্লবসম্ভবঃ ? (ঐ)

(খ) ননু নেহ বিশুদ্ধাত্মতত্ত্বদেবতা অনুস্মর্যতে, কিন্তু অধ্যাসাভাবো বর্ণ্যত ইতি ; সত্যম্, তাদর্থ্যেন তত্ত্বমপি অনুস্মর্যত ইত্যাহ—তৎ কথংচনেতি। ননু অন্যপরত্বাদ্ দেবতানুস্মৃতিরবিবক্ষিতা ন কার্যকরী ইতি, নেত্যাহ—তদন্যপরাদেব ইতি। অন্যার্থমপি দেবতানুস্মরণং স্বভাবাদেব বিঘ্নোপপ্লবং ধক্ষ্যতি, ধূমার্থ ইব বহ্নিস্তৃণাদিকম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। (বিবরণ, ৪৮ পৃঃ, কলিঃ সং)

বুঝিতে পারা যায়।[১] অবিদ্যানুমানের তাৎপর্য এই—অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা যেরূপ অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হইয়া ভাবরূপ বা অভাববিলক্ষণ অন্ধকারের নিবৃত্তি ঘটাইয়া থাকে সেইরূপ প্রমাণজ্ঞানও অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হওয়ায় ভাবরূপ বা অভাববিলক্ষণ কোনও পদার্থের নিবৃত্তি সাধন করিবে। প্রমাণজ্ঞান যে-ভাবরূপপদার্থকে নিবৃত্ত করিল সেই জ্ঞাননিবর্ত্য ভাবরূপ পদার্থই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এইভাবে বিবরণাচার্য অবিদ্যার ভাবরূপত্ব বা অভাববিলক্ষণত্ব প্রমাণিত করিলেন। এখন প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা যদি অভাবরূপ অন্ধকারের নিবৃত্তি সম্পাদিত করে তবে প্রমাণজ্ঞানও কোনও অভাবরূপ পদার্থেরই নিবৃত্তি করিবে। ফলে ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি হইবে না। এইজন্যই বিবরণাচার্য বক্ষ্যমাণ অবিদ্যানুমানের দৃষ্টান্তটি যাহাতে সাধ্যবিকল না হয় সেই উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্ণেই অন্ধকারের ভাবরূপত্ব সাধন করিয়াছেন।

অন্ধকারের ভাবরূপত্ব সাধনের অপর একটি প্রয়োজনও প্রদর্শিত হইতেছে। 'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' ইত্যাদি বাক্যে আত্মা এবং অনাত্মার ইতরেতরাধ্যাসের অভাব প্রতিপাদনের জন্য যে-অনুমানটি অভিপ্রেত তাহা তত্ত্বদীপনকার নিম্নরূপে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন—আত্মানাত্মানৌ, ন বস্তুত ইতরেতরভূতৌ ইতরেতর-ভাবাযোগ্যত্বাৎ, তমঃপ্রকাশবৎ।[২] এই অনুমানের দৃষ্টান্ত তমঃপ্রকাশ এবং পক্ষ আত্মা ও অনাত্মা। পক্ষ আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই ভাবপদার্থ কিন্তু দৃষ্টান্ত তমঃ ও প্রকাশের মধ্যে তমঃকে অভাব বলিয়া ধরিলে দৃষ্টান্তে ভাবাভাবত্ব রহিয়াছে। এই ভাবাভাবত্বধর্ম দৃষ্টান্তে বিদ্যমান থাকায় এবং পক্ষে বিদ্যমান না থাকায় ইহাই এই অনুমানের উপাধি বলিয়া গণ্য হইবে।[৩] অনুমানে উপাধি থাকিলে অনুমানটি দুষ্ট বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়। এই দোষের পরিহারের জন্য অদ্বৈতবাদী

১। বিবাদগোচরাপন্নং প্রমাণজ্ঞানম্, স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্বকং ভবিতুমর্হতি, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবদিতি। (বিবরণ, ১০০-১০২ পৃঃ, কলিঃ সং)

২। তত্ত্বদীপন, ৫৩ পৃঃ

৩। যাহা সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক তাহাকে উপাধি বলা হয়। কোনও অনুমানে উপাধি থাকিলে সেই অনুমানটি দুষ্ট বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। এইজন্যই বাদী কোনও অনুমান প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদী সেই অনুমানে

উপাধি উদ্ভাবন করিয়া অনুমানের দুষ্টত্ব প্রতিপাদন করেন। সদ্ধেতুক অনুমানে কোনও উপাধি প্রদর্শন করা যায় না, অসদ্ধেতুক অনুমানেই উপাধি প্রদর্শিত হইতে পারে। পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ যথা মহানসম্—ইহা একটি অসদ্ধেতুক অনুমান। এই অনুমানের উপাধি হইল আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি। উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়া থাকে ; আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নিও আলোচ্য অনুমানের সাধ্য ধূম অপেক্ষা ব্যাপক যেহেতু যেখানে ধূম আছে সেখানেই আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি আছে। উপাধি হেতুর অব্যাপক হইয়া থাকে ; আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নিও আলোচ্য অনুমানের হেতু বহ্নির তুলনায় অব্যাপক হইয়াছে যেহেতু বহ্নি থাকিলেই আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি থাকিবে এরূপ বলা যায় না। যদি বহ্নি থাকিলেই আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি থাকিত তাহা হইলে আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি বহ্নির ব্যাপক হইত। পর্বত, গোষ্ঠ, মহানসাদিতে বহ্নিও আছে এবং আর্দ্রেন্ধন-সংযুক্তবহ্নিও রহিয়াছে কিন্তু অয়োগোলক, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে বহ্নি থাকিলেও আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি না থাকায় আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি বহ্নির ব্যাপক হইতে পারিল না অর্থাৎ অব্যাপক হইল। এইভাবে আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নি উপাধিলক্ষণ-যুক্ত বলিয়া প্রদর্শিত অনুমানে উপাধি বিদ্যমান থাকায় অনুমানটি দোষযুক্ত।

উপাধি উদ্ভাবনের দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হয় যে, হেতুটি সাধ্যব্যভিচারী। সাধ্যের ব্যাপক উপাধি যদি হেতুর অব্যাপক হয় তাহা হইলে সাধ্য হেতুর অব্যাপক হইবে। অনুমানটি সদ্ধেতুক হইতে গেলে সাধ্য অপেক্ষা হেতুটি ব্যাপ্য হইবে এবং হেতু অপেক্ষা সাধ্য ব্যাপক হইবে। কিন্তু উপাধিস্থলে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়াও যদি হেতুর ব্যাপক হইতে না পারে তবে উপাধির ব্যাপ্য সাধ্য কিরূপে হেতুর ব্যাপক হইবে ? এইভাবে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে হেতুর ব্যাপ্যত্ব ও সাধ্যের ব্যাপকত্ব বিদ্যমান না থাকায় ঐ হেতুর দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হইতে পারে না। এই কথাটি তার্কিকগণের ভাষায় নিম্নরূপে লিখিত হইতে পারে—

অয়ং হেতুঃ সাধ্যব্যভিচারী,
সাধ্যব্যাপকোপাধিব্যভিচারিত্বাৎ।

উপাধি উদ্ভাবনের একটি সরল প্রক্রিয়া দার্শনিকগণ বলিয়া দিয়াছেন—যে-ধর্মটি দৃষ্টান্তে বিদ্যমান থাকিবে কিন্তু পক্ষে বিদ্যমান থাকিবে না তাহাই উপাধি

অন্ধকারের ভাবরূপত্ব সাধন করেন।[১] অন্ধকারও ভাবরূপ হইলে দৃষ্টান্তও ভাবদ্বয় এবং পক্ষও ভাবদ্বয় বলিয়া উপাধির আশঙ্কা থাকে না। ভাবপ্রকাশিকাকার নৃসিংহাশ্রম অন্ধকারের ভাবরূপত্ব সাধনের এই দুইটি প্রয়োজন নির্দেশ করিয়াছেন।[২]

অন্ধকারের অভাবরূপত্বপক্ষে দোষ

তার্কিকগণ অন্ধকারকে আলোকাভাবরূপ এবং প্রাভাকরগণ রূপদর্শনাভাবরূপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী তমঃকে অভাবরূপ বলিয়া মনে করেন না। অভাবের উপচয় অপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি হ্রাস হয় না। অথচ আমরা সকলেই অনুভব করি ঈষৎ অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার ইত্যাদি। আবার অভাবের কোনও রূপ থাকিতে পারে না। যাহা রূপবৎ তাহা অবশ্যই দ্রব্য পদার্থ। রূপ চতুর্বিংশতি গুণের অন্যতম এবং গুণবৎ দ্রব্যম্ ইহাই তার্কিকগণের এবং মীমাংসকগণের অঙ্গীকার। অন্ধকারের যে রূপ আছে তাহা আমরা প্রত্যক্ষের

বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। দৃষ্টান্তে সাধ্য বিদ্যমান আছে, উপাধিও বিদ্যমান আছে সুতরাং উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইল। পক্ষে হেতু বিদ্যমান আছে কিন্তু উপাধি বিদ্যমান নাই সুতরাং উপাধি হেতুর ব্যাপক হইতে পারিল না বা অব্যাপক হইল। এই প্রসঙ্গে মানমেয়োদয় নামক মীমাংসা গ্রন্থ হইতে একটি কারিকা উদ্ধৃত হইতেছে—

তস্মাদুপাধিমিচ্ছদ্ভিঃ পক্ষভূমিমনাপ্লুবন্।
সপক্ষান্ ব্যাপ্লুবন্ ধর্মো মৃগ্যতামিতি সংগ্রহঃ॥

(প্রমাণপরিচ্ছেদ, ১১ কাঃ)

১। (ক) নন্থ তমঃপ্রকাশদৃষ্টান্তে ভাবাভাবরূপত্বমুপাধিঃ।

(বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ৭৯ পৃঃ)

(খ) তস্মান্নাভাবস্তম ইতি দৃষ্টান্তে নাস্তি উক্তোপাধিঃ।

(বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ৮১ পৃঃ)

২। তত্র তমঃপ্রকাশয়োর্ভাবাভাবরূপত্বাদেব পরস্পরানাত্মত্বমিতি হেতোরপ্রযোজকত্বশঙ্কাং নিরাকর্তুং, বক্ষ্যমাণাবিদ্যানুমানে দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবৈকল্যশঙ্কাং পরিহর্তুং বা তমসো ভাবত্বসিষাধয়িষয়া প্রথমমাক্ষিপতি—নন্বিতি।

(ভাবপ্রকাশিকা, ৫১ পৃঃ)

দ্বারা জানিতে পারি। সকলেই অনুভব করে নীলবর্ণ অন্ধকার, শ্যামল অন্ধকার ইত্যাদি। বিববণে অন্ধকারের অভাবস্বরূপত্ব খণ্ডনের জন্য দুইটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে—অবস্থাবত্ত্ব ও রূপবত্ত্ব।[১] টীকাকারগণ অনুমানের প্রয়োগবাক্যও বলিয়াছেন। তত্ত্বদীপনকার অখণ্ডানন্দের মতে প্রয়োগবাক্য—তমো নাভাবঃ, অবস্থাবত্ত্বাৎ, রূপবত্ত্বাচ্চ, কেশবৎ।[২] ভাবপ্রকাশিকাকার নৃসিংহাশ্রমের মতে প্রয়োগবাক্য—তমো দ্রব্যম্, অবস্থাবত্ত্বাৎ, রূপবত্ত্বাদ্বা, প্রকাশবৎ।[৩] হেতুর পক্ষধর্মতা দেখাইবার জন্য নৃসিংহাশ্রম বলিয়াছেন—ন চাসিদ্ধিঃ, ঈষৎ তমঃ, গাঢ়ং তমঃ, তমালমালাশ্যামলং তমঃ ইত্যনুভবাৎ।[৪]

তমঃপ্রতীতি কি ভ্রম ?

অনেকে তমঃপ্রতীতিকে ভ্রম বলিয়া উল্লিখিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহারা উদাহরণস্বরূপ নিমীলিতনয়ন ব্যক্তির তমোদর্শনের উল্লেখ করেন। এই তমঃ বাহ্য অথবা আন্তর ? ইহা ব্যহ্য হইতে পারে না যেহেতু বহুল আলোকের দ্বারা আলোকিত স্থানেও লোকে নয়নাভ্যন্তরে অন্ধকার দেখিয়া থাকে। বাহিরে বহু আলোক থাকিতে ঐ অন্ধকার বাহ্য হইতে পারে না। অতএব এইস্থলে নিমীলিতনয়ন ব্যক্তি যে-অন্ধকার দেখিতেছেন তাহা বাহ্য অন্ধকার নয়। ঐ অন্ধকারকে আন্তর অর্থাৎ নয়নান্তর্বর্তীও বলা যায় না যেহেতু নয়নাভ্যন্তরস্থিত অন্ধকারও যদি প্রত্যক্ষগোচর হয় তাহা হইলে নয়নাভ্যন্তরস্থিত অঞ্জনও প্রত্যক্ষগোচর হইয়া পড়ে। কিন্তু নয়নস্থাঞ্জন প্রত্যক্ষগোচর নয়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নিমীলিতনয়ন ব্যক্তির অন্ধকারদর্শন বস্তুতঃ ভ্রমই বটে।

সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলেন, ঐ নয়নাভ্যন্তরস্থিত অন্ধকারদর্শন ভ্রমপ্রতীতি বলা যায় না কিন্তু ঐ তমঃ আন্তর। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ইন্দ্রিয় যেরূপ বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করে সেইরূপ ইন্দ্রিয়পথ রুদ্ধ থাকিলে তাহা আন্তর বস্তুও প্রত্যক্ষ করিতে পারে। শ্রুতিতে ইহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে, বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করাই

১। উপচয়াপচয়াদ্যবস্থাভেদবিশেষবিশিষ্টরূপবত্তয়া চোপলভ্যমানং তমঃ কথং দ্বয়ীমভাববিধামাসীদেৎ। (বিবরণ, ৫৩-৫৪ পৃঃ)

২। তত্ত্বদীপন, ৫৩ পৃঃ

৩। ভাবপ্রকাশিকা, ৫১ পৃঃ

৪। ভাবপ্রকাশিকা, ৫১ পৃঃ

ইন্দ্রিয়গুলির স্বভাব[১] এবং আমাদের অনুভবের দ্বারাও তাহাই সিদ্ধ আছে তথাপি বিশেষ অবস্থায় ইন্দ্রিয় যে আন্তর বিষয়ও প্রত্যক্ষীকৃত করিতে পারে তাহার একটি উদাহরণ বিবরণকার উপন্যস্ত করিয়াছেন। কেহ তাঁহার কর্ণপুট হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে আন্তর শব্দ উপলব্ধি করিতে পারেন, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। এইস্থলে যেরূপ আন্তর বিষয় গ্রহণ করিতে শ্রবণেন্দ্রিয় সমর্থ হইয়াছে সেইরূপ আন্তর তমঃ গ্রহণ করিতে চক্ষুরিন্দ্রিয় সমর্থ হইবে।[২]

এখন পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করেন—যদি আন্তর তমঃ চক্ষুর্গ্রাহ্য হইতে পারে তবে নয়নস্থাঞ্জনও আন্তর হইলেও চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হওয়া উচিত ছিল। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—অঞ্জনাদি রূপবৎ বস্তুর দর্শন করিতে হইলে আলোকের আবশ্যকতা হয়, ইহা সকলেই জানেন। নয়নাভ্যন্তরস্থিত অঞ্জন দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত যদি নয়নগোলকের অভ্যন্তরে আলোক বিদ্যমান থাকিত।

পূর্বপক্ষী পুনরায় প্রশ্ন করেন—যদি নয়নস্থাঞ্জন আলোকাভাব হেতু দৃষ্টিগোচর না হয় তবে নয়নান্তর্বর্তী তমঃও আলোকাভাবহেতু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সঙ্গত। ইহার উত্তর সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদী বলেন—সকল রূপবদ্ বস্তুর দর্শনের জন্য আলোকের প্রয়োজন থাকিলেও তমোদর্শনের জন্য আলোকের কোনও আবশ্যকতা নাই। ইহার কারণ এই যে, তমঃ আলোকনিবর্ত্য, সুতরাং আলোকনিবর্ত্য তমের দর্শন করিতে আলোকের সাহায্য লওয়া নিতান্ত অসমীচীন। তমের এই স্বভাববৈশিষ্ট্যের জন্যই তমোদর্শনের ক্ষেত্রে তমঃ রূপবৎ হইলেও আলোকের অপেক্ষা নাই বলিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বিদ্যারণ্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[৩]

এইরূপ সমাধানে পূর্বপক্ষী সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। পূর্বপক্ষী বলিতে চান

১। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠ উঃ ২।১।১)

২। বহুলালোকবিততেঽপি দেশে নিমীলিতনয়নস্য গোলকান্তরবর্তিতমো-দর্শনমন্ধকারোপলব্ধিঃ পিহিতকর্ণপুটস্যাহন্তরশব্দোপলব্ধিবন্ন বিরুধ্যতে। (বিবরণ, ৫৪-৫৫ পৃঃ, কলিঃ সং)

৩। ন চৈবং গোলকান্তরস্থাঞ্জনাদেরপি নিমীলিতনয়নেন গ্রহণপ্রসঙ্গঃ। তমোব্যতিরিক্তরূপিণ আলোকসহকৃতচক্ষুর্গ্রাহ্যত্বনিয়মাৎ।
(বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ৮০ পৃঃ)

যে, রূপবৎ বস্তুর দর্শন করিতে হইলে আলোকের আবশ্যকতা আছে, ইহা উভয়মতসিদ্ধ। সিদ্ধান্তী তমের রূপবত্ত্ব বলিয়াও তাহার দর্শনের জন্য আলোকের আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত এবং ইহা সিদ্ধান্তীর মতের দৌর্বল্যেরই পরিচায়ক। তবে যদি এরূপ একটি উভয়মতসিদ্ধ রূপবৎ বস্তু দেখান যাইত যাহার দর্শনের জন্য আলোকের আবশ্যকতা থাকে না তবে তাহার দ্বারা অন্ধকারের ক্ষেত্রেও আলোক বিনাই প্রত্যক্ষ হওয়ার সিদ্ধান্তটি পূর্বপক্ষিকর্তৃক পরিগৃহীত হইতে পারিত।

ইহার উত্তরে ভাবপ্রকাশিকাকার নৃসিংহাশ্রম যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষতঃ লক্ষ্য করার যোগ্য। নৃসিংহাশ্রম বলেন—আলোকও রূপবৎ বস্তু অথচ তাহার দর্শনের জন্য আলোকের আবশ্যকতা হয় না, ইহা পূর্বপক্ষীও স্বীকার করিবেন। সেইরূপ অন্ধকারও রূপবৎ বস্তু হইলেও তাহার প্রত্যক্ষের জন্য আলোকের কোনও আবশ্যকতা থাকিবে না। নৃসিংহাশ্রম কেবলমাত্র আলোক ও তমের দর্শনের ক্ষেত্রেই যে আলোকের আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে। এই উভয় স্থলে রূপবৎ বস্তুর দর্শনে আলোকের আবশ্যকতা না থাকায় রূপবদ্‌বস্তুদর্শনে আলোকসহকৃতত্বের ব্যাপ্তি আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। যে-ব্যাপ্তির দুইটি ব্যভিচার স্থল আছে সেই ব্যাপ্তিই অস্বীকার্য।[১]

অন্ধকার কি রূপবৎ ?

সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদী অন্ধকারের রূপ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা যে অভাব হইতে পারে না এইরূপ বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষী তাহা খণ্ডনের জন্য অন্ধকারের রূপবত্ত্বই অস্বীকার করিতেছেন। পূর্বপক্ষীর মতে—যৎ রূপবৎ তৎ স্পর্শবৎ এই ব্যাপ্তিটি উভয়মতসিদ্ধ হওয়ায় ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাবের সিদ্ধি উভয় পক্ষকেই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বোল্লিখিত ব্যাপ্তিতে রূপবত্ত্ব ব্যাপ্য এবং স্পর্শবত্ত্ব ব্যাপক। ব্যাপকাভাব হইল স্পর্শবত্ত্বাভাব এবং ব্যাপ্যাভাব হইল রূপবত্ত্বাভাব। ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাবের অনুমান-সিদ্ধ থাকায়[২]

১। অত আলোকতদভাবপ্রত্যক্ষাদৌ ব্যভিচারাৎ নালোকো রূপাদিপ্রত্যক্ষে হেতুরিতি। (ভাবপ্রকাশিকা, ৫২ পৃঃ)

২। ৬৪-৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য

য়াহার স্পর্শ নাই তাহার রূপ নাই এইরূপ, বিপরীতব্যাপ্তি অঙ্গীকৃত হয়। সুতরাং অন্ধকারের স্পর্শ না থাকায় অন্ধকারের রূপ নাই ইহাই সিদ্ধ হয়। অন্ধকারের রূপ না থাকিলে রূপবত্ব হেতু অন্ধকারের ভাবত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা বিফল হয়।[১]

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, 'যৎ স্পর্শবৎ তৎ রূপবৎ' এইরূপ ব্যাপ্তিও তো স্বীকার করা যায়। তবে ইহাতে দোষ এই যে, বায়ুর স্পর্শ আছে কিন্তু রূপ নাই। সুতরাং উক্ত ব্যাপ্তিতে একটিমাত্র ব্যভিচারস্থল থাকায় যদি 'বায়োরন্যত্র যৎ স্পর্শবৎ তৎ রূপবৎ' এইরূপ বলা যায় তবে আর কোনও স্থলে ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই বলিয়া বায়ু ভিন্ন অন্য যে-কোনও বস্তুর স্পর্শ আছে জানিলে আমরা উক্ত ব্যাপ্তির সাহায্যে অনুমান করিতে পারি যে তাহার রূপও আছে। সিদ্ধান্তী বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিয়া বলেন—যৎ স্পর্শবৎ তৎ রূপবৎ এই ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে একটি ব্যভিচারস্থল থাকায় সেই ব্যভিচারস্থলকে বর্জন করিয়া অন্যত্র ব্যাপ্তিটি যেরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ 'বায়োরন্যত্র যৎ স্পর্শবৎ তৎ রূপবৎ' এইভাবে যেরূপ 'বায়োরন্যত্র' কথাটি প্রযুক্ত হইতে পারে সেইরূপ 'যৎ রূপবৎ তৎ স্পর্শবৎ' ব্যাপ্তিতেও অন্ধকারের স্পর্শ না থাকায় বলিতে হইবে 'তমসোঽন্যত্র যৎ রূপবৎ তৎ স্পর্শবৎ' অর্থাৎ অন্ধকারের স্থলে ব্যভিচার দর্শন হেতু সেই ব্যভিচারস্থলটিকে পরিত্যাগ করার জন্য 'তমসোঽন্যত্র' বলিতে হয়। এখন 'তমসোঽন্যত্র যৎ রূপবৎ তৎ স্পর্শবৎ' ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে বিপরীতব্যাপ্তিটি অর্থাৎ 'যৎ স্পর্শাভাববৎ তৎ রূপাভাববৎ' ব্যাপ্তিটি অন্ধকারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারিবে না যেহেতু 'তমসোঽন্যত্র' এইরূপ বলিয়া পূর্ব হইতেই অন্ধকারকে ঐ ব্যাপ্তির বাহিরে রাখা হইয়াছে। এইভাবে সিদ্ধান্তী অন্ধকারের রূপবত্ব সিদ্ধান্তটিকে অক্ষুণ্ণ রাখায় অন্ধকারের ভাবরূপত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিল।[২]

১। নহু রূপবতো দ্রব্যস্য স্পর্শবত্ত্বনিয়মাত্তদ্রহিতং তমঃ কথং রূপবদ্ দ্রব্যমবগম্যেত? (বিবরণ, ৫৫ পৃঃ)

২। নৈষ দোষঃ, বায়োরন্যত্র স্পর্শবদ্দ্রব্যস্য রূপবত্ত্বনিয়মেঽপি রূপরহিতস্য স্পর্শবতো বায়োরভ্যুপগমাৎ, তদ্বদ্ দর্শননিয়মাদেব স্পর্শহীনস্য রূপবত্তমসঃ সিদ্ধেঃ। (বিবরণ, ৫৫-৫৬ পৃঃ)

পূর্বপক্ষী বলেন যে, যৎ স্পর্শবৎ তৎ রূপবৎ এই ব্যাপ্তিতে বায়ুকে ব্যাপ্তি-বহির্ভূত করার জন্য 'বায়োরন্যত্র' বলা উভয়মতসিদ্ধ যেহেতু বায়ুর স্পর্শ আছে অথচ রূপ নাই ইহা উভয়পক্ষই স্বীকার করেন। কিন্তু 'যৎ রূপবৎ তৎ স্পর্শবৎ' ব্যাপ্তিতে তমঃকে ব্যাপ্তিবহির্ভূত রাখার প্রয়াস কেবলমাত্র সিদ্ধান্তীরই রহিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্তী নিজের সুবিধামত 'তমসোঽন্যত্র' বলিলেও আমরা (পূর্বপক্ষী) তাহা স্বীকার করি না। ইহার ফলস্বরূপ 'যৎ রূপবৎ তৎ স্পর্শবৎ' ব্যাপ্তিটির বিপরীতব্যাপ্তি অর্থাৎ 'যৎ স্পর্শাভাববৎ তৎ রূপাভাববৎ' আমাদের (পূর্বপক্ষীর) মতে স্বীকৃত এবং অন্ধকারের স্পর্শ না থাকায় তাহার রূপও নাই বলিয়া স্বমত (পূর্বপক্ষীর মত) প্রকটিত কয়িতেছি।

এখন সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর উক্ত অভিমত গ্রহণ করিতে নিতান্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পূর্বপক্ষী যদি নিতান্তই 'যৎ রূপবৎ তৎ স্পর্শবৎ' ব্যাপ্তিতে 'তমসোঽন্যত্র' বলিয়া অন্ধকারকে উক্ত ব্যাপ্তি হইতে বহির্ভূত করিতে ইচ্ছা না করেন তবে পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত ঐ ব্যাপ্তিকেই পরিত্যাগ করিতে হয়। পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন—যৎ রূপবৎ তৎ স্পর্শবৎ। কিন্তু এই ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইতে পারে না যেহেতু ধূমে ব্যভিচার রহিয়াছে। ধূমের রূপ আছে, অথচ তাহার স্পর্শ নাই।[1]

এই ব্যভিচারের বারণ করিবার উদ্দেশ্যে পূর্বপক্ষী বলেন যে, ধূমের রূপও আছে, স্পর্শও আছে। ধূমের যে স্পর্শ আছে তাহা আমরা নয়নপ্রদেশে অনুভব করিয়া থাকি।

সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করেন—ত্বগিন্দ্রিয় দেহব্যাপী[2] হওয়ায় যদি ধূমের স্পর্শ বিদ্যমান থাকেই তাহা দেহব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত না হইয়া কেবলমাত্র নয়নপ্রদেশেই গৃহীত হয় কেন?

১। এখানে দ্রষ্টব্য যে, এতক্ষণ সিদ্ধান্তী অন্ধকারের স্পর্শরহিতত্ব স্বীকার করিয়াই উত্তর দিতেছিলেন কিন্তু এখন অন্ধকারের স্পর্শ আছে, ইহা স্বীকার করিলে যে কোনও দোষ হয় না তাহা দেখাইতেছেন এবং তজ্জন্য ব্যাপ্তিটিই অস্বীকার করিতেছেন। "স্পর্শরহিতত্বমঙ্গীকৃত্য এতৎ অবোচাম, তমসঃ স্পর্শবত্ত্বেঽপি ন কশ্চিদ্বিরোধ ইত্যাহ—ধূমস্য চ ইতি।" (তাৎপর্যদীপিকা, ৫৩ পৃঃ)

২। দেহব্যাপি ত্বগিন্দ্রিয়ম্ (ভাষাপরিচ্ছেদ, ৪৩ কারিকা)

পূর্বপক্ষী উত্তর দেন—ধূমের স্পর্শ আছে, তাহা দেহব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গ্রহণযোগ্য কিন্তু ঐ স্পর্শ নয়নপ্রদেশেই উপলভ্যমান, অন্যত্র অনুপলভ্যমান। স্পর্শ বিদ্যমান থাকিলেও অনেক সময়ে তাহা উপলভ্যমান হয় না অর্থাৎ বুঝিতে পারা যায় না।

সিদ্ধান্তী বলেন—স্পর্শের উপলব্ধি না ঘটিলেও যদি স্পর্শ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পূর্বপক্ষীর আপত্তি না থাকে তবে অন্ধকারের ক্ষেত্রেও পূর্বপক্ষী স্বীকার করিতে পারেন যে, অন্ধকারের স্পর্শ থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না।[১]

পূর্বপক্ষী পুনরায় বলেন—ধূমের স্পর্শ অন্ততঃ নয়নপ্রদেশে উপলভ্যমান এবং তদ্দারা বলা যায় যে, অন্যত্র স্পর্শ থাকিলেও তাহা অনুপলভ্যমান। কিন্তু অন্ধকারের স্পর্শ কুত্রাপি উপলভ্যমান নয় সুতরাং কিরূপে বলা যাইবে যে, অন্ধকারের স্পর্শ আছে কিন্তু তাহা উপলভ্যমান নয়?

সিদ্ধান্তীর উত্তর—পূর্বপক্ষী স্বর্ণকে তৈজস পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। তেজঃপদার্থের উষ্ণ স্পর্শ থাকে, ইহাও পূর্বপক্ষীর স্বাভ্যুপগম।[২] তেজঃপদার্থ হইয়াও স্বর্ণ শরীরের কুত্রাপি উষ্ণস্পর্শবৎ বলিয়া অনুভূত হয় না। শরীরে কুত্রাপি উষ্ণস্পর্শবৎ রূপে উপলভ্যমান না হইয়াও যদি স্বর্ণের উষ্ণস্পর্শ বা তৈজসত্ব পূর্বপক্ষী স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ না করেন তবে অন্ধকারও শরীরে কুত্রাপি স্পর্শবৎ বলিয়া উপলভ্যমান না হইলেও তাহার স্পর্শ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে দোষ কি?[৩] এইভাবে সিদ্ধান্তী অন্ধকারের স্পর্শবত্ত্ব উপপাদিত

১। (ক) ধূমস্য চ রূপবতশ্চক্ষুঃপ্রদেশাদন্যত্র স্পর্শানুপলব্ধিঃ তদ্বৎ সর্বস্পর্শহীনং তমঃ কিং ন স্যাৎ। (বিবরণ, ৫৬ পৃঃ)

(খ) অনুপলম্ভস্ত স্পর্শস্য নয়নপ্রদেশাদন্যত্র ধূমস্পর্শস্যেব ন বিরুধ্যতে। সর্বস্পর্শহীনম্—স্পর্শবদপি সর্বত এব অনুপলভ্যমানস্পর্শম্ ইতি যাবৎ। (তাৎপর্যদীপিকা, ৫৩ পৃঃ)

২। স্পর্শ উষ্ণস্তেজসস্তু। (ভাষাপরিচ্ছেদ, ৪১ কারিকা)

৩। ন চেদমসংভাবনীয়ম্। আকরজস্যস্য তৈজসঃ স্বর্ণাদেঃ স্বপরপ্রকাশকভাস্বররূপস্য উষ্ণস্পর্শস্য চ কদাচিদপ্যনুপলভ্যমানস্য সত্ত্বাবৎ উপপত্তেঃ ইতি ভাবঃ। (তাৎপর্যদীপিকা, ৫৩ পৃঃ)

করিলেন এবং তাহাতে আর পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত বিপরীতব্যাপ্তিটি সিদ্ধ হইতে পারিল না। অন্ধকার রূপবৎ বলিয়া প্রতিপাদিত হওয়ায় তাহার অভাবত্ব খণ্ডিত হইল; সিদ্ধান্তীর অভিলষিত ভাবরূপত্বের যৌক্তিকত্ব প্রকটিত হইল।

অন্ধকার আলোকাভাবরূপ নয়

অন্ধকার যে আলোকাভাবরূপ নয় তাহা উপপাদিত করার জন্য সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা করেন—আলোকাভাব বলিতে কি একৈক আলোকের অভাব বুঝিতে হইবে, অথবা যাবতীয় আলোকের অভাব বুঝিতে হইবে? অন্ধকারকে যদি একটি আলোকের অভাব বলিয়া নৈয়ায়িক মনে করেন তবে তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিতে হয় যে, ঐ অভাব কি প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব বা অন্যোন্যাভাব? অন্ধকার বলিতে যদি একটি আলোকের প্রাগভাব বলিয়া অভিপ্রেত হয় তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত যেহেতু পরমুহূর্তে যে প্রদীপটি প্রজ্বলিত করা হইবে সেই একটি প্রদীপের প্রাগভাব এখন প্রকাশ্য দিবালোকে বিদ্যমান আছেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্থাৎ একপ্রদীপপ্রাগভাবসত্ত্বেও এখন স্ফুটতর দিবালোকে অন্ধকারের অনুভূতি হয় না। এইজন্য প্রাগভাবপক্ষ পরিত্যাজ্য। একটি আলোকের ধ্বংসাভাবই অন্ধকার, ইহা বলিলেও যুক্তি-হীনতা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় যেহেতু স্ফুটতর দিবালোকে একটি প্রদীপ জ্বলিতে থাকিলে যখন তাহা নিভাইয়া দেওয়া হয় সেই সময়ে একটি আলোকের ধ্বংসাভাব থাকিলেও অন্ধকার বিদ্যমান নাই। পুনরায় একটি আলোকের অন্যোন্যাভাবই অন্ধকার এরূপও বলা চলে না। সবিতৃকরপরিব্যাপ্ত স্থানে যখন দুইটি প্রদীপ বিদ্যমান থাকে তখন একটি প্রদীপে অপর একটি প্রদীপের অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বিদ্যমান থাকে। প্রথম প্রদীপে দ্বিতীয় প্রদীপের অন্যোন্যা-ভাব বিদ্যমান আছে অথচ সেই সবিতৃকরপরিব্যাপ্ত স্থানে অন্ধকারের প্রতীতি নাই। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় প্রদীপে প্রথম প্রদীপের ভেদ থাকিলেও ঐ স্থলে অন্ধকারের প্রতীতি হয় নাই। একৈকালোকাভাব পক্ষে বিদ্যমান তিনটি কল্পই অসঙ্গত হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইল। এখন সর্বালোকাভাবপক্ষের সমীক্ষা করা হইতেছে। অন্ধকার বলিতে যদি যাবতীয় আলোকের অভাব বুঝিতে পারা যায় তবে তাহা সঙ্গত হয় না যেহেতু সর্বালোকাভাবস্বরূপ অন্ধকারের নিবৃত্তি ঘটাইতে গেলে সেই অভাবের প্রতিযোগীর উপস্থিতি আবশ্যকতা হইবে অর্থাৎ

সর্বালোকাভাবস্বরূপ অন্ধকারের নিবৃত্তির জন্য সকল আলোকের সন্নিধান ঘটাইতে হইবে। কিন্তু ইহা অনুভববিরুদ্ধ যেহেতু একটি মাত্র প্রদীপ অন্ধকার নিবৃত্তিতে সমর্থ হয় বলিয়া আমরা সকলেই অনুভব করিয়াছি। প্রদর্শিত রীতিতে অন্ধকার আলোকাভাবস্বরূপ এই নৈয়ায়িক মত খণ্ডিত হইল।[১]

অন্ধকার রূপদর্শনাভাব নয়

প্রভাকরের মতে রূপদর্শনাভাবই অন্ধকার বলিয়া জানিতে হইবে কিন্তু অন্ধকার বলিয়া একটি ভাবপদার্থ স্বীকার অনুপপন্ন। অদ্বৈতবাদী প্রভাকরকে জিজ্ঞাসা করেন—রূপদর্শনাভাব বলিতে কি প্রভাকর একৈকরূপদর্শনাভাব বুঝিয়াছেন, অথবা সর্বরূপদর্শনাভাব বুঝিয়াছেন? প্রথম পক্ষে পুনরায় প্রশ্ন —রূপদর্শনমাত্রের অভাব, অথবা যেখানে তমোবুদ্ধি সেইস্থলে রূপদর্শনের অভাব? রূপদর্শনমাত্রের অভাব এই পক্ষটি যে বলা যায় না তাহা প্রদর্শনের জন্য বিবরণকার একটি বিশেষ স্থল উল্লিখিত করিয়াছেন। যখন কোনও ব্যক্তি একটি অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ অবস্থায় কোনও একটি ছিদ্রের সাহায্যে বাহিরে রূপ দর্শন করেন তখন তাঁহার রূপদর্শনমাত্রাভাব নাই অথচ তিনি গৃহাভ্যন্তরে অন্ধকার দর্শন করেন। এইজন্য রূপদর্শনমাত্রাভাব পক্ষ পরিত্যক্ত হইল।[২] এখন দ্বিতীয় কল্প অর্থাৎ যেখানে তমোবুদ্ধি সেখানেই রূপদর্শনাভাব কল্পটিতে পুনরায় পূর্ববৎ জিজ্ঞাসা করা যায়—এই রূপদর্শনাভাব কি প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব অথবা অন্যোন্যাভাব? পূর্ববৎ এই কল্পগুলির খণ্ডন বুঝিতে হইবে। এখন সর্বরূপদর্শনাভাবপক্ষও যে গৃহীত হইতে পারে না তাহাও দেখান যায় যেহেতু এই পক্ষে যাবতীয় রূপদর্শন ব্যতীত অন্ধকারের নিবৃত্তি হইবে না।[৩]

১। সবিতৃকিরণবিততেঽপি দেশে প্রদীপালোকজন্মবিনাশয়োঃ প্রাগভাব-প্রধ্বংসাভাবেতরেতরাভাবেষু তমোবুদ্ধ্যদর্শনান্নালোকাভাবমাত্রং তমঃ। সর্বা-লোকাভাবশ্চেৎ, সর্বালোকাসন্নিধানে তর্হি ন নিবর্তেত। (বিবরণ, ৫৬ পৃঃ)

২। বহুলান্ধকারসংবৃতাপবরকান্তরবস্থিতস্যাপি বহীরূপদর্শনেন সহাপবর-কান্তস্তমোদর্শনান্ন রূপদর্শনাভাবমাত্রং তম ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন। (বিবরণ, ৫৬-৫৮ পৃঃ)

৩। দ্বিতীয়েঽপি প্রাগভাবাদিবিকল্পেন দূষ্যঃ। সর্বরূপদর্শনাভাবস্তম ইতি পক্ষে সর্বরূপদর্শনমন্তরেণ তমো ন নিবর্তেতেত্যর্থঃ। (তত্ত্বদীপন, ৫৮ পৃঃ)

অন্ধকারের ভাবত্বপক্ষে একটি অনুপপত্তি ও সমাধান

সিদ্ধান্তী এইভাবে অন্ধকারের ভাবরূপত্বপক্ষের যুক্তিসিদ্ধতা দেখাইলে পূর্বপক্ষী একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। অন্ধকার কি অনাদি অথবা সাদি? অন্ধকারকে অনাদি বলা যায় না যেহেতু আলোকের ধ্বংস হইলেই তাহার উৎপত্তি হয় বলিয়া আমরা অনুভব করি। এখন অন্ধকারকে সাদি বলা যায় কিনা তাহাও বিচার্য। অন্ধকার যদি সাদি হয় তাহা হইলে তাহা কি চতুর্বিধ পরমাণুর কোনটি হইতে দ্ব্যণুক ত্রসরেণু প্রভৃতি ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা অন্য কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? পূর্বপক্ষী বলেন যে, আমরা মহান্ অন্ধকার এইরূপ অনুভব করি। এই মহান্ অন্ধকার দ্ব্যণুকাদি ক্রমে যদি উৎপন্ন হয় তবে তাহার উৎপত্তিতে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। অথচ আমরা সহসা বিশাল অন্ধকারের উপলব্ধি করি বলিয়া বাধ্য হইয়াই দ্ব্যণুকাদিক্রমে অন্ধকারের সৃষ্টি স্বীকার করা যায় না এবং অন্ধকারকে কার্য দ্রব্যপদার্থ স্বীকার করা অযুক্ত হয়। এইজন্য পূর্বপক্ষী বলিতে চান যে, অন্ধকার আলোকাভাবরূপ; এই অভাবপক্ষে সুবিধা যে আলোকের অপসারণমাত্রই সহসা অন্ধকারের উৎপত্তি ঘটিতে পারে। আর দ্বিতীয় কল্প অর্থাৎ অন্য কোনও কারণ হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করা যায় না যেহেতু কার্যদ্রব্য চতুর্বিধপরমাণুর অতিরিক্ত কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখনও জানা যায় নাই।[১]

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, দৃষ্টান্তবশতঃই সহসা মহান্ কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। মহাবিদ্যুৎ যে সহসা উৎপন্ন হয় তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই বিদ্যুতের উদাহরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে কার্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে এরূপ স্বীকারের কোনও আবশ্যকতা নাই।[২]

১। ননু তমঃ কিমনাদি, উত সাদি? নাদ্যঃ, আলোকধ্বংসে তদুৎপত্ত্যনুভবাৎ। নেতরঃ; কিং চতুর্বিধাঃ পরমাণবঃ কারণম্? উতান্যৎ? নাদ্যঃ। তেষাং খণ্ডাবয়বিপরম্পরয়া মহাদ্রব্যারম্ভকত্বাৎ। ন চ তদুপপদ্যতে; আলোকাপগমসমসময়মেবোৎপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ; প্রমাণাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য, তস্যোৎপত্তিস্তাবদুপেয়া, পূর্বস্য ধ্বস্তত্বাৎ। (তত্ত্বদীপন, ৫৫ পৃঃ)

২। আলোকবিনাশিতস্য চ তমসঃ পুনর্মূলকারণাদেব ঝটিতি মহাবিদ্যুদাদিজন্মবজ্জন্ম সিধ্যতি। (বিবরণ, ৫৫ পৃঃ)

পূর্বোক্ত যুক্তিতে পূর্বপক্ষীর প্রশ্নের সমাধান করা সম্ভব হইলেও অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রেত সিদ্ধান্তটি অন্য প্রকার। সিদ্ধান্তীর মতে চৈতন্যাশ্রিতা অবিদ্যা হইতে সকল কার্যবস্তুরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি বিবর্তবাদীর[১] নিকট স্বীকৃত নয় কিন্তু সাক্ষাৎ চিদধিষ্ঠিতা অবিদ্যা হইতেই জগতের সৃষ্টি বিবর্তমতাবলম্বী অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত[২]।

সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদী অন্ধকারের অভাবরূপত্বের সকল যুক্তি খণ্ডিত করিয়া ভাবরূপত্ব পক্ষ এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অবিদ্যার ভাবরূপত্ব

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিবরণপ্রস্থানে—বিশেষতঃ বিবরণগ্রন্থে—অবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত সমীক্ষা রহিয়াছে। অদ্বৈতবাদে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। নিত্য, স্বপ্রকাশ, এক, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়বতী অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হন। সেই স্বরূপাবরণের ফলে বস্তুতঃ ব্রহ্মাভিন্ন জীব অসংসারী হইয়াও নিজেকে সংসাররূপ মোহে আচ্ছন্ন বলিয়া জ্ঞান করে। সর্বধর্মবিবর্জিত আত্মাকে জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ধর্মের দ্বারা যুক্ত বলিয়া জীব জানিয়া থাকে। ব্রহ্মাতিরিক্ত জগৎ বলিয়া কোনও তত্ত্ব না থাকিলেও অজ্ঞানের প্রভাবে জীব প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ, কর্তৃ-কর্ম-করণ, ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগ বিভাগ করিয়া 'আমি ঘটাদি বস্তু চক্ষুরাদির দ্বারা জানিতেছি' ইত্যাদি মনে করে। মূঢ় ব্যক্তিরই এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে কিন্তু অবিদ্যামোহ যিনি অতিক্রম করিতে পারেন তিনি আর ভ্রমে পতিত হন না। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অবিদ্যার স্বরূপ না জানিলে মুমুক্ষু কিরূপে তাহাকে অতিক্রম করিবেন? এইজন্যই অদ্বৈতবাদী অবিদ্যার আলোচনাকে অদ্বৈতবাদের একটি মূল স্তম্ভ বলিয়া চিন্তা করেন।

১। বিবর্ত কাহাকে বলে এই বিষয়ে পূর্বে ১০৭-৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

২। বস্তুতস্তু অস্মন্মতে সন্তমসস্য ন পরমাণুকারণকত্বম্, কিন্তুবিদ্যৈব চিদধিষ্ঠিতা তমোরূপেণ বিবর্তত ইত্যাহ—মূলকারণাদিতি। (তত্ত্বদীপন, ৫৫ পৃঃ)

অদ্বৈতাচার্যগণ অবিদ্যার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—যাহা অনাদি ভাবরূপ এবং জ্ঞাননিবর্ত্য তাহাই অবিদ্যা।[১] কেবলমাত্র জ্ঞাননিবর্ত্য বলিলে প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি হয় যেহেতু জ্ঞানপ্রাগভাবও জ্ঞাননিবর্ত্য এবং প্রাগভাবকে অদ্বৈতবাদী অবিদ্যা বলিয়া স্বীকার করেন না। অদ্বৈতমতে অবিদ্যা বা অজ্ঞান[২] অভাবরূপ নয় কিন্তু তাহা ভাব-পদার্থ। এইজন্যই প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি নিরসনের জন্য অজ্ঞানলক্ষণে ভাবরূপ পদটি গ্রহণ করিতে হয়। ভাবরূপ জ্ঞাননিবর্ত্যই অজ্ঞান এরূপ বলিলেও উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য পূর্বজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হওয়ায় লক্ষণে অনাদি-পদটি গৃহীত হইয়াছে। পূর্বজ্ঞানটি উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য এবং ভাবরূপ হইলেও অনাদি নহে বলিয়া এখন আর অজ্ঞানলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারিল না।[৩] চিৎসুখী, অদ্বৈত-দীপিকা, অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে অবিদ্যার লক্ষণ সম্পর্কে অতি বিস্তৃত পর্যালোচনা দৃষ্ট হয়।

যদিও অদ্বৈতবেদান্তের আচার্যগণ সকলেই অবিদ্যাকে ভাবরূপ বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন তথাপি অবিদ্যাকে ভাবরূপ বলায় তাঁহাদের তাৎপর্য নাই। অন্যান্য বাদিগণ অবিদ্যাকে বিদ্যার বা জ্ঞানের প্রাগভাব বলিয়া স্বীকার করেন

১। অনাদিভাবরূপং যদ্বিজ্ঞানেন বিলীয়তে।
তদজ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে॥

অনাদিত্বে সতি ভাবরূপং বিজ্ঞাননিরস্যমজ্ঞানমিতি লক্ষণমিহ বিবক্ষিতম্। (চিৎসুখী, ৫৭ পৃঃ)

এই লক্ষণটি মধুসূদন সরস্বতীও গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। শাস্ত্রে এক অবিদ্যা বহু নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। পঞ্চপাদিকা-কার পদ্মপাদ তাহার অনেকগুলি একত্র উপনিবদ্ধ করিয়াছেন—

"যেয়ং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু নামরূপম্, অব্যাকৃতম্, অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতিঃ, অগ্রহণম্, অব্যক্তম্, তমঃ, কারণম্, লয়ঃ, শক্তিঃ, মহাসুপ্তিঃ, নিদ্রা, অক্ষরম্, আকাশমিতি চ তত্র তত্র বহুধা গীয়তে।" (পঞ্চপাদিকা, ৩২৮ পৃঃ, কলিঃ সং)

৩। অনাদিপদস্যোত্তরজ্ঞাননিবর্ত্যে পূর্বজ্ঞানে ভাবপদস্য জ্ঞানপ্রাগভাবে জ্ঞানজন্যপ্রাগভাবে চাতিব্যাপ্তিবারকত্বেন সার্থকত্বাৎ। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৪৪ পৃঃ)

কিন্তু ইহা অদ্বৈতবাদিগণের অত্যন্ত অনভিপ্রেত। অন্যান্য বাদিগণের এই মতের সহিত স্বমতের তীব্র বিরোধিতা প্রকটিত করার জন্য অদ্বৈতবাদী অবিদ্যাকে ভাবরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তে অবিদ্যা ভাবরূপও নয়, অভাবরূপও নয়, ভাবাভাবরূপও নয় কিন্তু ভাবাভাববিলক্ষণ বা অনির্বচনীয়। অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার নিবৃত্তিই হইবে না যেহেতু অনাদি ভাবরূপ পদার্থের নিবৃত্তি হয় না। পূর্বপক্ষী অনুমানও প্রদর্শন করেন—যচ্চ অনাদিত্বে সতি ভাবরূপং তদনিবর্ত্যম্, যথা আত্মা। এইজন্য সিদ্ধান্তী অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলেন না; তবে যে তাঁহারা অবিদ্যাকে অনেক সময় ভাবরূপা বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা লাক্ষণিক ভাবেই বুঝিতে হইবে।[১] বস্তুতঃ অবিদ্যার ভাবরূপত্বের দ্বারা অবিদ্যার অভাববিলক্ষণত্ব স্বরূপটিই প্রতিপাদ্য। অবিদ্যা যদি ভাবরূপ না হয়, অভাবরূপও না হয়, ভাবাভাবের অত্যন্ত বিরোধবশতঃ ভাবাভাবোভয়াত্মিকাও হইতে না পারে তবে বাধ্য হইয়াই অবিদ্যাকে ভাবাভাববিলক্ষণা বা অনির্বচনীয় বলিতে হইবে এবং ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত।

এখন অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষে বিশেষতঃ পর্যালোচনীয় যে, অবিদ্যাকে অভাব বলা হইবে না কেন, অবিদ্যার অভাবস্বরূপতায় দোষ কোথায়? এই জন্যই অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যার অভাববিলক্ষণতার প্রমাণ উপন্যাস করিয়া থাকেন। এই স্থলেও পুনরায় লক্ষ্য করা উচিত যে, অবিদ্যার ভাবরূপতার বা অভাববিলক্ষণতার সিদ্ধির জন্যই অদ্বৈতবাদী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বলিয়া থাকেন। অদ্বৈতবেদান্তে অবিদ্যার প্রমাণ, অবিদ্যার অনুমান ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে বটে কিন্তু অদ্বৈতবাদী এই সকল উক্তির দ্বারা কখনও অবিদ্যার অনুমান ইত্যাদি বুঝেন না যেহেতু অবিদ্যা কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। অবিদ্যার প্রত্যক্ষ, অবিদ্যার অনুমান ইত্যাদির অর্থ—অবিদ্যার ভাবরূপতার বা অভাববিলক্ষণতার প্রত্যক্ষ, অবিদ্যার ভাবরূপতার বা অভাববিলক্ষণতার অনুমান ইত্যাদি।

১। (ক) ভাবাভাববিলক্ষণস্যাজ্ঞানস্যাভাববিলক্ষণত্বমাত্রেণ ভাবত্বোপচারাদাত্মবদনাদিভাবত্বেনানিবর্ত্যত্বানুমানানুপপত্তেঃ। (চিৎসুখী, ৫৭ পৃঃ)

(খ) ভাবত্বং চাত্রাভাববিলক্ষণত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৪৪ পৃঃ)

অবিদ্যা প্রমাণসিদ্ধ নয়, সাক্ষিসিদ্ধ

অবিদ্যা কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না কিন্তু তাহা সাক্ষিসিদ্ধ বা সাক্ষিভাস্য বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের দৃঢ় অভিমত। সাক্ষী ও প্রমাতা সমকক্ষ বস্তু। প্রমাতা প্রমাণের সাহায্যে অর্থাৎ প্রমাণব্যবধানকে অপেক্ষা করিয়া প্রমেয় বিষয়ের জ্ঞাতা হইয়া থাকে; কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ-ব্যবধানকে অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাৎ (কোনও প্রকার প্রমাণের সাহায্য না লইয়াই) জ্ঞাতা হন বলিয়া তাঁহাকে সাক্ষী বলা হয়। সাক্ষী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাহাই। যিনি ঘটনাস্থলে বিদ্যমান থাকিয়া সাক্ষাৎ ভাবে ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই সাক্ষী; কিন্তু অন্যের নিকট হইতে বিষয়টি শ্রবণ করিয়া যিনি তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন তাঁহাকে ব্যবহারশাস্ত্রে সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হয় না। সাক্ষী শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্য সূত্রকার পাণিনি বলিয়াছেন —"সাক্ষাদ্ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্।"[১] সংজ্ঞা বুঝাইতে সাক্ষাৎ দ্রষ্টা অর্থে সাক্ষাৎ শব্দের উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। বেদান্তশাস্ত্রেও নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্য সকল বিষয়ের দ্রষ্টা হওয়ায় সাক্ষী বলিয়া অভিহিত হন। নিত্য স্বপ্রকাশ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়ের অবভাসের জন্য কোনও প্রকাশের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু যাহা স্বপ্রকাশ নহে, পরপ্রকাশ তাহা বিষয় প্রকাশের জন্য অপর কোনও প্রকাশের সাহায্য গ্রহণ করে। এইজন্য অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব বিষয়ের প্রকাশের জন্য প্রমাণালোকের অপেক্ষা করে। জীব ঘটাদি বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের জন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ হইলেও জীব যে সুখদুঃখাদি আন্তর বিষয় প্রমাণ ব্যতীত জানিতে পারে তাহা যুক্তির দ্বারা ও অনুভবের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি। সুখ, দুঃখ, অজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান থাকিলে তাহা অবশ্যই জ্ঞাত হইয়া থাকে। আমার সুখ আছে অথচ আমি জানি না, ইহা অনুভববিরুদ্ধ। এইরূপ দুঃখ সম্বন্ধেও বুঝিতে হয়। আমার অজ্ঞান আমার নিকটে প্রতিভাত থাকিবেই। আমার সুখ, দুঃখ, অজ্ঞান প্রভৃতির অজ্ঞাতসত্তা না থাকায় ঐগুলি কোনও প্রমাণব্যতীত অর্থাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞাত বলিতে হইবে। সুখাদি যদি কোনও প্রমাণের সাহায্যে অর্থাৎ অন্তঃকরণের সাহায্যে জ্ঞাত হইত তবে প্রমাণপ্রবৃত্তির পূর্বক্ষণে তাহা অজ্ঞাত থাকিত এবং প্রমাণবৃত্তির পরেই জ্ঞাত

১। পাণিনি সূত্র, ৫।৪।৯১

হইতে পারিত। কিন্তু সুখাদি বিদ্যমান আছে অথচ জ্ঞাত হয় নাই, ইহা আমরা কখনও অনুভব করি না। সুখাদির এই অজ্ঞাতসত্তার জন্যই বলিতে হয় যে, সুখাদি প্রমাণগম্য নয়, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভূত বা সাক্ষিসিদ্ধ।

অজ্ঞানকে যদি প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইত তবে অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইত। ঘট জানিতে গেলে প্রমাণের আবশ্যকতা হয় এইজন্য যে, ঘটবিষয়ক বা ঘটাবরক অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা বিনষ্ট হইলে ঘটের প্রকাশ হয়। অজ্ঞানকে জানিতে হইলেও যদি প্রমাণের আবশ্যকতা স্বীকার করা হয় তবে বলিতে হইবে যে, বিষয়ের আবরক অজ্ঞানের বিষয়ে অজ্ঞানান্তর বিদ্যমান আছে। ঘটাবরক অজ্ঞানেরও যদি অজ্ঞান স্বীকৃত হয় তবে সেই অজ্ঞানের আবরক তৃতীয় অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। তৃতীয় অজ্ঞানেরও আবরক অজ্ঞান স্বীকার করিলে অনবস্থা অপরিহার্য এবং তাহার ফলে ঘটাদি বিষয়ের কখনও প্রকাশ হইতে পারিবে না।

অজ্ঞান প্রমাণগম্য না হওয়ার পক্ষে আরও যুক্তি এই যে, প্রমাণের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা রহিয়াছে। অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা নাশ্য। ঘটাদির প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা ঘটাদির অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। অজ্ঞান প্রমাণনাশ্য হইয়াও কিরূপে প্রমাণপ্রকাশ্য হইতে পারে? যাহা নাশক তাহা ভাসক হয় না এবং যাহা ভাসক তাহা নাশক হয় না। জ্ঞান ও অজ্ঞানকে অত্যন্ত বিরোধী বলা হয়। অত্যন্ত বিরোধী জ্ঞানের দ্বারা অত্যন্ত বিরোধী অজ্ঞানের প্রকাশ যে নিতান্তই অসম্ভব তাহা আচার্যগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। দিবালোক-নাশ্য অন্ধকার যেরূপ দিবাকরকে সহ্য করিতে পারে না এবং দিবাকরের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না সেইরূপ প্রমাণজ্ঞাননাশ্য অজ্ঞান কখনও প্রমাণের আলোক সহ্য করিতে পারে না এবং প্রমাণের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না।[১] এইজন্য অজ্ঞানের প্রমাণগম্যতা স্বীকার না করিয়া আচার্যগণ অজ্ঞানকে সাক্ষিসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১। সেয়ং ভ্রান্তির্নিরালম্বা সর্বন্যায়বিরোধিনী।
সহতে ন বিচারং সা তমো যদ্বদ্দিবাকরম্॥ (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ৩।৬৬)
প্রসঙ্গক্রমে বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিকের একটি করিকা উদ্ধৃত হইতে পারে—
অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্ব ইদমেব তু লক্ষণম্।
মানাঘাতাসহিষ্ণুত্বমসাধারণমিষ্যতে॥ (সম্বন্ধবার্তিক, ১৮১ কারিকা)

অজ্ঞানের ভাবরূপতার সাক্ষি-প্রত্যক্ষ

'অহমজ্ঞঃ', 'মামন্যং চ ন জানামি' এইভাবে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 'অহমজ্ঞঃ' এইমাত্র বলিলে অজ্ঞানের আশ্রয়ে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রদর্শিত হয় বটে কিন্তু ইহার দ্বারা বিষয়-বিষয়ক অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতিপাদিত হয় না বলিয়া 'মাং ন জানামি' এই অংশও বলিতে হয়। আবার অজ্ঞান যে আত্মাতিরিক্ত বিষয়কেও আবৃত করে তাহা প্রদর্শনের জন্য 'অন্যং চ' এইরূপ বলিতে হয়।[১]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, বিবরণকার পঞ্চপাদিকোক্ত এষা-পদটির দ্বারা প্রত্যক্ষ সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। (১২১ পৃঃ)

পূর্বপক্ষী এই বাক্যগুলিতে ভাবরূপ অজ্ঞানের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করেন না। 'ভূতলে ঘটো নাস্তি' বলিলে যেরূপ ভূতলে ঘটের অভাব বুঝিতে পারা যায় সেইরূপ 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' বলিলেও আত্মাতে জ্ঞানের অভাব বুঝিতে পারা যাইবে। যদি 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' জ্ঞানটি অভাবপ্রতিপাদক হয় তবে 'অহমজ্ঞঃ' জ্ঞানটিকেও অভাববোধক বলিতে হইবে যেহেতু এই উভয়জ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় একই। 'অহমজ্ঞঃ' প্রতীতিতে অহম্ বিশেষ্য এবং অজ্ঞান বিশেষণ; 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' প্রতীতিতে অজ্ঞান বিশেষ্য, অহম্ বিশেষণ। এই উভয়জ্ঞানে বিশেষ্যবিশেষণভাবের বিপর্যাসমাত্র হইয়াছে কিন্তু তাহাতে জ্ঞানের বিষয়ে কোনও ভেদ নাই। 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' প্রতীতিতে যদি জ্ঞানাভাব বিষয় হইয়া থাকে তবে 'অহমজ্ঞঃ' জ্ঞানটিতেও জ্ঞানাভাবকে বিষয় বলিতে হইবে।[২] পূর্বপক্ষীর এই আপত্তির উত্তর দেওয়ার জন্যই সিদ্ধান্তী বিবরণাচার্য প্রকাশাত্ম-যতি বলিয়াছেন যে, উক্ত জ্ঞানকে অভাববিষয়ক বলা যায় না যেহেতু অভাব কখনও অপরোক্ষজ্ঞানবিষয় হইতে পারে না। অথচ আমরা 'অহমজ্ঞঃ' ইত্যাদিকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়াই অনুভব করি। সাক্ষিভাস্য সুখের জ্ঞান

১। প্রত্যক্ষং তাবৎ; অহমজ্ঞঃ মামন্যং চ ন জানামীত্যপরোক্ষাবভাস-দর্শনাৎ। (বিবরণ, ৯৬ পৃঃ)

২। ময়ি জ্ঞানং নাস্তীতি জ্ঞানাভাববিষয়াৎ অহমজ্ঞ ইত্যাদ্যনুভবস্য বিশেষণবিশেষ্যভাবব্যত্যয়ব্যতিরেকেণ বিষয়ভেদানহুভবাচ্চেত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যক্ষং তাবদিতি। (ভাবপ্রকাশিকা, ৭৪ পৃঃ)

যেরূপ অপরোক্ষ বলিয়া সকলের নিকট প্রতিভাত হয় সেইরূপ সাক্ষিভাস্য অজ্ঞানের প্রতীতিও অপরোক্ষ বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় অজ্ঞানের প্রতীতিকে অভাব-প্রতীতি বলা যায় না। অভাবের প্রতীতি অদ্বৈতমতে অপরোক্ষ নয়, কিন্তু তাহা অনুপলব্ধি নামক ষষ্ঠপ্রমাণবেদ্য। অজ্ঞান যখন অপরোক্ষ বলিয়া অনুভূত হইতেছে তখন অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলা অযৌক্তিক হইয়া পড়ে।[১] ভট্টমীমাংসকেরা অদ্বৈতবাদীর মতো অভাবকে ষষ্ঠপ্রমাণবেদ্য বলিয়া মনে করেন ; সুতরাং ভট্টসম্প্রদায় অপরোক্ষ অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলিতে পারেন না। নৈয়ায়িকগণ কিন্তু অভাবের প্রত্যক্ষপ্রমাণবেদ্যত্ব স্বীকার করেন। এইজন্য নৈয়ায়িকগণ অজ্ঞানের অপরোক্ষ স্বীকার করিয়াও অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলিতে পারেন। বিবরণাচার্য ইহা লক্ষ্য করিয়াই প্রত্যক্ষাভাববাদী নৈয়ায়িকের মতেও যে অজ্ঞানের অভাবরূপতা প্রতিপাদিত হইতে পারে না তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন।

নৈয়ায়িকগণ 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' এই প্রতিপত্তির অভাববিষয়কত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না যেহেতু এখানে হয় ব্যাঘাতদোষ আসিয়া যায় অথবা অভাবের প্রতীতিই হয় না। নৈয়ায়িক যদি 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' বলিতে আত্মাতে জ্ঞানের অভাব বুঝিয়া থাকেন তবে সেই অভাবের প্রতীতির জন্য প্রতিযোগী ও ধর্মীর প্রতীতি অত্যাবশ্যক। ইহা নৈয়ায়িকগণের অঙ্গীকৃত যে অভাবের জ্ঞান হইতে গেলে অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগী (বা ধর্মী) এই উভয়ের জ্ঞান থাকিতেই হইবে। যদি নৈয়ায়িকের প্রতিযোগি-জ্ঞান ও অনুযোগিজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তবে দুইটি জ্ঞান বিদ্যমান আছে বলিয়া নৈয়ায়িক জ্ঞানের অভাব বলিতে পারেন না। জ্ঞানের অভাবও বিদ্যমান আছে এবং জ্ঞানও বিদ্যমান আছে বলিলে ব্যাঘাতদোষ হয়। আর যদি এই উভয়ের জ্ঞান বিদ্যমান নাই বলিয়া নৈয়ায়িক স্বীকার করেন তবে প্রতিযোগিজ্ঞান ও ধর্মিজ্ঞান না থাকায় অভাবের জ্ঞান হইতে পারিবে না।[২]

১। নন্থ জ্ঞানাভাববিষয়োঽয়মবভাসঃ, ন, অপরোক্ষাবভাসত্বাদহং সুখীতিবৎ, অভাবস্য চ ষষ্ঠপ্রমাণগোচরত্বাৎ। (বিবরণ, ৯৭ পৃঃ)

তাৎপর্যদীপিকায় এইস্থলে ষষ্ঠপ্রমাণত্বাৎ এই পাঠ আছে।

২। প্রত্যক্ষাভাববাদিনোঽপি নাত্মনি বিজ্ঞানাভাবাবগমঃ সম্ভবতি ; ময়ি জ্ঞানং নাস্তীতি প্রতিপত্তাবাত্মনি ধর্মিণি প্রতিযোগিনি চার্থেঽবগতে তত্র জ্ঞান-

নৈয়ায়িক মতে যে-দোষ প্রদর্শিত হইল সেই দোষ ভট্টমতাবলম্বী মীমাংসকের পক্ষেও প্রযোজ্য। 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' জ্ঞানটিকে ভাট্টগণ ষষ্ঠ-প্রমাণবেদ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও সেখানেও প্রশ্ন হইবে যে, 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' প্রতীতিতে যে ষষ্ঠপ্রমাণবেদ্য অভাবের জ্ঞান হইয়াছে সেই অভাবের প্রতিযোগী ও ধর্মীর জ্ঞান বিদ্যমান আছে কি না। যদি এই উভয়ের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে তবে পূর্ব্ববৎ জ্ঞানাভাবের প্রতীতি বলিলে ব্যাঘাত দোষ হয় এবং যদি এই উভয়ের জ্ঞান বিদ্যমান না থাকে তবে অভাবের প্রতীতিই হইতে পারে না।

বিবরণাচার্য এতদ্ব্যতীত অপর একটি মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য নিম্নরূপে বিবৃত হইতেছে। ঘটজ্ঞান জন্মিলে 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। এইস্থলে জ্ঞান কারণ এবং ব্যবহার কার্য। কার্য ব্যবহার বিদ্যমান না থাকিলে কারণ জ্ঞানও বিদ্যমান নাই, ইহাই এই দার্শনিক-গণের অভিমত। সুষুপ্তিতে কোনপ্রকার ব্যবহার বিদ্যমান না থাকায় সুষুপ্তিতে জ্ঞানের অভাব তাঁহারা অনুমান করেন। সিদ্ধান্তী এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, পূর্বপক্ষী সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাব সাধনের জন্য যে-অনুমানটি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—"সুষুপ্তিকালীনঃ আত্মা জ্ঞানসামান্যাভাববান্, ব্যবহারসামান্যাভাবাৎ।" এই অনুমানের সিদ্ধির জন্য অনুমানের পক্ষ সৌষুপ্ত আত্মা প্রকাশমান থাকিতে হইবে এবং হেতু ব্যবহারসামান্যাভাব প্রতীত হইতে হইবে। এই উভয় জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে জ্ঞানসামান্যাভাবের অনুমান করিলেও তাহা বাধিত হইবে। আর যদি এই উভয় জ্ঞান বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে অনুমান সিদ্ধ হইবে না।

এতদ্ব্যতীত এই মতে পূর্বোক্ত দোষও হইবে অর্থাৎ ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে জ্ঞানাভাব অনুপপন্ন, আবার এই উভয়ের জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানাভাব জন্মিবে না।[১]

সম্ভাবাদ্ জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ, অনবগতেঽপি ধর্ম্যাদৌ সুতরামভাবানব-গমাৎ। (বিবরণ, ৯৭ পৃঃ)

এখানে বক্তব্য যে, 'জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ' এই শব্দের স্থলে নৃসিংহাশ্রম 'জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যযোগাৎ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

১। (ক) ষষ্ঠপ্রমাণগোচরে ফললিঙ্গাভাবানুমেয়েঽপি জ্ঞানাভাবে, আত্মা-

যেরূপ অপরোক্ষ বলিয়া সকলের নিকট প্রতিভাত হয় সেইরূপ সাক্ষিভাস্য অজ্ঞানের প্রতীতিও অপরোক্ষ বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় অজ্ঞানের প্রতীতিকে অভাব-প্রতীতি বলা যায় না। অভাবের প্রতীতি অদ্বৈতমতে অপরোক্ষ নয়, কিন্তু তাহা অনুপলব্ধি নামক ষষ্ঠপ্রমাণবেদ্য। অজ্ঞান যখন অপরোক্ষ বলিয়া অনুভূত হইতেছে তখন অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলা অযৌক্তিক হইয়া পড়ে।[১] ভট্টমীমাংসকেরা অদ্বৈতবাদীর মতো অভাবকে ষষ্ঠপ্রমাণবেদ্য বলিয়া মনে করেন ; সুতরাং ভট্টসম্প্রদায় অপরোক্ষ অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলিতে পারেন না। নৈয়ায়িকগণ কিন্তু অভাবের প্রত্যক্ষপ্রমাণবেদ্যত্ব স্বীকার করেন। এইজন্য নৈয়ায়িকগণ অজ্ঞানের অপরোক্ষ স্বীকার করিয়াও অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলিতে পারেন। বিবরণাচার্য ইহা লক্ষ্য করিয়াই প্রত্যক্ষাভাববাদী নৈয়ায়িকের মতেও যে অজ্ঞানের অভাবরূপতা প্রতিপাদিত হইতে পারে না তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন।

নৈয়ায়িকগণ 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' এই প্রতিপত্তির অভাববিষয়কত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না যেহেতু এখানে হয় ব্যাঘাতদোষ আসিয়া যায় অথবা অভাবের প্রতীতিই হয় না। নৈয়ায়িক যদি 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' বলিতে আত্মাতে জ্ঞানের অভাব বুঝিয়া থাকেন তবে সেই অভাবের প্রতীতির জন্য প্রতিযোগী ও ধর্মীর প্রতীতি অত্যাবশ্যক। ইহা নৈয়ায়িকগণের অঙ্গীকৃত যে অভাবের জ্ঞান হইতে গেলে অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগী (বা ধর্মী) এই উভয়ের জ্ঞান থাকিতেই হইবে। যদি নৈয়ায়িকের প্রতিযোগি-জ্ঞান ও অনুযোগিজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তবে দুইটি জ্ঞান বিদ্যমান আছে বলিয়া নৈয়ায়িক জ্ঞানের অভাব বলিতে পারেন না। জ্ঞানের অভাবও বিদ্যমান আছে এবং জ্ঞানও বিদ্যমান আছে বলিলে ব্যাঘাতদোষ হয়। আর যদি এই উভয়ের জ্ঞান বিদ্যমান নাই বলিয়া নৈয়ায়িক স্বীকার করেন তবে প্রতিযোগিজ্ঞান ও ধর্মিজ্ঞান না থাকায় অভাবের জ্ঞান হইতে পারিবে না।[২]

১। ননু জ্ঞানাভাববিষয়োঽয়মবভাসঃ, ন, অপরোক্ষাবভাসত্বাদহং সুখীতিবৎ, অভাবস্য চ ষষ্ঠপ্রমাণগোচরত্বাৎ। (বিবরণ, ৯৭ পৃঃ)

তাৎপর্যদীপিকায় এইস্থলে ষষ্ঠপ্রমাণত্বাৎ এই পাঠ আছে।

২। প্রত্যক্ষাভাববাদিনোঽপি নাত্মনি বিজ্ঞানাভাবাবগমঃ সম্ভবতি ; ময়ি জ্ঞানং নাস্তীতি প্রতিপত্তাবাত্মনি ধর্মিণি প্রতিযোগিনি চার্থেঽবগতে তত্র জ্ঞান-

নৈয়ায়িক মতে যে-দোষ প্রদর্শিত হইল সেই দোষ ভট্টমতাবলম্বী মীমাংসকের পক্ষেও প্রযোজ্য। 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' জ্ঞানটিকে ভাট্টগণ ষষ্ঠ-প্রমাণবেদ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও সেখানেও প্রশ্ন হইবে যে, 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' প্রতীতিতে যে ষষ্ঠপ্রমাণবেদ্য অভাবের জ্ঞান হইয়াছে সেই অভাবের প্রতিযোগী ও ধর্মীর জ্ঞান বিদ্যমান আছে কি না। যদি এই উভয়ের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে তবে পূর্ব্ববৎ জ্ঞানাভাবের প্রতীতি বলিলে ব্যাঘাত দোষ হয় এবং যদি এই উভয়ের জ্ঞান বিদ্যমান না থাকে তবে অভাবের প্রতীতিই হইতে পারে না।

বিবরণাচার্য এতদ্ব্যতীত অপর একটি মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য নিম্নরূপে বিবৃত হইতেছে। ঘটজ্ঞান জন্মিলে 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। এইস্থলে জ্ঞান কারণ এবং ব্যবহার কার্য। কার্য ব্যবহার বিদ্যমান না থাকিলে কারণ জ্ঞানও বিদ্যমান নাই, ইহাই এই দার্শনিক-গণের অভিমত। সুষুপ্তিতে কোনপ্রকার ব্যবহার বিদ্যমান না থাকায় সুষুপ্তিতে জ্ঞানের অভাব তাঁহারা অনুমান করেন। সিদ্ধান্তী এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, পূর্বপক্ষী সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাব সাধনের জন্য যে-অনুমানটি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—"সুষুপ্তিকালীনঃ আত্মা জ্ঞানসামান্যাভাববান্, ব্যবহারসামান্যাভাবাৎ।" এই অনুমানের সিদ্ধির জন্য অনুমানের পক্ষ সৌষুপ্ত আত্মা প্রকাশমান থাকিতে হইবে এবং হেতু ব্যবহারসামান্যাভাব প্রতীত হইতে হইবে। এই উভয় জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে জ্ঞানসামান্যাভাবের অনুমান করিলেও তাহা বাধিত হইবে। আর যদি এই উভয় জ্ঞান বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে অনুমান সিদ্ধ হইবে না।

এতদ্ব্যতীত এই মতে পূর্বোক্ত দোষও হইবে অর্থাৎ ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে জ্ঞানাভাব অনুপপন্ন, আবার এই উভয়ের জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানাভাব জন্মিবে না।[১]

সদ্ভাবাদ্ জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ, অনবগতেঽপি ধর্ম্যাদৌ সুতরামভাবানব-গমাৎ। (বিবরণ, ৯৭ পৃঃ)

এখানে বক্তব্য যে, 'জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ' এই শব্দের স্থলে নৃসিংহাশ্রম 'জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যযোগাৎ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

১। (ক) ষষ্ঠপ্রমাণগোচরে ফললিঙ্গাভাবানুমেয়েঽপি জ্ঞানাভাবে, আত্মা-

'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' এইস্থলে জ্ঞানাভাবের উপপত্তির জন্য অভাববাদিগণ যে কেবলমাত্র দুইটি জ্ঞানেরই অপেক্ষা করেন এরূপ নয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে অভাবের উপপত্তির জন্য আরও অধিকসংখ্যক জ্ঞানের আবশ্যকতা হয়। পূর্বপক্ষী অভাবের জ্ঞানের জন্য ধর্মীর জ্ঞান ও প্রতিযোগীর জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, পূর্বপক্ষী ধর্মী হইতে প্রতিযোগীকে ভিন্ন বলিয়াই জানেন। সুতরাং ধর্মী ও প্রতিযোগীর ভেদ-জ্ঞানও পূর্বপক্ষীর রহিয়াছে। এইভাবে ভেদ ও ধর্মীর ভেদ এবং ভেদ ও প্রতিযোগীর ভেদ ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান আবশ্যক হইয়া পড়ে। এতগুলি জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পূর্বপক্ষী জ্ঞানের অভাব স্বীকার করেন কিরূপে ?

এখন পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' বাক্যের দ্বারা পূর্ব-পক্ষী যাবতীয় জ্ঞানের অভাব বা জ্ঞান-সামান্যাভাব বুঝাইতে চাহেন নাই। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান না থাকিলেও 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' এই প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে। পূর্বপক্ষী যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানবিশেষের অভাব বুঝাইতে চাহিলেন তাহাও যে যুক্তিসিদ্ধ হয় না ইহা প্রদর্শনের জন্য সিদ্ধান্তী বিশেষ-জ্ঞানাভাবপ্রতিপাদক একটি বাক্যের উল্লেখ করিয়া সেই বাক্যের দ্বারা যে যথার্থতঃ জ্ঞানাভাব প্রতিপাদিত হইতে পারে না তাহা প্রমাণিত করিতেছেন।[১] যিনি বিশেষজ্ঞানের অভাব বলিবেন তাঁহার তাদৃশ বাক্যটি হইবে 'ত্বদুক্তমর্থং

দাববগতেঽনবগতেঽপ্যাত্মনি জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ। (বিবরণ, ৯৮ পৃঃ)

(খ) তার্কিকমতে দর্শিতং দূষণং ভট্টমতেঽপি অতিদিশতি—ষষ্ঠেতি।

(তাৎপর্যদীপিকা, ৭৫ পৃঃ)

(গ) নন্থ সর্বত্র ব্যবহারো জ্ঞানস্য ফলত্বেন লিঙ্গং ভবতি। তল্লিঙ্গা-ভাবেন জ্ঞানাভাবোঽনুমীয়তে ইতি চেদ্ ন। তদাপি ধর্ম্যাদিপ্রতীত্যপ্রতীত্যো-রুক্তদোষাৎ। ষষ্ঠমানগম্যো জ্ঞানাভাব ইতি ভট্টমতেঽপি অয়মেব দোষঃ।

(বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ১২৫ পৃঃ)

১। (ক) ত্বদুক্তমর্থং সংখ্যাং বা শাস্ত্রার্থং বা ন জানামি। (বিবরণ, ৯৮ পৃঃ)

(খ) এবং জ্ঞানসামান্যবিরুদ্ধম্ অহমজ্ঞ ইত্যনুভবসিদ্ধম্ অজ্ঞানং ভাবরূপ-মেবেত্যুক্ত্বা, বিশেষাজ্ঞানমপি ভাবরূপমেবেত্যাহ—ইহ চেতি। (ভাবপ্রকাশিকা, ৭৬ পৃঃ)

ন জানামি' অর্থাৎ আপনার কথিত অর্থ জানিতে পারি নাই। এইরূপ উক্তির অযৌক্তিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট যেহেতু বক্তা অর্থ অনুভব করিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছেন অথচ বলিতেছেন যে—আমি অর্থ জানি না। যদি তিনি বস্তুতঃ অর্থ না জানিয়া থাকেন তবে সর্বথা অজ্ঞাত অর্থের বিষয়ে কোনও প্রকার উক্তিই অসম্ভব বলিয়া তাঁহার এই প্রকার বাক্যই অসঙ্গত হইয়া যায়। যিনি কোনও বিষয়ে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ জানেন তাঁহার পক্ষেই তদ্‌বিষয়ে বলা সম্ভব হয়।[১] পূর্বপক্ষী অবশ্য বলিতে পারেন যে, অর্থটি জানিলেও অর্থগত সংখ্যা জানেন না বলিয়াই অর্থাৎ অর্থগতসংখ্যাবিশেষবিষয়ক জ্ঞানের অভাব আছে বলিয়াই 'ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি' বলিয়াছিলেন। পূর্বপক্ষীর এইরূপ উত্তরের তাৎপর্য এই, তিনি এখন বলিতে চান—'ত্বদুক্তার্থগতসংখ্যাং ন জানামি'। এখানেও পুনরায় প্রশ্ন করা যায় যে, পূর্বপক্ষী সংখ্যা না জানিলে 'সংখ্যা জানি না' এরূপ বলেন কিরূপে? এখানে তো আর পূর্বপক্ষী 'সংখ্যাগতসংখ্যা জানি না' বলিতে পারিবেন না যেহেতু সংখ্যাতে সংখ্যা বিদ্যমান থাকে না। সংখ্যা গুণপদার্থ সুতরাং তাহাতে গুণ থাকিতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এখন হয়ত পূর্বপক্ষী বলিবেন যে, সংখ্যা বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান থাকিলেও অপরোক্ষজ্ঞান নাই বলিয়া 'সংখ্যাং ন জানামি' বলিয়াছেন। কিন্তু এইরূপে সর্বত্র পূর্বপক্ষী পরিত্রাণ পাইবেন না যেহেতু 'ত্বদুক্তং শাস্ত্রার্থং ন জানামি' এই বাক্যের স্থলে পূর্ববৎ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। শাস্ত্রে স্বর্গ, অপূর্ব, দেবতা প্রভৃতি নিত্য-পরোক্ষবিষয়ও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে বলিয়া স্বর্গাদি শাস্ত্রার্থ। এই 'শাস্ত্রার্থ জানি না' বলিলে তাহার ব্যাখ্যায় পূর্বপক্ষী কি বলিতে পারিবেন —আমি স্বর্গাদি পরোক্ষরূপে জানি কিন্তু অপরোক্ষরূপে জানি না? এইরূপ উক্তিতে অসঙ্গতি অত্যন্ত প্রকট।[২] পূর্বপক্ষী এখন অন্য কোনও প্রকার

১। ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি ইতি অর্থেন সহৈবাজ্ঞানানুভবাৎ কথং তজ্‌জ্ঞানাভাবঃ স্যাৎ। (ভাবপ্রকাশিকা, ৭৬ পৃঃ)

২। অর্থে জ্ঞাতেঽপি তৎসংখ্যায়া অজ্ঞাতত্বাৎ ন জানামি ইত্যুক্তিঃ ন বিরুদ্ধা ইতি; অত আহ—সংখ্যাম্ ইতি। যৎসংখ্যাবিষয়ঃ প্রশ্নঃ তৎসংখ্যায়াঃ সংখ্যান্তরাভাবাৎ সংখ্যাং ন জানামি ইত্যুক্তিরনুপপন্না স্যাৎ ইত্যর্থঃ। পরোক্ষতয়া জ্ঞাতেঽপ্যপরোক্ষতয়া জ্ঞানাভাবাভিপ্রায়েণ ন জানামি ইত্যুক্তিরিতি;

সমাধান দিতে না পারিয়া বলিতে পারেন—'জানিয়াও পরপরীক্ষার জন্য জানি না বলিয়াছি।' এইরূপ উক্তি অন্যত্র সঙ্গত হইলেও বাদকথায় যখন শিষ্য গুরুকে বলিয়া থাকেন 'ত্বদুক্তং শাস্ত্রার্থং ন জানামি' সেইস্থলে সঙ্গত হইতে পারে না। গুরুকে পরীক্ষা করার জন্য শিষ্য কখনই শাস্ত্রশ্রবণ ও গুরুশুশ্রূষাদি করেন নাই। এইভাবে সিদ্ধান্তী বিবরণাচার্য প্রকাশাত্মযতি জ্ঞানবিশেষাভাব-পক্ষও খণ্ডন করিলেন।[১]

চিৎসুখীর পদ্ধতিতে জ্ঞানবিশেষাভাবপক্ষ খণ্ডন

বিবরণাচার্যের শৈলী অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে চিৎসুখাচার্য প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়টী আরও সরলভাবে প্রকাশিত করেন। চিৎসুখাচার্য জ্ঞান-বিশেষের অভাব পক্ষটি নিম্নলিখিতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 'ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি' এইভাবেই জ্ঞানবিশেষের অভাব প্রতিপাদিত হয় বলিয়া পূর্বপক্ষী মনে করেন। অর্থ জানিলে তবেই অর্থসম্বন্ধে উল্লেখপূর্বক 'ন জানামি' বলা চলে। অতএব জ্ঞানাভাবই এই বাক্যের প্রতিপাদ্য এরূপ বলা যায় না। পূর্বপক্ষী অবশ্য বলিতে পারেন যে, বিষয়টি জ্ঞাত নয়, ইহা বলিতে চাহি না কিন্তু ঐ বাক্যের দ্বারা যাহা আমাদের বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা হইল—ত্বদুক্ত বিষয়ে প্রমাণজ্ঞান নাই অর্থাৎ ত্বদুক্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও প্রমাণজ্ঞান নাই। পূর্ব-পক্ষী প্রদর্শিত রীতিতে বিষয়বিষয়ক জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া লইয়াও প্রমাণ-জ্ঞান নাই, ইহা উপপাদিত করিলেন। এতদ্দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য যে জ্ঞানাভাব বা প্রমাণজ্ঞানাভাব তাহা সিদ্ধ হইল।

অত আহ—শাস্ত্রার্থমিতি। স্বর্গাপূর্বদেবতাদীনাং নিত্যপরোক্ষত্বেন অপরোক্ষত্ব-সংভাবনায়া অপ্যভাবাৎ তদভিপ্রায়েণ ন জানামি ইত্যুক্তির্ন সংভবতি ইত্যর্থঃ। (তাৎপর্যদীপিকা, ৭৬-৭৭ পৃঃ)

১। (ক) ইহ চ ত্বদুক্তমর্থং সংখ্যাং বা শাস্ত্রার্থং বা ন জানামীতি বিষয়ব্যা-বৃত্তমজ্ঞানমনুভূয় তচ্ছ্রবণাদৌ প্রবর্ততে। (বিবরণ, ৯৮-৯৯ পৃঃ)

(খ) জানন্নেব ন জানামীতি ব্রূতে পরপরীক্ষার্থম্, ন ত্বজ্ঞানসংভবাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য, শ্রবণগুরুশুশ্রূষাদ্যনুপপত্ত্যা তত্রাজ্ঞানং কল্প্যত ইত্যাহ—তচ্ছ্রবণাদা-বিতি। (তত্ত্বদীপন, ৯৮ পৃঃ)

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—'ত্বদুক্তে অর্থে প্রমাণজ্ঞানং নাস্তি' এরূপ বাক্যও পূর্বপক্ষী জ্ঞানাভাবপক্ষে সিদ্ধ করিতে পারেন না। 'ত্বদুক্তে অর্থে প্রমাণজ্ঞানং নাস্তি', ইহাও একটি প্রমাণজ্ঞান। এই প্রমাণজ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে পূর্বপক্ষী কিরূপে প্রমাণজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিবেন? আরও কথা, 'ত্বদুক্তে অর্থে প্রমাণজ্ঞানং নাস্তি' এই জ্ঞানটি প্রমাণজ্ঞান হওয়ায় এই প্রমাণজ্ঞানের বিশেষণ-রূপে প্রতীত অর্থ প্রমাণের দ্বারাই অধিগত হইয়াছে। সুতরাং সেই অর্থ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হইলেও অর্থকে প্রমাণতঃ বা প্রমাণের দ্বারা জানি না, এরূপ বলা অসমীচীন এবং বলিলে তাহা ব্যাঘাতদোষদুষ্ট হয়।[১]

পূর্বপক্ষী পুনরায় বলিতে পারেন—ঐ প্রমাণজ্ঞানটি থাকিলেও এতদতিরিক্ত প্রমাণজ্ঞান নাই এবং সেইজন্যই প্রমাণজ্ঞানাভাব সাধিত হইতে পারে। সিদ্ধান্তী তাহার উত্তরে বলেন—'ত্বদুক্তে অর্থে পূর্বোক্তাতিরিক্তং প্রমাণজ্ঞানং নাস্তি', এই জ্ঞানটিও তো প্রমাণজ্ঞান বটে এবং ইহা পূর্বোক্ত জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত জ্ঞান। সুতরাং পূর্বোক্তাতিরিক্ত প্রমাণজ্ঞান থাকিতে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন না যে, পূর্বপক্ষীর পূর্বোক্তাতিরিক্ত প্রমাণজ্ঞান নাই; আর সেরূপ বলিলে পূর্ববৎ ব্যাঘাতদোষ হইবে।[২]

পূর্বপক্ষী জ্ঞানাভাবের উপপত্তির জন্য আরও একটি সমাধান প্রদর্শন করেন। 'ত্বদুক্তম্ অর্থং ন জানামি' বাক্যের অর্থ—ত্বদুক্ত অর্থ সামান্যতঃ জানিলেও বিশেষতঃ জানি না অর্থাৎ ঐ বাক্যের অর্থ—ত্বদুক্তার্থগতবিশেষং ন জানামি।

সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর সমাধানটিকে পূর্ববৎ খণ্ডন করিয়া বলেন—যদি বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানাভাব থাকে তবে তদ্‌বিষয়ে কিছু বলা যায় না আর যদি বিশেষ বিষয়ক জ্ঞান থাকে তবে জ্ঞানাভাব আছে বলিলে ব্যাঘাতদোষ হয়।[৩] এই

১। ন চ প্রমাণতো ন জানামীত্যেবংপরতয়াপি ব্যবহারোপপত্তিঃ। ত্বদুক্তেঽর্থে প্রমাণজ্ঞানং মম নাস্তীত্যস্য বিশিষ্টবিষয়জ্ঞানস্য প্রমাত্বাৎ, তদ্বিশেষণ-তয়ার্থস্যাপি প্রমাণেনাধিগতত্বাৎ, স্ববচনব্যাঘাতাপত্তেঃ। (চিৎসুখী, ৫৯ পৃঃ)

২। এতদতিরিক্তপ্রমাণজ্ঞানং ত্বদুক্তেঽর্থে মম নাস্তীতি বদতো বচনব্যাঘাত-দোষানুষঙ্গ এবাস্যাপি জ্ঞানস্য পূর্ববদেব প্রমাণজন্যত্বাৎ। (চিৎসুখী, ৫৯ পৃঃ)

৩। ন চ সামান্যতঃ প্রমাণেনার্থস্যাধিগমেঽপি বিশেষানধিগমাদদোষঃ। বিশেষস্যাপ্যধিগমানধিগময়োঃ পূর্বোক্তদোষানতিবৃত্তেঃ। (চিৎসুখী, ৫৯ পৃঃ)

ভাবে অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব বলিয়া প্রতিপাদন করিবার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া যায়। সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা অজ্ঞানের অভাববিলক্ষণত্বই সিদ্ধ হইল।

অবিদ্যার ভাবরূপতার অনুমান

অবিদ্যার ভাবরূপতা বা অভাববিলক্ষণতা অনুমান প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদ 'অবশ্যম্' পদের দ্বারা যে-অনুমানটিকে সূচিত করিয়াছিলেন তাহারই বিশদ স্বরূপ আমরা বিবরণগ্রন্থে পাইয়া থাকি। বিবরণাচার্যপ্রদর্শিত অনুমানটি নিম্নরূপ—বিবাদগোচরাপন্নং প্রমাণজ্ঞানম্, স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্বকং ভবিতুমর্হতি, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবৎ ইতি।[১] এই অনুমানের পক্ষ—বিবাদগোচরাপন্নং প্রমাণজ্ঞানম্, সাধ্য—স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্বকত্ব, হেতু—অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব, দৃষ্টান্ত—অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবৎ।

এই অনুমানের দ্বারা অবিদ্যার অভাববিলক্ষণত্ব বা ভাবরূপত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বিবরণাচার্য এই অনুমানে অবিদ্যা ভাবরূপা বা অবিদ্যা অভাব-বিলক্ষণা এইভাবে প্রতিজ্ঞাবাক্যটিকে উল্লিখিত করেন নাই। কিন্তু তিনি যে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন তদ্দ্বারা অবিদ্যার ভাবরূপত্বই সাধিত হইয়াছে। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভা অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশ করে এবং তাহা ভাবরূপ অন্ধকারের নিবৃত্তি ঘটাইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করিয়া বিবরণকার প্রতিপাদন করিতেছেন যে, প্রমাণজ্ঞান অপ্রকাশিত বিষয়কে প্রকাশ করে বলিয়া তাহাও কোনও একটি ভাবরূপ পদার্থকে নিবৃত্ত করিবে। সেই ভাবরূপ পদার্থটি হইল অবিদ্যা। এইজন্যই অনুমানের পক্ষ হইয়াছে প্রমাণজ্ঞান এবং সাধ্য হইয়াছে স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত ·····বস্ত্বন্তরপূর্বকত্ব। প্রাগ-ভাবভিন্ন, প্রমাণজ্ঞানবিষয়ের আবরক, প্রমাণজ্ঞাননিবর্ত্য, প্রমাণজ্ঞানদেশগত বস্ত্বন্তরটি অবিদ্যা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। পূর্বপক্ষী এতাদৃশ সাধ্যের দ্বারা অবিদ্যা ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থের সিদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন। পূর্বপক্ষীর এই প্রয়াস ফলদায়ক হইলে বিবরণোক্ত এই অনুমানের দ্বারা অবিদ্যার সিদ্ধি না হইয়া পদার্থান্তরের সিদ্ধি হইবে। যে উদ্দেশ্যে কোনও

১। বিবরণ, ১০০-১০২ পৃঃ, কলিঃ সং

কার্য সম্পাদিত হয় তাহার সিদ্ধি না হইয়া যদি অন্য কোনও বস্তুর সিদ্ধি হয় তবে তাহাকে অর্থান্তর বলা হয়।[১] পূর্বোক্তানুমানেও যদি সাধ্যপদটির দ্বারা ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি না হয় অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞান ভাবরূপাবিদ্যাপূর্বক না হইয়া অবিদ্যাভিন্নবস্তুপূর্বক বলিয়া সিদ্ধ হয় তবে স্বাভিলষিত অবিদ্যার সিদ্ধি না হওয়ায়, প্রত্যুত বিষয়ান্তরের সিদ্ধি হওয়ায়, অর্থান্তরদোষ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বিবরণকার সাধ্যপদকে এরূপ সুন্দরভাবে নানা বিশেষণের দ্বারা উল্লিখিত করিয়াছেন যাহাতে স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্তাদি বস্ত্বন্তর বলিতে কেবলমাত্র অবিদ্যাকেই বুঝিতে পারা যায়। এই সাধ্যপদে স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত বলায় অবিদ্যা যে প্রাগভাবরূপ নয় তাহা অতি স্পষ্টভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখন অনুমানগত পক্ষসাধ্যাদি বিভিন্ন পদের আলোচনা করা হইতেছে।

অনুমানের পক্ষ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুমানের পক্ষ হইল বিবাদ-গোচরাপন্নং প্রমাণজ্ঞানম্। ইহাতে জ্ঞানপদটি বিশেষ্য, তাহার দুইটি বিশেষণ হইল—প্রমাণ ও বিবাদগোচরাপন্ন। কেবলমাত্র জ্ঞান বলিলে অংশতঃ বাধদোষ হয় বলিয়া প্রমাণজ্ঞানম্ বলা হইয়াছে। জ্ঞানমাত্রই যে অজ্ঞাননিবর্তক হইয়া থাকে তাহা নয় কিন্তু সুখদুঃখাদি সাক্ষিভাস্যবস্তুর জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হয় না। সাক্ষিভাস্যবস্তু বিষয়ে যে অজ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে পারে না তাহা অবিদ্যার প্রত্যক্ষপ্রমাণ আলোচনাকালে বলা হইয়াছে। যাহা হউক, সাক্ষিভাস্যবস্তুবিষয়ে অজ্ঞান বিদ্যমান না থাকিলে সাক্ষিভাস্য সুখদুঃখাদির জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের

১। সিদ্ধ বস্তুর সাধন করিবার প্রয়াস বৃথা। এইজন্য সিদ্ধসাধনও দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ভাবরূপ অবিদ্যা ব্যতীত অন্য কোনও সিদ্ধ বস্তুর সিদ্ধি হইলে এই অনুমান সিদ্ধের সাধন করায় দুষ্ট হইবে। আবার ভাবরূপ অবিদ্যা সাধনের ইচ্ছা করিয়া যদি আত্মা বা ইন্দ্রিয় বা অন্য কোনও সিদ্ধ বস্তুর সাধন হয় তবে অভীষ্ট বস্তু হইতে ভিন্ন বস্তুর সিদ্ধি হওয়ায় অর্থান্তর দোষ হয়। এইজন্য আলোচ্য স্থলে অনেকে সিদ্ধসাধন বলিয়াছেন আবার অনেকে অর্থান্তর বলিয়াছেন। তত্ত্বদীপনকার অখণ্ডানন্দ সর্বত্র অর্থান্তরত্ব বা অর্থান্তরতা বলিলেও অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধুসূদন অর্থান্তর বলিয়াছেন। অনুরূপভাবে সিদ্ধসাধনতা ও সিদ্ধসাধন উভয়ভাবেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নাশের কথাই আসে না। ইহা ব্যতীত লক্ষ্য করা উচিত যে, সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের কোনও বিরোধিতা নাই; পরন্তু সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের প্রকাশক। যে-সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানকে প্রকাশিত করে সেই সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের নাশ ঘটাইতে পারে না। অজ্ঞানের সহিত বিরোধিতা আছে কেবলমাত্র প্রমাণজ্ঞানের। এইজন্য পক্ষপদে কেবলমাত্র জ্ঞান এইরূপ না বলিয়া প্রমাণজ্ঞান বলা হইল। শুধুমাত্র জ্ঞান বলিলে সাক্ষিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হইত অথচ তাহা অজ্ঞাননিবর্তক হইত না। ফলে অংশতঃ বাধদোষ অপরিহার্য হইয়া পড়িত।[১]

পক্ষের প্রথম বিশেষণ প্রমাণ-পদটির সার্থকতা প্রদর্শনের পর দ্বিতীয় বিশেষণ বিবাদগোচরাপন্ন-পদটির সার্থকতা প্রদর্শিত হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা একটি পরার্থানুমান। সুতরাং যেরূপ পক্ষে সাধ্য নাই বলিয়া পূর্বপক্ষী মনে করেন অথচ সাধ্য আছে বলিয়া সিদ্ধান্তী বিপরীত মত পোষণ করেন তাদৃশ বিবাদ-গোচরাপন্ন বা বিবাদাস্পদ পক্ষে সিদ্ধান্তী সাধ্যের সিদ্ধি করিবেন। অন্যথা যাদৃশ পক্ষে সাধ্যের অভাব সম্বন্ধে পূর্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তীর ঐকমত্য রহিয়াছে তাদৃশ পক্ষে সাধ্যসিদ্ধির প্রয়াস ব্যর্থ। এখন পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র প্রমাণজ্ঞানকে পক্ষপদ বলিয়া নির্দেশ করিলে স্থলবিশেষে উভয় পক্ষের বিপ্রতিপত্তিই হয় না অর্থাৎ সেই স্থলবিশেষে পূর্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তী উভয়েই প্রমাণজ্ঞানকে অবিদ্যা-নিবর্তক বলিয়া মনে করেন না। পূর্বপক্ষী সেই স্থলবিশেষ বিশদভাবে বলিতেছেন। যখন 'ইদং রজতম্' ভ্রমজ্ঞানের পর 'ইয়ং শুক্তিঃ' এই বাধজ্ঞান জন্মায় তখন পরবর্তী বাধজ্ঞানের দ্বারা পূর্ববর্তী ভ্রমজ্ঞানের সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয় এরূপ বলা যায় না। পরবর্তী জ্ঞানের শুক্ত্যংশের দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ঞানের রজতাংশেরই বাধ হয় কিন্তু পরবর্তী জ্ঞানের ইদমংশের দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ঞানের ইদমংশের বাধ স্বীকার করা যায় না। ধর্ম্যংশে জ্ঞানের ভ্রম হয় না, ভ্রম হয় কেবলমাত্র প্রকারাংশে—ইহা উভয়মতসিদ্ধ। সুতরাং 'ইয়ং শুক্তিঃ' জ্ঞানের ইদমংশের দ্বারা কাহারও বাধ না হওয়ায় এবং ইদমংশের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হওয়ায় প্রমাণজ্ঞানের এই অংশবিশেষকে

১। অত্র প্রমাণপদং প্রমাণবৃত্তেরেব পক্ষত্বেন সুখাদিপ্রমায়াং সাক্ষিচৈতন্য-রূপায়ামজ্ঞানানিবর্তিকায়াং বাধবারণায়। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬২পৃ:)

পক্ষবহির্ভূত করার জন্য বিবাদগোচরাপন্ন বলা হইয়াছে।[১] এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় কেবলমাত্র বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণজ্ঞানই পক্ষ বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। পক্ষবিশেষণগুলির তাৎপর্য অদ্বৈতসিদ্ধিতে এই ভাবেই প্রদর্শন করা হইয়াছে।

বিবরণের টীকাকার চিৎসুখাচার্য তাৎপর্যদীপিকায় অন্যভাবে উক্ত বিশেষণ-দ্বয়ের সার্থকতা নির্ণীত করিয়াছেন। জ্ঞানমাত্রই অজ্ঞাননিবর্তক এরূপ নয়; প্রমাণজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। অনুবাদিজ্ঞান প্রমাণজ্ঞান নয়; তাহা অধিগত বিষয়ের জ্ঞান সম্পাদন করে বলিয়া অনধিগতার্থগন্তৃস্বরূপ প্রামাণ্য তাহাতে নাই। এই অনুবাদিজ্ঞানকে পক্ষবহির্ভূত করার জন্য 'প্রমাণ' বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রমাণজ্ঞান না বলিয়া 'বিবাদগোচরাপন্ন' বিশেষণটি ধারাজ্ঞানকে পক্ষবহির্ভূত করার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যখন একটি বিষয়ে ক্রমাগত জ্ঞান হইতে থাকে তখন তাহাকে ধারাজ্ঞান বা ধারাবাহিকজ্ঞান বলা হয়। ধারাবাহিকজ্ঞান প্রমাণজ্ঞান হইলেও সেই ধারার প্রথমজ্ঞানটি মাত্র অজ্ঞাননিবর্তক হয়, দ্বিতীয়াদি জ্ঞানগুলি অজ্ঞাননিবর্তক হয় না। এইজন্যই বিবাদগোচরাপন্ন বিশেষণটির দ্বারা সেই ধারাজ্ঞানান্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানগুলিকে পক্ষ হইতে বহির্ভূত করা হইয়াছে।[২] পক্ষবিশেষণগুলির পূর্বরূপ সার্থকতা বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহেও প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, অদ্বৈতবেদান্তে ধারাজ্ঞান স্বীকার করার কোনও আবশ্যকতা নাই। অনেকে নৈয়ায়িক দৃষ্টিতেই অদ্বৈতবেদান্তেও ধারাজ্ঞানের উল্লেখ করেন। সিদ্ধান্তে বহুক্ষণব্যাপী একটি জ্ঞান স্বীকৃত হওয়ায়[৪] এবং

১। ধর্ম্যংশপ্রমাণবৃত্তেরিদমিত্যাকারায়া অজ্ঞানানিবর্তিকায়াঃ পক্ষবহির্ভাবায় বিবাদপদমিতি বিশেষণম্। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬২ পৃঃ)

২। জ্ঞানস্যৈব পক্ষীকরণে অনুবাদজ্ঞানে হেতোরসিদ্ধিঃ স্যাৎ তদর্থং প্রমাণজ্ঞানম্ ইত্যুক্তম্। প্রমাণজ্ঞানমিত্যুক্তেঽপি ধারাবাহিকপ্রমাণজ্ঞানে হেতোরসিদ্ধিরেব তদর্থং বিবাদগোচরেতি পদম্। (তাৎপর্যদীপিকা, ৮৫ পৃঃ)

৩। জ্ঞানমাত্রস্য পক্ষত্বে স্মৃত্যনুবাদজ্ঞানে হেত্বসিদ্ধিঃ স্যাদিতি প্রমাণেত্যুক্তম্। তথা ধারাবাহিকব্যাবৃত্তয়ে বিমতমিতি। (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ১৩৩ পৃঃ)

৪। (ক) অস্মন্মতে তু ধারাবাহিকবুদ্ধিরেব নাস্তি। একস্যৈব জ্ঞানস্য তাবৎসময়স্থিত্যুপপত্তেঃ। (ভাবপ্রকাশিকা, ৮৭ পৃঃ)

(খ) কিঞ্চ সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকবুদ্ধিস্থলে ন জ্ঞানভেদঃ, কিন্তু যাবদ্

নৈয়ায়িকসম্মত জ্ঞানক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডিত হওয়ায় 'বিবাদগোচরাপন্ন' বিশেষণটির ঐরূপ সার্থকতা নির্ণয়ের যৌক্তিকতা বিচার্য। এইস্থলে পূর্বপক্ষীর মতানুবর্তন করিয়া এইরূপ সমাধান বলা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

অনুমানের সাধ্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সাধ্যের দ্বারা ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি না হইয়া বস্ত্বন্তরের সিদ্ধি হইয়াছে এরূপ পূর্বপক্ষিগণের অভিপ্রায়। অথচ সিদ্ধান্তী বিবরণকার এই সাধ্যপদটিকে এরূপ নিপুণভাবে বিশেষণাদির দ্বারা যুক্ত করিয়াছেন যে, কোনও প্রকারে এই সাধ্যপদের দ্বারা ভাবরূপ অবিদ্যা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু প্রতিপাদিত হইতে পারে না। এখন সাধ্যগত বিশেষণগুলির সার্থকতা কথিত হইতেছে। যদি 'বস্তুপূর্বকম্' এইরূপ বলা হইত তাহা হইলে প্রমাণজ্ঞানের পূর্বে আত্মা বিদ্যমান থাকেই বলিয়া উক্ত সাধ্যের দ্বারা আত্মার সিদ্ধি হইত, ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি হইত না অর্থাৎ অর্থান্তরদোষ হইত। এই দোষের নিরাকরণের জন্য 'বস্ত্বন্তরপূর্বকম্' বলা হইল। 'বস্ত্বন্তর' শব্দের অর্থ অন্য বস্তু; আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুকেই বস্ত্বন্তরশব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। পুনরায় বস্ত্বন্তরপূর্বক বলিলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে অর্থান্তর হয় যেহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রমাণজ্ঞানের পূর্বে বিদ্যমান থাকে এবং তাহা আত্মভিন্ন বলিয়া বস্ত্বন্তর। এই দোষ দূরীকরণের জন্য 'স্বদেশগত'পদটি গৃহীত হইয়াছে। ইহার অর্থ প্রমাণ-জ্ঞানদেশগত। প্রমাণজ্ঞান আত্মাতে স্থিত সুতরাং স্বদেশগতপদের অর্থ আত্মগত। ইন্দ্রিয় আত্মগত না হওয়ায় 'স্বদেশগত' পদ গ্রহণের দ্বারা ইন্দ্রিয়ে অর্থান্তর বারিত হইল। আবার অদৃষ্টে অর্থান্তর হইতেছে যেহেতু অদৃষ্ট জ্ঞানমাত্রের সাধারণ কারণ হওয়ায় প্রমাণজ্ঞানেরও পূর্বে বিদ্যমান আছে। অদৃষ্ট আত্ম-ভিন্ন বলিয়া বস্ত্বন্তর, অদৃষ্ট আত্মাতে বিদ্যমান থাকায় স্বদেশগত। এই অর্থান্তর বারণের জন্য 'স্বনিবর্ত্য'পদটি গৃহীত হইল, ইহার অর্থ প্রমাণজ্ঞাননিবর্ত্য। অদৃষ্ট প্রমাণজ্ঞাননিবর্ত্য নয় কিন্তু তাহা প্রমাণজ্ঞানজন্য ভোগের দ্বারা নাশ্য হয়।

ঘটস্ফুরণং তাবদ্ ঘটাকারান্তঃকরণবৃত্তিরেকৈব ন তু নানা, বৃত্তেঃ স্ববিরোধিবৃত্ত্যুৎ-পত্তিপর্যন্তং স্থায়িত্বাভ্যুপগমাৎ। (বেদান্তপরিভাষা, ২২-২৩ পৃঃ)

সুতরাং স্বনিবর্ত্যপদের দ্বারা অদৃষ্টে অর্থান্তর দোষ নিরাকৃত হইল। পূর্বোক্ত পদগুলি গ্রহণ করিয়াও অর্থান্তর দোষ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতেছে না যেহেতু উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য পূর্বজ্ঞানে অর্থান্তর হয়। এতাদৃশ পূর্বজ্ঞান প্রমাণ-জ্ঞানের পূর্ববর্তী, ইহা আত্মভিন্ন, ইহা আত্মগত, প্রমাণজ্ঞাননিবর্ত্য সুতরাং এতাদৃশ পূর্বজ্ঞানে অর্থান্তর হইবে। এই অর্থান্তর নিরসনের জন্য বিবরণাচার্য আরও একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন—'স্ববিষয়াবরণ'। স্ববিষয়াবরণ শব্দের অর্থ প্রমাণজ্ঞানবিষয়াবরক কিন্তু তাদৃশ পূর্বজ্ঞানের দ্বারা উত্তরভাবী প্রমাণ-জ্ঞানের বিষয় আবৃত হয় নাই বলিয়া অর্থান্তরদোষের নিবারণ করা হইল। এতগুলি শব্দের দ্বারা সমন্বিত সাধ্যপদ স্বীকারেও অর্থান্তর হইতে মুক্তি পাওয়া যায় নাই যেহেতু প্রাগভাবে অর্থান্তর হইয়া থাকে। প্রমাণজ্ঞানপ্রাগভাব প্রমাণ-জ্ঞানের পূর্বে বিদ্যমান থাকে, ইহা আত্মভিন্ন, আত্মগত, প্রমাণজ্ঞাননিবর্ত্য এবং প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবৃতও করে। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানপ্রাগভাবে অর্থান্তর হয়। এই দোষের নিরাকরণের জন্য প্রকাশাত্মযতি সাধ্যে আরও একটি বিশেষণ প্রযুক্ত করিলেন—'স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত'। ইহা স্পষ্ট যে, এই বিশেষণের দ্বারা প্রাগভাব বারিত হইয়াছে।[১] এখন যে সাধ্যপদটি দাঁড়াইল তাহা সর্ব-বিধদোষমুক্ত হওয়ায় এবং অবিদ্যা ব্যতীত আর কোনও বস্তু এই সাধ্যপদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে না পারায় বিবরণোক্ত অনুমানের দ্বারা অভাববিলক্ষণ অবিদ্যার সিদ্ধি হইল।

প্রাগুক্ত রীতিতে প্রথমতঃ বস্তুপূর্বকম্ এবং তদনন্তর ক্রমশঃ পূর্বপূর্ব পদ-গুলির সার্থকতা প্রদর্শনের পদ্ধতিটি প্রতিলোমের দ্বারা ব্যাবৃত্তিপ্রদর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিপরীতক্রমে অর্থাৎ অনুলোমের দ্বারাও সাধ্যগত পদগুলির ব্যাবৃত্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। 'স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-বস্তুপূর্বকম্' এইমাত্র সাধ্য বলিলে বিষয়ে অর্থান্তরদোষ হয় যেহেতু প্রমাণজ্ঞানের বিষয় প্রমাণজ্ঞানের পূর্বে বিদ্যমান থাকে এবং তাহা প্রাগভাবব্যতিরিক্ত। এই

১। বস্তুপূর্বকমিত্যুক্তৌ, আত্মবিস্তুপূর্বকতয়াঽর্থান্তরত্বম্, তদর্থম্—বস্ত্বন্তরেতি। চক্ষুরাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্—স্বদেশগতেতি। অদৃষ্টাদিকং ব্যাবর্তয়তি—স্বনির্বর্ত্যেতি। উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্যপূর্বজ্ঞানব্যাবৃত্ত্যর্থম্—স্ববিষয়াবরণেতি। প্রাগভাবব্যাবৃত্ত্যর্থম্—স্বপ্রাগভাবেতি। (তত্ত্বদীপন, ১০১ পৃঃ)

দোষের নিরসনের জন্য 'স্ববিষয়াবরণ' পদটি প্রদত্ত হইল। প্রমাণজ্ঞানের বিষয় কখনও প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিতে পারে না ; কেহই নিজে নিজেকে আবৃত করিতে সমর্থ হয় না। এইভাবে অর্থান্তরের বারণ হইলেও পুনরায় ঘটকুড্যাদিতে অর্থান্তর হইতে পারে। প্রমাণজ্ঞানের বিষয়টি যদি জ্ঞানের পূর্বে ঘটাদির দ্বারা আবৃত থাকে তবে তাদৃশ বিষয়ের আবরক ঘটাদি প্রমাণজ্ঞানের পূর্বে বিদ্যমান, তাহা প্রাগভাবব্যতিরিক্ত, প্রমাণজ্ঞানবিষয়ের আবরক বলিয়া তাহাতে অর্থান্তর হইবে। এই অর্থান্তর দূরীকরণের জন্য 'স্বনিবর্ত্য' বিশেষণ প্রদান করিলেন। ঘটকুড্যাদি প্রমাণজ্ঞাননিবর্ত্য নয়, সুতরাং দোষমুক্তি হইল। এখন আবার পূর্বপক্ষী বিষয়গত অজ্ঞাততাতে অর্থান্তর প্রদর্শন করেন। ভট্ট-সম্প্রদায়ের মীমাংসকগণ অজ্ঞাত বিষয়ে অজ্ঞাততা আছে বলিয়া স্বীকার করেন ; এই অজ্ঞাততা প্রমাণজ্ঞানের পূর্বে বিষয়ে বিদ্যমান আছে, তাহা প্রাগভাবব্যতি-রিক্ত ; ইহা স্ববিষয়াবরণও বটে যেহেতু অজ্ঞাততা প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করে। অজ্ঞাততা প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্য, সুতরাং তাহাতে স্বনিবর্ত্যত্বও আছে। এই অবস্থায় অজ্ঞাততাতে যাহাতে অর্থান্তর না হয় তজ্জন্য বিবরণা-চার্য 'স্বদেশগত' বিশেষণটি প্রযুক্ত করিলেন। স্বদেশগত শব্দের অর্থ পূর্ববৎ এইস্থলেও আত্মগত বলিয়া বুঝিতে হইবে ; অজ্ঞাততা বিষয়গত হওয়ায় এবং আত্মগত না হওয়ায় তাহাতে অর্থান্তর দোষ থাকিল না। এখন পূর্বপক্ষী পুনরায় মিথ্যাজ্ঞানে অর্থান্তর প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। মিথ্যাজ্ঞান প্রমাণজ্ঞানের পূর্বে বিদ্যমান থাকে, তাহা প্রাগভাবব্যতিরিক্ত, তাহা প্রমাণজ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করে বলিয়া স্ববিষয়াবরণ, তাহা প্রমাণ জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্য, তাহা আত্মগত বলিয়া স্বদেশগত ; সুতরাং পূর্বপক্ষীর মতে মিথ্যাজ্ঞানে অর্থান্তর হয়। এই অর্থান্তর বারণের জন্য 'বস্ত্বন্তর' বলা হইয়াছে অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানভিন্ন হইতে হইবে।[১]

১। (ক) স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্তপূর্বকমিত্যুক্তৌ বিষয়েণার্থান্তরতা, তদর্থম্ —স্ববিষয়াবরণেতি। স্ববিষয়াবরকান্ধকারব্যাবৃত্ত্যর্থম্—স্বনিবর্ত্যেতি। বিষয় গতাজ্ঞাততাব্যাবৃত্ত্যর্থম্—স্বদেশগতেতি। মিথ্যাজ্ঞানং ব্যাবর্তয়তি—বস্ত্বন্তরেতি। (তত্ত্বদীপন, ১০১ পৃঃ, কলিঃ সং)

(খ) অনুলোমেঽপি বস্ত্বন্তরপূর্বকম্ ইত্যেতাবত্যুক্তে প্রাগভাবেনাপি সিদ্ধ-সাধনতা স্যাৎ, তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থম্—প্রাগভাবব্যতিরিক্তেত্যুক্তম্। তথাপি বিষয়েণ

পূর্বে প্রতিলোমে সাধ্য বিশেষণগুলির ব্যাবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং এখন অনুলোমেও সাধ্যগত বিশেষণগুলির ব্যাবৃত্তি প্রদর্শিত হইল। বিবরণোক্ত অনুমানের পূর্বোক্ত সাধ্যের দ্বারা কেবলমাত্র অবিদ্যাই প্রতিপাদিত হইতে পারে। অন্যান্য বাদিগণ অবিদ্যাকে অভাবরূপ বা জ্ঞানপ্রাগভাবরূপ বলেন কিন্তু উক্ত সাধ্যে স্পষ্টতঃ 'স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত' বিশেষণটি অভিহিত হওয়ায় আর অভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি হইতে পারিল না এবং সিদ্ধান্তসম্মত অভাববিলক্ষণ অবিদ্যা সিদ্ধ হইল।

অদ্বৈতসিদ্ধিতে অনুলোম প্রক্রিয়ায় ব্যাবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্য মধুসূদন বলিয়াছেন যে সাধ্যে বস্ত্বন্তরপদটি বিশেষ্য এবং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত প্রভৃতি চারটি পদ বিশেষণ। পূর্বে অনুলোমপ্রক্রিয়ার দ্বারা যেভাবে ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে বস্ত্বন্তরশব্দের অন্তর্গত অন্য-পদটির সার্থকতা মিথ্যাজ্ঞানে অর্থান্তরবারণে। এইরূপ সমাধান অনেকে পছন্দ করেন না যেহেতু

ঘটাদিনা সিদ্ধসাধনতা মা ভূদিতি স্ববিষয়াবরণেত্যুক্তম্। তথাপি ঘটকুড্যাদিনা স্ববিষয়াবরণেন সিদ্ধসাধনতা মা ভূদিতি স্বনিবর্ত্যেতি পদম্। তথাপি অজ্ঞাতত্বেন বিষয়গতেন ভাট্টানাং সিদ্ধসাধনতাব্যাবৃত্ত্যর্থং স্বদেশগতেতি বিশেষণম্। এবং সর্বতো বিশেষণান্যারভ্য উহনীয়ম্। এতেন বিবক্ষিতভাবরূপাজ্ঞানসিদ্ধিঃ প্রয়োজনম্। (তাৎপর্যদীপিকা, ৮৫ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

উদ্ধৃত টীকাদ্বয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তত্ত্বদীপনে বস্ত্বন্তরপদান্তর্গত 'অন্য'-পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে কিন্তু তাৎপর্যদীপিকায় 'অন্য'-পদের কোন ব্যাবৃত্তি নাই। চিৎসুখাচার্য বস্ত্বন্তর পদটিকে বিশেষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। এই প্রক্রিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিতেও অবলম্বিত হইয়াছে। অনুমানের সাধ্যের আলোচনার অন্তে এই বিষয়টি উক্ত হইয়াছে।

তত্ত্বদীপনে স্বনিবর্ত্যপদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শনের প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অদ্বৈতসিদ্ধিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদি অন্ধকারে অর্থান্তর বারণের জন্য স্বনিবর্ত্যপদের আবশ্যকতা বলা হয় তবে তাহা অসঙ্গত হয় যেহেতু স্বদেশগত পদটির দ্বারাই অন্ধকারের বারণ হইয়া যায়। অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন বলিয়াছেন—অন্ধকারেণ অর্থান্তরবারণার্থমিদমিতি কেচিৎ। তন্ন, স্বদেশগতেত্যনেনৈব তদ্ব্যুদাসাৎ। (৫৬৩ পৃঃ)

মিথ্যাজ্ঞান অবিদ্যা হইতে অতিরিক্ত নয়। মিথ্যাজ্ঞান অবিদ্যা হইতে অতিরিক্ত না হইলে অর্থান্তরদোষের কোন প্রসঙ্গই নাই; সুতরাং সেই অপ্রসক্ত অর্থান্তরের বারণের জন্য অন্য-পদ গ্রহণ করিয়া বস্ত্বন্তর বলা অসঙ্গত হয়। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন বস্ত্বন্তর বলিতে আত্মভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই বস্ত্বন্তর পদকেই বিশেষ্য পদরূপে গ্রহণ করিয়া 'স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত' প্রভৃতি অপর চারটি পদকে তাহার বিশেষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এখন একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে যে, 'স্वবিষয়াবরণ' বলিলেই প্রাগভাবের বারণ হইতে পারে কারণ অভাব কখনও আবরক হইতে পারে না। স্ববিষয়াবরণ বলিলেই যদি প্রাগভাবের বারণ হইয়া যায় তবে আর স্বপ্রাগভাব-ব্যতিরিক্ত বিশেষণটির কোনও আবশ্যকতা থাকে না। সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদী যদি অভাবকেও আবরক বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে প্রাগভাবও বিষয়ের আবরণ করিতে পারিবে এবং তাহার ফলস্বরূপ অভাববিলক্ষণ অজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারিবে না।

আচার্য মধুসূদন এই পূর্বোক্ত আশঙ্কার যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন যে, বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি যে-সাধ্যের নির্দেশ করিয়াছেন তদ্দ্বারা বস্তুতঃ দুইটি সাধ্য নির্দেশ করাই তাঁহার অভিপ্রেত। সেই দুইটি সাধ্য হইল—স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তর-পূর্বকত্ব এবং স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেগগত-বস্ত্বন্তরপূর্বকত্ব। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, স্বপ্রাগভাব-ব্যতিরিক্ত এবং স্ববিষয়াবরণ এই দুইটি পদের একত্র উপস্থিতি অনাবশ্যক। যদি সাধ্যে স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত বলা হয় তবে স্ববিষয়াবরণ পদটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; অনুরূপভাবে স্ববিষয়াবরণ পদটি গৃহীত হইলে স্বপ্রাগভাব-ব্যতিরিক্ত পদটি পরিত্যক্ত হইবে।[১]

১। অভাবো নাবরক ইতি সিদ্ধান্তে তু সাধ্যদ্বয়ে তাৎপর্যম্। স্বপ্রাগ-ভাবাতিরিক্তনিবর্ত্যস্বদেশগতবস্ত্বন্তরপূর্বকমিত্যেকম্। স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগতবস্ত্বন্তরপূর্বকমিত্যপরমিতি ন কিঞ্চিদসমঞ্জসম্। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৪ পৃঃ)

প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা যায় যে, অভাবের আবরকত্ব ধর্ম আছে বলিয়া কখনও অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন না। ইহা আমরা কখনও অনুভব করি না যে, ঘটাভাব ভূতলকে আবৃত করিতেছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"[১] অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয় এরূপ বলায় অজ্ঞানের বা অবিদ্যার অভাবরূপতা খণ্ডিত হইয়াছে। আচার্য মধুসূদন অদ্বৈতরত্নরক্ষণম্ গ্রন্থে বলিয়াছেন—"অভাবরূপাজ্ঞানস্য আবরকত্বানুপপত্তেশ্চ, তস্য সত্ত্বং চাহ সর্বেশ্বরঃ, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তব ইতি।"[২] উক্ত গীতাবাক্যের ব্যাখ্যায় মধুসূদন অভাবের আবরকত্ব যে হইতে পারে না তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতার পরবর্তী শ্লোকে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ বলা হইয়াছে। "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ"[৩] ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ অভিহিত হওয়ায় অজ্ঞানের জ্ঞানাভাবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না যেহেতু অভাব একমাত্র প্রতিযোগীর দ্বারাই নাশ্য হইয়া থাকে। এইজন্য উক্ত গীতাবাক্যে জ্ঞাননাশ্য অজ্ঞান বলিতে ভাবরূপ অজ্ঞানকেই বুঝিতে হয়।[৪]

অনুমানের হেতু

'অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ' ইহাই এই অনুমানের হেতুরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেবলমাত্র 'প্রকাশকত্বাৎ' বলিলে ধারাবাহিকজ্ঞানের দ্বিতীয়াদি জ্ঞানব্যক্তিতে ব্যভিচার হয় যেহেতু ঐ জ্ঞানব্যক্তিগুলি প্রকাশক হইলেও অবিদ্যার নিবর্তক হয় না। ধারাজ্ঞানের প্রথম জ্ঞানব্যক্তিটিই অবিদ্যার নিবর্তক হয়। এই ব্যভিচার বারণের জন্য অপ্রকাশিত পদটি প্রযুক্ত হইল। দ্বিতীয়াদি জ্ঞানব্যক্তি

১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৫।১৫

২। অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, ২০ পৃঃ

৩। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৫।১৬

৪। অত্রাজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানেন নাশিতমিত্যজ্ঞানস্যাবরণত্বজ্ঞাননাশ্যত্বাভ্যাং জ্ঞানাভাবরূপত্বং ব্যাবর্তিতম্। নহ্যভাবঃ কিঞ্চিদাবৃণোতি ন বা জ্ঞানাভাবো জ্ঞানেন নাশ্যতে স্বভাবনাশরূপত্বাত্তস্য। তস্মাদহমজ্ঞো মামন্যং চ ন জানামীত্যাদিসাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধং ভাবরূপমেবাজ্ঞানমিতি ভগবতো মতম্। (মধুসূদনীব্যাখ্যা, ২৬৩ পৃঃ)

প্রকাশিত বিষয়েরই প্রকাশ করে সুতরাং তাহাতে অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বরূপ হেতুটি বিদ্যমান না থাকায় ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই।[১]

ধারাজ্ঞান স্বীকার না করিলে (১৭৭-৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ধারাজ্ঞানে ব্যভিচার বলা যায় না, তখন স্মৃত্যাদি জ্ঞানে ব্যভিচার প্রদর্শিত হয়। স্মৃতি বিষয়ের প্রকাশক হওয়ায় তাহাতে প্রকাশকত্ব হেতু থাকিল কিন্তু অবিদ্যানিবর্তকত্ব সাধ্য না থাকায় ব্যভিচারের প্রসক্তি হয়। অপ্রকাশিত পদটি বলিলে ব্যভিচার হয় না কারণ স্মৃতি পূর্বানুভূতবিষয়ের বা প্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে। এখন স্মৃতিতে হেতু বিদ্যমান না থাকায় স্মৃতিতে ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই।[২]

হেতুবাক্যের 'অর্থ'-পদটি কোনও ব্যভিচারাদি বারণ করে না; তাহা সত্ত্বেও অর্থ-পদটি স্পষ্টীকরণের জন্য গৃহীত হইয়াছে।[৩]

অনুমানের দৃষ্টান্ত

'অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবৎ' ইহাই অনুমানের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কেবলমাত্র 'প্রদীপপ্রভাবৎ' বলিলে দোষ হয় কারণ মধ্যবর্তী প্রদীপপ্রভাগুলি অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশক নয় বলিয়া তাহাতে হেতু বিদ্যমান নাই আবার ঐ মধ্যবর্তী প্রদীপপ্রভাগুলি কোনও ভাবরূপ পদার্থ বা অন্ধকার নিবৃত্ত না করায় ঐগুলিতে সাধ্যও বিদ্যমান নাই। দৃষ্টান্ত সাধ্যবৈকল্য ও সাধনবৈকল্য উভয়বিধ দোষগ্রস্ত হওয়ায় তাহার পরিহারের জন্য 'প্রথমোৎপন্ন' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভা অপ্রকাশিত বিষয়কে প্রকাশিতও করে আবার ভাবরূপ অন্ধকারের নিবৃত্তিও সাধন করে।

পুনরায় একটি আশঙ্কা উত্থাপিত হয় যে, সবিতৃকরব্যাপ্ত দেশে প্রথমোৎপন্ন-প্রদীপপ্রভা ভাবরূপ অন্ধকারও নাশ করে না আবার অপ্রকাশিত বিষয়ের

১। ধারাবাহিকদ্বিতীয়াদিজ্ঞানে ব্যাভিচারব্যাবৃত্ত্যর্থম্—অপ্রকাশিতেতি। (তত্ত্বদীপন, ১০১-১০২ পৃঃ)

২। তত্র প্রকাশকত্বাদিত্যুক্তে, বিপক্ষে স্মৃত্যাদৌ হেতোর্বৃত্তেরনৈকান্তিকতা, তদর্থম্—অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাদিতি বিশেষণম্। (ঋজুবিবরণ, ১০২ পৃঃ)

৩। অর্থপদং তু স্পষ্টীকরণার্থম্ (তত্ত্বদীপন, ১০২ পৃঃ)

প্রকাশও করে না; সুতরাং পূর্ববৎ দৃষ্টান্ত সাধনবিকল ও সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে। এই দোষ দূর করার জন্য 'অন্ধকারে' এইরূপ বলা হইল। তাহাতে পূর্বোক্ত দোষদ্বয় অপগত হয়।[১]

পক্ষ ও সাধ্য পদের যেরূপ বিস্তৃত সমীক্ষা করা হইয়াছে হেতু ও দৃষ্টান্তের আলোচনা তদনুরূপ বিস্তৃত হয় নাই। প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধির ভয়ে তাদৃশ বিস্তৃতি পরিহৃত হইয়াছে।

অবিদ্যার শ্রুতিপ্রমাণ

অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ,[২] দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্[৩] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অবিদ্যার দ্বারা আবরণ উক্ত হওয়ায় অবিদ্যার ভাবরূপতা শ্রুতিসিদ্ধ হয়।

বিবরণের গাম্ভীর্য

বিবরণগ্রন্থের গাম্ভীর্য সকল অদ্বৈতবাদী অবশ্যই স্বীকার করেন। বিবরণের এক একটি পঙ্‌ক্তি পরবর্তী কালের আচার্যগণের মূল উপজীব্য হইয়াছে এবং সেই পঙ্‌ক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই সুদীর্ঘ আলোচনার উদ্ভব হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তে মিথ্যাত্বের আলোচনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। অসাধারণ পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে যে-মিথ্যাত্বলক্ষণ-পঞ্চকের বিস্তৃত সমীক্ষা করিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষণ বিবরণাচার্যপ্রণীত এবং প্রথম লক্ষণটি পদ্মপাদরচিত। বিবরণে কেবলমাত্র "প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বং নাম"[৪] এই একটি পঙ্‌ক্তি বিদ্যমান থাকিলেও তাহার মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া যাবতীয় পূর্বপক্ষের আপত্তির সমাধান করেন আচার্য মধুসূদন। সেইরূপ "জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্"[৫] লক্ষণটিও

১। প্রদীপপ্রভাবৎ ইত্যেবোপন্যস্তে মধ্যবর্তিপ্রভাসু সাধ্যসাধনবৈকল্যমাশঙ্ক্য উক্তম্—প্রথমোৎপন্নেতি। তথাপি আলোকব্যাপ্তে দেশে যথোক্তসাধ্যসাধনবত্ত্বং নাস্তি ইত্যত উক্তং—অন্ধকারে ইতি। (তাৎপর্যদীপিকা, ৮৫ পৃঃ)

২। ছাঃ উঃ, ৮।৩।২

৩। শ্বেঃ উঃ, ১।৩

৪। বিবরণ, ২১২ পৃঃ, কলিঃ সং

৫। বিবরণ, ১২৪ পৃঃ, কলিঃ সং দ্রষ্টব্য

বিবরণাচার্যরচিত এবং তাহার ব্যাখ্যায় অদ্বৈতসিদ্ধিকার বহু বিচার-বিমর্শ করিয়া অদ্বৈতসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বিবরণগ্রন্থে 'ইদং রজতম্' এই ভ্রমজ্ঞানের উপপত্তির জন্য রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেই বিবরণপঙ্‌ক্তির[১] অবলম্বনেই পরবর্তী কালে মধুসূদন তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে

১। অতো ন রজত-তৎসম্ভিন্নশুক্তিবিষয়মেকং জ্ঞানং সমস্তি, কিন্তু অবিদ্যৈব বাহ্যদোষনিমিত্তকারণাপেক্ষয়া রজতাকারেণ সাক্ষিচৈতন্যস্থ রজতাবচ্ছেদজ্ঞানাভাসাকারেণ চ পরিণমমানা স্বকার্যেণ সহ সাক্ষিচৈতন্যস্থ বিষয়ভাবং প্রতিপদ্যতে। (বিবরণ, ১৯৭-৯৮ পৃঃ, কলিঃ সং)

এইস্থলেই বিবরণকার বলিয়াছেন যে, সত্যশুক্তি ও মিথ্যারজতের অন্যোন্যাধ্যাসের ফলেই উভয়ের একত্ব হইয়াছে। শুধু বিষয়দ্বয়ের অন্যোন্যাধ্যাস নয়, জ্ঞানদ্বয়ের অর্থাৎ ইদংবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির ও রজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির অন্যোন্যাধ্যাসও স্বীকার করিতে হয় এবং এইজন্যই 'ইদং রজতম্' জ্ঞানটি একজ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়। ভ্রমের স্থলে বিষয় ও জ্ঞানের অন্যোন্যাধ্যাস বিবরণাচার্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বিবরণকার বলিয়াছেন—"বিষয়শ্চ সত্যমিথ্যাবস্তুনোরন্যোন্যাত্মতয়ৈকতামাপন্নঃ, তেনৈকবিষয়াবচ্ছিন্নফলৈকত্বোপাধৌ সত্যমিথ্যাজ্ঞানদ্বয়মপি একমিতি উপচর্যত ইতি ভাবঃ।" (ঐ, ১৯৮-৯৯ পৃঃ)

প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে, বিবরণোক্ত উপচার শব্দের অর্থ কোনও টীকা-টিপ্পনীতে পাওয়া যায় না। এইজন্য পূর্বপক্ষী মাধব একটি আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। মাধবের বক্তব্য—উপচার শব্দের অর্থ গৌণীবৃত্তি যেমন 'সিংহো মাণবকঃ' বাক্যে সিংহ-শব্দের শৌর্যক্রৌর্যাদিমান্ অর্থ গৌণীবৃত্তির দ্বারা লাভ করা যায়। গৌণীবৃত্তির দ্বারা মাণবকে সিংহ-শব্দের প্রয়োগের উপপত্তি হয় বটে কিন্তু মাণবকের সহিত সিংহের অভেদপ্রতীতি হয় না যেহেতু প্রযোক্তা ও প্রতিপত্তা উভয়েই মাণবক ও সিংহের ভেদজ্ঞান করিয়া থাকেন। সেইরূপ এই স্থলেও ইদম্ ও রজত এই বিষয়দ্বয়ের ঔপচারিক একত্ব হইলেও ইদম্ ও রজত ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়া উচিত। অথচ আমরা সকলেই 'ইদং রজতম্' এই একটি জ্ঞান বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার আচার্য মধুসূদন বলেন যে, বিবরণোক্ত

আবিদ্যকরজতোৎপত্তি ও রজতগোচর অবিদ্যাবৃত্তি নামক দুইটি প্রসঙ্গ সবিস্তারে পর্যালোচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তে ত্রিবিধ সত্তা অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক এই ত্রিবিধ সত্তাও বিবরণগ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সমুল্লিখিত হইয়াছে।[১] এই বিবরণপঙ্‌ক্তির অবলম্বনে মধুসূদন সত্তাত্রৈবিধ্যোপপত্তি নামক প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। এই সত্তাত্রৈবিধ্যের উল্লেখ শ্রুত্যাদিতে থাকিলেও[২] এইরূপ স্পষ্টভাবে বিবরণাচার্যই প্রথমতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রবন্ধের বিস্তৃতির ভয়ে এই সকল বিবরণপঙ্‌ক্তির আশয় বিবৃত করা সম্ভব নয় কিন্তু পূর্বে আলোচিত প্রসঙ্গগুলির সহিত সম্পৃক্ত কয়েকটি বিশেষ পঙ্‌ক্তির বিস্তৃত সমীক্ষা করা যাইতে পারে।

পরবর্তী আচার্যগণের উপর বিবরণের প্রভাব

প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, বিবরণপ্রতিপাদিত তত্ত্বের সারবত্তা ও যুক্তির দৃঢ়তা অবলোকন করিয়া বিবরণোত্তর অদ্বৈতাচার্যগণ প্রায় সকলেই বিবরণা-

---

উপচার শব্দের তাৎপর্য হইল যে, বিষয়দ্বয়ের অভেদাধ্যাসের সহিত জ্ঞানদ্বয়েরও অভেদাধ্যাস হইবে। এখন মাধ্বের আপত্তি খণ্ডিত হইল ও বিবরণগ্রন্থের তাৎপর্যও বুঝিতে পারা গেল। অদ্বৈতসিদ্ধির পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—"ন চ অধ্যস্তেনাভেদেন বিষয়য়োরেকতাপন্নত্বাৎ জ্ঞানয়োরৈক্যমুপচর্যত ইতি—বাচ্যম্; এবমেকত্বপ্রতিপাদকপ্রয়োগসমর্থনেঽপি অনুভববিরোধস্যাপরিহারাদিতি—চেন্ন; বিষয়োরভেদাধ্যাসে জ্ঞানয়োরপ্যভেদাধ্যাস ইত্যস্য উপচারশব্দার্থত্বেনানুভব-বিরোধাভাবাৎ। (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬৫৩ পৃঃ)

১। অথবা ত্রিবিধং সত্ত্বম্—পরমার্থসত্ত্বং ব্রহ্মণঃ অর্থক্রিয়াসামর্থ্যসত্ত্বং মায়োপাধিকমাকাশাদেঃ, অবিদ্যোপাধিকসত্ত্বং রজতাদেঃ। (বিবরণ, ২০৪ পৃঃ, কলিঃ সং)

২। "সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬)। এই শ্রুতিতে সত্য, অনৃত ও সত্য বলিতে ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক ও পারমার্থিক সৎ বুঝিতে পারা যায়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১।১০ মন্ত্রে "তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ" ইত্যাদিবাক্যের দ্বারা ত্রিবিধ সত্তা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া তত্ত্বদীপনকার অখণ্ডানন্দ বিবরণের টীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন। (বিবরণ, ২১০ পৃঃ, কলিঃ সং দ্রষ্টব্য)।

নুসারী হইয়া পড়িয়াছেন অথবা বিবরণগ্রন্থের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছেন। বিবরণোত্তর যুগের অবিসংবাদী স্বনামধন্য আচার্যগণের মধ্যে যাঁহাদিগের উল্লেখ বর্জন করা যায় না তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধানতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন খণ্ডনগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীহর্ষ, প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখীর রচয়িতা চিৎসুখাচার্য, অদ্বৈতদীপিকার রচয়িতা নৃসিংহাশ্রম ও অদ্বৈতসিদ্ধির প্রণেতা আচার্য মধুসূদন। উল্লিখিত আচার্যগণের সকলেই যে বিবরণানুসারী এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আচার্য মধুসূদন বিবরণপন্থী হইলেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ভামতীপ্রস্থানের সিদ্ধান্তকে সম্ভবপক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার যথোচিত ব্যাখ্যা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। চিৎসুখাচার্য বিবরণমতের বিরোধী কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু মধুসূদন আচার্যগণের পরস্পরের মধ্যে সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও সেই মতগুলিকে অবিরোধে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যাহা হউক্ ইহার দ্বারা বিবরণগ্রন্থের গাম্ভীর্য ও ব্যাপকতা প্রকটিত হয়। এখন কয়েকটি বিবরণপঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার আশয় বিবৃত হইতেছে।

সর্বং বস্তু জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয় এব

পূর্বে অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রত্যক্ষপ্রমাণের আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অবিদ্যা জ্ঞানাভাবরূপ হইতে পারে না যেহেতু আশ্রয় ও প্রতিযোগীর জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেই অভাবজ্ঞান হইতে পারে এবং এই দুইটি জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে জ্ঞানের অভাব আছে বলা যায় না।

এখন পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করেন—যদি আশ্রয় বা ধর্মীর জ্ঞান এবং প্রতিযোগীর জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে অভাব-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না পারে তবে অজ্ঞানেরও প্রতীতি হইবে না। পূর্বপক্ষী তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে একটি অনুমান প্রদর্শন করেন—এতদজ্ঞানং নৈতজ্‌জ্ঞানসমকালীনম্, এতদজ্ঞানত্বাৎ, এতজ্‌জ্ঞানাভাববৎ।

তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—একটি ভাববস্তু বিদ্যমান থাকিলে তাহার অভাব তৎকালে বিদ্যমান থাকে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু একটি ভাববস্তু বিদ্যমান থাকিলে অপর একটি ভাববস্তুর বিদ্যমানতায় কোনও দোষ হয় না।

একটি ঘট বিদ্যমান থাকিলে পটের বিদ্যমানতাতে কোনও দোষ নাই। এইজন্য একটি ভাববস্তু অর্থাৎ জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে অপর একটি ভাববস্তু অর্থাৎ অজ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে পারিবে এবং তাহাতে কোনও বিরোধের আশঙ্কা নাই।[১]

পূর্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন যে, দুইটি ভাববস্তুর একত্র বিদ্যমানতায় যে কখনও দোষ নাই এরূপ নয়। ইহা সকলেই জানেন যে, একটি ভাববস্তু অপর একটি বিরুদ্ধ ভাববস্তুর দ্বারা নিবর্তিত হয়; যেমন আলোকের দ্বারা অন্ধকারের নাশ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সিদ্ধান্তীকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সমানাশ্রয়-বিষয়ক জ্ঞানের সহিত সমানাশ্রয়বিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধিতা আছে এবং তাদৃশ জ্ঞানের দ্বারা তাদৃশ অজ্ঞানের নিবৃত্তিও ঘটিয়া থাকে। পূর্বপক্ষী অনুমানও প্রদর্শন করেন—এতদজ্ঞানং নৈতজ্‌জ্ঞানসমকালীনম্, এতজ্‌জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বাৎ, এতজ্‌জ্ঞানপ্রাগভাববৎ।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্বপক্ষী যখন জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিরোধ বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখন তিনি জ্ঞান বলিতে কি অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান বুঝিয়াছেন অথবা সাক্ষিচৈতন্যকে বুঝিয়াছেন? যদি জ্ঞান বলিতে পূর্বপক্ষী বৃত্তিকে বুঝাইয়া থাকেন অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা পূর্বপক্ষীর বিবক্ষিত হইয়া থাকে তবে তাহাতে সিদ্ধান্তীরও সম্মতি আছে। আর যদি জ্ঞান বলিতে সাক্ষী বা সাক্ষিচৈতন্য বিবক্ষিত হয় তবে তাহা সিদ্ধান্তীর অনুমোদিত হইতে পারে না।[২] সাক্ষী অজ্ঞানকে প্রকাশিত করে, তাহা

১। ভাবরূপাজ্ঞানপ্রত্যক্ষবাদে তু সত্যাশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানে জ্ঞানাভাবস্যেব ভাবান্তরস্যাপি নানুপপত্তির্নিয়ন্তুং শক্যতে। (বিবরণ, ৯৯ পৃঃ)

২। প্রমাণজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী অথচ সাক্ষিচৈতন্য বা নিত্যবিদ্যমান অনবচ্ছিন্নচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নয় এরূপ বলিলে পূর্বপক্ষী তাহাতে আপত্তি করেন। পূর্বপক্ষীর মতে প্রমাণজ্ঞান বা অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য ও শুদ্ধচৈতন্য বা সাক্ষী উভয়েই যখন জ্ঞান তখন অজ্ঞান এই উভয়ের দ্বারাই নাশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সিদ্ধান্তী যে বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যকে অজ্ঞানের নাশক বলেন আর সাক্ষিচৈতন্যকে অজ্ঞানের প্রকাশক বা ভাসক বলেন তাহা পূর্বপক্ষীর মতে অত্যন্ত অসঙ্গত।

সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে একটি লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্তের উপস্থাপন করেন—

অজ্ঞানের নাশ করিতে পারে না। যাহা প্রকাশক তাহাও যদি নাশক হইতে পারে তবে ঘটের প্রকাশক ঘটজ্ঞান ঘটের নাশক হইয়া পড়িবে। সুতরাং সিদ্ধান্তী বলিতে চান যে, সাক্ষিভাস্য অজ্ঞান সাক্ষিনাশ্য হইতে পারে না। সাক্ষী যখন অজ্ঞানকে প্রকাশিত করে তখন অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়কেও প্রকাশিত করিয়া থাকে। এইজন্য আমরা বলিয়া থাকি যে, আমার ঘটবিষয়ে অজ্ঞান আছে।[১]

পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করেন, 'ঘটমহং ন জানামি' এই বাক্যে ঘট সাক্ষীর দ্বারা কিরূপে জ্ঞাত হইবে? বাহ্য ঘটাদিবস্তু প্রমাণের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে, প্রমাণই বাহ্য ঘটের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়। কিন্তু এই বাক্যে যদি প্রমাণ ঘটের সিদ্ধি করে তবে প্রমাণসিদ্ধ ঘটে অজ্ঞান থাকিতে পারে না বলিয়া 'ঘটমহং ন জানামি' এই অজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারিবে না।[২]

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—পূর্বপক্ষী এই ভ্রম করিতেছেন যে, একমাত্র

অনবচ্ছিন্ন সূর্যকিরণ তৃণাদি দাহ্যপদার্থকে দগ্ধ করে না কিন্তু প্রকাশিত করে অথচ সেই সূর্যকিরণই সূর্যকান্ত মণির দ্বারা বা আতস কাচের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইলে তৃণাদিকে দগ্ধ করে, ইহা সকলেই জানেন। সেইরূপ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞানকে প্রকাশিত করিবে এবং অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য অজ্ঞানকে নাশ করিবে, ইহাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। বার্তিককার সুরেশ্বর এই বিষয়টিই কারিকাকারে উল্লিখিত করিয়াছেন—

তৃণাদের্ভাসিকাপ্যেষা সূর্যদীপ্তিস্তৃণং দহেৎ।
সূর্যকান্তমুপারুহ্য ন্যায়োঽয়ং যোজ্যতাং ধিয়া॥

১। আশ্রয়বিষয়াজ্ঞানানি ত্রীণ্যপি একেনৈব সাক্ষিণাঽবভাস্যন্তে। তথা চাশ্রয়বিষয়ৌ সাধয়ন্নয়ং সাক্ষী তদ্বদেবাজ্ঞানমপি সাধয়ত্যেব ন তু নিবর্তয়তি। তন্নিবর্তকং ত্বন্তঃকরণবৃত্তিজ্ঞানমেব। (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ১৩০ পৃঃ)

২। নন্বহং ঘটং ন জানামীত্যত্রাজ্ঞানব্যাবর্তকো ঘটো ন তাবৎ সংবন্ধরহিতেন সাক্ষিণা প্রত্যেতুং যোগ্যঃ। বাহ্যবিষয়সিদ্ধেঃ স্বসম্বন্ধ-প্রমাণায়ত্তত্বাৎ। নাপি প্রমাণেন, প্রমাণনিবর্ত্যত্বাদজ্ঞানস্য। (বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ, ১৩০ পৃঃ)

জ্ঞানের দ্বারাই বাহ্যবস্তুর সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ হইতে পারে। অদ্বৈতবাদী মনে করেন যে, বাহ্যবস্তুর সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ যেরূপ জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারাও হইতে পারে। অদ্বৈতবাদীর মতে কেবল-ঘট সাক্ষিবেদ্য হয় না কিন্তু অজ্ঞানবিষয়ীভূতঘট অজ্ঞাতত্বধর্মবিশিষ্ট হইয়া অজ্ঞানদ্বারা যখন সাক্ষীর সহিত সম্বদ্ধ হয় তখন সাক্ষী সেই অজ্ঞাতত্বধর্মবিশিষ্ট ঘটকে জানিয়া থাকে। যেমন কেবল-রাহু অপ্রত্যক্ষ হইলেও চন্দ্রাদ্যুপরক্ত রাহু প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং যেমন কেবল-পরমাণু অপ্রত্যক্ষ হইলেও 'পরমাণুমহং জানামি' এই জ্ঞানের বিশেষণরূপে পরমাণুর মানসপ্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় সেইরূপ কেবল-ঘট সাক্ষীর দ্বারা গৃহীত হইতে না পারিলেও অজ্ঞাতত্বধর্মবিশিষ্ট ঘট সাক্ষিবেদ্য হইতে পারিবে।[১]

পূর্বপক্ষী পুনরায় প্রশ্ন করেন—যদি ঘট অজ্ঞাতত্বধর্মবিশিষ্ট হইয়া সাক্ষীর দ্বারা জ্ঞাত হইয়াই থাকে তবে ঘটমহং জানামি এইরূপ ঘটজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকিবে না। যাহা সাক্ষীর দ্বারা জ্ঞাত তাহাকে আবার পুনরায় জানা বৃথা। পূর্বপক্ষীর শঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বিবরণাচার্য বলেন—"সর্বং বস্তু জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয় এব"। ইহার অর্থ সকল বস্তুই জ্ঞাতত্বরূপে অথবা অজ্ঞাতত্ব-রূপে সাক্ষিচৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে। 'ঘটমহং ন জানামি' এইস্থলে ঘট অজ্ঞাতত্বরূপে সাক্ষিচৈতন্যের বিষয় হইলেও অর্থাৎ সাক্ষিবেদ্য হইলেও তাহা জ্ঞাতত্বরূপে সাক্ষিবেদ্য হয় নাই। এই জ্ঞাতত্বরূপে সাক্ষিবেদ্যতার জন্যই সাক্ষী প্রমাণের ব্যবধানকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ প্রমাণ বা অন্তঃকরণবৃত্তি প্রবৃত্ত হইলে সাক্ষিচৈতন্য বিষয়টিকে জ্ঞাতত্বরূপে গ্রহণ করিতে পারে। সর্বদা বিদ্যমান সাক্ষী বস্তুমাত্রকেই গ্রহণ করিয়া থাকে; প্রমাণের প্রবৃত্তি না হইলে যখন বিষয়টি

১। কেবলস্য ঘটস্য সাক্ষিবেদ্যত্বাভাবেঽপি অজ্ঞাতত্ব-ধর্মবিশিষ্টস্যাজ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধবতা সাক্ষিণা প্রতীতিরুপপদ্যত এব। ন চ বাচ্যং কেবলস্য সাক্ষিবেদ্যত্বাভাবে বিশিষ্টস্যাপি তদনুপপন্নম্ রসাদেশ্চাক্ষুষদ্রব্যবিশিষ্টস্যাপি চাক্ষুষত্বাদর্শনাদিতি। পরমাণোঃ কেবলস্য মানসপ্রত্যক্ষত্বাভাবেঽপি পরমাণুমহং জানামীতি জ্ঞানবিশেষণতয়া মানসপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বস্য পরৈরঙ্গীকারাৎ। লোকেঽপি রাহোঃ কেবলস্যাপ্রত্যক্ষত্বেঽপি চন্দ্রাদ্যুপরক্তস্য প্রত্যক্ষত্বদর্শনাৎ। (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ১৩০ পৃঃ)

অজ্ঞাত থাকে তখন সাক্ষী অজ্ঞাতত্বরূপে বিষয়টি গ্রহণ করে আর যখন প্রমাণ প্রবৃত্ত হয় তখন সাক্ষী বিষয়টিকে জ্ঞাতত্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।[১] সদা বিদ্যমান স্বপ্রকাশ চৈতন্য জ্ঞানমাত্রে বিদ্যমান থাকেন। তিনি সর্বজ্ঞানসাক্ষী বলিয়া শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন—প্রতিবোধবিদিতম্।[২] সর্বজ্ঞানসাক্ষিরূপ দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনও লোপ হয় না—"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।"[৩] যাবতীয় প্রকাশ যে সাক্ষিসাপেক্ষ তাহাও শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"[৪]

ননু কথং ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি[৫]—পূর্বপক্ষ

পূর্বে অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে আদি ভাষ্যদ্বয় শাস্ত্রের বিষয়প্রয়োজন প্রতিপাদন করে। বিবরণে পূর্বপক্ষাকারে

১। উচ্যতে—সর্বং বস্তু জ্ঞাততয়া বাঽজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয় এব। তত্র জ্ঞাততয়া বিষয়ঃ প্রমাণব্যবধানমপেক্ষতে, অন্যস্তু সামান্যাকারেণ বিশেষাকারেণ বাঽজ্ঞানব্যাবর্তকতয়া সদা ভাসত ইত্যুপপত্তিসহিতমজ্ঞানপ্রত্যক্ষং ভাবরূপমেবাত্মন্যজ্ঞানং গময়তীতি সিদ্ধম্। (বিবরণ, ৯৯-১০০ পৃঃ)

যাহা বিবরণে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা হইয়াছে তাহাই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে অত্যন্ত সরলভাবে বিস্তৃতিপূর্বক কথিত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলি উদ্ধৃত হইতেছে।

সর্বং বস্তু জ্ঞাততয়াঽজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয় এব। ননু তর্হি জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ভেদো ন স্যাৎ তথা প্রমাণব্যাপারবৈয়র্থ্যং তদন্বয়ব্যতিরেক-বিরোধশ্চেতি চেৎ, মৈবম্। যদ্বদজ্ঞানমজ্ঞাতত্বধর্মং স্ববিষয়ে সম্পাদ্য তস্য সাক্ষিণা সম্বন্ধং ঘটয়তি তদ্বৎ প্রমাণমপি জ্ঞাতত্বং ধর্মং স্ববিষয়ে সম্পাদ্য তস্য সাক্ষিণা সম্বন্ধঘটকমিত্যঙ্গীকারেণোক্তদোষনিবৃত্তেঃ। তদেবমুক্তোপপত্তিসহিতমহমজ্ঞ ইতি প্রত্যক্ষং ভাবরূপাজ্ঞানে প্রমাণম্। (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ১৩০ পৃঃ)

২। কেন উঃ, ২।৪

৩। বৃঃ উঃ, ৪।৩।২৩

৪। কঠ উঃ, ২।২।১৫

৫। বিবরণ, ২৫ পৃঃ, কলিঃ সং

একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে—নন্থ কথং ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি। পূর্বপক্ষীর বক্তব্য, আদি ভাষ্যদ্বয়ই বিষয়প্রয়োজন প্রতিপাদন করে এরূপ নয়। সিদ্ধান্তী বলিতে চান—আদি ভাষ্যদ্বয়ই বিষয়প্রয়োজন প্রতিপাদন করে। মূলে যে 'এব' শব্দটি রহিয়াছে তাহাকে বিভিন্ন স্থানে বসাইয়া বিভিন্ন শব্দের সহিত অন্বয় করিয়া পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করেন যে, কোনভাবেই ঐ 'এব' শব্দের উপপত্তি হয় না। আর সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করেন যে, ঐ এব-শব্দটিকে ঐ সকল প্রকারেই অন্বিত করা চলে।

(ক) পূর্বপক্ষী বলেন 'ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি' বলিলে অসঙ্গত হয় যেহেতু 'অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে' এই অধ্যাসভাষ্যগত অন্তিম পঙ্‌ক্তিতেও বিষয় ও প্রয়োজন নির্দিষ্ট আছে। অনর্থহেতুপ্রহাণ শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতি-পত্তি শাস্ত্রের বিষয়। যদি অন্তিম ভাষ্যেও বিষয়-প্রয়োজন নির্দিষ্ট থাকে তবে আদি ভাষ্যদ্বয়-ই বা ভাষ্যদ্বয়মেব এই এব-কারের সঙ্গতি থাকে না।

(খ) 'ভাষ্যদ্বয়ং বিষয়প্রয়োজনে এব প্রতিপাদয়তি'—এইরূপও বলা যায় না যেহেতু ভাষ্যদ্বয় অধ্যাসও প্রতিপাদন করে। ভাষ্যদ্বয় অধ্যাসভাষ্যান্তর্গত বলিয়া এবং এই উভয়ভাষ্যে অধ্যাসের আক্ষেপ ও তাহার সমাধান বিদ্যমান থাকায় ইহারা অধ্যাসপ্রতিপাদক এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আদি ভাষ্যদ্বয় বিষয়প্রয়োজন-ই প্রতিপাদন করে, এই বাক্যের এব-কার অসঙ্গত হয়।

(গ) 'ভাষ্যদ্বয়ং বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়ত্যেব'—এইরূপ বলিলে পূর্বপক্ষী তাহাতে দোষ প্রদর্শন করেন। এই ভাষ্যদ্বয় যখন অধ্যাস-প্রতিপাদক তখন ইহা বিষয়প্রয়োজন-প্রতিপাদক হয় কিরূপে ?[১]

ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি—সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্তী এই তিনটি আপত্তির উত্তর প্রসঙ্গে যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য—

১। অত্রৈষাঽক্ষরযোজনা—ভাষ্যদ্বয়মেব কথং বিষয়াদিকং প্রতিপাদয়তি ? অস্যানর্থহেতোরিত্যস্যাপি তৎপ্রতিপাদকত্বাৎ, ভাষ্যদ্বয়ং বিষয়প্রয়োজনে এব কথং প্রতিপাদয়তি ? অধ্যাসস্যাপি প্রতিপাদকত্বাৎ, ভাষ্যদ্বয়ং প্রতিপাদয়ত্যেবেতি কথম্ ? অধ্যাসস্যৈব প্রতিপাদকত্বাৎ, ন হ্যন্যপ্রতিপাদকমন্যপ্রতিপাদকং ভবতীতি। (তত্ত্বদীপন, ২৫ পৃঃ)

এই শাস্ত্রের আরম্ভ করিতে হইলে তাহার বিষয় ও প্রয়োজনের সিদ্ধি আবশ্যক এবং সেই বিষয়-প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য অধ্যাসসিদ্ধি আবশ্যক। আদি ভাষ্য-দ্বয়ে অধ্যাস উপস্থাপিত হওয়ায় তদ্দ্বারা শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন প্রতি-পাদিত হইয়া থাকে। বিষয়প্রয়োজনসিদ্ধির হেতু হইল অধ্যাসসিদ্ধি। হেতুর উপস্থিতি বলিলেই লোকে তাহার দ্বারা সাধ্যের উপস্থিতিও জানিতে পারে। এই স্থলে বিবরণাচার্য বলিয়াছেন—হেতুবচনং হি প্রতিজ্ঞাতার্থমেব সাধয়তি।[১] এই পঙ্‌ক্তিটিকে ত্রিবিধ সমাধানেই অন্বিত করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য-দীপিকাকার চিৎসুখাচার্যের অভিমত। যাহা হউক, সিদ্ধান্তসম্মত এব-কারের ত্রিবিধ উপপত্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখান হইতেছে।

(ক) 'ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি'—এইরূপ বলিলে কোনও অসঙ্গতি নাই যেহেতু আদি ভাষ্যদ্বয় ব্যতীত অন্তিমভাষ্যে অর্থাৎ 'অস্যানর্থহেতোঃ' ইত্যাদি বাক্যে আদিভাষ্যদ্বয়প্রতিপাদিত বিষয়-প্রয়োজনের অনুবাদমাত্র (পুনরুল্লেখমাত্র) করা হইয়াছে। সুতরাং অনুবাদকবাক্যকে অর্থাৎ 'অস্যানর্থ-হেতোঃ' ইত্যাদিবাক্যকে বিষয়প্রয়োজনপ্রতিপাদক বলা যায় না। এইজন্য ভাষ্যদ্বয়মেব অর্থাৎ ভাষ্যদ্বয়ই বিষয়প্রয়োজনপ্রতিপাদক বলাতে কোনও দোষ হয় নাই। এই বাক্যের সহিত 'হেতুবচনং হি' ইত্যাদি বাক্যের অন্বয় করিতে হইবে। আদি ভাষ্যদ্বয়ে হেতুস্বরূপ অধ্যাস প্রতিপাদিত হওয়ায় প্রতিজ্ঞাতার্থ স্বরূপ বা সাধ্যস্বরূপ বিষয়প্রয়োজনও অবশ্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যখন কেহ বলে ঐ দূরে পর্বতে ধূম দেখিতেছি তখন তাহার দ্বারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিয়া থাকেন যে, পর্বতে অগ্নি আছে কারণ ধূম হেতু এবং বহ্নি সাধ্য। সেইরূপ অধ্যাস হেতু বলিয়া আদি ভাষ্যদ্বয়ে অধ্যাস উপস্থাপিত হওয়ায় সাধ্য বিষয়প্রয়োজনের সিদ্ধি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

(খ) 'ভাষ্যদ্বয়ং বিষয়প্রয়োজনে এব প্রতিপাদয়তি'—এইভাবে ব্যাখ্যা করিলেও কোনও অনুপপত্তি হয় না। যদিও ভাষ্যদ্বয়ে অধ্যাস প্রতিপাদিত হইয়াছে তথাপি ঐ ভাষ্যদ্বয়ে অধ্যাস প্রতিপাদনের জন্য অধ্যাস উক্ত হয় নাই কিন্তু বিষয়প্রয়োজন প্রতিপাদনের জন্যই উক্ত হইয়াছে। পর্বতে ধূম দেখিতেছি এই বাক্যে কেহ ধূম প্রতিপাদনের জন্য ধূমের উল্লেখ করে না কিন্তু প্রতিজ্ঞা-

১। বিবরণ, ২৬ পৃঃ

তার্থ বা সাধ্য বহ্নির প্রতিপাদনের জন্যই বলিয়া থাকে। এইভাবে দেখা যায় যে, 'হেতুবচনং হি' বাক্যটি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতেও অন্বিত হইল।

(গ) 'ভাষ্যদ্বয়ং বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়ত্যেব'—এইরূপ ব্যাখ্যাতেও কোনও অসঙ্গতির সম্ভাবনা নাই। ভাষ্যদ্বয় অধ্যাস প্রতিপাদন করিলে বিষয় প্রয়োজন প্রতিপাদন করিতে পারিবে না এরূপ নয় যেহেতু অধ্যাস ও বিষয়-প্রয়োজনের মধ্যে বিরোধ নাই; প্রত্যুত এই উভয়ের মধ্যে সাধ্যসাধনভাব বিদ্যমান। এইজন্য অধ্যাস প্রতিপাদিত হইলে বিষয়প্রয়োজন প্রতিপাদিত হইবেই। হেতুর প্রতিপাদন হইলে প্রতিজ্ঞাতার্থ বা সাধ্যের প্রতিপাদন অবশ্যই হয়। এখানেও 'হেতুবচনং হি' বাক্যটি অন্বিত হইল।[1]

সাধয়ত্যেব

১। "কল্পত্রয়েঽপ্যুক্তো দোষোঽত্র নাবতরতীত্যাহ—শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রাঽরম্ভনিমিত্তে যে বিষয়প্রয়োজনে তয়োঃ সিদ্ধিহেতোরিত্যর্থঃ। তত্রৈষা যোজনা—ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়াদিকং প্রতিপাদয়তি, নোত্তরম্; অস্যৈব হেতুখ্যাপকত্বাৎ, উত্তরস্যৈতৎসিদ্ধবিষয়াদ্যনুবাদকত্বাৎ। তথা ভাষ্যদ্বয়ং বিষয়প্রয়োজনে এব প্রতিপাদয়তি, নাধ্যাসম্; লক্ষণাদিভাষ্যসিদ্ধাধ্যাসানুবাদিত্বাৎ। তথেদং বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়ত্যেব; হেতুখ্যাপকত্বাদিতি।" (তত্ত্বদীপন, ২৫ পৃঃ)

'হেতুবচনং হি' বাক্যটির ত্রিধা অন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাৎপর্যদীপিকা-কার চিৎসুখাচার্য। ঐ টীকা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

"যথা ধূমবত্ত্বাদ্ ইতি বচনং প্রতিজ্ঞাতার্থমগ্নিমত্ত্বমেব সাধয়তি, তদ্বৎ বন্ধস্যাধ্যাসাত্মকত্ববচনং হেতুতয়া বিষয়প্রয়োজনে এব সাধয়তি। তথা হেতু-বচনত্বাৎ ইদমেব বিষয়প্রয়োজনাখ্যং প্রতিজ্ঞাতার্থং সাধয়তি, অস্যানর্থহেতো-রিতি ভাষ্যং এতৎসিদ্ধানুবাদকম্। হেতুবচনত্বাৎ প্রতিজ্ঞাতার্থং সাধয়ত্যেব—ন সাধয়তীতি ন, ইতি ত্রিধা যোজনয়া আক্ষেপত্রয়পরিহারো দ্রষ্টব্যঃ।" (তাৎপর্যদীপিকা, ১৬ পৃঃ)

তত্ত্বদীপনের মতে, এই বাক্যের এব-শব্দটি 'সাধয়তি' এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইবে। কিন্তু চিৎসুখাচার্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই বাক্যেও 'এব' শব্দটি বিভিন্ন শব্দের সহিত অন্বিত হইবে। তাৎপর্যদীপিকার পূর্বোদ্ধৃত অংশে দেখা যায় যে, এব-শব্দটি প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাতার্থমেব, অনন্তর হেতুবচনমেব ও ততঃপর সাধয়ত্যেব এইভাবে অন্বিত হইয়াছে।

কঃ পুনরস্য সূত্রস্য প্রসঙ্গঃ[১]—পূর্বপক্ষ

পূর্বপক্ষী বলিতে চান যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রটির সঙ্গতি নাই। বিবরণকার অধ্যাসভাষ্যের ভাষ্যত্ব প্রদর্শন করিলে তাহার দ্বারা অধ্যাসভাষ্যের উপর লিখিত পঞ্চপাদিকা টীকার যাথার্থ্য হইল এবং বিবরণকার সেই টীকার ব্যাখ্যা করায় কোনও অসঙ্গতি থাকিল না। এখন পূর্বপক্ষী বলিতে চান যে, সূত্রটিই যদি অসঙ্গত হয় তবে সেই সূত্রের ভাষ্য, টীকা ও তাহার টীকা সকলই অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। পূর্বপক্ষী "কঃ পুনরস্য সূত্রস্য প্রসঙ্গঃ" এই বাক্যের দ্বারা সূত্রের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিতেছেন। বিবরণে উল্লিখিত একটি পঙ্‌ক্তিতে টীকাকারগণ চতুর্বিধ অসঙ্গতির উল্লেখ বুঝিতে পারিয়াছেন।

(ক) স্বরূপাসঙ্গতি—কোনও বিষয়ের জিজ্ঞাসা তখনই সম্ভব হয় যখন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। সর্বথা অজ্ঞাত বিষয়ে জিজ্ঞাসা সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসম্বন্ধী প্রথম সূত্রটির সঙ্গতি তখনই থাকিতে পারে যখন ব্রহ্ম জ্ঞাত থাকিবেন। শাস্ত্রপাঠব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। অথচ শাস্ত্রের প্রথমেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-সম্বন্ধী প্রথমসূত্র স্বরূপতঃ অসঙ্গত হইবে।

(খ) মূলাসঙ্গতি—বেদান্তসূত্রগুলি শ্রুতিমূলক হইয়া থাকে। প্রথমসূত্রের প্রসঞ্জক বা প্রবর্তক কোনও শ্রুতিবাক্য না থাকিলে প্রসঞ্জক-বাক্যাভাবেই সূত্রের মূলাসঙ্গতি হইবে। আর যদি জিজ্ঞাসাসূত্রের প্রবর্তক শ্রুতিবাক্য স্বীকৃত থাকে তবে সেই বাক্যটি কিরূপ হইবে? 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদি বাক্যগত 'শ্রোতব্যঃ' পদের দ্বারা জিজ্ঞাসা-পদান্তর্গত বিচার বিহিত হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও দোষ রহিয়াছে। সেস্থানে প্রশ্ন—ঐ বিধি কি নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত অথবা কাম্য? ঐ বিধি নিত্য হইতে পারে না। নিত্যবিধির অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়। অথচ শ্রোতব্য-বিধির অকরণে কোনও প্রত্যবায় জানা যায় না। শ্রবণ-বিধিকে নৈমিত্তিকও বলা যায় না যেহেতু 'গৃহদাহবান্ ক্ষামবত্যা যজেত' ইত্যাদি বিধির মত গৃহদাহাদিতুল্য কোনও নিমিত্ত শ্রবণ-বিধির ক্ষেত্রে জানা যায় না। এই বিধি প্রায়শ্চিত্তরূপও নয় যেহেতু কোন দোষসংসর্গ হইলেই প্রায়শ্চিত্তের

১। বিবরণ, ২৮ পৃঃ।

প্রয়োজন হয়। শ্রবণ-বিধির স্থলে এরূপ জানা যায় না যে, দোষবিশেষের ক্ষালনের জন্য বিচার করিতে হইবে। ইহা কাম্য বিধিও হইতে পারে না যেহেতু কাম্যবিধির ন্যায় এই বিধির উদ্দেশ্যে কোনও ফলের উল্লেখ নাই। এইভাবে পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসাসূত্রের মূলাসঙ্গতি প্রদর্শন করিলেন।

(গ) শাস্ত্রাসঙ্গতি—অধ্যায়চতুষ্টয়াত্মক সূত্রগ্রন্থের এক একটি অধ্যায়ে এক একটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয়, দ্বিতীয়াধ্যায়ে অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন ও চতুর্থ অধ্যায়ে ফল প্রতিপাদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসাসূত্রে এই চারিটি বিষয়ের কোনটিই প্রতিপাদিত না হওয়ায় এই সূত্রে শাস্ত্র-সঙ্গতি নাই।

(ঘ) শাস্ত্রাদিত্বাসঙ্গতি—সূত্রগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসাসূত্রটি শাস্ত্রাদিভূত প্রথম অধ্যায়ের সূত্র সুতরাং ইহাতে সমন্বয় প্রতিপাদিত হওয়া উচিত। তাহা না হওয়ায় শাস্ত্রাদিত্বাসঙ্গতি ঘটিয়াছে।[১]

১। অয়মর্থঃ—জিজ্ঞাসিতং সূত্রণীয়ম্, জিজ্ঞাসা হি জ্ঞাতে, জ্ঞানং চ শাস্ত্র-শ্রবণমন্তরেণ ন সংভবতি; পাঠকাদিষ্বদৃষ্টেরিত্যসংগতিঃ। তথা প্রসজ্যতেঽনেনেতি প্রসঙ্গঃ প্রসঞ্জকঃ. স কিমস্তি ? উত ন ? নাদ্যঃ, বেদান্তবাক্যবিচারকর্তব্যতায়াঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বাৎ। শ্রোতব্য ইত্যাদিবাক্যং প্রসঞ্জকমিতি বক্তব্যম্। ন চ তৎ সংভবতি; বিকল্পাসহত্বাৎ। তৎ কিং নিত্যম্? নৈমিত্তিকং বা? প্রায়শ্চিত্তরূপং বা? অথ বা কাম্যম্? নাদ্যঃ, অকরণে প্রত্যবায়াশ্রুতেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, গৃহদাহাদিম্বিব নিমিত্তাশ্রবণাৎ। ন তৃতীয়ঃ, ব্রহ্মচার্যবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দভ-মালভেতেতিবৎ দোষসংযোগে সত্যচোদিতত্বাৎ। নাপি চতুর্থঃ, বিধ্যুদ্দেশে ফলাশ্রবণাৎ। ন চরমঃ, সূত্রস্য প্রমাণাপেক্ষিতন্যায়সূচকত্বাৎ, তদভাবে সূত্রস্যৈ-বাসংগতেঃ, তস্মাৎ প্রসঞ্জকাভাবাচ্চাসংগতিঃ। তথা শাস্ত্রাসংগতিশ্চ। সমন্বয়াদি-প্রতিপাদকং হি শাস্ত্রম্। ন চ সমন্বয়াদ্যন্যতমমনেন প্রতিপাদ্যতে, ইত্যাদাবস্য সূত্রস্য প্রসঙ্গং ন পশ্যামঃ—ইতি। (তত্ত্বদীপন, ২৮ পৃঃ)

টীকায় কণ্ঠতঃ তিনটি অসঙ্গতি উল্লিখিত হইলেও বস্তুতঃ চতুর্বিধ অসঙ্গতিই টীকাকারের অভিপ্রেত। পরবর্তী বাক্যে অসঙ্গতি খণ্ডনের সময়ে টীকাকার 'চতুর্বিধায়া অপ্যসঙ্গতেঃ' বলিয়াছেন। এই স্থলেও 'ইত্যাদৌ' এই 'আদি' পদের দ্বারা চতুর্থ অসঙ্গতির ইঙ্গিত আছে বুঝিতে হইবে।

কঃ পুনরস্য সূত্রস্য প্রসঙ্গঃ—সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্বপক্ষী কর্তৃক উল্লিখিত চতুর্বিধ অসঙ্গতির কোনটিই প্রযোজ্য নয়।

(ক) স্বরূপ-সঙ্গতি—যে বিষয়ে সামান্যজ্ঞান থাকে কিন্তু বিশেষজ্ঞান থাকে না সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই নিত্য অধ্যয়নবিধির দ্বারা ত্রৈবর্ণিককে অবশ্যই স্ববেদের স্বশাখা অধ্যয়ন করিতে হয়। উপনীত মাণবক স্বশাখার অধ্যয়ন কালে যেরূপ মন্ত্র-ব্রাহ্মণাদি অধ্যয়ন করে সেইরূপ উপনিষদ্‌ও অধ্যয়ন করিয়া থাকে। প্রত্যহ অধ্যয়ন করিতে করিতে সে বুঝিতে পারে যে, আত্মতত্ত্বই অমৃতত্বের সাধন কিন্তু এই বিষয়ে যুক্তিতর্কাদি সে আয়ত্ত করিতে পারে না। আত্মবিষয়ে সামান্যজ্ঞান জন্মাইবার ফলে এবং তদ্বিষয়ে যুক্তিতর্কাদি অধিগত না হওয়ায় তাহার পক্ষে আত্ম-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব হয়। এইভাবে জিজ্ঞাসাসূত্রের স্বরূপসঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।[১]

(খ) মূলসঙ্গতি—বিচারের প্রসঞ্জক বা প্রবর্তক শ্রুতিবাক্য বিদ্যমান আছে বলিয়া সিদ্ধান্তী মনে করেন এবং সিদ্ধান্তীর মতে সেই শ্রুতিবাক্যটি হইল—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদি। বিচারবিধি বা শ্রবণবিধিটি কাম্য বলিয়াই সিদ্ধান্তী অভিমত পোষণ করেন। বিধিবাক্যে কোনও ফল শ্রুত না হইলেও অর্থবাদবাক্যগত ফলের দ্বারাই বিধির কাম্যত্ব সিদ্ধ হইবে। রাত্রি-সত্রের বিধিতে কোনও ফলের উল্লেখ না থাকিলেও তাহার অর্থবাদবাক্যে বলা আছে—'প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বৈ য এতা রাত্রীরুপযন্তি।' ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, রাত্রিসত্রের অনুষ্ঠান করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় এবং প্রতিষ্ঠাকাম রাত্রিসত্র করিবেন। আলোচ্যস্থলেও অর্থবাদগত ফলের দ্বারা বিচারবিধির ফল জানিতে পারা যাইবে। 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' এই অর্থবাদবাক্যের দ্বারা

১। নিত্যেনৈবাধ্যয়নবিধিনাধীতস্বাধ্যায়ো বেদান্তবাক্যেষ্বাপাতদর্শনেনে-দমবগচ্ছতি—আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়মিত্যুপক্রমাৎ সর্বতো বিরক্তস্যাত্মপ্রেপ্সোঃ—আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতম্, এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিত্যুপসংহারা-দমৃতত্বসাধনমাত্মদর্শনং দ্রষ্টব্য ইত্যনূদ্য তাদর্থ্যেন মননিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপ-কার্যঙ্গাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়ত ইতি। (বিবরণ, ২৮-৩০ পৃঃ)

আত্মজ্ঞান যে অমৃতত্বসাধন তাহা জানিতে পারা যায়। সুতরাং অমৃতত্ব লাভে অভিলাষী ব্যক্তি বেদান্তবাক্য বিচার করিবেন এইরূপ কাম্যবিধিতেই পর্যবসান হইবে। সূত্রকারও অথ-শব্দের অর্থ 'সাধনচতুষ্টয়ের পর' এইরূপ বলায় বুঝা যায় যে, চতুর্থসাধন মোক্ষ বা অমৃতত্ব যিনি কামনা করিবেন তিনিই ব্রহ্মবিচার করিবেন। সুতরাং সূত্রকারের মতেও বিচারবিধি কাম্যবিধি বলিয়াই পরিগৃহীত।[১]

(গ) শাস্ত্রসঙ্গতি—জিজ্ঞাসাসূত্রের দ্বারা শাস্ত্রের উপোদ্‌ঘাতস্বরূপ অধ্যাস সূচিত হওয়ায় এই জিজ্ঞাসাসূত্র শাস্ত্রসঙ্গতই হইয়াছে। অধ্যাস প্রতিপাদনের দ্বারা যে জিজ্ঞাসাসূত্রের তাৎপর্যার্থ নিরূপিত হইয়াছে এবং ফলতঃ অধ্যাস যে উপোদ্‌ঘাতস্বরূপ তাহা পূর্বে বিস্তৃতিপূর্বক উল্লিখিত হইয়াছে।[২] (১২৯-১৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

(ঘ) শাস্ত্রাদিত্বসঙ্গতি—উপোদ্‌ঘাতসূচক জিজ্ঞাসাসূত্র শাস্ত্রের আদিতে বিদ্যমান আছে, ইহা সঙ্গতই হইয়াছে। ইহাতে জিজ্ঞাসাসূত্রের শাস্ত্রাদিত্বসঙ্গতি প্রতিপাদিত হইল।

এইভাবে সিদ্ধান্তী চতুর্বিধ অসঙ্গতির খণ্ডন করিয়া জিজ্ঞাসাসূত্রের সঙ্গতি প্রদর্শন করিলেন। আশ্চর্য বিবরণের গাম্ভীর্য যে, একটিমাত্র পঙ্‌ক্তির দ্বারা চতুর্বিধ অসঙ্গতি সূচিত হইল এবং সিদ্ধান্তী তাহার উত্তর প্রদান করিলেন।

১। স চ বিধিঃ কাম্য ইত্যাহ——সাধনচতুষ্টয়েতি। যদ্যপি ন বিধ্যুদ্দেশে ফলশ্রবণম্; তথাপ্যর্থবাদিকফলোপাদানেনামৃতত্বসাধনকামো বেদান্তবাক্যানি বিচারয়েদিতি বিধিঃ পরিণমতে; যথা প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বৈ য এতা রাত্রীরুপ-যন্তীত্যত্র প্রতিষ্ঠাকামো রাত্রিসত্রং কুর্যাদিতি বিধিঃ পরিণমতে, তদ্বদিত্যর্থঃ। (তত্ত্বদীপন, ৩২ পৃঃ)

২। সমন্বয়াদ্যপ্রতিপাদকত্বাৎ সূত্রং শ্যাস্ত্রাসংগতম্, তস্য শাস্ত্রাদিত্বং চাসং-গতমিতি শঙ্কাদ্বয়ং নিরাচষ্টে—কর্তব্য ইতি। চশব্দঃ শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। শাস্ত্রা-রম্ভকর্তব্যতাসিদ্ধ্যুত্তরকালীনত্বাদুত্তরবিচারস্যেত্যাদ্যত্বম্। "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্য-র্থামুপোদ্‌ঘাতং প্রচক্ষতে" ইত্যুপোদ্‌ঘাতত্বেন শাস্ত্রসংগতিশ্চেত্যর্থঃ। (তত্ত্বদীপন, ৩৭ পৃঃ)

বিবরণসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে প্রতিপাদিত করিতে হইলে বিবরণোক্ত শাব্দাপরোক্ষবাদ, অবিদ্যার আশ্রয়-বিষয় এবং 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদিবাক্যে বিধি থাকিলে সেই বিধি দর্শনে অথবা শ্রবণে বা অন্যত্র ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেই হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আচার্য অমলানন্দের অবদান আলোচনাকালে প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়গুলি উত্থাপিত হইবে বলিয়া এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ের সমীক্ষা করা হইল না। বর্তমান অধ্যায়টি যথেষ্ট বৃহদাকার হওয়ায় এইস্থলেই এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করা হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

অমলানন্দের অবদান
এবং
প্রস্থানদ্বয়ের যোগসূত্র

অমলানন্দের অবদান
এবং
প্রস্থানদ্বয়ের যোগসূত্র

বেদান্তকল্পতরুর রচয়িতা অমলানন্দস্বামী গুরুশিষ্যপরম্পরায় বিবরণপন্থী আচার্য বলিয়া সুবিদিত। চিৎসুখাচার্য বিবরণমতানুসারী ছিলেন এবং বিবরণবিরোধী কোনও সিদ্ধান্তকে তিনি তাঁহার প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী নামক গ্রন্থে স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত সেই মতগুলিকে অপসিদ্ধান্ত মনে করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্যের বিবরণানুসারিত্বের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি বিবরণগ্রন্থের উপর তাৎপর্যদীপিকা নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকাগ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বিবরণমতের উপর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু চিৎসুখীতে ভামতীসিদ্ধান্ত পুনঃপুনঃ খণ্ডিত করিয়া তিনি সর্বত্র বিবরণমতের যেভাবে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, চিৎসুখ কখনও প্রস্থানদ্বয়ের মতৈক্যের বা সামঞ্জস্যের সম্বন্ধে চিন্তাই করেন নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অংশেই মধুসূদনের সহিত চিৎসুখাচার্যের পার্থক্য। আচার্য মধুসূদন বাচস্পতির মতের উপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া যতদূর সম্ভব ভামতীসিদ্ধান্তকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। যাহা হউক, অমলানন্দ যেভাবে ভামতীপ্রস্থানকে সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন সেই প্রযত্ন যে চিৎসুখাচার্য হইতে প্রারব্ধ হয় নাই, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। চিৎসুখাচার্যের শিষ্য সুখপ্রকাশ এবং সুখপ্রকাশের শিষ্য হইলেন অমলানন্দ।[১] সুতরাং অমলানন্দ চিৎসুখাচার্যের

১। অমলানন্দ তাঁহার কল্পতরুগ্রন্থের পুষ্পিকায় অনুভবানন্দপূজ্যপাদশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থেও অনুভবানন্দের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কল্পতরুর প্রারম্ভশ্লোকগুলির দশম শ্লোকে অমলানন্দ সুখপ্রকাশকে তাঁহার বিদ্যাগুরু বলিয়া উল্লিখিত করেন। সুখপ্রকাশের নাম মাত্র এই একটি স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। কল্পতরুর সমাপ্তিতে যে সাতটি শ্লোক আছে তাহার দ্বিতীয় শ্লোকে অনুভবানন্দের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে কিন্তু ঐ সাতটি শ্লোকের মধ্যে সুখপ্রকাশের উল্লেখ নাই।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, অমলানন্দের অপর নাম ব্যাসাশ্রম। ইহা তিনি কল্পতরুতে ৩।২ ও ৪।৪ এর পুষ্পিকায় বলিয়াছেন।

প্রকাশবেদে ৮১ খণ্ড ১০০-১০৬ পৃ:

প্রশিষ্য। চিৎসুখ ও অমলানন্দের মধ্যবর্তী আচার্য সুখপ্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না ; তবে সুখপ্রকাশ চিৎসুখীগ্রন্থের উপর একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, অমলানন্দ শিক্ষার ধারায় বিবরণানুসারী। বেদান্তকল্পতরু ব্যতীত অমলানন্দ শাস্ত্রদর্পণ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রদর্পণ গ্রন্থটি কল্পতরুর পরে রচিত।[১] ভামতীর চিন্তা ও যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রদর্পণ যথেষ্ট প্রভাবিত ; স্থানে স্থানে ভামতীর ভাষার সহিতও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভামতীর টীকা রচনার কালে টীকাকার হিসাবে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ছিল নিতান্ত অল্প। তিনি স্থলবিশেষে স্বমত অভিব্যক্ত করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এইজন্যই শাস্ত্রদর্পণ নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বমত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রদর্পণের অপর একটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা যাইতে পারে। নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষে এতগুলি সূত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না বলিয়া অমলানন্দ অতি সংক্ষেপে প্রত্যেক অধিকরণের সারমর্ম তাঁহার শাস্ত্রদর্পণে প্রকাশিত করেন। এই শাস্ত্রদর্পণ গ্রন্থে তিনি বাচস্পতির মতের ভাষ্যবিরোধিতা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের ২।৪।৮ অধিকরণের অর্থাৎ "ত ইন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি সূত্রপ্রতিপাদিত অধিকরণের ভামতীব্যাখ্যা যে ভাষ্যানুসারী হয় নাই তাহা অমলানন্দ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র এইস্থলেই নহে, আনন্দময়াধিকরণে মান্ত্রবর্ণিক সূত্র[২] এবং আরম্ভণাধিকরণে 'ভাবে চোপলব্ধেঃ'[৩] সূত্রের ব্যাখ্যাও যে ভাষ্যবিরোধী হইয়াছে তাহাও অমলানন্দের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ভামতীর টীকাকার হিসাবে অমলানন্দ ভামতীর উপর কোনও দোষ আরোপিত হউক, ইহা পছন্দ করেন নাই। অথচ ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভাষ্যের বিরোধিতা করেন কিরূপে, ইহা অবশ্যই বিবেচ্য। এই আপত্তির সমাধান করিতে গিয়া অমলানন্দ ভামতীগ্রন্থকে

১। ব্রহ্মসূত্রের ৩।৪।১৪ অধিকরণ আলোচনাকালে অমলানন্দ তাঁহার শাস্ত্রদর্পণ গ্রন্থে বলিয়াছেন—'অবঘাতাদিবৈষম্যং চ কল্পতরাবুপপাদিতম্।' (শাস্ত্রদর্পণ, ৩২২ পৃঃ)

২। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে—ব্রহ্মসূত্র ১।১।১৫

৩। ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৫

টীকাস্বরূপ বলেন নাই, বার্তিকস্বরূপ বলিয়াছেন। বার্তিককারের উক্তানুক্তদুরুক্তার্থচিন্তার অধিকার আছে বলিয়া বাচস্পতির উপর কোনও নিন্দাবাদ করা চলে না।[১]

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, অমলানন্দ বাচস্পতির প্রতি পরমশ্রদ্ধাসম্পন্ন। বাচস্পতির প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা না থাকিলে নিজে বিবরণানুসারী হইয়া ভিন্ন প্রস্থানের গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন, ইহাও বিচার্য। বাচস্পতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা আরও স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় ৩।৩।২৬ সূত্রের টীকায়। শব্দের লিঙ্গ সম্বন্ধে বাচস্পতির জ্ঞান নাই এইরূপ একটি আশঙ্কা বাচস্পতির বিরোধিগণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া অমলানন্দ বাচস্পতির মতের সারবত্তা প্রদর্শন করেন এবং বিরুদ্ধবাদিগণ কর্তৃক বাচস্পতির ত্রুটি অন্বেষণের দুঃসাহসের তীব্র নিন্দা করেন। অমলানন্দের মতে বাচস্পতি পদ-বাক্য-প্রমাণরূপ সাগরের অপর পারে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং এই অতি সাধারণ বিষয়টি বাচস্পতি বুঝিতে পারেন নাই বলায় বিরুদ্ধবাদিগণের দুঃসাহসই প্রকাশ পায়।[২] সমগ্র বেদান্তকল্পতরুটীকার অন্তে বাচস্পতির প্রতি অমলানন্দের শ্রদ্ধা আরও বর্ধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভামতীর সমাপ্তির শ্লোকষট্‌কের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় অমলানন্দ

১। (ক) ভাষ্যকারীয়ং ত্বধিকরণং ভেদশ্রুতেরিত্যাদিষু সূত্রেষু নেয়ম্। (ভামতী, ৬৪৯ পৃঃ)

(খ) ভাষ্যকারীয়ং ত্বিতি। দ্বে ইমে অধিকরণে ইত্যর্থঃ। সূত্রেম্বিতি। বহুবচনং সূত্রদ্বয়গতপদাভিপ্রায়ম্। এবং চান্ত্যসূত্র এব যদ্ভাষ্যকারৈরিন্দ্রিয়াণাং প্রাণবৃত্তিত্বনিরসনমকারি, তন্মাত্রমযুক্তমিত্যুক্তং ভবতি। ননু টীকায়াং দুরুক্তিচিন্তা ন যুক্তা, বার্তিকে হি সা ভবতি, তর্হি বার্তিকত্বমস্তু, ন হি বার্তিকস্য শৃঙ্গমস্তি। অত এবানন্দময়াধিকরণে মান্ত্রবর্ণিকসূত্রে আরম্ভণাধিকরণে চ ভাবে চোপলব্ধেরিতিসূত্রভাষ্যমনপেক্ষ্য ব্যাখ্যাং চকার। (কল্পতরু, ৬৪৯ পৃঃ)

বার্তিকের লক্ষণ পূর্বে ৩৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হইয়াছে।

২। পদবাক্যপ্রমাণাব্ধেঃ পরং পারমুপেয়ুষঃ।
বাচস্পতেরিয়ত্যর্থেঽপ্যবোধ ইতি সাহসম্॥ (কল্পতরু, ৮০৬ পৃঃ)

বলিলেন—বাচস্পতি ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন বলিয়া ফলের প্রতি আসক্ত নহেন। এইজন্য তিনি গ্রন্থরচনার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন।[১]

গুরুশিষ্যপরম্পরায় যিনি বিবরণানুসারী সেই অমলানন্দ বাচস্পতিমিশ্রের ভামতীটীকার উপর টীকা রচনা করিলেন। এইভাবে উভয় প্রস্থানের যোগসূত্ররূপে অমলানন্দের ভূমিকা অদ্বৈতশাস্ত্রে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার যোগ্য যে, অমলানন্দের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভামতীপ্রস্থানান্তর্গত আচার্যদ্বয় গৃহী এবং বিবরণপ্রস্থানের প্রায় সকল আচার্যই সন্ন্যাসী। বিবরণানুসারী আচার্য অমলানন্দ নিজে সন্ন্যাসী হইয়া বিবরণপ্রস্থানগত বা সন্ন্যাসিপ্রস্থানগত[২] সিদ্ধান্তের দ্বারা ভামতীপ্রস্থানকে সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তোলেন। যে-অংশে ভামতী ও বিবরণ প্রস্থানের মতবিরোধ দৃষ্ট হয় তদংশে অমলানন্দ ভামতীপ্রস্থানের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন এবং যতদূর সম্ভব ভামতীপ্রতিপাদিত মতটিকে অধিকতর যুক্তি৫ দ্বারা শক্তিশালী করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বিবরণকার শাব্দাপরোক্ষ স্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু ভামতীসিদ্ধান্তে বলা হয় যে, পরোক্ষপ্রমাণ শব্দের দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানই জন্মিতে পারে, অপরোক্ষ হইতে পারে না। অমলানন্দও ভামতীর সিদ্ধান্তই তাঁহার কল্পতরুগ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণমতে অবিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্ম, বিষয়ও ব্রহ্ম কিন্তু ভামতীকার মণ্ডনসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে, অবিদ্যার আশ্রয় জীব, বিষয় ব্রহ্ম। বলা বাহুল্য, কল্পতরুকার অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ভামতীসিদ্ধান্তে শ্রবণাদিতে বিধি অস্বীকৃত হওয়ায় অমলানন্দও শ্রবণাদিতে বিধি স্বীকার করেন নাই। তবে যে স্থলে ভামতীকার নীরব রহিয়াছেন সেই স্থলে অমলানন্দ বিবরণপ্রতিপাদিত, বিশেষতঃ চিৎসুখপ্রতিপাদিত, সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়া তাঁহার কল্পতরুগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা ভামতীকার করেন অমলানন্দ কল্পতরুতে তাহা অনুমানপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

১। যাবন্তস্তে কৃতা গ্রন্থাস্তন্নির্মাণজং পুণ্যং ফলমীশ্বরে সমর্পয়ন্ স্বস্য সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মতয়া ফলেঽপ্যসঙ্গং গময়তি। (কল্পতরু, ১০২১ পৃঃ)

২। গৃহিপ্রস্থান ও সন্ন্যাসিপ্রস্থান নামদ্বয় সম্পর্কে যৌক্তিকতা এই প্রবন্ধে ৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

করিয়াছেন। এইরূপ অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণ ভামতী-গ্রন্থে বিদ্যমান না থাকায় ভামতীপ্রস্থানের যে ন্যূনতা হয় তাহা অমলানন্দ লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত অবসর সন্ধান করিয়া সেই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে স্বকীয় টীকাগ্রন্থে বিনিবদ্ধ করিলেন। এই আলোচনাগুলি সর্বাংশে চিৎসুখাচার্যের তত্ত্বপ্রদীপিকাগ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যের সত্যজ্ঞানাদিপদের দ্বারা যে এক অখণ্ডব্রহ্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত হন, কিন্তু বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞান জন্মে না তাহা চিৎসুখাচার্য-বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। অমলানন্দ চিৎসুখের যুক্তিজাল অবলম্বন করিয়া কল্পতরুর প্রাসঙ্গিক অংশ লিখিয়াছেন, এরূপ অবশ্যই বলা যায়। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই প্রথম সূত্রে 'কর্তব্য' পদের অধ্যাহার স্বীকার করেন, অমলানন্দও তাহা বলিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য অজসংযোগ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন এবং পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত উপাধিরও নিরাস করিয়াছেন। কল্পতরুকার অমলানন্দ ঠিক্ একই যুক্তিতে উপাধির সাধ্যব্যাপকতা খণ্ডন করিয়া অনুমানের নির্দোষতা প্রমাণিত করেন।

কেবল সিদ্ধান্তেই নয়, প্রক্রিয়াতেও অমলানন্দ বিবরণপন্থী পরমগুরু চিৎসুখের অনুকরণ করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য তাঁহার প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকাতে বা চিৎসুখীতে মহাবিদ্যা অনুমানের প্রয়োগ করেন। মহাবিদ্যা অনুমানের রীতি ভট্টবাদীন্দ্র কর্তৃক নিন্দিত ও খণ্ডিত হইলেও চিৎসুখ স্বশক্তির পরীক্ষার জন্য মহাবিদ্যা অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশিষ্য অমলানন্দ ঈশ্বরানু-মানের জন্য মহাবিদ্যা অনুমান প্রযুক্ত করিলেন।

বাচস্পতির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশতঃ অমলানন্দ বাচস্পতির সমর্থনে পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়ার নিন্দা করিয়া ত্রিবৃৎকরণ প্রক্রিয়াকেই শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া অভিমত পোষণ করেন। সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রে পঞ্চীকরণ সিদ্ধান্তরূপে পরিগৃহীত হইলেও বাচস্পতির উক্ত অভিমত ও অমলানন্দ কর্তৃক তাহার সমর্থন পরবর্তী আচার্যগণের নিকট যথেষ্ট তিরস্কার লাভ করিয়াছিল। বাচস্পতি ও অমলানন্দের এই প্রয়াসকে অনেকে প্রগল্ভতা বলিয়া নিন্দিত করিয়াছেন।

অমলানন্দ একজন অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন। মীমাংসা ও বেদান্তের নিবিড় সম্বন্ধ কল্পতরু গ্রন্থ পড়িলে সর্বত্রই বুঝিতে পারা যায়। মীমাংসার

অধিকরণগুলির ও পরিভাষাগুলির অতি সুন্দর ও সরল ব্যাখ্যা কল্পতরুগ্রন্থের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

অমলানন্দ প্রয়োজনমত অন্যান্য দর্শনের সিদ্ধান্তও স্বগ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন ও সেই সেই গ্রন্থপ্রতিপাদিত যুক্তিজালকে আরও নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত করেন। পাতঞ্জলসূত্রোক্ত সর্বজ্ঞত্বানুমান অমলানন্দ কর্তৃক গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভামতীকার অত্যন্ত প্রাচীন আচার্য। তাঁহার পরে অন্য যে-সকল আপত্তি অন্যান্য দার্শনিকগণ প্রদর্শিত করেন, কল্পতরুকার সেগুলির যথাযথ উত্তর দান করেন। অমলানন্দ পুনঃপুনঃ ব্রহ্মপরিণামবাদী কেশবের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডিত করেন। কয়েকটি স্থলে অমলানন্দ পঞ্চপাদিকার উল্লেখ করেন ও স্বীয় মতের পার্থক্য প্রকটিত করেন।

এক কথায়, অমলানন্দ ভামতীপ্রস্থানের একজন অবিস্মরণীয় আচার্য। তাঁহার অবদান ভামতীপ্রস্থানের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। অমলানন্দের মতের বিশেষ পর্যালোচনা পরবর্তী অংশে অবলম্বিত হইতেছে।

শাব্দাপরোক্ষ

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের দ্বারা অথবা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্রকাশ-ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান যে অপরোক্ষ তাহা শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন —যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম। স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে জানিতে না পারার ফলেই যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের উদ্ভব হইয়াছে। সত্যজ্ঞানাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানিলে সেই দুঃখ ও অনর্থ হইতে মুক্তি লাভ হইবে। স্বপ্রকাশ-ব্রহ্মবিষয়ক বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানটি যদি অপরোক্ষ না হইয়া পরোক্ষ হয় তাহা হইলে অপরোক্ষবস্তুবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হওয়ার ফলে সেই ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রম বলিয়াই বুঝিতে হইবে এবং তাদৃশ ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা জীবের দুঃখমুক্তি ঘটিবে না। এইজন্যই বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি ও তৎসম্প্রদায়ের আচার্যগণ শব্দ হইতেও অপরোক্ষ-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ বলেন যে, শব্দ একটি পরোক্ষ প্রমাণ সুতরাং পরোক্ষপ্রমাণজন্য জ্ঞানটি পরোক্ষই হইবে। এইজন্য তাঁহারা বলেন যে, কর্ম এবং

উপাসনা বেদান্তবাক্যের সহিত মিলিত হইয়া অবিদ্যার নিবৃত্তিপূর্বক ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া দেয়। ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিলে সেই জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের শঙ্কাই হইতে পারে না। এইভাবে দেখা যায় যে, ভামতীপ্রস্থানে কর্মকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সহকারিকারণ বলা হইয়াছে।

বিবরণপ্রস্থানের মতে শব্দ হইতেও অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিতে পারে। 'দশমঃ ত্বম্ অসি' এই বাক্যটিকে তাঁহারা উদাহরণস্বরূপে উল্লিখিত করেন। এক সময়ে দশজন লোক সাঁতার দিয়া বা অন্য কোন উপায়ে নদীর অপর পারে যাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, তাহারা দশজন আছে কি না। সেই সময়ে তাহারা ভ্রমপূর্বক প্রত্যেকেই নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করিয়া নয়জন আছে বলিয়া মনে করিল। দশজন উপস্থিত থাকিয়াও যখন দশম ব্যক্তির জন্য সকলে ক্রন্দন করিতেছিল তখন একজন বৃদ্ধব্যক্তি পুনরায় গণনা করিতে বলিলে গণনা-কারী পূর্ববৎ নিজেকে বাদ দিয়া নয়জনকে গণনা করিল। তখন বৃদ্ধব্যক্তি বলিলেন—তুমিই দশম। তাহাতে দশমব্যক্তির সাক্ষাৎকার ঘটিল। এইস্থলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, 'দশমস্ত্বমসি' এই বাক্য হইতেই অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিয়াছে।

ভামতীপন্থী বলিবেন যে, কেবল শব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান জন্মায় নাই কিন্তু ঐ বাক্যের পর সেই গণনাকারী স্বীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দশমব্যক্তির প্রত্যক্ষ করিয়াছে। অতএব এইস্থলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিয়াছে।[১]

শাব্দাপরোক্ষবাদী বলেন যে, যদি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের দ্বারাই গণনাকারীর প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিয়া থাকে তবে ঐ বাক্য উচ্চারিত হইবার পূর্বে কেন সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাইল না? পূর্বেও তো সেই গণনাকারীর ইন্দ্রিয়দ্বার উন্মুক্তই ছিল এবং সে অনায়াসে নিজ শরীরাদি দর্শন করিতে পারিতেছিল। তাহা সত্ত্বেও যখন গণনাকারীর প্রত্যক্ষ হয় নাই এবং শব্দশ্রবণের পরেই প্রত্যক্ষ জন্মিয়াছে তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, শব্দ হইতেই আলোচ্য স্থলে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়াছে।

১। ন চ দশমস্ত্বমসীতি বাক্যমুদাহরণম্। তত্রাপি কেবলশব্দস্যাপরোক্ষ-জ্ঞানাজনকত্বাদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষস্যাপি দশমশরীরগোচরস্য তত্র ভাবাৎ। (চিৎসুখী, ৩৩৩ পৃঃ)

ইহার উত্তরে ভামতীপন্থী বলেন—একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে যখন একটি রত্ন দেওয়া হয় তখন সেই রত্নশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই রত্নের পুষ্পরাগাদি বিশেষত্ব জানিতে পারেন না। সেই ব্যক্তিই আবার রত্নশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে পুষ্পরাগাদি রত্নবৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে কেহ বলেন না যে, রত্নশাস্ত্র হইতে পুষ্পরাগাদির প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিয়াছে। কেহই রত্নশাস্ত্রকে প্রত্যক্ষজ্ঞানজনক বলিয়া অভিমত পোষণ করেন না। তবে 'দশমস্ত্বমসি' বাক্যকেই বা কেন অপরোক্ষজ্ঞানজনক বলা হইবে?[১]

শাব্দাপরোক্ষবাদী শাব্দজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ করার জন্য অনুমান প্রদর্শন করেন—বিমতং শাব্দজ্ঞানম্ অপরোক্ষম্, অপরোক্ষবিষয়ত্বাৎ, সুখজ্ঞানবৎ।[২] বিরুদ্ধবাদিগণ এই অনুমানে দোষ প্রদর্শন করিয়া বলেন যে 'অয়ং ঘটঃ' এইবাক্যে ব্যভিচার হয় যেহেতু 'অয়ং ঘটঃ' বাক্যটি পুরোবর্তি-প্রত্যক্ষগোচর-ঘটবিষয়ক। সুতরাং 'অয়ং ঘটঃ' বাক্যটি অপরোক্ষবিষয়ক হইয়াছে কিন্তু এই বাক্যজন্য জ্ঞানটি যে অপরোক্ষ নয় তাহা আমরা সকলেই জানি।[৩]

এই দোষের উদ্ধারের জন্য শাব্দাপরোক্ষবাদী বলিলেন যে, অপরোক্ষবিষয়ত্বরূপ হেতুটিকে আমরা ঐ অর্থে প্রয়োগ করিব না। যাহা কোনও জ্ঞানের ব্যবধানকে অপেক্ষা না করিয়া অপরোক্ষবিষয়ক হইবে তাদৃশ জ্ঞানকে অপরোক্ষবিষয়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত ব্যভিচারের স্থলটিতে দেখা যায় যে, 'অয়ং ঘটঃ' জ্ঞানটি সাক্ষাৎভাবে অপরোক্ষবিষয়ক হয় নাই। ঘট অপরোক্ষজ্ঞানবিষয় হইয়াছে বলিয়া তদ্দ্বারা 'অয়ং ঘটঃ' বাক্যজ্ঞানটি অপরোক্ষবিষয়

১। ন চ সত্যপীন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে তস্মাদাবদর্শনাৎ পশ্চাদ্ভাবিশব্দজনিতত্বৈব তস্যেতি নিশ্চেতুং শক্যম্। রত্নতত্ত্বাধিগমেঽপি তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। তথাহি—সত্যপীন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে অনধিগতরত্নতত্ত্বপরীক্ষাশাস্ত্রঃ পুষ্পরাগাদিভেদং ন প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে, অধিগতশাস্ত্রার্থস্তু তৎ তত্ত্বং প্রতিপদ্যতে, নচৈতাবতা শাস্ত্রং তত্র প্রত্যক্ষপ্রমিতিজনকমভ্যুপেয়তে। (চিৎসুখী, ৩৩৩ পৃঃ)

২। চিৎসুখী, ৩৩৩ পৃঃ

এই অনুমানটি ন্যায়রত্নদীপাবলী গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া চিৎসুখীর টীকা নয়নপ্রসাদিনীতে প্রত্যগ্‌রূপভগবৎ বলিয়াছেন।

৩। অয়ং ঘট ইতি শব্দেঽনৈকান্তাৎ। (চিৎসুখী, ৩৩৩ পৃঃ)

হইয়াছে। এইভাবে 'অয়ং ঘটঃ' বাক্যে শাব্দাপরোক্ষবাদীর অভিপ্রেত হেতুটি না থাকায় ব্যভিচারের প্রসঙ্গ আসে না।

বিরুদ্ধবাদী ঐ অনুমানে পুনরায় ব্যভিচার প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। যখন কেহ পর্বত প্রত্যক্ষ করে এবং সেই পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করিয়া বহ্নির অনুমান করে তখন তাদৃশ অনুমানের পর্বতাংশ অপরোক্ষ এবং বহ্ন্যংশ পরোক্ষ। এতাদৃশস্থলে 'পর্বতো বহ্নিমান্' জ্ঞানটি সাক্ষাৎভাবে কোনও জ্ঞানের ব্যবধানকে অপেক্ষা না করিয়া পর্বতরূপ অপরোক্ষবিষয়বিষয়ক হইয়াছে। সুতরাং 'পর্বতো বহ্নিমান্' জ্ঞানে হেতু বিদ্যমান আছে কিন্তু ঐ জ্ঞানটি যে অপরোক্ষ নয় কিন্তু পরোক্ষ তাহা সকলেই জানেন। এখানে হেতু বিদ্যমান থাকিলেও অপরোক্ষত্ব-সাধ্যের অবিদ্যমানতার জন্য পুনরায় ব্যভিচার দোষ হয়।[১]

শাব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, 'পর্বতো বহ্নিমান্' জ্ঞানটি অপরোক্ষ-বিষয়ক হইয়াছে সত্য কিন্তু পূর্বোক্তানুমানের হেতু অপরোক্ষবিষয়ত্ব বলিতে অপরোক্ষমাত্রবিষয়ত্ব বিবক্ষিত। 'পর্বতো বহ্নিমান্' জ্ঞানটি বহ্ন্যংশে অপরোক্ষবিষয়ক না হওয়ায় ঐ জ্ঞানে হেতু বিদ্যমান নাই; সুতরাং ব্যভিচারেরও প্রশ্ন ওঠে না। বিরুদ্ধবাদী ভামতীপন্থী ইহাতেও ব্যভিচার অন্বেষণ করেন। সুখেচ্ছা অপরোক্ষ-সুখবিষয়ক হইলেও তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে বলিয়া ব্যভিচার হইবে।[২]

এই ব্যভিচার বারণের জন্য শাব্দাপরোক্ষবাদী বলিলেন, সুখেচ্ছাকে অপরোক্ষ-বিষয়ক বলা যায় না। ইচ্ছার জনক জ্ঞান সবিষয়ক হয় বলিয়া ইচ্ছাকেও গৌণভাবে সবিষয়ক বলা হয়। আলোচ্য অনুমানে অপরোক্ষমাত্রবিষয়ত্ব বলিতে ঔপচারিক বিষয়ত্ব বিবক্ষিত হয় নাই। সুখেচ্ছাতে ঔপচারিক বিষয়ত্ব আছে বলিয়া তাহাতে হেতু নাই সুতরাং ব্যভিচারও হইতে পারিবে না। পুনরায় ঐ অনুমানে নিম্নরূপে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অবিদ্যার বিষয়

১। প্রতিপত্তিব্যবধানমন্তরেণ তদ্বিষয়ত্বমপরোক্ষবিষয়ত্বমিতি চেন্ন। অয়ং পর্বতোঽগ্নিমানিতি পরোক্ষাপরোক্ষবিষয়ানুমানিকজ্ঞানে ব্যভিচারাৎ। (চিৎসুখী, ৩৩৩-৩৩৪ পৃঃ)

২। অপরোক্ষমাত্রবিষয়ত্বং বিবক্ষিতমিতি চেৎ। ন। সুখেচ্ছায়াং ব্যভিচারাৎ (চিৎসুখী, ৩৩৪ পৃঃ)

অপরোক্ষ আত্মা, ইহা শাব্দাপরোক্ষবাদী স্বীকার করেন। সুতরাং অবিদ্যা অপরোক্ষবিষয়ক হইয়াছে কিন্তু অবিদ্যা অপরোক্ষজ্ঞান নয় বলিয়া ব্যভিচার হইবে।[১]

ভামতীপন্থী প্রদর্শিত রীতিতে শাব্দাপরোক্ষ-প্রতিপাদক অনুমানের দোষ প্রদর্শন করিয়া সৎপ্রতিপক্ষ-অনুমানও উপস্থাপিত করিতেছেন—বিবাদাধ্যাসিতঃ শব্দঃ অপরোক্ষজ্ঞানজনকো ন ভবতি, শব্দত্বাৎ, জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যবৎ।[২] জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যে যেরূপ শব্দত্ব আছে এবং তাহা অপরোক্ষজ্ঞানজনক নয় সেইরূপ 'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যেও শব্দত্ব থাকায় তাহা অপরোক্ষজ্ঞানজনক হইবে না।

বিবরণানুসারী আচার্য চিৎসুখ বলেন 'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য হইতেও যে প্রত্যক্ষপ্রমা জন্মিয়া থাকে তাহা অনুভবসিদ্ধ। পূর্বপক্ষী হয়ত বলিবেন যে, এই বাক্য হইতে দশমব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইতে গেলে ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্যই পূর্বপক্ষীর মতে ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের হেতু, শব্দ সহকারী মাত্র। শাব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, ইন্দ্রিয়-সহিত শব্দের প্রত্যক্ষকারণতা স্বীকার করিলে শব্দকে সহকারী না বলিয়া ইন্দ্রিয়কে সহকারী বলাই ত' যুক্তিসঙ্গত। 'দশমস্ত্বমসি' বাক্যে দশমব্যক্তির প্রত্যক্ষে পূর্বপক্ষী ইন্দ্রিয়কে করণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং শব্দকে সহকারী বলিয়া থাকেন। অনুরূপভাবে পূর্বপক্ষী তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্য-জ্ঞানে সংস্কৃত অন্তঃকরণকেই ব্রহ্মাপরোক্ষের হেতু বলিয়া মনে করেন এবং শব্দকে সহকারী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু শাব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, দশমব্যক্তির প্রত্যক্ষে যখন ইন্দ্রিয় ও শব্দ উভয়ের আবশ্যকতা রহিয়াছে তখন শব্দকেই করণ বলিয়া ইন্দ্রিয়কে সহকারী বলিলে দোষ কোথায়? অনুরূপভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অন্তঃকরণ ও শব্দ উভয়ের আবশ্যকতা থাকিলে শব্দকে করণ বলিয়া অন্তঃকরণকে সহকারী বলিলে দোষ

১। তজ্জনকজ্ঞানস্য তদ্বিষয়ত্বাদিচ্ছায়াস্তদ্বিষয়ত্বমুপচর্যত ইতি চেৎ। নৈবম্। তথাপ্যবিদ্যায়াং ব্যভিচারাৎ। স্বতোঽপরোক্ষ আত্মৈবাবিদ্যায়া আশ্রয়ো বিষয়শ্চেতি ভবদ্ভিরভ্যুপগমাৎ। (চিৎসুখী, ৩৩৪ পৃঃ)

২। চিৎসুখী, ৩৩৪ পৃঃ

কোথায়? শাব্দাপরোক্ষবাদী এইরূপ সম্ভাবনামাত্রের নির্দেশ করিয়া যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন যে, দশমব্যক্তির প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে করণ বলা যায় না। আমরা এইরূপও দেখিয়াছি যে, অতি নিবিড় অন্ধকারে যখন দশম ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করিয়া অপর নয়জনের উল্লেখ করে এবং নিজের নাম উল্লেখ করে না সেই সময়ে দশমব্যক্তির পরিচিত অপর একজন 'তুমিই দশম' বলিলে সেই গাঢ় অন্ধকারেও গণনাকারী দশমব্যক্তির অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করে। যদি ইন্দ্রিয়ই করণ হইত তাহা হইলে এই অন্ধকারে চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপদর্শনে অসমর্থ হওয়ায় দশমব্যক্তির অপরোক্ষ হইতে পারিত না। কেবল তাহাই নহে অন্ধব্যক্তিরও এই বাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।[১]

উক্ত দৃষ্টান্তে শব্দের প্রত্যক্ষহেতুতা সিদ্ধ করার পর চিৎসুখাচার্য বলেন যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা অঙ্গীকার করিতে হইবে। 'যন্মনসা ন মনুতে'[২] 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'[৩] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, অন্তঃকরণের দ্বারা ব্রহ্মাপরোক্ষ হয় না। 'তদ্ধাস্য বিজিজ্ঞৌ'[৪] 'তমসঃ পারং দর্শয়তি'[৫] ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শিষ্য আচার্যের উপদেশ লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন এবং অন্ধকারের অর্থাৎ শোকাদিকারণ অজ্ঞানের পার বা অন্ত প্রদর্শন করিলেন।

১। ননু তত্রাপীন্দ্রিয়সহিতস্যৈব তদ্ধেতুত্বং ন কেবলস্যেত্যুক্তমিতি চেৎ, তত্রাপি তর্হি মনঃসহায়স্যৈব শব্দস্যাপরোক্ষপ্রতীতিহেতুতাস্তু। ননু তত্রেন্দ্রিয়স্যৈব করণত্বং শব্দস্য তু সহকারিতামাত্রমিতি চেন্ন। শব্দ এব করণমিন্দ্রিয়ং সহকারীতি বৈপরীত্যমেব কুতো ন স্যাৎ, অন্বয়ব্যতিরেকয়োস্তূভয়ত্রাবিশিষ্টত্বাৎ। তথাপি বিনিগমনায়াং কো হেতুরিতি চেৎ, ক্বচিদ্ বহুলতমে তমসি ক্বচিচ্চ লোচনবিরহিণোপি বাক্যাদ্ দশমোস্মীত্যপরোক্ষ-প্রমিতিদর্শনমেবেতি বদামঃ। (চিৎসুখী, ৩৩৫ পৃঃ)

২। কেন উঃ, ১।৫

৩। তৈঃ উঃ, ২।৪

৪। ছাঃ উঃ, ৬।১৬।৩। ছান্দোগ্যোপনিষদের সকল মুদ্রিত গ্রন্থে বিজজ্ঞৌ পাঠ আছে। কিন্তু চিৎসুখীতে বিজিজ্ঞৌ রহিয়াছে।

৫। ছাঃ উঃ, ৭।২৬।২

ভামত্যনুসারী অদ্বৈতবাদী বলিবেন—উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি শব্দের সহকারিতা পক্ষ অবলম্বন করিলেও উপপন্ন হয়। শব্দ যদি সহকারী না হয় অর্থাৎ তাহার কারণতা স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনকে ব্যর্থ বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইরূপ বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শ্রবণ করিলেও সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন নাই।[১] ভামত্যনুসারী অদ্বৈতবাদী আরও বলেন যে, মনের কারণতা শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে; 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্'[২] শ্রুতিটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতে পারে।

উক্ত আপত্তির উত্তরে বিবরণসম্প্রদায়ের বক্তব্য যে, শব্দকেই সাক্ষাৎকারের কারণ বলিতে হইবে। ইহাতে পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই যেহেতু শ্রবণাতিরিক্ত মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা প্রতিবন্ধকের অপসারণ হইয়া থাকে। যখন কোনও কার্যের উৎপত্তিতে প্রতিবন্ধক থাকে তখন পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলেও প্রতিবন্ধকসত্তাবশতঃ কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে ঐ কারণের দ্বারা তখন কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলোচ্যস্থলে তত্ত্বমস্যাদি-শব্দকে অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মাইতে পারিবে না যদি কোন প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে। অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নামক চিত্তবিক্ষেপদ্বয় ব্রহ্মাপরোক্ষরূপ কার্যের প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। মননের দ্বারা অসম্ভাবনা এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীতভাবনা নিরাকৃত হয়। এইজন্য যাঁহাদের চিত্ত অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনারূপ বিক্ষেপসমন্বিত তাঁহারা বেদান্তবাক্য শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মাপরোক্ষ লাভ করিতে পারেন না। তবে যদি কাহারও চিত্তে তাদৃশ বিক্ষেপ না থাকে তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎভাবে শ্রবণের

১। নন্বেতানি বচনান্যাগমাচার্যোপদেশয়োর্ন সাক্ষাৎকারহেতুতাং প্রতিপাদয়ন্তি। সাক্ষাৎকারহেতোর্মনসঃ সহায়তাপ্রতিপাদনপরত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। অন্যথা শ্রবণোত্তরকালয়োর্মনননিদিধ্যাসনয়োর্বিধানানর্থক্যাৎ, শ্রবণেনৈব সাক্ষাৎকারোৎপত্তেঃ, শ্রুতবেদান্তানামপি পূর্ববৎ সংসারানুবৃত্তিদর্শনাচ্চেতি। (চিৎসুখী, ৩৩৫ পৃঃ)

২। কঠ উঃ, ২।১।১১

দ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান অর্জন করিবেন। প্রতিবন্ধকনিরাস রূপ প্রয়োজন সম্পাদিত হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসনকে ব্যর্থ বলা যায় না।[১] প্রতিবন্ধক থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় না এবং প্রতিবন্ধকসত্তায় কারণের কার্যোৎপত্তিতে অসামর্থ্য ঘটিলেও কারণের কারণত্বের হানি হয় না, ইহা সূত্রকার ও ভাষ্যকার 'ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ'[২] সূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শাব্দাপরোক্ষবাদী এখন 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্' শ্রুতির অর্থ বলিতেছেন। তাঁহার মতে উক্ত শ্রুতির দ্বারা মনের করণতা সিদ্ধ হয় না কিন্তু ঐ শ্রুতির দ্বারা ইহাই বিবক্ষিত হইয়াছে যে, সাক্ষাৎকারের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা উপকারক হইয়া থাকে।[৩]

ভামতীপন্থী সাক্ষাৎকারের প্রতি মনের করণতা স্বীকার করেন। শাব্দাপরোক্ষবাদীর মতে মন কখনই সাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে না। সুখদুঃখাদির সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষের জন্য মনকে করণ বলা নিস্প্রয়োজন যেহেতু সুখদুঃখাদি সাক্ষিসিদ্ধ।[৪] এই বিষয়টি পূর্বেও বিস্তৃতিপূর্বক বলা হইয়াছে। (১০২-৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

ভাবনা-সহিত মন সাক্ষাৎকার জন্মাইতে পারে যেমন ভাবনাপূর্বক কেহ গরুড়াদির সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে, এইরূপ অভিমত শাব্দাপরোক্ষবাদী স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এতাদৃশ সাক্ষাৎকারের প্রমাত্ব নাই ; বিধুরপরিভাবিত কামিনীর দর্শনের ন্যায় তাহা অপ্রমা বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাব্দাপরোক্ষবাদী সাক্ষাৎকারের প্রতি মনের কারণতা সর্বথা

১। অসংভাবনাবিপরীতভাবনাখ্যস্য চিত্তবিক্ষেপলক্ষণস্য চ প্রতিবন্ধস্য নিরাসদ্বারেণ মননিদিধ্যাসনয়োঃ ফলোপকার্যঙ্গতয়াপি শ্রবণং প্রতি বিধানোপপত্তেঃ পূর্ব্ববৎ সংসারিত্বোপলব্ধেশ্চ প্রতিবদ্ধবিজ্ঞানপুরুষবিষয়ত্বাৎ। (চিৎসুখী, ৩৩৫-৩৩৬ পৃঃ)

২। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১

৩। মনসৈবেদমাপ্তব্যমিত্যাদিশ্রুতেশ্চিত্তৈকাগ্র্যস্যাঙ্গতাপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। (চিৎসুখী, ৩৩৬ পৃঃ)

৪। সুখাদীনাং সাক্ষিবেদ্যত্বাদাত্মনশ্চ স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ মনসঃ ক্বচিদপি সাক্ষাৎকারহেতুত্বাসংপ্রতিপত্তেঃ। (চিৎসুখী, ৩৩৬ পৃঃ)

অস্বীকার করেন, এমন কি অপ্রমারূপ সাক্ষাৎকারের করণরূপেও মনকে স্বীকার করেন না। অপ্রমা-সাক্ষাৎকারের স্থলে সাক্ষীই তাদৃশ অপ্রমাবস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে।[১]

'তমসঃ পারং দর্শয়তি',[২] 'তরতি শোকমাত্মবিদ্',[৩] 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'[৪] ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি হইতে ব্রহ্মবিদ্যাকেই অবিদ্যানিবর্তক বলিয়া জানা যায়। মনের করণত্ব খণ্ডিত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক বেদান্তবাক্যকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিতে হইবে।[৫]

ভামত্যনুসারী পূর্বে একটি অনুমান প্রদর্শন করিয়া শব্দ যে অপরোক্ষ-জ্ঞানজনক হইতে পারে না তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। অনুমানটি পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে—বিবাদাধ্যাসিতঃ শব্দঃ অপরোক্ষজ্ঞানজনকো ন ভবতি শব্দত্বাৎ, জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যবদিতি। শাব্দাপরোক্ষবাদীর মতে এই অনুমান দুষ্ট যেহেতু তাহা শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হওয়ায় বাধিত হইতেছে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি'[৬] অর্থাৎ ব্রহ্ম ঔপনিষদ বা উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষ। শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই অপরোক্ষ ব্রহ্মকে শব্দবেদ্য বলা হইয়াছে।

শব্দ হইতে যে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহা অনুমানের দ্বারাও সিদ্ধ

১। ভাবনাসহায়স্য তু মনসো গরুড়াদিসাক্ষাৎকারপ্রমিত্যনুৎপাদকত্বাৎ। তদপরোক্ষস্য চ বিধুরপরিভাবিতকামিনীসাক্ষাৎকারবদ্ বিভ্রমত্বাৎ। অপ্রমারূপ-সাক্ষাৎকারস্যাপি সাক্ষিরূপতয়া মানসত্বাভাবাৎ। (চিৎসুখী, ৩৩৬ পৃঃ)

২। ছাঃ উঃ, ৭।২৬।২

৩। ছাঃ উঃ, ৭।১।৩

৪। গীতা ৭।১৪

৫। প্রস্তুতস্থলে চ প্রমারূপসাক্ষাৎকার এবাবিদ্যানিবৃত্তিক্ষমঃ শ্রুতিভিরব-গম্যতে তত্র চ মনসঃ করণত্বনিষেধাৎ করণান্তরানিরূপণাচ্চ বেদান্তবাক্যমেব করণমিতি। (নয়নপ্রসাদিনী, ৩৩৬ পৃঃ)

৬। বৃঃ উঃ, ৩।৯।২৬

হইতেছে—অপরোক্ষত্বং তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ, জ্ঞানত্ববৎ।[১] অপরোক্ষ জ্ঞানে জ্ঞানত্বের অত্যন্তাভাব নাই সুতরাং জ্ঞানত্ব অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগী। আবার জ্ঞানত্ব তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানেও বিদ্যমান। সুতরাং জ্ঞানত্বরূপ দৃষ্টান্তে সাধ্যও রহিয়াছে। অপরোক্ষত্ব রূপ পক্ষে অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব আছে যেহেতু অপরোক্ষজ্ঞানে অপরোক্ষত্ব আছে। অপরোক্ষজ্ঞানে অপরোক্ষত্ব না থাকিলে অপরোক্ষত্ব অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী হইত ; কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানে অপরোক্ষত্ব থাকায় অপরোক্ষত্বরূপ পক্ষে উক্ত হেতু বিদ্যমান থাকিল। এইজন্য অপরোক্ষত্ব-রূপ পক্ষে হেতু বিদ্যমান থাকিলে সাধ্যও বিদ্যমান থাকিবে অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানে অপরোক্ষত্ব থাকিবে অর্থাৎ অপরোক্ষত্ব তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তি হইবে।

চিৎসুখাচার্য আরও গহন আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত অনুমানের বিপরীত অনুমান প্রয়োগ করিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং পরিশেষে শাব্দাপরোক্ষবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।[২]

ভামতীপন্থীর প্রায় সকল যুক্তিই এই আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে তথাপি কল্পতরুটীকায় যে আরও কয়েকটি নূতন সমাধান উক্ত হইয়াছে সেইগুলি উল্লিখিত হইতেছে। কল্পতরুকার অমলানন্দ

১। চিৎসুখী, ৩৩৭ পৃঃ

২। চিৎসুখীপ্রোক্ত যুক্তিজাল বিবরণের যে পঙ্‌ক্তিগুলির বিস্তৃতিস্বরূপ সেই পঙ্‌ক্তিগুলি উদ্ধৃত হইতেছে।

অত্রায়মাশয়ঃ—লোকে তাবদ্বিষয়স্যাপরোক্ষতা সংবিদভেদাদ্বা বিষয়স্যাব্যবধানতয়া স্বসংবিজ্‌জনকত্বাদ্বা প্রমাণকারণেন্দ্রিয়সংপ্রযুক্তত্বাদ্বা ভবতি, উক্তকারণত্রয়হীনেঽনুমেয়াদৌ পরোক্ষতাদর্শনাৎ। তত্র ব্রহ্মণ এব সর্বসংবিদুপাদানত্বাদ্ ব্রহ্মাকারশব্দপ্রমাণজন্যসংবেদনেঽপি তদভিন্নতয়া বা তজ্‌জনকতয়া বা ব্রহ্মাপি প্রথমমেবাপরোক্ষতয়াঽবভাসতে। তচ্চ চিত্তস্যাতিসূক্ষ্মেঽনেকাগ্রতাদোষাদ্ বিপর্যয়সংস্কারদোষাচ্চ প্রতিবদ্ধং ভ্রান্ত্যা পরোক্ষবদবভাসতে। তত্রাপরোক্ষজ্ঞানমুদ্দিশ্য যজ্ঞাদীনাং নিদিধ্যাসনাদীনাং চ বিধানসামর্থ্যাদ্ যজ্ঞাদি-

বলেন—পরোক্ষ প্রমাণ হইতে পরোক্ষজ্ঞানই জন্মাইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু শাব্দাপরোক্ষবাদী বিবরণপন্থীর ন্যায় এরূপ স্বীকার করা চলিবে না যে, অপরোক্ষযোগ্য বিষয়ে পরোক্ষ প্রমাণ প্রবৃত্ত হইলেও তাহা হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। স্বমতের সমর্থনের জন্য এবং শাব্দাপরোক্ষ-বাদের খণ্ডনের জন্য কল্পতরুকার একটি স্থল প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা অনুমান করি যে, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন যেহেতু ইহারা বিরুদ্ধধর্মযুক্ত; আত্মা নিত্য কিন্তু দেহাদি অনাত্মা অনিত্য। এই নিত্যত্বানিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধধর্মবত্ত্ব-বশতঃ আত্মা ও দেহের ভেদ অনুমিত হয়। প্রয়োগবাক্যটি নিম্নরূপ হইতে পারে—দেহাত্মানৌ ভিন্নৌ, বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বাৎ, গবাশ্ববৎ। যদি অপরোক্ষযোগ্য-বিষয়ক জ্ঞানটি অপরোক্ষই হয় তবে দেহাত্মভেদবিষয়ক এই জ্ঞানটি অনুমান-প্রমাণজন্য হইলেও ইহার প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইত। ফলে সকলেরই দেহাত্মভেদ-বিষয়ক জ্ঞান থাকিত এবং দেহাত্মভ্রান্তি বিদ্যমান না থাকায় দেহাত্মভ্রমজনিত শোকদুঃখাদিও জন্মিতে পারিত না। এই জন্যই কল্পতরুকার পরোক্ষপ্রমাণজন্য জ্ঞানকে পরোক্ষ বলিয়াই স্বীকার করেন।[১]

'দশমস্ত্বমসি' এই বাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে না কিন্তু বাক্যশ্রবণের পর ইন্দ্রিয় হইতে সাক্ষাৎকার জন্মে এরূপ উক্তির সমর্থনে কল্পতরুকার বলেন যে, অন্ধব্যক্তির ঐ বাক্যশ্রবণে সাক্ষাৎকার হয় না, পরোক্ষই হইয়া থাকে। কল্পতরুকার চিৎসুখাচার্যের প্রশিষ্য হইয়াও এবং চিৎসুখসিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত থাকিয়াও এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেন কেন তাহা বিশেষভাবে চিন্তার যোগ্য। চিৎসুখপ্রোক্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট;

নিবর্হিতকল্মষপ্রতিবন্ধম্, শমাদিনিরুদ্ধবিপরীতপ্রবৃত্তিদোষম্, মননসংদর্শিত-প্রমেয়াদিসংভাবনাগুণপ্রদীপোজ্জ্বলিতম্, অতিসূক্ষ্মতরব্রহ্মাত্মবিষয়নিদিধ্যাসন-প্রচয়পরিনির্মিততদেকাগ্রবৃত্তিগুণং চিত্তেন্দ্রিয়ং পারোক্ষ্যবিভ্রমনিমিত্তপ্রতিবন্ধ-নিরাসেন শব্দাদেবাপরোক্ষনিশ্চয়নিমিত্তং ভবতীতি গম্যতে। (বিবরণ, ৫০৮-৫০৯ পৃঃ)

১। শব্দস্ত নাপরোক্ষপ্রমাহেতুঃ কৢপ্তঃ, প্রমেয়াপরোক্ষ্যযোগ্যত্বেন প্রমায়াঃ সাক্ষাৎকারত্বে দেহাত্মভেদবিষয়ানুমিতেরপি তদাপত্তিঃ। (কল্পতরু, ৫৫-৫৬ পৃঃ)

তাহা পূর্বে বলাও হইয়াছে। অন্ধেরও আত্মবিষয়ক পরোক্ষ হয় না, 'তুমিই দশম' বলিলে সে অপরোক্ষতঃ জানিতে পারে যে, সেই ব্যক্তিই দশম। যাহা হউক, অমলানন্দ বোধ করি ভামতীর টীকাকার বলিয়াই ভামতীর মতের অনুবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

এখন কল্পতরুকার আরও একটি আপত্তির উত্তর বলিতেছেন। শাব্দাপরোক্ষ-বাদী বলিয়াছেন যে, ভাবনাসহিত অন্তঃকরণ অপরোক্ষ জন্মাইতে পারিলে ব্রহ্মাপরোক্ষও বিধুরপরিভাবিতকামিনীদর্শনের ন্যায় অপ্রমা হইয়া পড়িবে। তাহার উত্তরে কল্পতরুকার বলেন যে, সেইরূপ অপ্রমাত্বের শঙ্কা নাই যেহেতু শ্রুতিসংবাদ বিদ্যমান থাকায় প্রমাতা জানিতে পারিবেন যে, ইহা ভ্রম নয় কিন্তু প্রমা। তবে এইস্থলেও একটি দোষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে যে, বেদান্তী স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও যদি শ্রুতিসংবাদের অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মাপরোক্ষের প্রমাত্ব বলেন তাহা হইলে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে অমলানন্দ বলেন, শ্রুতিসংবাদ ব্রহ্মাপরোক্ষের প্রামাণ্য সম্পাদন করে না কিন্তু ব্রহ্মাপরোক্ষের অপ্রামাণ্যশঙ্কাকে দূরীভূত করে। অতএব এই মতে প্রামাণ্য স্বতঃই হইল, প্রামাণ্যের পরতন্ত্বের আশঙ্কা থাকিল না। এই স্থলে কল্পতরুকার তুইটি কারিকা বলিয়াছেন। ঐ কারিকাদ্বয় ভামতীসিদ্ধান্তে সর্বদা উদ্ধৃত হইয়া থাকে—

বেদান্তবাক্যজন্তভাবনাজাঽপরোক্ষধীঃ।
মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন ন ভ্রমত্বং প্রপদ্যতে॥
ন চ প্রামাণ্যপরতন্ত্বাপত্তিস্ত প্রসজ্যতে।
অপবাদনিরাসায় মূলশুদ্ধ্যনুরোধনাৎ॥[১]

শাব্দাপরোক্ষবাদী পূর্বে একটি আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন যে,

১। সিদ্ধান্তলেশ, ৪৭০ পৃঃ, অচ্যুতগ্রন্থমালা সং।

কল্পতরুর ৫৬ পৃষ্ঠায় প্রথম কারিক্যটি দৃষ্ট হয় কিন্তু দ্বিতীয় কারিকাটি বিকৃত হইয়া গদ্যাকার গ্রহণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদবশতঃ এইরূপ হইয়াছে। অপ্যয় দীক্ষিত বিরচিত সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থে কারিকাটি যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তুর্ভাগ্য যে, জীবানন্দ সম্পাদিত সিদ্ধান্তলেশে এইরূপ প্রমাদের অনুবৃত্তি ঘটিয়াছে।

বেদান্তবাক্যজন্য ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান যদি অপরোক্ষ না হয় তবে অপরোক্ষ ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান স্বীকার করিলে সেই জ্ঞানটি তো ভ্রমরূপই হইয়া পড়িবে। ইহার উত্তরে কল্পতরুকার একটি সুন্দর সমাধান প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানটি পরোক্ষই হইবে কিন্তু সেই জ্ঞানটি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়কই হইবে। জ্ঞানটি পরোক্ষ হইলেও তাহার বিষয় হয় অপরোক্ষ ব্রহ্ম। সুতরাং সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মের অপরোক্ষরূপে জ্ঞান ভ্রম হইবে না। এইভাবে কল্পতরুকার উক্ত আপত্তির সমাধান করিলে আর কোন অনুপপত্তি থাকে না।[১] অমলানন্দপ্রদর্শিত সমাধানটিকে আরও যুক্তির দ্বারা দৃঢ় করেন কল্পতরুর উপর রচিত পরিমলটীকায় আচার্য অপ্যয় দীক্ষিত। যখন প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্ব হেতুর দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষত্বের অনুমিতি হয় তখন সেই অনুমিতিজ্ঞানটিতে প্রত্যক্ষত্ব না থাকিলেও অর্থাৎ সেই অনুমিতিটি পরোক্ষ হইলেও সেই অনুমিতির বিষয় বায়ু অপ্রত্যক্ষ হয় না। সেইরূপ বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানটি পরোক্ষ হইলেও সেই পরোক্ষজ্ঞানবিষয় ব্রহ্ম পরোক্ষ হইবে না, অপরোক্ষই হইবে।[২]

পরিমলকার অপ্যয় দীক্ষিত অন্তঃকরণের প্রত্যক্ষহেতুত্ব প্রদর্শনের জন্য গীতাভাষ্য হইতে শঙ্করাচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করেন। 'শাস্ত্রাচার্যোপদেশ-শমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণমিতি'।[৩]

অবিদ্যার আশ্রয়

অবিদ্যার আশ্রয় জীব অথবা ব্রহ্ম এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ৮৮-৯০ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মণ্ডন ও বাচস্পতি

১। সাক্ষাদপরোক্ষাদিত্যেবমাকারৈব ধীঃ শব্দাদুদেতি, ন তু পরোক্ষং ব্রহ্মেতি; সা তু করণস্বভাবাৎ পরোক্ষাঽবতিষ্ঠতে ন ভ্রম ইতি সর্বমবদাতম্। (কল্পতরু, ৫৬ পৃঃ)

২। যথা প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাদিলিঙ্গজন্যা বায়োঃ প্রত্যক্ষত্বানুমিতিঃ স্বয়ং প্রত্যক্ষত্বরহিতেত্যেতাবদেব, ন তু বায়ৌ প্রত্যক্ষত্বাভাবমবগাহত ইতি ন ভ্রমত্বং প্রতিপদ্যতে, এবমিহাপি যোজনীয়ম্। (পরিমল, ৫৬ পৃঃ)

৩। পরিমল, ৫৫ পৃঃ

জীবকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া মনে করেন। এই উভয় দার্শনিকের যুক্তিগুলিও পূর্বে উপস্থাপিত হইয়াছে। কল্পতরুকার অমলানন্দ ভামতীর উপর টীকা রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ভামতীসিদ্ধান্তকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। এইজন্যই অমলানন্দস্বামী চিৎসুখাচার্যের প্রশিষ্য হইয়াও বিবরণ-সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেন নাই। বিবরণগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই ব্রহ্ম। ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র ব্রহ্মকে অবিদ্যার বিষয় বলিয়া মনে করিলেও জীবকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সকলের ব্যক্তিগত অনুভবেরই উল্লেখ করা যাইতে পারে। জীব অনুভব করে—আমি ব্রহ্ম জানি না অর্থাৎ আমার বা জীবের ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান আছে। অতএব অবিদ্যার আশ্রয় জীব এবং বিষয় ব্রহ্ম। এই লোকানুভবের সমর্থনের জন্য মণ্ডন ও বাচস্পতি প্রভৃতিকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিবরণকার অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব খণ্ডন প্রসঙ্গে যে অসঙ্গতিগুলির ইঙ্গিত করেন তাহাই পরবর্তী কালে চিৎসুখাচার্যপ্রমুখ তর্করসিক অদ্বৈতবাদীর লেখনীতে পল্লবিত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমে চিৎসুখাচার্যের শৈলী অবলম্বন করিয়া অবিদ্যার আশ্রয় নিরূপণ করা হইতেছে। অনন্তর ভামতীসম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ কল্পতরুকারের, যুক্তিবিশেষ উল্লিখিত হইবে।

চিৎসুখাচার্য প্রথমতঃ প্রশ্ন করিতেছেন—অবিদ্যা কি ব্রহ্মের অথবা জীবের? অবিদ্যা ব্রহ্মে আশ্রিত এইরূপ বলা যায় না যেহেতু ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। যাহাতে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলা হয়; সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম অজ্ঞও নহেন, ভ্রান্তও নহেন।[১] এখন প্রদর্শিত হইতেছে যে, জীবেও অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অদ্বৈতমতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করা হয় সুতরাং জীবে অবিদ্যা আশ্রিত হইলেও তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্মেই আশ্রিত হওয়ায় পূর্বোক্ত দোষের পুনরাবৃত্তি হয়। আর যদি জীবকে ব্রহ্ম হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন বলিয়া

১। যঃ খলু অবিদ্যাশ্রয়োঽসাবজ্ঞো ভ্রান্তো বা দৃষ্টঃ, সর্বজ্ঞস্য চ ব্রহ্মণো দ্বয়মপি বিপ্রতিষিদ্ধমিত্যর্থঃ। (নয়নপ্রসাদিনী, ৩৬১ পৃঃ)

মনে করা হয় তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ থাকে না, দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করায় দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে।[১]

এখন জীবাশ্রয়ত্ববাদী বলিতে পারেন যে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে পরমার্থতঃ ভেদ না থাকিলেও অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত ভেদ বিদ্যমান আছে; কিন্তু এইরূপ বলিলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়। অবিদ্যার দ্বারা কল্পনা ঘটিলে ব্রহ্ম হইতে জীবের বিভাগ হয় এবং জীব বিদ্যমান থাকিলে বা জীববিভাগ হইলে জীবে অবিদ্যা আশ্রিত হইতে পারে। এই আপত্তির নিরসনের জন্য মণ্ডন ও মণ্ডনপন্থী বাচস্পতি যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন চিৎসুখাচার্য তাহার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

মণ্ডনমিশ্র উক্ত ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য বলিয়াছিলেন যে, ইতরেতরাশ্রয়রূপ অনুপপত্তি অবিদ্যার পক্ষে দূষণ নয় কারণ অবিদ্যা অনুপপন্না বলিয়া তাহাকে অবিদ্যা বা মায়া বলা হইয়াছে। এই যুক্তিটি প্রবন্ধের ৯৬ পৃষ্ঠায় মণ্ডনের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতিপূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। চিৎসুখাচার্য বলেন—যদি মায়াতে কোনও অনুপপত্তি দূষণীয় না হয় তবে মায়া মুক্তপুরুষে ও ব্রহ্মেও বিদ্যমান থাকুক্।[২]

মণ্ডনপন্থী বলেন যে, মুক্তপুরুষ ও ব্রহ্মে অবিদ্যার অস্তিত্ব অনুভূতও হয় না এবং তাহা কল্পনাও করা যায় না। ব্রহ্মে ও মুক্তপুরুষে অবিদ্যার কল্পনা করা যায় না যেহেতু কল্পনার জন্য উপযুক্ত কারণ বা কল্পক নাই। এতদুভয়ে অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকারে আরও দোষ যে, মুক্তপুরুষে অবিদ্যা থাকার অর্থ মুক্তপুরুষে অবিদ্যার বন্ধন আছে। যিনি বদ্ধ তাঁহাকে মুক্ত বলা যায় না, বলিলে ব্যাঘাতদোষ হয়। এইরূপ যিনি সর্বজ্ঞ তাঁহাতে অজ্ঞান স্বীকার করিলে সর্বজ্ঞকে অজ্ঞ বলিতে হয়; ইহাতে ব্যাঘাতদোষ স্পষ্ট।[৩]

১। তেষাং পরমার্থতঃ পরস্মাদ্ ভেদেঽদ্বৈতব্যাঘাতাৎ। অভেদে চ পূর্বদোষানুষঙ্গাৎ। (চিৎসুখী, ৩৬১ পৃঃ)

২। অনুপপত্তিরবিদ্যায়া ন দূষণমিতি চেৎ। অনুপপত্ত্যভাবে মুক্তানাং ব্রহ্মণশ্চ সা কিং ন স্যাৎ। (চিৎসুখী, ৩৬১-৩৬২ পৃঃ)

৩। ননু ন সা মুক্তানাং ব্রহ্মণশ্চ ভাতি নাপি কল্প্যা। কল্পকাভাবাৎ। মুক্তসর্বজ্ঞয়োরবিদ্যাশ্রয়ত্বব্যাঘাতাচ্চ। (চিৎসুখী, ৩৬২ পৃঃ)

এখন মণ্ডনপন্থীর নিকট প্রশ্ন যে, মুক্ত ও সর্বজ্ঞে অবিদ্যার কল্পক নাই বলিলে জীবে অবিদ্যার কল্পক প্রদর্শন করিতে হইবে নতুবা জীবেও অবিদ্যা আশ্রিত বলা যাইবে না। ইহাতে মণ্ডনানুসারীর বক্তব্য—জীবে যে অবিদ্যা বিদ্যমান তাহা 'অহমজ্ঞঃ' এই অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অহমজ্ঞ এইরূপ অনুভব হয় সত্য কিন্তু আমি অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত হইয়া অবিদ্যাবান্ বা অজ্ঞ হইয়াছি এইরূপ কেহ অনুভব করে না।[১]

জীবাশ্রয়ত্ববাদী বলেন, অহমনুভূতি বা অহংকার কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। সুতরাং 'অহমজ্ঞঃ' বলিলে অবিদ্যাকল্পিতত্ব অবশ্যই বুঝাইবে। সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞান নাই বলিয়াই অহংকারও নাই।[২] ইহার উত্তরে চিৎসুখাচার্য বলেন যে, সুষুপ্তি অবস্থাতে অহংকার প্রতীত না হইলেও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ প্রলয়াবস্থাতেও অহংকার বিলয়প্রাপ্ত হইলেও অবিদ্যার বিদ্যমানতায় সন্দেহ করা যায় না। এই অবস্থাদ্বয়ে অবিদ্যা নাই বলিলে মোক্ষ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। এইভাবে চিৎসুখাচার্য প্রতিপাদিত করেন যে, জীববিভাগ অবিদ্যার উপর নির্ভরশীল এবং অবিদ্যাও জীবাশ্রিত হওয়ায় তাহার আশ্রয় লাভের জন্য জীবের উপর নির্ভরশীল। ইহাতে পরস্পরাশ্রয়দোষ দুর্নিবার হইয়া পড়ে।[৩]

এখন মণ্ডন ও বাচস্পতির সম্প্রদায় উক্ত পরস্পরাশ্রয়দোষ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য বীজাঙ্কুরন্যায়ের উল্লেখ করেন। ইহা বর্তমান প্রবন্ধের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। চিৎসুখাচার্য প্রদর্শন করেন যে, বীজাঙ্কুরন্যায়ের সহিত

১। জীবানাং তু ন সা কল্প্যা অহমজ্ঞ ইত্যনুভবসিদ্ধত্বাদিতি চেৎ। ন। অবিদ্যাকল্পিতোঽহমজ্ঞ ইত্যনুভবাভাবাৎ। (চিৎসুখী, ৩৬২ পৃঃ)

২। নন্বহমিতি প্রতীতিঃ কল্পিততামবিদ্যাশ্রয়স্য বোধয়তি। অহংকৃতেঃ কল্পনাময়ত্বাৎ। সুষুপ্ততুরীয়াদৌ চ সত্যপি চিদাত্মনি তদভাবাৎ। (চিৎসুখী, ৩৬২ পৃঃ)

৩। প্রবিলীনাহংকারেপ্যাত্মনি সুষুপ্তাদাবজ্ঞানস্য সদ্ভাবাভ্যুপগমাদন্যথা সুষুপ্তিপ্রলয়য়োর্মুক্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদবিদ্যাধীনো জীববিভাগঃ তদধীনা বা অবিদ্যেতি দুর্বারা পরস্পরাশ্রয়তা। (চিৎসুখী, ৩৬২ পৃঃ)

বর্তমান আলোচনার বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। বীজাঙ্কুরভাব অনাদি বলিয়া পরস্পরাশ্রয়দোষ হয় না। যে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় সেই বীজটি এই অঙ্কুরের কার্য নয় কিন্তু একটি পূর্ববর্তী অঙ্কুরের কার্য। পূর্ববর্তী অঙ্কুরটি একটি বীজের কার্য বটে, কিন্তু ইহা পরভাবী এই বীজের কার্য নয়, ইহা তৎপূর্ববর্তী অপর একটি বীজের কার্য। ইহাতে দেখা যায় যে, বীজ অঙ্কুরে আশ্রিত হইলেও অঙ্কুরটি এই বীজব্যক্তিতে আশ্রিত নয় কিন্তু তৎপূর্ববর্তী কোনও ভিন্ন বীজব্যক্তিতে আশ্রিত। এইজন্য বীজাঙ্কুরপ্রবাহে বা বীজাঙ্কুরসন্তানে পরস্পরাশ্রয়দোষের সম্ভাবনা হয় না। আলোচ্যস্থলে বীজাঙ্কুরন্যায়ে দোষের পরিহার হয় না যেহেতু জীবও একটি, অবিদ্যাও একটি। যদি প্রতিদিন একই জীব ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত এবং তদাশ্রিত অবিদ্যাও প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন হইত তবে জীবাবিদ্যাসন্তান সম্ভব হইত এবং পরস্পরাশ্রয়দোষের পরিহারও হইতে পারিত। কিন্তু তাহা মণ্ডন-ভামতী সম্প্রদায়ে স্বীকৃত নয় বলিয়া পরস্পরাশ্রয়দোষ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকিল।[১]

বিবরণসম্প্রদায়ের আচার্যগণ অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব খণ্ডনের জন্য আরও বলেন যে, অবিদ্যা জড়ে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অবিদ্যা ভিন্ন যাবতীয় জড়পদার্থ অবিদ্যাজন্য হওয়ায় অবিদ্যা কোন জড়পদার্থে আশ্রিত হইতে পারে না। যাবতীয় জড়পদার্থ অবিদ্যাকার্য বলিয়া সেই কার্যস্বরূপ জড়পদার্থে কারণস্বরূপ অবিদ্যা আশ্রিত হইতে পারে না। বিবরণপ্রস্থানের আচার্য সর্বজ্ঞাত্মমুনি তাঁহার সংক্ষেপশারীরক গ্রন্থে অবিদ্যার আশ্রয়-বিষয়নিরূপণ প্রসঙ্গে কারিকাকারে বিষয়টি প্রকাশিত করিয়াছেন।

আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী
নির্বিভাগচিতিরেব কেবলা।
পূর্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো
নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥ (সংক্ষেপশারীরক, ১।৩১৯ কারিকা)

২।১৭৪-১৭৮ দ্রষ্টব্য

১। ন চ বীজাঙ্কুরসন্তানয়োরিব জীবাবিদ্যয়োঃ অনাদিত্বেন তৎপরিহারঃ, দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। তত্র হি বীজাঙ্কুরব্যক্তীনাম্ অন্যোন্যকার্যকারণভাবাৎ তৎসন্তানয়োঃ পরস্পরাধীনত্বপব্যপদেশঃ। ইহ তু জীবাবিদ্যাব্যক্ত্যোঃ একত্বাৎ কার্যকারণভাবাভাবাচ্চ কথং তথা ব্যপদেশঃ স্যাৎ। (চিৎসুখী, ৩৬২ পৃঃ)

এতদ্ব্যতীত অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব স্বীকার করিলে অবিদ্যার প্রতীতি হইতে পারিবে না। অবিদ্যা স্বপ্রকাশ নয়, তাহার আশ্রয় যদি চৈতন্য হয় তবে চৈতন্যের প্রকাশে অবিদ্যা প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু চৈতন্য ব্যতীত কোন জড়পদার্থকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিলে অবিদ্যা প্রকাশিতই হইতে পারিবে না। এখন জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য থাকায় জীবকে অবিদ্যাশ্রয় বলিলে অবিদ্যার প্রকাশে বাধা হয় না বটে কিন্তু জীবাশ্রয়ত্ব পক্ষে পূর্বোল্লিখিত দোষগুলি দুর্নিবার হইয়া পড়ে। জীবাশ্রয়ত্ববাদী ব্রহ্ম-পক্ষে অনুরূপ দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না, ইহা প্রতিপাদিত করার জন্য চিৎসুখাচার্য সর্বজ্ঞ ব্রহ্মকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিলেন। চিৎসুখাচার্য বলেন, সর্বজ্ঞত্ব দুইভাবে হইতে পারে। প্রথমতঃ, স্বভাবভূত জ্ঞানের দ্বারা সর্বজ্ঞত্ব হইতে পারে; যেমন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ আছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণজনিত জ্ঞানের দ্বারা সর্বজ্ঞত্বের সিদ্ধি হয় যেমন যোগিগণ সর্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়া সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। উভয় স্থলেই অবিদ্যাসম্বন্ধব্যতীত সর্বজ্ঞত্ব হইতে পারে না।[১] অসঙ্গ ব্রহ্মের সহিত সকল অর্থের সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। দৃক্‌স্বরূপ ব্রহ্ম এবং দৃশ্য অর্থ এই উভয়ের মধ্যে অবিদ্যাজন্য আধ্যাসিক সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনও সম্বন্ধ সম্ভব নয়, ইহাই সকল অদ্বৈতবাদীর সমুদ্‌ঘোষ। প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা সর্বজ্ঞত্বের সিদ্ধি বলিলেও অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত উপপত্তি হইতে পারে না। প্রমাতা শব্দের অর্থ প্রমাণজনিত অজ্ঞানাকারপরিণামী। অপরিণামী চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের অবিদ্যাসম্বন্ধ ব্যতীত পরিণাম হইতে পারে না। যাবতীয় প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহার যে আবিদ্যক তাহা ভগবান্ ভাষ্যকার অধ্যাসভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং সর্বজ্ঞ

১। (ক) স্বরূপতঃ প্রমাণৈর্বা সর্বজ্ঞত্বং দ্বিধা স্থিতম্।
তচ্চোভয়ং বিনাঽবিদ্যাসম্বন্ধং নৈব সিধ্যতি ॥
(চিৎসুখী, ৩৬৬-৬৭ পৃঃ)

(খ) দ্বেধা হি সর্বজ্ঞত্বং সম্ভবতি স্বভাবভূতপ্রজ্ঞয়া বা যথা তারকেশ্বরস্য, প্রমাণজনিতপ্রজ্ঞয়া বা যথা বা তাবকযোগিনাম্, উভয়থাপি অবিদ্যাসম্বন্ধমন্তরেণ নোপপদ্যত ইতি শ্লোকার্থঃ। (নয়নপ্রসাদিনী, ৩৬৬-৬৭ পৃঃ)

ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার কোনও বিরোধ নাই প্রত্যুত সর্বজ্ঞত্ব বলিলেই অবিদ্যা-সম্বন্ধের আক্ষেপ হইয়া থাকে।[১]

এখন জীবাশ্রয়ত্ববাদী অপর একটি শঙ্কা উত্থাপিত করিয়া বলিতেছেন যে, প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অপ্রকাশ অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন? তমঃ-প্রকাশের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি পদার্থ কিরূপে আধার-আধেয়ভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারে? এই আপত্তির খণ্ডনের জন্য চিৎসুখাচার্য বলেন, অবিদ্যাকে যে অপ্রকাশ বলা হইয়াছে সেই অপ্রকাশ শব্দটির অন্তর্গত নঞ্ এর কিরূপ অর্থ পূর্বপক্ষী গ্রহণ করিয়াছেন। অপ্রকাশ বলিতে কি প্রকাশের অভাব বুঝা যায় অথবা প্রকাশভিন্ন· অথবা প্রকাশবিরুদ্ধ? অবিদ্যাকে প্রকাশের অভাবস্বরূপ বলা যায় না যেহেতু অবিদ্যার ভাবাভাববিলক্ষণত্ব পূর্বে বিস্তৃতভাবে চতুর্থ অধ্যায়ে (১৮২-১৮৫ পৃঃ) আলোচিত হইয়াছে। অবিদ্যাকে প্রকাশভিন্ন বলিলে অবিদ্যার চিদাশ্রয়ত্বে কোনও বিরোধ হয় না। জীবাশ্রয়ত্ববাদী কি এইরূপ কোন উদাহরণ দেখাইতে পারেন যে, একটি প্রকাশভিন্নপদার্থ প্রকাশাশ্রিত হয় নাই? সিদ্ধান্তে সকল জড়পদার্থেরই চিদাশ্রয়ত্ব স্বীকার করা হয়। তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ অপ্রকাশ শব্দের অর্থ প্রকাশবিরুদ্ধ এইরূপ স্বীকার করিলেও প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যে অপ্রকাশরূপ অবিদ্যা আশ্রিত হইতে পারে। যেহেতু বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে বিরোধ নাই।[২] ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন উঠিবে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার বিরোধ না থাকিলে অর্থাৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশের বিরোধ না থাকিলে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে না। ইহার উত্তরে চিৎসুখাচার্য বলেন যে, বিদ্যা বা শুদ্ধচৈতন্যের সহিত অবিদ্যার বিরোধ না থাকিলেও ব্রহ্মাকার বৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত অবিদ্যার বিরোধিতা আছে এবং তাদৃশ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের

১। স্বরূপপ্রজ্ঞয়া চেৎ সর্বজ্ঞত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে তদা অসঙ্গস্য ব্রহ্মণঃ নাবিদ্যামন্তরেণ অশেষার্থসঙ্গতিরিতি সর্বজ্ঞত্বোপপত্ত্যর্থমেব সাভ্যুপগমনীয়া। প্রমাণতঃ সর্বজ্ঞত্বেঽপি প্রমাতৃত্বস্য প্রমাণপ্রমেয়সম্বন্ধস্য চাবিচারিতরমণীয়ানাদ্য-বিদ্যাসম্বন্ধম্ অন্তরেণ অসিদ্ধেঃ সর্বজ্ঞত্বম্ অবিদ্যাবত্ত্বমাক্ষিপতি, ন তু প্রতিক্ষি-পতীতি কুতো বিপ্রতিষেধঃ। (চিৎসুখী, ৩৬৭ পৃঃ)

২। চিৎসুখী, ৩৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।[১] এই বিষয়টি চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। (১৮৯-৯০ পৃঃ)

এখন জীবাশ্রয়ত্ববাদী অপর একটি শঙ্কা করিতেছেন যে, অন্তঃকরণবৃত্তির অবশ্যই নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে অন্যথা অবিদ্যাকার্য বৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে মোক্ষ হইবে না। এই বৃত্তির নিবৃত্তি স্বীকার করিলে তাহার কি অন্য কোনও নিবর্তক স্বীকার করা হইবে অথবা কোনও নিবর্তক নাই বলা হইবে? যদি অন্য কোনও নিবর্তক না থাকে তাহা হইলে বৃত্তির নিবৃত্তি না হওয়ায় মোক্ষ হইবে না। আর যদি অন্য কোনও নিবর্তক স্বীকার করা হয় তবে সেই নিবর্তকের নিবৃত্তিও স্বীকার করিতে হইবে অন্যথা মোক্ষ হইবে না। সেই নিবর্তকের নিবৃত্তির জন্য পুনরায় নিবর্তকান্তরের স্বীকার করার অর্থ অনবস্থা স্বীকার করা।

পূর্ব আপত্তির খণ্ডনের জন্য বিবরণ-সম্প্রদায় বলেন যে, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই অবিদ্যাকার্য বৃত্তির নিবৃত্তি অবশ্যই হইবে তজ্জন্য কোনও নিবর্তকের আবশ্যকতা থাকিবে না। কারণের নিবৃত্তির দ্বারা কার্যের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ইহা লোকসিদ্ধও বটে। পটের কারণ তন্তু দগ্ধ হইলে কার্য পটেরও দাহ হইয়া থাকে।[২]

আরও শঙ্কা উত্থাপিত হয় যে, কার্য বৃত্তির দ্বারা কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তি কিরূপে হইবে? এইরূপ কখনও দেখা যায় না যে, কার্যস্বরূপ ঘটের দ্বারা কারণ-স্বরূপ মৃত্তিকার নিবৃত্তি হইয়াছে। ইহার উত্তরে বিবরণপ্রস্থানের বক্তব্য—কার্যের দ্বারা কারণের নিবৃত্তি স্থলবিশেষে সকল দার্শনিকই স্বীকার করেন। অনুভব হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয় কিন্তু কার্য সংস্কারের দ্বারা অনুভবের নিবৃত্তি দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। এইরূপ সংস্কারের কার্য স্মৃতি কিন্তু স্মৃতির দ্বারা তৎকারণ সংস্কারের নিবৃত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। অন্য লৌকিক ও বৈদিক উদাহরণও ইহার সমর্থনে উক্ত হইতে পারে। অরণিমন্থনের দ্বারা

১। চিৎসুখী, ৩৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। ন চ বিজ্ঞানস্য নিবর্তকান্তরাভাবাৎ অনিবৃত্তিঃ, ভাবে বা তন্নিবর্তকান্তরস্য অভ্যুপগন্তব্যত্বাৎ অনবস্থেতি বাচ্যম্। কারণনিবৃত্ত্যা এব তন্নিবৃত্তেরপি অত্র সিদ্ধত্বাৎ। (চিৎসুখী, ৩৬৭ পৃঃ)

অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে কিন্তু কার্য অগ্নি কারণস্বরূপ অরণির নাশ করিয়া থাকে। উক্ত বৈদিক উদাহরণের পরে লৌকিক উদাহরণও বলা যায়। কদলী-কাণ্ডের কার্য কদলীর উদ্গম হইলে কারণস্বরূপ কদলীকাণ্ডের বিনাশ লোক-সিদ্ধ। সুতরাং কার্য বৃত্তির দ্বারা কারণ অবিদ্যার নাশ হইতে কোনও বাধা নাই।[১]

চিৎসুখাচার্যের প্রক্রিয়া অবলম্বনে অবিদ্যার চিদাশ্রয়ত্বপক্ষ সাধিত হইল এবং জীবাশ্রয়ত্বপক্ষে বিদ্যমান অসঙ্গতিগুলিও প্রদর্শিত হইল। চিৎসুখাচার্য যে অন্যোন্যাশ্রয় প্রভৃতি দোষ উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন তাহার যুক্তিসঙ্গত উত্তর বেদান্তকল্পতরুটীকায় অমলানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, জীবভাব অনাদি বলিয়া কল্পনাধীন জীববিভাগ এইরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই। জীবের জীবভাব যেহেতু অনাদি সেই হেতু অবিদ্যাবশতঃ জীবভাব উৎপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত আপত্তি উত্থাপন করা চলে না। অদ্বৈতবেদান্তে সকল সম্প্রদায় ছয়টি অনাদি পদার্থ স্বীকার করেন যেমন জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধ চৈতন্য, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যা-চৈতন্যের সম্বন্ধ। এইরূপ অবিদ্যাও অনাদি বলিয়া অবিদ্যাধীন জীববিভাগ ও জীবাধীন অবিদ্যা এইরূপ বলিলেও উভয়ের অনাদিত্ববশতঃ কোনও বিরোধের সম্ভাবনা নাই।[২]

এখন অবিদ্যার চিদাশ্রয়ত্ববাদী জীবাশ্রয়ত্বপক্ষ খণ্ডন করার জন্য আত্মাশ্রয়ত্ব-দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। জীবাশ্রিত অবিদ্যার দ্বারাই এক অনবচ্ছিন্ন শুদ্ধ চৈতন্যের জীবভাব হইয়া থাকে এইরূপ মত যখন বাচস্পতি ও তদনুগামিগণ স্বীকার করেন তখন তাঁহারা জীবের স্বাশ্রিতাবিদ্যাশ্রিতত্ব স্বীকার করিতেছেন, ফলে আত্মাশ্রয়দোষ হইতেছে। এই আপত্তির উত্তরে বাচস্পতির পক্ষে

১। ন চ কার্যেণ কারণস্যানিবৃত্তিঃ। সংস্কারেণ তজ্জন্যকস্য জ্ঞানস্য, স্মরণেন তজ্জনকসংস্কারস্য, অন্ত্যশব্দেন উপান্তশব্দস্য পরীক্ষকৈঃ নাশাভ্যুপগমাৎ। লৌকিকে চারণিপ্রভবেন আশুশুক্ষণিনা অরণেঃ, কদলীফলোদ্গমেন বা কদলী-কাণ্ডাদেঃ প্রক্ষয়দর্শনাচ্চ। (চিৎসুখী, ৩৬৭-৬৮ পৃঃ)

২। অনাদিজীবাবিদ্যয়োশ্চ ইতরেতরতন্ত্রত্বম্ অবিদ্যাতৎসম্বন্ধয়োঃ ইব অবি-রুদ্ধম্। (কল্পতরু, ২৩৬ পৃঃ)

যাহা বক্তব্য তাহা অমলানন্দস্বামী কল্পতরুটীকায় প্রতিপাদিত করিয়াছেন। অমলানন্দ বলেন—যখন আত্মাশ্রয়ের দ্বারা উৎপত্তি, জ্ঞপ্তি ও স্থিতির প্রতিবন্ধকতা ঘটে তখনই আত্মাশ্রয় দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। জীব ও অবিদ্যার মধ্যে যে উৎপত্তির প্রতিবন্ধকতা নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জীবও অনাদি, অবিদ্যাও অনাদি; অতএব ইহাদের যখন উৎপত্তিই নাই তখন উৎপত্তিতে ইহাদের প্রতিবন্ধকতারও সম্ভাবনা নাই। এখন জ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা তাহা বিচার্য। যদি এরূপ হইত যে, অবিদ্যার প্রকাশ ব্যতীত জীবের প্রকাশ হয় না তাহা হইলে দোষের সম্ভবনা থাকিত। কিন্তু জীবকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করায় জ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা অঙ্গীকৃত হইতে পারে না। এই ভাবে জ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা নিরাকৃত হইলেও চিদাশ্রয়ত্ববাদী জীবের স্বাশ্রিতাবিদ্যাশ্রিতত্ব বা স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যেহেতু স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব স্বীকার করার অর্থ স্বস্কন্ধারূঢ়ারোহণ স্বীকার করা। কেহই স্বস্কন্ধে আরূঢ় ব্যক্তির উপর আরোহণ করিতে পারে না; সেইরূপ কোন বস্তুই স্বাশ্রিতে আশ্রিত হইতে পারে না। এইজন্য জীবও জীবাশ্রিত অবিদ্যাতে আশ্রিত হইতে পারে না অর্থাৎ জীব স্বাশ্রিত অবিদ্যার অধীন হইতে পারে না। উক্ত রীতিতে জীবাশ্রয়ত্ববাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিলেও জীবাশ্রয়ত্ববাদী ভামতী-সম্প্রদায় তাহার উত্তরে বলেন যে, স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বে বিরোধের ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব বিরোধরূপ ব্যাপকের ব্যাপ্য নয়। যদি উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি থাকিত তবে স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বকে ব্যাপ্য ও বিরোধকে ব্যাপক বলা যাইত এবং জীবের স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব থাকায় বিরোধ হইত। স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব ও বিরোধের মধ্যে যে ব্যাপ্তি নাই তাহা প্রদর্শনের জন্য কল্পতরুকার একটি ব্যভিচার স্থল বলিয়াছেন। প্রমাণের জ্ঞান প্রমেয়ের অধীন ও প্রমেয়ের জ্ঞান প্রমাণাধীন অর্থাৎ প্রমাণের জ্ঞান প্রমাণাধীন প্রমেয়ের অধীন। ইহাতে প্রমাণ প্রমাণাধীন হওয়ায় আত্মাশ্রয় হইল। অথচ সকল দার্শনিকই এইরূপ স্থলে কোনও বিরোধ স্বীকার করেন না। এইজন্য স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বকে বিরোধের ব্যাপ্য বলা যায় না এবং জীবের স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব থাকায় বিরোধের প্রসক্তি হইয়াছে এইরূপ চিদাশ্রয়ত্ববাদী বলিতে পারেন না।[১] আরও, স্থিতিতে প্রতি-

১। স্বাশ্রিতাবিদ্যাশ্রিতত্বে জীবস্যাত্মাশ্রয়মিতি চেৎ, কিমতঃ। উৎপত্তি-

বদ্ধকতাও যে বলা যায় না তাহা অমলানন্দ নিম্নরূপ যুক্তির দ্বারা সাধিত করিয়াছেন। জীবে অবিদ্যা থাকে এইরূপ বলিলে অধরোত্তরীভাব বা আধারা-ধেয়ভাব বুঝা যায় না। যেমন কুণ্ডে বদর বা কুল আছে বলিলে কুণ্ডরূপ আধারে বদররূপ আধেয়ের প্রতীতি হয় সেইরূপ জীবরূপ আধারে অবিদ্যারূপ আধেয় আছে এইরূপ বলা যায় না যেহেতু জীব ও অবিদ্যার কোনটিই মূর্ত-পদার্থ নয়। জীব ও অবিদ্যার মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, জীব অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় এবং অবিদ্যা জীবের অবচ্ছেদক। অবিদ্যারূপ অবচ্ছেদকের জীব অবচ্ছেদ্য বলিয়া অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। এই অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদক-ভাবেও পরস্পরসাপেক্ষতা হইয়া থাকে যেহেতু ব্রহ্মের অজ্ঞানাবচ্ছেদে জীবত্ব হয় এবং জীবত্বাবচ্ছেদে অজ্ঞানসম্বন্ধ হয়। কল্পতরুকার বলেন যে, এইরূপ অবচ্ছেদ্যা-বচ্ছেদকভাবে পরস্পরসাপেক্ষতা দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না যেহেতু প্রমাণ-প্রমেয়াদির স্থলে অনুরূপ পরস্পরসাপেক্ষতা স্বীকার করা ব্যতীত দার্শনিকের গত্যন্তর নাই। প্রমেয়বিষয়ক প্রমাণ স্বনিরূপক প্রমেয়ের দ্বারা অবচ্ছেদ্য হইয়া থাকে এবং প্রমেয় স্ববিশেষণীভূত প্রমাণের দ্বারা অবচ্ছেদ্য হইয়া থাকে। এইসকল স্থলে অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব যেমন পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়াও দূষণীয় হয় না সেইরূপ জীব ও অবিদ্যার পরস্পর সাপেক্ষতা থাকিলেও তাহাতে কোনও দোষের প্রসঙ্গ নাই।[১]

এইস্থলে অমলানন্দ যেভাবে দোষের পরিহার করিয়াছেন ঠিক্ সেই যুক্তিতেই মধুসূদন অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষে অবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি ৫৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

জ্ঞপ্তিপ্রতিবন্ধেন হি আত্মাশ্রয়স্য দোষতা। ন চানয়োঃ উৎপত্তিঃ, অনাদিত্বাৎ। প্রতীতিস্তু জীবস্য স্বতস্তদ্বলাদবিদ্যায়াঃ, তথাপি স্বস্কন্ধারূঢ়ারোহবৎ স্বাশ্রিতা-শ্রিতত্বং বিরুদ্ধমিতি চেৎ, ন; স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বস্য কচিৎ প্রমিতাববিরোধাৎ অপ্রমিতাবব্যাপ্যাৎ অস্মাৎ অব্যাপকস্য বিরোধস্য দুষ্প্রসংজনত্বাৎ।

(কল্পতরু, ২৩৬ পৃঃ)

১। অপি চ নৈব কুণ্ডবদরবৎ অধরোত্তরীভাবঃ; জীবাবিদ্যয়োঃ অমূর্তত্বাৎ; অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকত্বং তু তত্রেতরেতরাপেক্ষং প্রমাণপ্রমেয়াদিষু স্থলভোদাহরণম্। (কল্পতরু, ২৩৬ পৃঃ)

অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব শঙ্করকর্তৃক উল্লিখিত

মণ্ডনমিশ্র অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন এবং মণ্ডনানুসারী বাচস্পতি তাহারই অনুবর্তন করিয়াছেন। বাচস্পতির ভামতীগ্রন্থটি আচার্য শঙ্করের শারীরকমীমাংসাভাষ্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ। অতএব ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র আচার্য শঙ্করের মতের বিরোধে জীবের অবিদ্যাশ্রয়ত্ব বলিতে পারেন না। অথচ ভাষ্যের এমন কোনও পঙ্ক্তি সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না যাহাতে অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষ অঙ্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইজন্য ভামতীপ্রস্থানের বিরোধী দার্শনিকগণ বাচস্পতির নিন্দা করেন। কল্পতরুকার ভাষ্যপঙ্ক্তি হইতে অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বের সমর্থন প্রমাণিত করিয়া ভামতী-সিদ্ধান্তের মর্যাদা পরিপালন করেন। ভাষ্যকার ২।১।১৮ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"মূলকারণমেব আ অন্ত্যাৎ কার্যাৎ তেন তেন কার্যাকারেণ নটবৎ সর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে।" ভাষ্যের 'নটবৎ' এই দৃষ্টান্তটি অবিদ্যার জীবা-শ্রয়ত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছে। অভিনয়কালে নটের বিভিন্ন স্বরূপ দর্শন করিয়া দর্শকগণ সেইসকল স্বরূপকে নটের অভিনয়কৌশলের জন্য যথার্থ বলিয়া ভ্রম করিলেও নট নিজে স্পষ্টতঃই জানিতে পারে যে তাহার ঐসকল স্বরূপ যথার্থ নয়। দ্রষ্টার নটস্বরূপবিষয়ে অজ্ঞান থাকে কিন্তু নটের নটস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞান থাকে না। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাষ্যকারের ইহাই প্রতিপাদ্য যে, ব্রহ্মের মায়া-শক্তির দ্বারা পরিগৃহীত বিয়দাদি বহু মিথ্যা কার্য জীবের ভ্রান্তির জন্যই জীবের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাতে দেখা গেল যে, ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যা জীবে বিদ্যমান অর্থাৎ অবিদ্যা জীবাশ্রিত। এইস্থলে কল্পতরুকার স্বসিদ্ধান্ত কারিকাকারে উপনিবদ্ধ করিয়া বাচস্পতির শঙ্করানুসারিত্ব প্রকটিত করিয়াছেন— স্বশক্ত্যা নটবদ্ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ।

জীবভ্রান্তিনিমিত্তং তদ্ বভাষে ভামতীপতিঃ॥

অজ্ঞাতং নটবদ্ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ।

জীবাজ্ঞাতং জগদ্বীজং জগৌ বাচস্পতিস্তথা॥

(কল্পতরু, ৪৭০-৭১ পৃঃ)

এই 'নটবৎ' দৃষ্টান্তটি পরিমলগ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে বিশদীকৃত হইয়াছে।[১] কল্পতরুতে স্থিত 'জীবাজ্ঞাতং জগদ্‌বীজম্' অংশের অর্থ জীবকর্তৃক অজ্ঞাত জগদ্‌বীজ ব্রহ্ম অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান আছে।

ভামতীকার ভাষ্যের 'নটবৎ' দৃষ্টান্তের সাহায্যে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া কল্পতরুকার অভিমত প্রকাশ করিলেন। ভামতীসিদ্ধান্তের সমর্থনে অমলানন্দের এই প্রয়াস অবশ্যই উল্লেখযোগ্য কিন্তু এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ করা যায় যে, ভাষ্যকার অবিদ্যাকে পরমেশ্বরাশ্রয়া বলিয়াছেন। নটবৎ দৃষ্টান্তটির কোনও ব্যাখ্যা বাচস্পতিমিশ্র করেন নাই, ইহা তদনুগামী অমলানন্দের স্বতন্ত্র প্রয়াস বলিয়াই মনে হয়। ভামতীটীকা তাহার নিজের যোগ্যতায় যখন বহুল প্রচলিত হইল তখন ঐ প্রস্থানের সিদ্ধান্তের যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনাও প্রারব্ধ হইল। এই সকল বিরুদ্ধ অভিমতের সম্মুখীন হইতে না পারিলে ভামতীপ্রস্থানের অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়ে, ইহা বুঝিতে পারিয়া অমলানন্দ তাঁহার কল্পতরুটীকায় সেই বিরুদ্ধ অভিমতগুলির যথাসাধ্য সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইজন্যই দেখিতে পাই, অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব যে শঙ্করানুমোদিত তাহা প্রতিপাদনের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে অমলানন্দের উপর। অমলানন্দ সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 'নটবৎ' দৃষ্টান্তের সাহায্যে যেমন অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব শঙ্করের অভিপ্রেত বলিয়া প্রদর্শিত হইল তেমনই 'পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ' ভাষ্যাংশের[২] দ্বারা অবিদ্যার পরমেশ্বরাশ্রিতত্ব সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত হয়। এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সমর্থন করা চলে না বলিয়া ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ তাঁহাদের অনভিপ্রেত সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ না করিয়া তৎপ্রতিপাদক ভাষ্যাংশকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। বাচস্পতিমিশ্র 'পরমেশ্বরাশ্রয়া' শব্দের অন্তর্গত 'আশ্রয়' পদটিকে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মিথ্যা জগতের

১। নটো হি দ্রষ্টৃভিরবিজ্ঞাতনিজরূপ এব তত্তদভিনেয়াসত্যরূপতাং প্রতিপদ্যতে। এবং জীবৈরবিজ্ঞাতং ব্রহ্মাসত্যবিয়দাদিপ্রপঞ্চাকারতাং প্রতিপদ্যত ইতি দৃষ্টান্তোক্ত্যা বাচস্পতিমতং ভাষ্যাভিমতং নিশ্চীয়ত ইত্যর্থঃ। (পরিমল, ৪৭১ পৃঃ)

২। অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ, যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ।

(ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য, ৩৭৮ পৃঃ)

পরিণামী উপাদান কোন মিথ্যা পদার্থই হইতে পারে। অবিদ্যাকে প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং এইজন্যই ভাষ্যকার অবিদ্যাকে বীজশক্তি বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। এইস্থলে ভামতীকার প্রশ্ন উত্থাপিত করেন যে, অবিদ্যাই যদি জগদ্বীজ হইয়া থাকে তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রয়োজন কোথায়? ইহার উত্তর ভাষ্যের 'পরমেশ্বরাশ্রয়া' পদটি হইতে লাভ করা যায়। কোনও অচেতন পদার্থ চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া কার্য জন্মাইতে পারে না। এইজন্যই অচেতন অবিদ্যা জগদ্রূপ কার্যের উৎপত্তিতে নিমিত্ত বা উপাদানস্বরূপে পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সর্পরূপ মিথ্যা কার্যের উৎপত্তি হইতে গেলে যেরূপ রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে সেইরূপ রজ্জু-অধিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে। অজ্ঞান সর্পের পরিণামী উপাদান এবং রজ্জু সর্পের অধিষ্ঠান বা অপরিণামী উপাদান। জগদ্-বিভ্রমেও যেমন ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের পরিণাম্যুপাদানত্ব স্বীকার করিতে হয় সেইরূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠানত্ব বা অপরিণাম্যুপাদানত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। ভাষ্যকার 'পরমেশ্বরাশ্রয়া' বলিতে আশ্রয়শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের উপাদানত্ব বা অধিষ্ঠানত্ব বুঝিয়াছেন। ভাষ্যস্থ 'আশ্রয়'পদটির অন্যভাবেও উপপত্তি হইতে পারে। চেতন ব্রহ্ম জগদ্বিভ্রমের নিমিত্তকারণও বটে। পরমেশ্বর অবিদ্যা হইতে জগতের উৎপত্তিতে নিমিত্তকারণ[১] হন বলিয়া অবিদ্যা নিমিত্তস্বরূপে পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ভামতীকার ভাষ্যের 'পরমেশ্বরাশ্রয়া' পদটির ব্যাখ্যা করেন কিন্তু তিনি যথাশ্রুত আধার অর্থ গ্রহণ করেন না। চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবিদ্যার আশ্রয় বা আধার বলা যায় না[২]। যাহা হউক, এইভাবে ভাষ্যের সহিত অবিরোধে অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব উপপাদিত হইল।

১। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলেও নিমিত্তকারণ হইতে কোনও বাধা নাই। ইহা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের অন্তিম অধিকরণে "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" সূত্রে ও তাহার ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। লূতাতন্তুর দৃষ্টান্তও অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্ব সিদ্ধান্তের অনুকূলে উল্লিখিত হইতে পারে। মুণ্ডক উপনিষৎ ১।১।৭ দ্রষ্টব্য।

২। নন্বেবমবিদ্যৈব জগদ্বীজমিতি কৃতমীশ্বরেণেত্যত আহ—পরমেশ্বরাশ্রয়েতি। ন হ্যচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং কার্যায় পর্যাপ্তমিতি স্বকার্যং কর্তুং

অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষে কয়েকটি আশঙ্কা

জীবাশ্রিত অবিদ্যা স্বীকার করিলে বহুবিধ অনুপপত্তি হয় বলিয়া অদ্বৈত-বেদান্তের বহু আচার্য বিভিন্ন সময়ে ভামতীপ্রস্থানের বিরোধিতা করিয়াছেন। জগৎ যদি জীবাশ্রিত অবিদ্যারই কার্য হয় তবে ঈশ্বরকে জগতের কর্তা না বলিয়া জীবকেই জগতের কর্তা বলা উচিত। জীবকে জগতের কর্তা বলিলে যাবতীয় বেদান্তবাক্যের সমন্বয় ব্রহ্মে প্রদর্শন না করিয়া জীবেই বেদান্তবাক্যের সমন্বয় প্রদর্শন করা উচিত। ভামতীসিদ্ধান্তের উপর এইরূপ অধিক্ষেপ বহুল প্রচলিত ছিল বলিয়াই কল্পতরুকার বিষয়টিকে কারিকাকারে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন।

> জগৎকর্তৃত্বমন্যত্র ব্রহ্মণো নেতি দুষ্যতি।
> বাচস্পতাবুপালম্ভমনালোচ্যোচিরে পরে॥
> জীবাজ্ জজ্ঞে জগৎ সর্বং সকারণমিতি ব্রুবন্।
> ক্ষিপন্ সমন্বয়ং জীবে ন লেজে[1] বাক্‌পতিঃ কথম্॥[2]

(কল্পতরু, ৪০৪ পৃঃ)

পরমেশ্বরং নিমিত্ততয়া বোপাদানতয়া বাঽশ্রয়তে, প্রপঞ্চবিভ্রমস্য হীশ্বরাধিষ্ঠানত্বমহিবিভ্রমস্যেব রজ্জ্বধিষ্ঠানত্বম্, তেন যথাহিবিভ্রমো রজ্জূপাদানঃ, এবং প্রপঞ্চবিভ্রম ঈশ্বরোপাদানঃ, তস্মাজ্ জীবাধিকরণাপি অবিদ্যা নিমিত্ততয়া বিষয়তয়া বা ঈশ্বরমাশ্রয়ত ইতীশ্বরাশ্রয়া ইত্যুচ্যতে, ন ত্বাধারতয়া, বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণি তদনুপপত্তেরিতি। (ভামতী, ৩৭৮ পৃঃ)

১। ওলস্‌জী, ১২৯১, তুদাদি ধাতুটিই অধিক প্রসিদ্ধ। ইহার রূপ লজ্জতে, লিট্ প্রথম পুরুষ একবচনে ললজ্জে। কিন্তু ওলজী, ১২৯০, তুদাদি ধাতুটির রূপ লজতে। এই ধাতুর লিট্ প্রথম পুরুষ একবচনে 'লেজে' হইয়াছে।

২। এই পূর্বপক্ষের আশয় পরিমলগ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা উদ্ধৃত হইতেছে—অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং যন্নিষ্প্রপঞ্চং বেদান্তানাং প্রতিপিপাদয়িষিতং তত্র খলু তেষাং সমন্বয়ঃ। এবং চ বাচস্পতিমতে জীব এব সমন্বয়ঃ পর্যবস্যতি; তন্মতে জীবাশ্রিতাবিদ্যাপরিণামস্য প্রপঞ্চস্য জীবেঽধ্যারোপেণ তত্রৈবাপবদনীয়ত্বাৎ। অতো জীবে সমন্বয়ং পূর্বপক্ষীকৃত্য নিরস্যন্ বাচস্পতিঃ কথং ন লজ্জিতবান্ ইত্যর্থঃ। (পরিমল, ৪০৪ পৃঃ)

ইহার উত্তরে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা জীবাশ্রিত বটে কিন্তু জীব, অবিদ্যা, যাবতীয় প্রপঞ্চ এই সকলেরই অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অধিষ্ঠানই তত্ত্ব যেমন সর্পের তত্ত্ব হইল অধিষ্ঠান রজ্জু। তত্ত্বদর্শনাভিলাষী ব্যক্তি রজ্জুকে জানিয়াই তৃপ্ত হইবেন। সেইরূপ যাবতীয় জগৎ-প্রপঞ্চের যিনি তত্ত্ব জানিতে চান তিনি এই জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে জানিয়াই তৃপ্ত হইবেন। সুতরাং যাবতীয় বেদান্তবাক্যের সমন্বয়ও ব্রহ্মে হইবে, ইহাতে অনুপপত্তির কোনও সম্ভাবনাই নাই। প্রদর্শিত সমাধানটিও কল্পতরুকার কারিকাকারে বলিয়াছেন—

অধিষ্ঠানং বিবর্তানামাশ্রয়ো ব্রহ্ম শুক্তিবৎ
জীবাবিদ্যাদিকানাং স্যাদিতি সর্বমনাকুলম্॥ (কল্পতরু, ২৩৬ পৃঃ)

গদ্যাকারেও অতি সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছেন—"অধিষ্ঠানং হি ব্রহ্ম, ন জীবাঃ। অধিষ্ঠানে চ সমন্বয় ইত্যনবদ্যম্।"[১]

অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব বলিলে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি অবিদ্যার পরিণাম জীবেরই হইবে, ঈশ্বরের হইবে না। জ্ঞান যদি জীবের হয় তবে জ্ঞাতৃত্ব জীবে বিদ্যমান থাকিবে এবং সর্বজ্ঞত্ব ধর্মটি জীবেই থাকিবে। সর্বজ্ঞত্ব হেতুর দ্বারাই ঈশ্বরের সিদ্ধি হইয়া থাকে[২] কিন্তু সেই সর্বজ্ঞত্ব জীবে বিদ্যমান থাকিলে ঈশ্বরের আর কোনও প্রয়োজন নাই, ঈশ্বরের অপলাপ করিতে হয়। এই জন্য ভামতী-প্রস্থানের প্রতিপক্ষিগণ বলেন যে, বাচস্পতি ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করিলেও বস্তুতঃ ঈশ্বরের অপলাপ করিয়া থাকেন।[৩]

১। পরিমল, ৪০৪ পৃঃ
এই স্থলে পরিমলকার অমলানন্দপ্রোক্ত পূর্বোদ্ধৃত কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে তাহার আশয় বলিয়া দিয়াছেন। "প্রাগেবাচার্যৈঃ বাচস্পতিমতে ব্রহ্মণঃ সজীবাবিদ্যাসকলপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানত্বমুক্তমিহানুসন্ধেয়ম্।"

২। কল্পতরু, ১৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। বাচস্পতিনা প্রপঞ্চাকারপরিণাম্যবিদ্যাশ্রয়ত্বং জীবস্যাভ্যুপগতমিতি তৎপরিণামভূতজ্ঞানেচ্ছাদিমত্ত্বমপি জীবস্যৈব যুজ্যতে, নেশ্বরস্য; অত ঈশ্বরসদ্ভাবং ব্যবহরন্নপি তত্র সর্বজ্ঞত্বাদ্যনুপপত্তিহেতুমাশ্রয়ন্ বাচস্পতিঃ পর্যায়েণ পরমেশ্বরম-পললাপেতি। (পরিমল, ৩৩৪ পৃঃ)

প্রদর্শিত আপত্তির সমাধান করিবার জন্য অমলানন্দ বাচস্পতির ভামতী-গ্রন্থস্থিত "তে চাবধিং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতাঃ…পূর্ববাসনাবশাৎ পূর্বসমাননামরূপাণ্যুৎপদ্যন্তে"[১] বাক্যটির উল্লেখ করেন। প্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টিকালে পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন এবং তাহার দ্বারাই সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভামত্যুক্ত পরমেশ্বরেচ্ছা শব্দটির দ্বারা অমলানন্দ পরমেশ্বরের ঈক্ষণ অর্থ বুঝিয়াছেন। পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টির প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যটি হইল "তদৈক্ষত"[২] ইত্যাদি। অনুরূপভাবে "সোঽকাময়ত"[৩] শ্রুতিটিও পরমেশ্বর কর্তৃক জগৎসৃষ্টির সমর্থনে উদ্ধৃত হইতে পারে।[৪] ঐ ঈক্ষণ শব্দের দ্বারা ইহা বিবক্ষিত নয় যে, পরমেশ্বরে ঈক্ষণরূপ প্রমা বিদ্যমান থাকায় তাঁহার প্রমাতৃত্ব আছে বা তিনি অবিদ্যাবান্। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রমাতৃত্ব বলিলেই অবিদ্যাসম্বন্ধ থাকিবে এবং ঈশ্বরে প্রমাতৃত্ব আছে বলিলে তাঁহাতে অবিদ্যা থাকিবে, এইরূপ অনেকে মনে করেন।[৫] কিন্তু কল্পতরুকার 'ঈক্ষণ' শব্দের দ্বারা বাচস্পতির তাদৃশ বিবক্ষা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। ঈক্ষণ-সম্বন্ধী শ্রুতিবাক্যটির পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ঈক্ষণ করিলেন, তেজ সৃষ্টি করিলেন; তেজ বা তেজোরূপে বিদ্যমান তিনি ঈক্ষণ করিলেন, অপ্ এর সৃষ্টি হইল ইত্যাদি। সুতরাং ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি শ্রুত হয়। সৃষ্টি বলিতে বিবর্তই বুঝিতে পারা যায়। যেমন জীবাশ্রিত শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের বিবর্ত রজত সেইরূপ জীবাশ্রিত পরমেশ্বরবিষয়ক অজ্ঞানের বিবর্ত আকাশাদি। এইভাবে দেখা যায় যে, পরমেশ্বরের ঈক্ষণ স্বীকার করায় বাচস্পতি কর্তৃক চেতন জগৎকর্তা পরমেশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন।[৬] যাঁহারা বাচস্পতির মতের এই নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে

১। ভামতী, ৩৩৩-৩৪ পৃঃ

২। ছাঃ উঃ, ৬।৩।২

৩। তৈঃ উঃ, ২।৬

৪। ইচ্ছা ঈক্ষণমিতি। তদৈক্ষতেতি স্থানে সোঽকাময়তেতি শ্রুত্যন্তর-দর্শনাদিতি ভাবঃ। (পরিমল, ৩৩৪ পৃঃ)

৫। চিৎসুখী, ৩৬৭ পৃঃ

৬। ঈক্ষণং চ জীবাজ্ঞাতস্য ঈশ্বরস্য বিবর্ত আকাশাদিবদিতি ন প্রমাতৃত্বেন অবিদ্যাবত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। (কল্পতরু, ৩৩৪ পৃঃ)

পারেন না তাঁহারা দুঃসাহস বশতঃ বাচস্পতির নিন্দা করেন। এই বিষয়টি একটি কারিকার দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে—

ঈক্ষিতুঃ পরমেশস্য বাচস্পতিমুখোদ্গতেঃ।
নিজুহ্নুবে পরেশানমসাবিত্যতিসাহসম্॥

(কল্পতরু, ৩৩৪ পৃঃ)

অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ব স্বীকার করিলে আরও কয়েকটি আশঙ্কা করা চলে। অমলানন্দ কল্পতরুতে অদ্বৈতৈকদেশী দার্শনিকগণের সেই আশঙ্কাগুলি প্রথমতঃ উল্লিখিত করিয়া অনন্তর তাহার সমাধান প্রদর্শন করিয়াছেন। অবিদ্যা জীবে আশ্রিত হইলে জীবই জগতের কর্তা হওয়ায় জীবগত ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারিলেও কর্তা হইবেন না। তাহার ফলে "সোঽকাময়ত",[১] "স্বয়মকুরুত"[২] এইরূপে ঈশ্বরের কামনা বা জগৎসিসৃক্ষা ও কৃতি অর্থাৎ জগৎসৃষ্টি উপপন্ন হইতে পারিবে না। পূর্বপক্ষী আরও বলেন যে, প্রতিজীবে অজ্ঞান ভিন্ন হওয়ায় সেই অজ্ঞানোপাদানক ভ্রম প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন হইবে। তাহার ফলে সকল জীবের যে একই প্রকারে জগতের প্রতীতি হইতেছে তাহা সিদ্ধ হইবে না। জীবাশ্রয়ত্বসিদ্ধান্তে আরও দোষ যে, জগৎকে জীবগত অজ্ঞানের কার্য বলিয়া স্বীকার করিলে জীবের ঘটাদিবিষয়ে যখন জ্ঞান হয় না তখন সেই বিষয়টির সৃষ্টিই হয় না অর্থাৎ আকাশাদি-প্রপঞ্চের অজ্ঞাত-সত্তা থাকিতে পারিবে না। অথচ ঘট-পট-আকাশ-বায়ু প্রভৃতি জীবের নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও তাহাদের সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দোষের সমাধানের জন্য পূর্বপক্ষী অদ্বৈতৈকদেশী বলেন যে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্বধারিণী সাধারণী মায়া স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই মায়া প্রতিজীবে অবিদ্যাস্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান বলিয়া জানিতে হইবে।[৩] ঈশ্বরের উপাধি মায়া স্বীকার করিলে সেই

১। তৈঃ উঃ, ২।৬

২। তৈঃ উঃ, ২।৭

৩। ব্রহ্মণো জীবভ্রমগোচরস্যাধিষ্ঠানতয়া উপাদানত্বে সোঽকাময়ত স্বয়মকুরুত ইতি চ ন স্যাৎ, প্রতিজীবং চ ভ্রমাসাধারণ্যাৎ জগৎসাধারণ্যানুভব-বিরোধঃ, ভ্রমজস্য চাকাশাদেঃ অজ্ঞাতসত্ত্বাযোগঃ, তস্মাদীশ্বরস্য প্রতিবিম্বধারিণী সাধারণী মায়া। তদ্ব্যষ্টয়শ্চ জীবোপাধয়োঽবিদ্যা মন্তব্যাঃ। (কল্পতরু, ৩৭৯ পৃঃ)

মায়ার পরিণামস্বরূপ কামনা ও কৃতি ঈশ্বরেরই হইবে। ঈশ্বরাশ্রিত মায়ার পরিণাম প্রপঞ্চ সকলেই একরূপে দেখিতে থাকিবেন এবং সেই প্রপঞ্চ তাহার বিদ্যমানতার জন্য জীবগত অবিদ্যার অপেক্ষা করিবে না বলিয়া আকাশাদি-প্রপঞ্চ জীবকর্তৃক অজ্ঞাত থাকিলেও বিদ্যমান থাকিবে। এইভাবে অদ্বৈতৈক-দেশী সকল আপত্তির নিরসন করিলেন।[১]

একদেশীর উক্ত সমাধান ভামতীসম্প্রদায়ের অনুকূল হয় নাই; এইজন্য অমলা-নন্দ বলিয়াছেন যে, কামনা ও কৃতি জীবগত অবিদ্যারই বিবর্ত। যদিও অমলানন্দ উক্ত কামনা ও কৃতিকে জীবাবিদ্যাবিবর্ত বলিয়াছেন তথাপি তাঁহার ঐ উক্তির তাৎপর্য হইল যে, কামনা ও কৃতি জীবগত অবিদ্যার বিষয় বা অধিষ্ঠান ঈশ্বরেরই বিবর্ত। যাহা জীবগত অবিদ্যার বিবর্ত তাহা অধিষ্ঠান ঈশ্বরের বিবর্ত বটেই। ভামতীসিদ্ধান্তে জীব, অবিদ্যা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের বিবর্ত বলায় এবং প্রপঞ্চকে জীবগত অবিদ্যার বিবর্ত বলায় ফলতঃ প্রপঞ্চ ঈশ্বরের বিবর্ত বলিয়া সিদ্ধ হয়। এইজন্য কামনা ও কৃতি ঈশ্বরের হইতে পারিল। এই মতে জগৎকে ব্রহ্মোপাধি মায়ার পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে হইল না। বাচস্পতির সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের বিবর্ত অবিদ্যা ও অবিদ্যার বিবর্ত প্রপঞ্চ বলিলে বিবর্তই বিবর্তের হেতু হইয়া পড়ে বলিয়া অনেকে দোষ প্রদর্শন করেন। এখানে অমলানন্দের বক্তব্য, বিবর্ত যে বিবর্তের হেতু হয় তাহা সকলের অনুভবসিদ্ধ। রজ্জুর বিবর্ত সর্প আবার সর্পের বিবর্ত তাহার কুটিল গতি। আমরা রজ্জু দেখিয়া অনেক সময় ভ্রম করিয়া থাকি যে, একটি সর্প কুটিল গতিতে চলিতেছে।[২]

অমলানন্দ দ্বিতীয় আপত্তির সমাধান বলিতেছেন। প্রতিজীবে অবিদ্যা ভিন্ন হইলেও প্রপঞ্চের সাধারণ্যপ্রতীতি জন্মাইতে কোনও বাধা নাই। আচার্য

১। তথা চ ঈশ্বরস্য চোপাধিমায়াপরিণামরূপে কামকৃতী, পরিণামশ্চ প্রপঞ্চঃ সর্বসাধারণঃ, অজ্ঞাতসত্তাযোগী চেত্যুপপদ্যত ইতি ভাবঃ।

(পরিমল, ৩৭৯ পৃঃ)

২। তান্ প্রতি ক্রমঃ। অকাময়তাকুরুতেতি চ কামকৃতী জীবাবিদ্যা-বিবর্তঃ। ন চ ব্রহ্মবিক্রিয়া; বিবর্তশ্চ বিবর্তে হেতুঃ সর্প ইব বিসর্পণস্য।

(কল্পতরু, ৩৭৯ পৃঃ)

যখন শিষ্যগণকে বৈদিক স্বরাদির উচ্চারণপূর্বক শিক্ষা দেন তখন অনেক সময় শিষ্যগণ একই প্রকার ভ্রান্ত উচ্চারণ করিয়া থাকে। আরও, আচার্যের উচ্চারিত উদাত্তানুদাত্তাদির বৈষম্য নবোপনীত মাণবকগণের অজ্ঞতাবশতঃ গৃহীত হয় না। প্রত্যেকের অজ্ঞান ভিন্ন হইলেও সকলেই উদাত্তাদির স্বরূপ-গ্রহণে একই প্রকার ভ্রম করিয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্য লৌকিক উদাহরণ যথেষ্ট প্রদর্শিত হইতে পারে। একটি শুক্তিখণ্ডকে একটি দলের সকলেই রজত বলিয়া ভ্রম করেন, ইহাও আমরা বহুসময়েই দেখিতে পাই।[১]

তৃতীয় আপত্তির উত্তরে অমলানন্দ বলেন, ব্যাবহারিক-সৎ বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা স্বীকার করা হয়। প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক সৎ বলিয়া তাহার অজ্ঞাতসত্তা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই।[২]

জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্ববৎ জীবকেই জগতের কর্তা বলিতে হয়। অথচ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" সূত্রে[৩] ব্রহ্মের লীলার দ্বারাই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ অর্থই সূত্রকারকর্তৃক উক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকারও তদনুকূল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভামতী-সিদ্ধান্তে পরমেশ্বর কর্তৃক জগৎসৃষ্টি অথবা পরমেশ্বরকর্তৃক লীলার দ্বারা জগৎসৃষ্টি কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? এই আপত্তির সমাধান করিবার জন্য অমলানন্দ বলিয়াছেন যে, জীব বস্তুতঃ পরমেশ্বরেরই প্রতিবিম্ব; সুতরাং বিম্বস্বরূপ ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও জীব পরতন্ত্র বা ঈশ্বরতন্ত্র। লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, বিম্বে যেরূপ পরিবর্তন ঘটে প্রতিবিম্বেও সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। জীবগত অবিদ্যার পরিণামের দ্বারা জীবে যে বহুবিধ বিক্রিয়া বা বিকার ঘটিয়া থাকে পরমেশ্বর সেই জীবগত বিক্রিয়াগুলি দর্শন করেন। বিম্বস্বরূপ পরমেশ্বর প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবের মধ্যে বিবিধ বিকার দর্শন করিয়া ক্রীড়া করেন। সরলপ্রকৃতির মানুষ যখন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় তখন উপাধি দর্পণের দোষের জন্য তাহার প্রতিবিম্বের ঋজু-বক্রাদি বিকার দর্শন

১। প্রতিমাণবকবর্ত্যবিদ্যাভিঃ বর্ণেষু স্বরাদিবৈশিষ্ট্যেন কৃপ্তম্। স্বোপাধ্যায়-বক্ত্রোদ্‌গতবেদস্যেব প্রপঞ্চসাধারণ্যপ্রসিদ্ধিঃ। (ঐ)

২। অজ্ঞাতসত্ত্বং প্রপঞ্চস্য ব্যাবহারিকসত্ত্বাৎ। (ঐ)

৩। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩

করিয়া যেরূপ ক্রীড়া করিতে থাকে সেইরূপ পরমেশ্বর তাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবের উপাধিজন্য বা অবিদ্যাজন্য বিকার দর্শন করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। লীলা, শ্বাস, বৃথা চেষ্টা এই তিনটি স্থলে কোন প্রয়োজন না থাকিলেও লোকে প্রবৃত্ত হয়, ইহা সকলেই জানেন।[১] সাধারণ ব্যক্তির লীলাজন্য প্রবৃত্তির পশ্চাতে সুখলাভরূপ উদ্দেশ্য আছে বলা যাইতে পারে বটে কিন্তু আপ্তকাম পরমেশ্বর কোনও প্রয়োজনপূর্বক লীলা করিতে পারেন না। প্রয়োজন ব্যতীত কোনও কার্য অনুন্মত্ত ব্যক্তি করেন না এরূপ বলা যায় না যেহেতু শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনরূপ প্রয়োজন অন্বেষণ করাই যায় না। এইরূপ দুঃখে রোদন ও সুখে হাস্যগানাদির কোনও প্রয়োজন নাই।[২] বৃথাচেষ্টাতেও কোনও প্রয়োজন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্টতঃ বৃথাচেষ্টা নিষিদ্ধ[৩] হওয়ায় তৃণচ্ছেদাদি

১। যেখানে প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি আছে সেখানেই প্রয়োজনবত্তা আছে এইরূপ ব্যাপ্তি অধ্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং যদি কেহ বিনা প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হন তবে তাঁহাকে উন্মত্ত বলিতে হয়। ব্রহ্ম অভ্রান্তচেতন বলিয়া তিনিও বিনা প্রয়োজনে কার্য করিতে পারেন না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য যে, উক্ত ব্যাপ্তির তিনটি ব্যভিচার স্থল আছে —লীলা, শ্বাস, বৃথাচেষ্টা। এইগুলির সঙ্কলন করিয়া শাস্ত্রদর্পণে অমলানন্দ বলিয়াছেন—

লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টা অনুদ্দিশ্য ফলং যতঃ।
অনুন্মত্তৈর্বিরচ্যন্তে তস্মাৎ সব্যভিচারিতা॥

(শাস্ত্রদর্পণ, ১১১ পৃঃ)

কল্পতরুতে এই ব্যভিচার নিবারণের জন্য অমলানন্দ ব্যাপ্তিটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া বলিয়াছেন—যদ্ বহ্বায়াসসাধ্যং তৎ প্রয়োজনাভিসন্ধি-পূর্বকম্ ইতি ব্যাপ্তিরভিমতা, তথা চ ন লীলাদৌ ব্যভিচারঃ। (কল্পতরু, ৪৮১ পৃঃ)

২। সুখিতস্য সুখানুভবপ্রযুক্তা হাসগানাদিরূপা প্রয়োজনোদ্দেশরহিতা দৃশ্যতে। ন হি তত্র প্রয়োজনম্ অণু অপি সম্ভাবয়িতুং শক্যতে ; দুঃখোদ্রেকে রোদনবৎ সুখোদ্রেকে হাসগানাদেঃ প্রয়োজনোদ্দেশরহিতস্য সর্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ। অতএব হসিতরুদিতাদিষু কারণমেব পৃচ্ছন্তি, ন প্রয়োজনম্। (পরিমল, ৪৮১ পৃঃ)

৩। ন কুর্বীত বৃথা চেষ্টাম্। ইহা ভামতীতে ৪৮১ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রবৃত্তিতে কোন প্রয়োজন অন্বেষণ করা যায় না। এইজন্যই আপ্তকাম পরমেশ্বর কোনও প্রয়োজন ব্যতিরেকে[১] কেবলমাত্র লীলার জন্য জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকেন এইরূপ সিদ্ধান্ত সূত্রভাষ্যটীকাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাচস্পতির মতে এই লীলাকে প্রতিবিম্বগত বিক্রিয়া-দর্শনজনিত লীলা বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে আর কোনও অনুপপত্তি থাকিবে না। উক্ত আপত্তি ও তাহার সমাধান অমলানন্দ তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তিনটি কারিকার দ্বারা অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত করিয়াছেন।

জীবভ্রান্ত্যা পরং ব্রহ্ম জগদ্বীজমজূঘুষৎ।
বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসূত্রমলূলুপৎ॥
প্রতিবিম্বগতাঃ পশ্যন্ ঋজুবক্রাদিবিক্রিয়াঃ।
পুমান্ ক্রীড়েদ্ যথা ব্রহ্ম তথা জীবস্থবিক্রিয়াঃ॥
এবং বাচস্পতের্লীলা লীলাসূত্রীয়সঙ্গতিঃ।
অস্বতন্ত্রত্বতঃ ক্লিষ্টা প্রতিবিম্বেশবাদিনাম্॥

—কল্পতরু, ৪৮২ পৃঃ

অবিদ্যার ভাবরূপতা

পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে (১১৩ পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে যে, ভামতীগ্রন্থে অবিদ্যা সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রমাণ আলোচনা তো দূরের কথা, অবিদ্যা যে ভাবরূপ ইহাই অত্যন্ত ক্লিষ্টকল্পনার দ্বারা ভামতীগ্রন্থ হইতে আবিষ্কার করিতে হয়। অমলানন্দ কর্তৃক বেদান্তকল্পতরুটীকা রচনার পূর্বে ভামতীপ্রস্থানের বিরূপ সমালোচনা করিয়া অনেকেই বলিতেন যে, বাচস্পতিমিশ্র অবিদ্যাকে ভাবরূপ স্বীকার করেন নাই। এইজন্য কল্পতরুকার মণ্ডূকমৃদ-উদারণের দ্বারা অবিদ্যার ভাবরূপতা যে বাচস্পতি-কর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করেন। ভামতীকার সাক্ষাৎভাবে

১। ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥
(মাণ্ডূক্যকারিকা ১।৯)

পরিমলকার ৪৮১ পৃষ্ঠায় 'ভোগার্থম্' ও 'ক্রীড়ার্থম্' পদদ্বয়ের বিপর্যাস করিয়াছেন।

অবিদ্যাকে ভাবরূপ বলিয়া কোনও স্থলে উল্লেখ করিলে এইরূপ সমস্যার আবির্ভাব হইত না। কল্পতরুকার যখন অবিদ্যার ভাবরূপতা ভামতীর পঙ্‌ক্তি হইতে কোনও প্রকারে আবিষ্কৃত করিলেন তখন তাঁহার উপর ইহা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যে অবিদ্যাকে ভাবরূপ বলা হইবে কেন? এই জন্যই এই মণ্ডূকমৃদ্‌-উদাহরণের বিশ্লেষণের পরেই চিৎসুখ-প্রশিষ্য অমলানন্দ বিবরণানুসারী যুক্তিতে এবং চিৎসুখ-প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রয়োজন, প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণ প্রভৃতি উপস্থাপিত করিলেন। অবিদ্যার ভাব-রূপতার আলোচনা অমলানন্দ-কর্তৃক ভামতীপ্রস্থানে অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়ায় এক-দিকে ভামতীপ্রস্থানের গৌরব বৃদ্ধি পাইল, অন্যদিকে ভামতী-বিবরণপ্রস্থানদ্বয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হইল।

যাহা হউক, অমলানন্দ যে-ভাবে ভামতীগ্রন্থ হইতে অবিদ্যার ভাবরূপতা সাধিত করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। মহাপ্রলয়ে যখন সকল বস্তুই অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তখন অন্তঃকরণাদিও তাহার কারণস্বরূপ অনির্বাচ্যা অবিদ্যাতে বিলীন হয় এবং অন্তঃকরণাদি অবিদ্যাসংস্কারের সহিত সূক্ষ্মশক্তিরূপে অবিদ্যাতে অবস্থিত থাকে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বাচস্পতি একটি স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করেন—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥ (মনু, ১।৫)

এই জগৎ প্রলয়কালে তমোভূত অর্থাৎ অবিদ্যাতে লীন ছিল। তখন ইহা অপ্রজ্ঞাত ছিল বা প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত ছিল না, ইহা অলক্ষণ ছিল অর্থাৎ অনুমেয় ছিল না, ইহা অবিজ্ঞেয় ছিল অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয় না থাকিয়া কেবল-মাত্র আগমের দ্বারা জ্ঞেয় ছিল। এই জগৎ যেন সর্বতোভাবে নিদ্রিত ছিল। যাহা হউক্, যাবতীয় বস্তু যখন অবিদ্যায় বিলীন ছিল তখন পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই সূক্ষ্ম বিলীন অজ্ঞানভাবপ্রাপ্ত পদার্থগুলি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পূর্বপূর্বসংস্কার বশতঃ পূর্বতুল্য নামরূপাদির সহিত জন্মলাভ করে।[১] সূক্ষ্মশক্তিরূপে বিদ্যমান পদার্থের পুনরায় উদ্ভব দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কূর্মের দেহে

১। যদ্যপি মহাপ্রলয়সময়ে নান্তঃকরণাদয়ঃ সমুদাচরদ্‌বৃত্তয়ঃ সন্তি, তথাপি স্বকারণেঽনির্বাচ্যায়ামবিদ্যায়াং লীনাঃ সূক্ষ্মেণ শক্তিরূপেণ কর্মবিক্ষেপিকাঽবিদ্যা

কতকগুলি অঙ্গ নিলীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে আবার সেই অবস্থা হইতে নিলীন অঙ্গগুলি উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অঙ্গগুলির উৎপত্তি প্রতিপাদিত হয় না, কেবলমাত্র অঙ্গগুলির দর্শন ও অদর্শন মাত্রে অবস্থাদ্বয়ের ভেদ রহিয়াছে। এইজন্যই ভামতীকার সূক্ষ্মশক্তিরূপে বিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি প্রদর্শনের জন্য মণ্ডূকমৃদ্-উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষা চলিয়া গেলে যখন মণ্ডূকশরীরগুলি মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয় তখন সেই মণ্ডূকশরীর মণ্ডূকবাসনার সহিত মৃত্তিকাতে বিদ্যমান থাকে। পুনরায় যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন মৃদ্ভাবপ্রাপ্ত সেই মণ্ডূকশরীরগুলি পুনরায় মণ্ডূকদেহ লাভ করিয়া থাকে। মণ্ডূকদেহরূপ কার্য কোনও অভাব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, অভাব কখনও কোন কার্যের উপাদান হইতে পারে না। সেইরূপ যাবতীয় কার্য পদার্থ যখন মহাপ্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিকালে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয় তখন এই কার্য পদার্থগুলির উপাদানকারণ অবিদ্যাকে অভাবরূপ বলা চলিবে না। এইভাবে এই উদাহরণটি হইতে কল্পতরুকার প্রতিপাদন করেন যে, বাচস্পতিকর্তৃক ভাবরূপ অবিদ্যাই স্বীকৃত হইয়াছে। অনেকে অবিদ্যা বলিতে ভ্রমজ্ঞান অথবা ভ্রমসংস্কারকে বুঝাইয়া থাকেন কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তে অজ্ঞান ভ্রমরূপ নয়, কিন্তু ভ্রমের উপাদান। ভ্রমসংস্কারকে কখনও কখনও অবিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করা হয় বটে এবং ভামতীকার প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকে অবিদ্যাদ্বিতয় বলিতে যে ভ্রমসংস্কারকেও একবিধা অবিদ্যা বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা কল্পতরুকার ঐ স্থলের টীকায় স্পষ্টতঃই 'অন্যা পূর্বপূর্ববিভ্রমসংস্কারঃ'[১] বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। জগৎকার্যের উপাদান অজ্ঞান বলিতে বিভ্রমসংস্কারকে বুঝায় না, কিন্তু তদতিরিক্ত ভাবরূপ অবিদ্যাকেই বুঝাইয়া থাকে। এইজন্যই অমলানন্দ বলিয়াছেন যে,

---

বাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব। তথা চ স্মৃতিঃ—আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতম-লক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥ ইতি। তে চাবধিং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতা যথা কূর্মদেহে নিলীনান্যঙ্গানি ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তমৃদ্ভাবানি মণ্ডূকশরীরাণি তদ্বাসনাবাসিততয়া ঘনাঘনা-সারাবসেকসুহিতানি পুনর্মণ্ডূকদেহভাবমনুভবন্তি, তথা পূর্ববাসনাবশাৎ পূর্ব-সমাননামরূপাণ্যুৎপদ্যন্তে। (ভামতী, ৩৩৩-৩৩৪ পৃঃ)

১। কল্পতরু, ৩ পৃঃ

অবিদ্যা ভ্রম ও ভ্রমসংস্কার হইতে ভিন্ন; মণ্ডূক-মৃদুদাহরণ হইতে বুঝা যায়, বাচস্পতি স্পষ্টতঃ ভাবরূপ অবিদ্যা স্বীকার করিয়াছেন।

ভ্রমাৎ সংস্কারতশ্চান্যা মণ্ডূকমৃদুদাহৃতেঃ।
ভাবরূপা মতাঽবিদ্যা স্ফুটং বাচস্পতেরিহ॥

(কল্পতরু, ৩৩৩ পৃঃ)

ভাবরূপ অবিদ্যা স্বীকারের প্রয়োজন

যে-ব্যক্তি শুক্তি জানে না তাহার রজতজ্ঞান হইয়া থাকে কিন্তু শুক্তি জানিলে শুক্তিতে রজতজ্ঞান হইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানাভাবের দ্বারাই ভ্রমের উপপত্তি হয় বলিয়া বিরুদ্ধবাদী মনে করেন। ইহাতে অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য যে, স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম যদি কোনও বস্তুর দ্বারা আবৃত না হন তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানের অভাব হইতে পারে না। যতক্ষণ ব্রহ্ম প্রকাশমান থাকেন ততক্ষণ কোনও ভ্রমের অবকাশ নাই। সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইতে গেলে তাহার আবরক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। এই অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব বলা যায় না যেহেতু অভাবপদার্থ কখনও আবরণ সম্পাদন করিতে পারে না[১]। ইহা বিবরণ-সম্প্রদায়ে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে (১৮২-৮৩ পৃঃ) অবিদ্যার ভাবরূপতার আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কল্পতরুতে অবিদ্যার ভাবরূপতার সমীক্ষা কালে অমলানন্দ অভাবের আবরকত্বানুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিষয়টি পণ্ডিতগণকর্তৃক অত্যন্ত পরাক্রমের সহিত উপপাদিত হইয়াছে।[২]

১। কিং ভাবরূপয়াঽবিদ্যয়া প্রয়োজনম্? অজ্ঞাতশুক্তিব্রহ্মবিবর্তত্বেন রজতজগদ্ভ্রমসিদ্ধেঃ, অজ্ঞাতত্বস্য চ জ্ঞানাভাবাদুপপত্তেঃ। তন্ন, স্বয়ংপ্রভপ্রত্যগ্-ব্রহ্মণঃ স্ববিষয়প্রমাণানুদয়েঽপি যথাবৎ প্রকাশাপত্তৌ জগদ্ভ্রমাভাবপ্রসঙ্গাৎ। ন হি স্বয়ংপ্রভং সংবেদনং স্ববিষয়প্রমাণানুদয়ান্ন ভাতি। (কল্পতরু, ৩৩৩ পৃঃ)

২। স্বপ্রভে ভাবরূপাবিদ্যাতিরোধানমন্তরেণাধ্যাসাযোগস্যোক্তত্বাৎ। পরাক্রান্তং চাত্র সূরিভিরিতি। (কল্পতরু, ৩৩৪ পৃঃ)

ভামতী প্রস্থানের আচার্য অমলানন্দ যে-পণ্ডিতগণের কথা চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন তাঁহারা নিঃসন্দেহে বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ।

অবিদ্যার ভাবরূপতার দ্বিতীয় প্রয়োজন এই যে, অভাব কখনও কোনও কার্যের উপাদান হইতে পারে না। ভ্রমে তৎকালোৎপন্ন অভিনব রজতের উপাদানকারণ অবিদ্যা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় অবিদ্যাকে অভাবরূপ বলা চলে না।[১]

অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রত্যক্ষপ্রমাণ

অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রত্যক্ষপ্রমাণ নির্দেশ কালে আচার্য অমলানন্দ বিবরণ প্রস্থানের শৈলীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণগ্রন্থে যেভাবে অবিদ্যার ভাবরূপতার প্রত্যক্ষপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে (১৬৭-৭২ পৃঃ)। অবশ্য কল্পতরুতে জ্ঞান-সামান্যাভাবপক্ষ আলোচিত হয় নাই। সম্ভবতঃ বিষয়টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকায় কল্পতরুকার তাহা বলেন নাই। জ্ঞানবিশেষাভাবপক্ষে 'ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি' এই বাক্যের দ্বারা যে অভাবরূপ অজ্ঞান প্রতিপাদিত হয় না তাহা বিবরণ-প্রস্থানধৃত রীতিতেই বলা হইয়াছে। সর্বথা অজ্ঞাত থাকিলে তদ্‌বিষয়ে কিছু বলা চলে না আবার জ্ঞাত থাকিলে 'জানি না' বলা যায় না ইত্যাদি বিবরণোক্ত যুক্তিসমূহ অমলানন্দ প্রায় অক্ষরশঃ গ্রহণ করিয়াছেন। পুনরুক্তির ভয়ে সেই সকল বিষয় এইস্থলে উক্ত হইল না।

অবিদ্যার ভাবরূপতার অনুমানপ্রমাণ

বিবরণাচার্যপ্রদর্শিত অবিদ্যানুমান যথেষ্ট বিস্তৃতির সহিত চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে (১৭৪-৮৫ পৃঃ)। বিবরণোত্তর বিবরণসম্প্রদায়ের আচার্যগণ বিবরণোক্ত অনুমানটিকে তো গ্রহণ করিয়াছেনই। তাঁহারা তৎসহিত অন্যান্য আরও অনুমানপ্রয়োগের উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। চিৎসুখীতে বিবরণোক্ত অনুমানটি বলা হয় নাই বলিয়া তাহা চিৎসুখাচার্যের অননুমোদিত বলিয়া মনে

১। যদ্যপি শুক্তিং স্বত এব জড়ামবিদ্যা নাবৃণোতি তথাপি তৈৎস্থানির্বাচ্য-ভাবরূপরজতোপাদানত্বেনেষ্টব্যেতি ভাবরূপাবিদ্যা সপ্রয়োজনা। (কল্পতরু, ৩৩৩ পৃঃ)

করা অসঙ্গত যেহেতু চিৎসুখাচার্য সর্বতোভাবে বিবরণানুসারী। চিৎসুখীতে একটি নূতন অনুমান বলা হইয়াছে, ইহা এখনই আলোচিত হইবে। অদ্বৈতদীপিকা-গ্রন্থে নৃসিংহাশ্রম অনেকগুলি নূতন অনুমানের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বিবরণোক্ত অনুমানটিও সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[১] কল্পতরুকার অমলানন্দ চিৎসুখের প্রশিষ্য বলিয়া চিৎসুখপ্রতিপাদিত অনুমানটিকে কল্পতরুতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কল্পতরুকার চিৎসুখের অনুমানটি গ্রহণ করিয়া সেই অনুমানের দেবদত্ত এবং যজ্ঞদত্ত শব্দ দুইটিকে পরিবর্তিত করিয়া ডিত্থ ও ডপিত্থ শব্দদুইটি গ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষরশঃ চিৎসুখোক্ত অনুমানটি গ্রহণ করার পরেও নাম-দ্বয়ের পরিবর্তন নিতান্ত অনাবশ্যক ছিল। চিৎসুখীগ্রন্থে চিৎসুখপ্রোক্ত অনু-মানের যে বিশদ আলোচনা আছে তাহার অতি সামান্য অংশই কল্পতরুগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। চিৎসুখপ্রোক্ত অনুমানটি প্রথমতঃ প্রদর্শিত হইতেছে—

বিগীতং দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমাণজ্ঞানং, দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমাঽভাবাতিরিক্তানাদের্নিবর্তকম্, প্রমাণত্বাৎ, যজ্ঞদত্তাদিগতপ্রমাণজ্ঞানবৎ।[২] (চিৎসুখী, ৫৮ পৃঃ)

১। অদ্বৈতদীপিকাগ্রন্থে আটটি অনুমান উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্য ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩০৪-৩১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অনন্তর নৃসিংহাশ্রম বলিয়াছেন—বিবাদগোচরাপন্নম্ ইত্যাচার্যানুমানমপি প্রমাণম্। (অদ্বৈতদীপিকা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৩১৯ পৃঃ)

২। চিৎসুখাচার্য তাঁহার স্বকীয় পদ্ধতিতে অন্যান্য বহু সিদ্ধান্তবাক্যের ন্যায় অবিদ্যার ভাবরূপত্বের সিদ্ধান্তানুমানটিকেও কারিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন—

দেবদত্তপ্রমা তৎস্থপ্রমাঽভাবাতিরেকিণঃ।
অনাদের্ধ্বংসিনী মাত্বাদবিগীতপ্রমা যথা॥ (চিৎসুখী, ৫৮ পৃঃ)

এই অনুমানটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া অমলানন্দ বলিয়াছেন—ডিত্থপ্রমা ডিত্থগতত্বে সতি যঃ প্রমাভাবস্তত্বানধিকরণানাদিনিবর্তিকা, প্রমাত্বাৎ, ডপিত্থ-প্রমাবৎ। (কল্পতরু, ৩৩৩ পৃঃ)

নির্ণয়সাগরপ্রকাশিত সংস্করণে সাধ্যপদে…..অনাদিনিবর্তিকা পাঠের পরিবর্তে……অনাদিস্বপ্রাগভাবনিবর্তিকা পাঠ আছে। ইহা অবশ্যই মুদ্রণপ্রমাদ, স্বপ্রাগভাবপদটিকে অন্তঃপ্রবিষ্ট করিলে দৃষ্টান্তের সিদ্ধি হয় বটে কিন্তু অনাদি অবিদ্যার সিদ্ধি হয় না।

যজ্ঞদত্তের প্রমাণজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে প্রমাণজ্ঞানপ্রাগভাব আছে। প্রমাণজ্ঞান ঐ প্রাগভাবের নিবর্তক। প্রাগভাব অনাদি সুতরাং যজ্ঞদত্তগত-প্রমাণজ্ঞান অনাদি প্রাগভাবের নিবর্তক। যজ্ঞদত্তগতপ্রমাণজ্ঞান যে অনাদি প্রাগভাবের নিবর্তক হইয়াছে সেই অনাদি প্রাগভাব দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমাণজ্ঞান-প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত। দেবদত্তগতপ্রমাণজ্ঞান দেবদত্তগতপ্রমাণজ্ঞান-প্রাগভাবের নিবর্তক। আবার যজ্ঞদত্তগতপ্রমাণজ্ঞান যজ্ঞদত্তগতপ্রমাণজ্ঞান-প্রাগভাবের নিবর্তক। সুতরাং যজ্ঞদত্তগতপ্রমাণজ্ঞান দেবদত্তগতপ্রমাণজ্ঞানপ্রাগ-ভাবের নিবর্তক নয় কিন্তু যজ্ঞদত্তগতপ্রমাণজ্ঞান দেবদত্তগতপ্রমাণজ্ঞানপ্রাগভাবা-তিরিক্ত-যজ্ঞদত্তগতপ্রমাণজ্ঞানপ্রাগভাবনিবর্তক। এইজন্যই যজ্ঞদত্তগতপ্রমাণজ্ঞান-রূপ দৃষ্টান্তে সাধ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যথাশ্রুত সাধ্যপদটি হইল দেবদত্তনিষ্ঠ-প্রমাভাবাতিরিক্তানাদিনিবর্তকত্ব। এই সাধ্যের অনাদিনিবর্তকত্ব বলিতে দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে যজ্ঞদত্তগতানাদিপ্রাগভাবনিবর্তকত্ব বুঝিতে হইবে। যজ্ঞদত্তগত প্রমাণজ্ঞানে প্রমাণত্ব আছেই সুতরাং দৃষ্টান্তে হেতু আছে। পক্ষ দেবদত্তনিষ্ঠ-প্রমাণজ্ঞানেও প্রমাণত্বরূপ হেতু আছে সুতরাং উক্ত পক্ষে সাধ্যও বিদ্যমান থাকিবে। এখন বিচার্য যে, দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমাণজ্ঞানরূপ পক্ষে দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমা-ভাবাতিরিক্তানাদিনিবর্তকত্ব কিরূপে থাকিবে? দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমাণজ্ঞান দেবদত্ত-নিষ্ঠপ্রমাণজ্ঞান-প্রাগভাবের নিবর্তক হয় বটে কিন্তু তদতিরিক্ত কোন্ অনাদি বস্তুর নিবর্তক হয়? সিদ্ধান্তী বলেন—সেই অনাদি বস্তুই অজ্ঞান। দেবদত্তের প্রমাণজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যেমন দেবদত্তগতপ্রমাণজ্ঞানপ্রাগভাবের নিবৃত্তি হয় সেইরূপ জ্ঞানবিষয়াবরক অনাদি অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয়। সাধ্যে স্পষ্টতঃই উল্লিখিত আছে যে, এই অনাদি পদার্থটি অভাবাতিরিক্ত। সুতরাং অভাবাতিরিক্ত বা ভাবরূপ অনাদি অবিদ্যার সিদ্ধি হইল।

অনেকে প্রতিযোগীকে প্রাগভাবের নিবর্তক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রাগভাব প্রতিযোগীর নিবৃত্তিস্বরূপ।[১] এই মত স্বীকার করিলে

১। প্রতিযোগী প্রাগভাবের নিবর্তক এরূপ বলার অর্থ প্রাগভাবের নিবৃত্তির কারণ। সুতরাং প্রাগভাবের নিবৃত্তির কারণ এই প্রতিযোগী অবশ্যই প্রাগভাবের নিবৃত্তির অন্ততঃ একক্ষণ পূর্বে বিদ্যমান থাকিবে। তাহাতে প্রাগভাবের নিবৃত্তির পূর্বক্ষণে প্রাগভাবও থাকিবে এবং প্রতিযোগীও বিদ্যমান থাকিবে।

সাধ্যের অনাদি-নিবর্তক পদটির স্থলে অনাদিনিবৃত্তি বলিতে হইবে।[১] চিৎসুখপ্রদর্শিত উক্ত অনুমানে দুইটি উপাধি উদ্ভাবিত হইয়া থাকে—দেবদত্তাসমবেতত্ব এবং দেবদত্তান্যসমবেতত্ব। দেবদত্তাসমবেতত্ব ধর্মটি দৃষ্টান্ত যজ্ঞদত্তগতপ্রমাণজ্ঞানে বিদ্যমান আছে; সুতরাং উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। আবার দেবদত্তাসমবেতত্ব ধর্মটি পক্ষ দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমাণজ্ঞানে বিদ্যমান নাই; সুতরাং উপাধি হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এইভাবে দেবদত্তান্যসমবেতত্ব ধর্মটিও যে দৃষ্টান্তে আছে, পক্ষে নাই তাহা দেখান যাইতে পারে। প্রদর্শিত রীতিতে চিৎসুখোক্ত অনুমানে পূর্বপক্ষী কর্তৃক দুইটি উপাধি প্রদর্শিত হইলে চিৎসুখাচার্য নিম্নরূপে তাহার নিরাস করিয়াছেন। দেবদত্তনিষ্ঠ সুখ দেবদত্তনিষ্ঠ প্রমাপ্রাগভাবের অতিরিক্ত অনাদি-সুখপ্রাগভাবের নিবর্তক হওয়ায় দেবদত্তনিষ্ঠসুখে দেবদত্তনিষ্ঠ-প্রমাভাবাতিরিক্তানাদিনিবর্তকত্বরূপ সাধ্য বিদ্যমান আছে কিন্তু দেবদত্তনিষ্ঠসুখে পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত উপাধির কোনটিই নাই যেহেতু দেবদত্তনিষ্ঠসুখ দেবদত্তসমবেত, দেবদত্তাসমবেত নয় বা দেবদত্তান্যসমবেতও নয়। এইভাবে শঙ্কিত উপাধির সাধ্যব্যাপকত্ব না থাকায় উপাধিত্বই হইবে না।[২]

ঐ ক্ষণে যেহেতু প্রতিযোগী বিদ্যমান আছে সুতরাং ঐ ক্ষণে ঘটের বর্তমানতা স্বীকার করিতে হইবে; আবার ঐ ক্ষণে প্রাগভাব বিদ্যমান আছে বলিয়া ঐ ক্ষণে ঘটের ভবিষ্যত্তা হইবে। একই ক্ষণে কোনও বস্তুর বর্তমানতা এবং ভবিষ্যত্তা অনুভববিরুদ্ধ।

এই যুক্তিতে এবং আরও অনেক যুক্তির দ্বারা একশ্রেণীর দার্শনিকগণ প্রতিযোগীকে প্রাগভাবের নিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়াছেন।

১। (ক) যে তু প্রমা প্রমাপ্রাগভাবনিবৃত্তিরেব ন তু নির্বর্তিকেতি মন্যন্তে তান্ প্রতি দেবদত্তপ্রমা তন্নিষ্ঠপ্রমাভাবাতিরিক্তানাদিনিবৃত্তিরিতি প্রযোক্তব্যম্। (চিৎসুখী, ৫৮ পৃঃ)

(খ) যে তু প্রমা স্বপ্রাগভাবনিবৃত্তিরেব, ন তু নির্বর্তিকেতি মন্যন্তে তান্ প্রতি নির্বর্তিকেত্যস্য স্থানে নিবৃত্তিরিতি পঠিতব্যম্। (কল্পতরু, ৩৩৩ পৃঃ)

২। (ক) ন চৈতদসমবেতত্বম্ এতদন্যসমবেতত্বং বা তত্রোপাধিঃ। সাধ্যাব্যাপ্তেঃ। এতৎসমবেতসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নানামেতন্নিষ্ঠপ্রমাভাবাতিরিক্তানাদেঃ

এইরূপ আলোচনার পরে চিৎসুখাচার্য একটি সৎপ্রতিপক্ষানুমান প্রদর্শন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন এবং আরও অন্য যুক্তির দ্বারা অবিদ্যানুমানকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অমলানন্দ তাঁহার কল্পতরুতে চিৎসুখ-প্রোক্ত ঐ সকল যুক্তি এইস্থলে সন্নিবেশিত করেন নাই। যাহা হউক, এই প্রবন্ধে অবিদ্যার আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত হইল।

শ্রোতব্য-বিধি

বেদান্তবিচার কোনও বিধির দ্বারা বিহিত কি না এই বিষয়ে ভামতী ও বিবরণপ্রস্থানের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি বহু যুক্তির দ্বারা "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই বাক্যের শ্রোতব্য পদের দ্বারাই যে বেদান্তবিচার বিহিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভামতী প্রস্থানে এই শ্রোতব্যবাক্যে কোন বিধিই অঙ্গীকৃত হয় নাই।

কুমারিলভট্ট ও তৎসম্প্রদায়ের মতে 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' বাক্যের দ্বারা স্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, অর্থ না জানিলে সেই স্বাধ্যায় বা বেদবাক্য পাঠ করিলে কেবলমাত্র পাঠের দ্বারা পুরুষার্থ লাভ করা যায় না বলিয়া পুরুষার্থপর্যবসায়ী অর্থজ্ঞান লাভের জন্য স্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' বাক্যের অর্থ—স্বাধ্যায় অধ্যয়নের দ্বারা পুরুষার্থপর্যবসায়ী অর্থজ্ঞান সম্পাদন করিবে। মণ্ডন বাচস্পতি প্রভৃতিরও ইহাই সিদ্ধান্ত। যখন অধ্যয়ন-বিধির দ্বারা অর্থজ্ঞান প্রাপ্ত হইল তখন এই অধ্যয়ন-বিধির দ্বারাই বিচারও প্রাপ্ত হইবে। যে-সকল স্থলের অর্থ সন্দিগ্ধ সেখানে বিচারের দ্বারাই সন্দেহের নিরসন করিতে হয়। অতএব বিচারবিধায়ক কোনও

স্বপ্রাগভাবস্য নিবর্তকত্বেন সাধ্যে বিদ্যমানেঽপি স্বতূক্তোপাধেরভাবাৎ। (চিৎসুখী, ৫৮ পৃঃ)

(খ) ন চৈতদসমবেতত্বম্ এতদন্যসমবেতত্বং চোপাধিঃ; এতৎসুখাদীনামেতন্নিষ্ঠপ্রমাভাবত্বরহিতানাদিস্বপ্রাগভাবনিবর্তকত্বেন সাধ্যে বিদ্যমানেঽপি উপাধ্যভাবেন সাধ্যাব্যাপ্তেরিতি। (কল্পতরু, ৩৩৩ পৃঃ)

স্বতন্ত্র বিধিবাক্যের আবশ্যকতা আছে বলিয়া এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ মনে করেন না। এই অধ্যয়ন বিধির দ্বারা যখন স্বাধ্যায় অধ্যয়নের বিধান করা হইয়াছে তখন জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড এই উভয়কাণ্ডের অধ্যয়নই বিহিত হইয়াছে। এইজন্য স্বাধ্যায় অধ্যয়ন বিধির দ্বারা পূর্বকাণ্ডীয় বেদবাক্যের অধ্যয়নের বিধি প্রাপ্ত হইলে তৎসম্বন্ধী সন্দিগ্ধস্থলের বিচারের জন্য পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্রের বিচার বিহিত হইবে এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদবাক্যের অধ্যয়ন বিহিত হইলে তৎসম্বন্ধী সন্দিগ্ধস্থলের বিচারের জন্য উত্তরমীমাংসাশাস্ত্রের বা বেদান্ত-বাক্যবিচারশাস্ত্রেরও বিধান হইবে। এইভাবে দেখা যায় যে, ভামতীপ্রস্থানে অধ্যয়ন-বিধির দ্বারাই বেদান্তবাক্য-বিচার বিহিত হইয়াছে। এইজন্যই এই মতে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বাক্যের কুত্রাপি বিধি স্বীকার করা হয় না। তাঁহারা দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ প্রভৃতি পদে দৃষ্ট তব্যপ্রত্যয়কে বিধিসূচক প্রত্যয় বলিয়া মনে করেন না কিন্তু ঐ শ্রোতব্যাদি পদগুলি বিধিচ্ছায়া অর্থাৎ বিধিসদৃশ। তাঁহারা ইহার সমর্থনে সমন্বয়সূত্রের ভাষ্য উদ্ধৃত করেন—"কিমর্থানি তর্হি আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য ইত্যাদীনি বিধিচ্ছায়ানি বচনানি? স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানীতি ব্রূমঃ।"[১]

বিবরণমতে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিতে হইবে এই বিধিবাক্যের অর্থ অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায় করিতে হইবে—অধ্যয়নেন স্বাধ্যায়ং কুর্যাৎ। তাঁহারা বলেন—বিধিবাক্যে স্বাধ্যায় ফলরূপে উক্ত হইয়াছে এবং অর্থজ্ঞান ফল বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং ভামতীপ্রস্থানের ন্যায় শ্রুত স্বাধ্যায়কে ফল বলিয়া স্বীকার না করিয়া অশ্রুত অর্থজ্ঞানকে ফলরূপে কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত; ইহাতে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনার দোষ হয়। স্বাধ্যায় নিত্য বলিয়া তাহার কার্যত্ব হইতে পারে না এইরূপ আশঙ্কা অমূলক, তাহা প্রাপ্যরূপে বা সংস্কার্যরূপে কার্য হইতে পারে। স্বাধ্যায়ের প্রাপ্তি বা সংস্কার বলিতে স্বাধীনোচ্চারণক্ষমত্ব বুঝায়। অধ্যয়ন শব্দের অর্থ গুরুমুখোচ্চারণানূচ্চারণ। মাণবক যখন প্রথম উপনীত হয় তখন গুরুমুখ হইতে উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করে। দীর্ঘদিনের প্রযত্নের ফলে সস্বর বেদবাক্য স্বাধীনভাবে উচ্চারণের ক্ষমতা অর্জিত হয়। 'স্বাধ্যায়ং কুর্যাৎ' বাক্যের অর্থ স্বাধীনোচ্চারণক্ষমত্ব অর্জন

১। ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, ১২৯-৩০ পৃঃ

করিতে হইবে।[১] অধ্যয়নের দ্বারা অর্থজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আরও দোষ যে—হুং, ফট্ প্রভৃতি নিরর্থক শব্দের অধ্যয়ন সম্পন্ন করা যাইবে না যেহেতু এই সকল স্থলে অক্ষরগ্রহণাতিরিক্ত অর্থজ্ঞান সম্ভব নয়[২]। এইভাবে অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায়প্রাপ্তি ঘটিলে অধ্যয়নবিধির পর্যবসান ঘটে বলিয়া এই অধ্যয়ন বিধির দ্বারা অর্থজ্ঞান স্পৃষ্টও হইতে পারে না, পূর্বোত্তর মীমাংসাদ্বয়ের বিচারকর্তব্যতা তো দূরের কথা। এইজন্যই বিবরণমতে উত্তরকাণ্ডীয় বিচার বা বেদান্তবাক্য-বিচার শ্রোতব্যবিধিপ্রযুক্ত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।[৩]

অধ্যয়নবিধির দ্বারা যে অর্থজ্ঞান প্রতিপাদিত হইতে পারে না তাহার অন্য যুক্তিও রহিয়াছে। অধ্যয়নের দ্বারা যদি অর্থজ্ঞান অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে সমগ্র স্বাধ্যায় কেহই অধ্যয়ন করিবেন না। ব্রাহ্মণ রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগে অধিকারী নহেন বলিয়া তৎপ্রতিপাদক স্বাধ্যায় ব্রাহ্মণকর্তৃক পাঠ্য হইবে না। এইরূপ বৈশ্যস্তোম ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পাঠ করিবেন না; ব্রাহ্মণ-কর্তব্য বৃহস্পতিসবাদির প্রতিপাদক বেদবাক্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পাঠ করিবেন না। এই সকল আপত্তির জন্য অধ্যয়নবিধির দ্বারা অক্ষরগ্রহণমাত্র বিবক্ষিত, অর্থজ্ঞান বিবক্ষিত নয়। অর্থজ্ঞান বিবক্ষিত না হইলে অধ্যয়ন বিধির দ্বারা বিচারও বিহিত হইতে পারে না।

কল্পতরুকার অমলানন্দ ভামতীপ্রস্থানের টীকা রচনা করায় ভামতী-সিদ্ধান্তকে তাঁহার কল্পতরুতে এবং শাস্ত্রদর্পণে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রবণাদিতে যে বিধি হইতে পারে না তাহা প্রদর্শনের জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ৪৭ সূত্রের টীকায় একটি কারিকা উল্লিখিত করিয়াছেন—

নাত্রাপূর্ববিধিঃ প্রাপ্তেরনন্যোপায়তো ন চ।
নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা শ্রবণাদিষু সংভবেৎ। (কল্পতরু, ৯২০ পৃঃ)

১। নন্থ অধ্যয়নাৎ অক্ষরাবাপ্তেঃ কো বিশেষঃ। অন্যত্র বিশেষঃ। স্বাধীনোচ্চারণক্ষমত্বং নাম অক্ষরধর্মোঽবাপ্তিঃ, তদর্থো বাঙ্‌মনসব্যাপারঃ অধ্যয়নমিতি। (বিবরণ, ৪৮৭ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)

২। হুংফডাদিশব্দাধ্যয়নস্য অর্থাববোধপর্যন্তত্বাভাবাৎ অবশ্যমক্ষরগ্রহণং স্বাধীনোচ্চারণক্ষমত্বলক্ষণং ফলং বাচ্যম্। (অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, ১ পৃঃ)

৩। তস্মান্ন স্বাধ্যায়বিধিপ্রযুক্তো বিচারঃ কিন্তু উত্তরক্রতুবিধিপ্রযুক্ত ইতি যথা, তথা শ্রবণাদিবিধিপ্রযুক্ত এব ব্রহ্মবিচারোঽপি ভবিষ্যতীতি কো বিরোধঃ। (ঐ)

যাহা সর্বথা অপ্রাপ্ত তদ্‌বিষয়ের বিধি অপূর্ববিধি বলিয়া কথিত হয়,[১] যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' বিধি। অগ্নিহোত্রের দ্বারা যে স্বর্গলাভ করা যায় তাহা সর্বথা অপ্রাপ্ত। শ্রবণ ও মননের দ্বারা কোনও সাক্ষাৎকার-যোগ্য বস্তুর স্বরূপ নির্ধারিত হইলে তদ্‌বিষয়ে দীর্ঘকাল অভ্যাসপূর্বক নিদিধ্যাসন করিলে তদ্‌বিষয়ে সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ইহা সামান্যভাবে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত আছে। এইরূপ ঔৎসর্গিক প্রাপ্তি থাকায় আমরা বুঝিতে পারি যে, আত্মা বা ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে ব্রহ্মের দর্শন বা সাক্ষাৎকার হইবে। তাহা হইলে এই শ্রবণাদি বিধি প্রাপ্ত বলিয়া আর অপূর্ববিধি হইতে পারে না।[২]

যখন কোনও কার্য সাধনের দুই বা ততোধিক উপায় থাকে এবং তাহাদের একটি আশ্রিত হইলে অপরটি আশ্রিত হইতে পারে না অর্থাৎ কল্পগুলির পাক্ষিক প্রাপ্তি থাকে তখন একটি বিশেষ কল্প বিহিত হইলে নিয়মবিধির প্রসক্তি ঘটে। যাগ নিষ্পাদনের জন্য পুরোডাশ আবশ্যক। পুরোডাশ নির্মাণ করিতে হইলে অবঘাতাদির দ্বারা ধান্য হইতে তুষ নিষ্কাসিত করিতে হইবে, অনন্তর তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া পুরোডাশ নিষ্পন্ন হইবে। বিতুষীকরণের জন্য অবঘাত করা চলে, নখবিদলনও করা চলে আবার অন্য উপায়ও গৃহীত হইতে পারে। নখবিদলন করিলে অবঘাত করা যায় না, অবঘাত করিলে নখবিদলন করা যায় না; সুতরাং ইহাদের পাক্ষিক প্রাপ্তি আছে। এতাদৃশ পাক্ষিক প্রাপ্তির স্থলে একটি কল্প অর্থাৎ অবঘাত 'ব্রীহীন্ অবহন্তি' এই বাক্যের দ্বারা বিহিত হইয়াছে। অবঘাতের দ্বারা বৈতুষ্য সম্পাদন করিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে অন্যথা যাগীয় অপূর্বের (নিয়মাপূর্বের) অভাবে যজ্ঞের ফল লাভ করা যাইবে না। যজ্ঞফলপ্রেপ্সু ব্যক্তি অবঘাতই করিবেন—ইহাই উক্ত নিয়মবিধির তাৎপর্য।

১। বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তে নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তে পরিসংখ্যেতি কীর্ত্যতে॥
(তন্ত্রবার্তিক ১।২।৪২ সূত্র)

২। ন চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারব্যক্তৌ উপায়ান্তরাসম্ভবাদপূর্ববিধিত্বমাশঙ্কনীয়ম্; যতঃ সামান্যোপাধৌ অন্বয়ব্যতিরেকৌ নিবিশেতে। (কল্পতরু, ৯২০-২১ পৃঃ)

এখন পরিসংখ্যাবিধি বলা হইতেছে। যখন কোনও কার্যের সাধনের জন্য একাধিক কল্পের যুগপৎ প্রাপ্তি থাকে তখন তন্মধ্যে একটি কল্পের বিধান করিলে বিধিটির ইতরনিবৃত্তিতে তাৎপর্য থাকে। এতাদৃশ ইতরনিবৃত্তিফলক বিধিকে পরিসংখ্যাবিধি বলে। অগ্নিচয়নাদি কার্যে ইষ্টক বহনের জন্য অশ্ব এবং গর্দভ উভয়কেই কার্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। অশ্ব ও গর্দভ উভয়কে কার্যে প্রবৃত্ত করিতে গেলে প্রগ্রহরূপে (লাগামরূপে) অভিধানী বা রজ্জু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য' এইরূপে রশনা বা রজ্জু গ্রহণের দ্বারা অশ্বরশনার ও গর্দভরশনার যুগপৎ প্রাপ্তি থাকিলে 'অশ্বাভিধানীমাদত্তে' এই বিধির দ্বারা অশ্বরশনাগ্রহণ বিহিত হইলে সেই বিধির গর্দভরশনাগ্রহণের নিবৃত্তিতে তাৎপর্য বুঝিতে হয়।

কল্পতরুকার বলেন যে, নিয়ম ও পরিসংখ্যা এই উভয় বিধিতেই একাধিক কল্প থাকা অত্যাবশ্যক। যেখানে একটিমাত্র কল্প থাকে সেখানে নিয়ম ও পরিসংখ্যার কোন বিধিই প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও শ্রবণাদিব্যতীত অন্য কোনও উপায় বিদ্যমান না থাকায় নিয়ম ও পরিসংখ্যার কোনটিই সম্ভব নয়।[১] এইভাবে কল্পতরুকার ভামতীসিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রবণাদিতে বিধি খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, বিবরণকার শ্রবণেই বিধি স্বীকার করিয়াছেন এবং মনন ও নিদিধ্যাসনকে ফলোপকারী অঙ্গ বলিয়াছেন। বিবরণাচার্যকর্তৃক দর্শনে বিধি নিরাকৃত হইয়াছে এবং শ্রবণবিধি নিয়মবিধি বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে।

অখণ্ডার্থত্ব

ভামতীগ্রন্থের কোনও স্থলে অখণ্ডার্থত্ব লক্ষণাদির দ্বারা আলোচিত হয় নাই অথচ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যগুলির দ্বারা এক অখণ্ড ব্রহ্ম প্রতিপাদিত

১। অবঘাতো হি দলনাদ্যুপায়ান্তরসম্ভবে চ সতি পাক্ষিক্যামপ্রাপ্তৌ তৎপরিপূরণেন নিয়ম্যতে। 'ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য' ইতি মন্ত্রশ্চ 'অগৃভ্ণন্' ইত্যাদানলিঙ্গাদ্ রশনাশব্দাচ্চ অশ্বগর্দভরশনয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তৌ 'অশ্বাভিধানীমাদত্তে' ইতি গর্দভরশনাতো ব্যাবর্ত্যতে, ন তু শ্রবণাদিসাধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেঽস্ত্যুপায়ান্তরসম্ভবো যতঃ শ্রবণাদের্নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা স্যাৎ। (কল্পতরু, ৯২০ পৃঃ)

হইয়া থাকেন বলিয়া সকল অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন। এইজন্য অমলানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভামতীপ্রস্থানে অখণ্ডার্থত্বের আলোচনা না থাকিলে এই প্রস্থানের ন্যূনতা হইবে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে স্বরূপলক্ষণপ্রতিপাদক "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"[১] ইত্যাদি তৈত্তিরীয় বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় ভামতীকার যাহা বলিয়াছেন তৎপ্রসঙ্গে অমলানন্দ অখণ্ডার্থত্বের সিদ্ধান্তটিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অমলানন্দ বলিলেন আনন্দপদ হইতে উপলক্ষণের দ্বারা সত্যাদি পদেরও গ্রহণ হইবে[২] অর্থাৎ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'[৩], 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'[৪], 'সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম'[৫] ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক লক্ষণবাক্যগুলি এক অখণ্ড ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিবে। এই বাক্যগুলির দ্বারা যদি বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে অদ্বৈতবাদীর অনিষ্টাপত্তি হইবে। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মকে নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নির্ধর্মক বলিয়া স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মে গুণ-গুণিভাব, বিশেষ্যবিশেষণভাব প্রভৃতি স্বীকার করা যায় না। এইজন্য "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যের পদগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিলে এবং তাহাদের সংসর্গ এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে এক অখণ্ড ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতে পারিবে না। অদ্বৈতবাদীর মতে এতাদৃশ বাক্যের পদগুলি হইতে সংসর্গ বোধিত না হইয়া কেবল এক অখণ্ড অর্থ প্রতিপাদিত হইবে। ইহাই শাস্ত্রে অখণ্ডার্থতা নামে প্রসিদ্ধ। বিবরণ-প্রস্থানের আচার্য চিৎসুখ অখণ্ডার্থত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন—

সংসর্গাসঙ্গিসম্যগ্‌ধীহেতুতা যা গিরামিয়ম্।
উক্তাখণ্ডার্থতা যদ্বা তৎপ্রাতিপদিকার্থতা ॥

(চিৎসুখী, :০৯ পৃঃ)

অপর্যায় শব্দসমূহ সংসর্গকে না বুঝাইয়া যখন সম্যগ্ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে তখন তাহাকে অখণ্ডার্থতা বলা হয়। ইহা অখণ্ডার্থতার প্রথম লক্ষণ। কারিকার

১। তৈঃ উঃ ৩।৬
২। আনন্দঃ সত্যাদেরুপলক্ষণম্। (কল্পতরু, ৯৩ পৃঃ)
৩। তৈঃ উঃ ২।১
৪। বৃঃ উঃ ৩।৯।২৮
৫। সর্বসারোপনিষদ্ ৩

যদ্বা-শব্দের দ্বারা দ্বিতীয় লক্ষণের সূচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় লক্ষণটি নিম্নরূপ —যখন অপর্যায় শব্দগুলি একটিমাত্র প্রাতিপদিকের অর্থে পর্যবসিত হয় তখন তাহাকে অখণ্ডার্থতা বলে। কারিকাতে উল্লিখিত প্রথম লক্ষণটি চিৎসুখাচার্য গদ্যাকারেও উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। "অপর্যায়শব্দানাং সংসর্গাগোচরপ্রমিতি-জনকত্বম্ অখণ্ডার্থতা"।[১] হস্ত, কর প্রভৃতি পর্যায়শব্দগুলি একটিমাত্র বিষয়কেই বুঝাইয়া থাকে কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাকে অখণ্ডার্থতা বলা যায় না। এইজন্যই লক্ষণ-বাক্যে অপর্যায় বলা হইয়াছে। সংসর্গরহিতপ্রমিতিজনকত্ব ইন্দ্রিয়েও আছে। তাহাতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে শব্দ-পদটি গ্রহণ করা হইয়াছে। গামানয় ইত্যাদি বাক্যে গো-পদের অর্থ, আনয়-পদের অর্থ এবং উভয়ের সংসর্গ বুঝিতে পারা যায়। এতাদৃশ বাক্য অখণ্ডার্থ-প্রতিপাদক নয়; সুতরাং তাহার ব্যাবৃত্তির জন্য সংসর্গাগোচর পদটি বলা হইয়াছে। অপর্যায় শব্দগুলির দ্বারা সংসর্গরহিত বাক্যাভাসের প্রতীতি হইলে তাহাতে অখণ্ডার্থতা হইবে না বলিয়া প্রমিতি-পদটি লক্ষণে গ্রহণ করা হইয়াছে।[২] অখণ্ডার্থত্বের উদাহরণ দিবার জন্য চিৎসুখাচার্য 'প্রকৃষ্টপ্রকাশঃ' বাক্যটির উল্লেখ করেন। পূর্বপক্ষীর মতে চন্দ্রলক্ষণপ্রতিপাদক 'প্রকৃষ্টপ্রকাশঃ'-বাক্যটি যখন লক্ষণবাক্য এবং লক্ষণের দ্বারা যখন অলক্ষ্য হইতে ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হয় ও চন্দ্রাদিরূপে সেই সেই বস্তুর ব্যবহার বা উল্লেখ সিদ্ধ হয় তখন সেই লক্ষণপ্রতিপাদকবাক্যগুলিকেও সংসৃষ্টার্থপর বলিতে হইবে।[৩]

পূর্বপক্ষীর এই আপত্তি খণ্ডন করিতে গিয়া সিদ্ধান্তী কয়েকটি বিকল্প করিয়াছেন। প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি বাক্য কি সাক্ষাৎভাবে ইতরব্যাবৃত্তি প্রতিপাদন করে অথবা স্বরূপপ্রতিপাদনের পর অর্থতঃ ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হয়। প্রথম কল্পটি

১। চিৎসুখী, ১০৯ পৃঃ

২। হস্তঃ কর ইত্যাদৌ ব্যভিচারবারণায়াপর্যায়গ্রহণম্। গামানয়েত্যাদি-ব্যবচ্ছেদার্থং সংসর্গাগোচরগ্রহণম্। বাক্যাভাসব্যাবৃত্ত্যর্থং প্রমিতিগ্রহণম্। (নয়নপ্রসাদিনী, ১০৯ পৃঃ)

৩। ন চ লক্ষণবাক্যমপি সংসৃষ্টার্থং লক্ষ্যস্য সজাতীয়বিজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তিবৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদনপরত্বাত্তচ্ছব্দৈর্ব্যবহর্তব্যত্বপ্রতিপাদনাদ্বেতি যুক্তম্। (চিৎসুখী, ১০৯ পৃঃ)

বলা যায় না যেহেতু সাক্ষাৎভাবে ব্যাবৃত্তি প্রতিপাদনের উপযোগী কোনও শব্দ এই বাক্যে নাই। আর দ্বিতীয় কল্পটিও সঙ্গত হয় না যেহেতু যাহা অবর্জনীয় ভাবে পরে সিদ্ধ হয় তাহা শব্দার্থ নয়। শবরস্বামী বলিয়াছেন, যাহা আর্থ অর্থ তাহা বিধির অর্থ নয়। "যশ্চ অর্থাদর্থঃ ন স চোদনার্থঃ"। আর্থ অর্থকেও শব্দার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে 'গামানয়' বাক্যের দ্বারা অশ্বানয়ন-ব্যাবৃত্তিও বাক্যার্থ হইয়া পড়িবে।[১]

পূর্বপক্ষী এখন বলিতেছেন যে, লক্ষণবাক্য ব্যাবৃত্তি প্রতিপাদন করার জন্য সখণ্ডার্থপ্রতিপাদক না হইলেও তাহার ব্যবহারসাধকত্ব থাকার জন্যই অখণ্ডার্থতা হইবে না। লক্ষণের দ্বারা কেবলব্যতিরেকী অনুমান সিদ্ধ হয়। প্রকৃষ্ট-প্রকাশাদিবাক্যেও নিম্নরূপ অনুমান হইবে—"অয়ং চন্দ্রঃ ইতি ব্যবহর্তব্যঃ, প্রকৃষ্টত্বে সতি প্রকাশত্বাৎ, যন্নৈবং ন তদেবং যথা নক্ষত্রাদি, ন তথা চায়ম্, তস্মান্ন তথা।" পূর্বপক্ষীর বক্তব্য যে, চন্দ্র বলিয়া ব্যবহারযোগ্যতারূপ ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই লক্ষণবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ায় অখণ্ডার্থতা থাকিল না।[২]

উক্ত আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, চন্দ্ররূপে ব্যবহারের যোগ্য বলিতে কি বুঝায়? চন্দ্ররূপ অর্থবিশেষিত ব্যবহারের যোগ্য অথবা চন্দ্রশব্দমাত্র-বিশেষিত ব্যবহারের যোগ্য? প্রথম কল্পে চন্দ্ররূপ অর্থের ব্যবহার যদি অজ্ঞাত

১। বিকল্পাসহত্বাৎ। কিং প্রকৃষ্টপ্রকাশাদিবাক্যং সাক্ষাদন্যতো ব্যাবৃত্তিং প্রতিপাদয়তি কিংবা স্বরূপপ্রতিপাদনেনার্থাৎ। নাদ্যঃ। ব্যাবৃত্তিপ্রতিপাদক-শব্দাভাবাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ। নান্তরীয়কতয়া সিধ্যতোর্থস্য শব্দার্থত্বাভাবাৎ। যশ্চার্থাদর্থো ন স চোদনার্থ ইতি ন্যায়াৎ। অন্যথা গামানয়েত্যাদিবাক্যে-ঽশ্বানয়নব্যাবৃত্তেরপি বাক্যার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। (চিৎসুখী, ১০৯ পৃঃ)

২। (ক) নন্বয়ং চন্দ্র ইতি ব্যবহর্তব্যঃ প্রকৃষ্টত্বে সতি প্রকাশত্বাৎ যন্নৈবং ন তদেবং যথা নক্ষত্রাদি, ন তথা চায়ং, তস্মান্ন তথেতি কেবলব্যতিরেকিতয়া লক্ষণবাক্যং পর্যবস্যতি তথা চ কথমখণ্ডার্থতা, চন্দ্র ইতি ব্যবহর্তব্যতালক্ষণধর্ম-বৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদনপরত্বাদিতি। (চিৎসুখী, ১০৯ পৃঃ)

(খ) নন্ু—চন্দ্রলক্ষণমিদং; ততশ্চন্দ্রঃ ইতরস্মাদ্ ভিদ্যতে, চন্দ্রশব্দেন ব্যবহর্তব্যো বা, প্রকৃষ্টপ্রকাশত্বাৎ, ব্যতিরেকেণ তমোবদিতি ব্যাবৃত্তিবিশিষ্টস্য বাচ্যত্ববিশিষ্টস্য চ বাক্যেন প্রতিপাদ্যত্বম্—ইতি। (কল্পতরু, ৯৩ পৃঃ)

হয় তবে লক্ষণবাক্য হইতে বিষয়বিশেষিত ব্যবহারের কর্তব্যতা জানা যায় না। যে অগ্নি জানে না সে অনুমানের দ্বারাও অগ্নিসম্বন্ধ জানিতে পারে না। আর যদি জ্ঞাত হয় তবে লক্ষণবাক্যরূপ অনুমান নিষ্প্রয়োজন। এখন জ্ঞাত থাকার পক্ষে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, চন্দ্রব্যবহার কোনও-না-কোন স্থলে সিদ্ধ আছে এই সামান্যজ্ঞান থাকিলেও কোথায় সিদ্ধ আছে এই বিশেষজ্ঞান নাই। সেখানে সিদ্ধান্তী প্রশ্ন করিবেন যে, ব্যবহারের সামান্যজ্ঞান বলিতে সামান্যতঃ ব্যবহারের নিমিত্তজ্ঞান অথবা বিশেষব্যবহারের নিমিত্তজ্ঞান বুঝাইবে? প্রথমটি বলা যায় না কারণ সামান্যতঃ ব্যবহারের নিমিত্তজ্ঞান এইস্থলে অনুপযোগী। চন্দ্রের লক্ষণ বলার উদ্দেশ্য এই যে, কোন্ বিশেষ পদার্থে চন্দ্রশব্দটি ব্যবহার করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কিন্তু 'কোন একটি বিষয় চন্দ্র বলিয়া ব্যবহারের যোগ্য' এইরূপ জ্ঞানের কোন উপযোগিতাই নাই। দ্বিতীয় কল্পে চন্দ্ররূপ অর্থবিশেষ জ্ঞাত না থাকায় তদ্‌বিশিষ্ট ব্যবহার জ্ঞাত থাকিতে পারে না। যে-বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই সে-বিষয়ে কোন ব্যবহারও হয় না। আরও, যদি চন্দ্রস্বরূপ জ্ঞাতই থাকে তবে লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা তাহার পুনরায় জ্ঞাপন নিষ্প্রয়োজন। প্রথমে যে দুইটি কল্প করা হইয়াছিল —শব্দবিশেষিতব্যবহার অথবা অর্থবিশেষিত-ব্যবহার—সেই দুইটি কল্পের মধ্যে অর্থবিশেষিতব্যবহার লইয়াই এতক্ষণ আলোচনা হইল। এখন চন্দ্রশব্দমাত্র-বিশেষিতব্যবহার যে হইতে পারে না তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। শব্দব্যবহারের সিদ্ধির জন্য বৃদ্ধব্যবহার তো প্রসিদ্ধই আছে। উত্তমবৃদ্ধকর্তৃক মধ্যমবৃদ্ধের নিকট আদেশ বাক্য শুনিয়া ও মধ্যমবৃদ্ধের প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া অগৃহীতসংকেত বালক আবাপ ও উদ্বাপের সাহায্যে 'ইহা চন্দ্র' বলিয়া জানিতে পারে।[১]

এইভাবে প্রকৃষ্টপ্রকাশাদি লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা অখণ্ডার্থতা প্রতিপাদিত হয় বলিয়া অঙ্গীকার করিলে পূর্বপক্ষী শঙ্কা করেন যে, 'অপ্রাপ্তয়োঃ প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ' ইত্যাদি লক্ষণবাক্যে অব্যাপ্তি হইবে যেহেতু ঐ বাক্যগুলি সংসর্গবিষয়ক প্রমিতি জন্মাইয়া থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, সেই বাক্যগুলির দ্বারাও সংসর্গ-বিষয়ক প্রমিতিই জন্মিয়া থাকে বলিয়া উক্ত আপত্তি উত্থাপিত করা চলে না।[২]

১। চিৎসুখী, ১০৯-১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য

২। নন্বেবমপি নৈতল্লক্ষণমপ্রাপ্তয়োঃ প্রাপ্তিঃ সংযোগো নিত্যঃ সম্বন্ধঃ

'তৎপ্রাতিপদিকার্থতা' বলিয়া যে দ্বিতীয় লক্ষণটি চিৎসুখাচার্য কারিকাংশের দ্বারা প্রদর্শিত করিয়াছেন তাহাও পুনরায় গদ্যাকারে অভিহিত হইয়াছে—"অপর্যায়শব্দানামেকপ্রাতিপদিকার্থমাত্রপর্যবসায়িত্বম্ অখণ্ডার্থতা।"[১] যদি দুই বা ততোধিক পদ একপ্রাতিপদিকার্থকেই বুঝাইয়া থাকে তবে দুইটি পদ গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে, একটিকে ব্যর্থ বলিতেই হয়। পূর্বপক্ষীর এই আপত্তির সমাধানকল্পে সিদ্ধান্তী বলেন যে, কোনও পদ ব্যর্থ হইবে না যেহেতু প্রত্যেকটি পদের দ্বারাই ব্যাবৃত্তি সিদ্ধি হইয়া থাকে। 'প্রকৃষ্টপ্রকাশঃ চন্দ্রঃ' বাক্যে 'প্রকৃষ্ট' পদের দ্বারা অপ্রকৃষ্টপ্রকাশ খদ্যোতাদির, 'প্রকাশ' পদের দ্বারা প্রকৃষ্ট অন্ধকারাদির ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে। আরও বক্তব্য যে, যখন প্রষ্টা 'কোন্‌টি চন্দ্র' জিজ্ঞাসা করেন তখন তাঁহার নিকট চন্দ্রপ্রাতিপদিকার্থই জ্ঞাতব্য। উত্তরদাতা সেই প্রশ্নের উত্তরেই 'প্রকৃষ্টপ্রকাশঃ চন্দ্রঃ' যখন বলেন ও তাহাতে প্রষ্টার সন্তোষ হয় তখন তাহার দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চন্দ্রপ্রাতিপদিকার্থই ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝান হইয়াছে।[২] এইভাবে বাক্যার্থই প্রাতিপদিকার্থে পর্যবসিত হওয়ায় অখণ্ডার্থতা সিদ্ধ হইল। সুতরাং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বাক্যের দ্বারাও এক অখণ্ড ব্রহ্মের প্রতীতি হইবে।

কল্পতরুকার অমলানন্দ চিৎসুখাচার্যের যুক্তিজাল অবলম্বন করিয়াই অল্প কথায় অখণ্ডার্থতা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এই আলোচনায় অমলানন্দের প্রকাশভঙ্গী স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতে পারে। তবে অমলানন্দের এই আলোচনার মূল ভিত্তি যে চিৎসুখীগ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

সমবায় ইত্যেবমাদিসম্বন্ধপ্রতিপাদকলক্ষণবাক্যেষ্বব্যাপ্তেঃ। তেষাং সংসর্গগোচর-প্রমিতিজনকত্বাদিতি চেৎ। মৈবম্। তেষামপি স্বস্বপদস্মারিতপদার্থানামন্যোন্য-সংসর্গাগোচরপ্রমিতিজনকত্বাৎ। (চিৎসুখী, ১১০-১১১ পৃঃ)

১। চিৎসুখী, ১১১ পৃঃ

২। নচৈবং পদান্তরবৈয়র্থ্যম্। ব্যাবর্ত্যভেদাদর্থবত্ত্বোপপত্তেঃ। তথাহি লোকে প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র ইত্যত্র প্রকৃষ্টপদেনাপ্রকৃষ্টখদ্যোতাদেঃ প্রকাশপদেনা-প্রকাশাত্মপ্রকৃষ্টসন্তমসাদেশ্চ ব্যবচ্ছেদেন বুভুৎসিতশ্চন্দ্রপ্রাতিপদিকমাত্রার্থঃ প্রতিপাদ্যতে, অন্যথা বক্তুরবুভুৎসিতমর্থং প্রতিপাদয়তোঽনবধেয়বচনত্বপ্রসঙ্গাৎ। (চিৎসুখী, ১১১ পৃঃ)

অবশ্য শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থে অমলানন্দ প্রতিপাদন-প্রক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ সত্যজ্ঞানাদিশব্দকে কল্পতরুপ্রোক্ত রীতিতে জাতিবাচক বলিয়াছেন এবং এই শব্দগুলির দ্বারা একটি মাত্র আনন্দব্যক্তিই লক্ষিত হয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জাতিগুলির মধ্যে যদি পরাপর-ভাব বিদ্যমান থাকে তবে সেই একাধিক জাতি একটি আধারে বিদ্যমান থাকিতে পারে যেমন ঘটে ঘটত্ব, দ্রব্যত্ব, সত্তা প্রভৃতি জাতি বিদ্যমান থাকে বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। আনন্দত্ব যদি জ্ঞানত্বের অপরা জাতি হইত তাহা হইলে একই ব্রহ্মে আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব উভয়ই বিদ্যমান থাকিতে পারিত। কিন্তু আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্বের মধ্যে এইরূপ পরাপরভাব বিদ্যমান নাই। এইজন্য পূর্বপক্ষী এই জাতিদ্বয় একটি আধারে বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তদুত্তরে অমলানন্দ একটি অনুমান প্রয়োগ করেন—আনন্দত্বং জ্ঞাননিষ্ঠম্, আনন্দনিষ্ঠত্বাৎ সত্ত্ববৎ।[১] অমলানন্দ অখণ্ডার্থত্বের একটি নূতন লক্ষণও বলিয়াছেন। ইহা শব্দতঃ নূতন হইলেও অর্থতঃ চিৎসুখাচার্যের অনুকরণ। আচার্য চিৎসুখ একটি কারিকায় দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন; অমলানন্দ একটি কারিকায় একটিই লক্ষণ বলিয়াছেন। অমলানন্দ-প্রদর্শিত লক্ষণটি হইল—

অবিশিষ্টমপর্যায়ানেকশব্দপ্রকাশিতম্।
একং বেদান্তনিষ্ণাতা অখণ্ডং প্রতিপেদিরে॥

(কল্পতরু, ৯৩ পৃঃ)

ইহার অর্থ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিসম্বন্ধরহিত অপর্যায় একাধিক শব্দ দ্বারা প্রকাশিত একটি অর্থকেই বেদান্তনিষ্ণাত পণ্ডিতগণ অখণ্ডার্থ বলিয়া জানিয়া থাকেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই লক্ষণের পৃথক্ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, এইভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, অমলানন্দ ভামতীপ্রস্থানের টীকাকার হইলেও বিবরণপ্রস্থানের অসাধারণ সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করিয়া উভয় প্রস্থানের যোগসূত্ররূপে কার্য করিয়াছেন।

১। সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইত্যত্র সত্যাদিশব্দৈর্জাতিবচনৈঃ একানন্দ-ব্যক্তির্লক্ষ্যতে। সত্যত্বজ্ঞানত্বয়োঃ পরাপরভাববৎ আনন্দত্বস্য চ জ্ঞানত্বাপর-জাতিত্বাভাবাৎ কথমানন্দত্বাধারস্য জ্ঞানত্বাধারত্বমিতি চেৎ, শৃণু। আনন্দত্বং জ্ঞাননিষ্ঠম্, আনন্দনিষ্ঠত্বাৎ, সত্ত্ববৎ। (শাস্ত্রদর্পণ, ১।১।২ অধিকরণ)

ত্রিবৃৎকরণ অথবা পঞ্চীকরণ

ছান্দোগ্যোপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তেজঃ, অপ্ ও অন্ন অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়ের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে 'তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ'[১] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভূতপঞ্চকের সৃষ্টি অভিহিত হইয়াছে। এই দুইটি উপনিষদে ভূতসংখ্যাতে ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুতির পরস্পর-বিরোধ দোষ অনেকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে প্রথমতঃ দুইটি ভূত—যথা আকাশ ও বায়ু—সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ দেখা যায় এবং অনন্তর ছান্দোগ্যবর্ণিত ভূতত্রয়ের সৃষ্টি অভিহিত হইয়াছে। এইজন্য এই উপনিষদ্ দুইটির অবিরোধে ব্যাখ্যা করিতে আচার্যগণ বলিয়াছেন যে, ছান্দোগ্যে যে-সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে তাহা আকাশ ও বায়ু সৃষ্টির পরবর্তী সৃষ্টির সম্বন্ধে উল্লিখিত বুঝিতে হইবে।[২]

আকাশাদিক্রমে আত্মা হইতে যে ভূতসৃষ্টি শ্রুতিতে জানিতে পারা যায় সেই ভূতগুলি সূক্ষ্মভূত বলিয়াই জানিতে হইবে। সূক্ষ্মভূত প্রত্যক্ষের অগোচর এইজন্য সেই সূক্ষ্মভূতগুলি প্রত্যক্ষগোচর হইবার জন্য অপরাপর ভূতের সহিত মিশ্রিত হয় অর্থাৎ আকাশের সহিত অপর চারিটি ভূতের মিশ্রণ হইলে স্থূল আকাশের উৎপত্তি হয়। অন্যান্য স্থূলভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধেও একই প্রক্রিয়া শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। আকাশে পাঁচটি ভূতেরই এইভাবে মিশ্রণ হইলেও স্থূল আকাশে অর্ধেক সূক্ষ্ম আকাশ ও অষ্টমাংশ করিয়া অপর চারিটি ভূত বিদ্যমান থাকে। সেইরূপ স্থূল বায়ুতে অর্ধেক সূক্ষ্ম বায়ু এবং অষ্টমাংশ করিয়া অপর চারটি ভূত বিদ্যমান থাকে। একটি স্থূলভূতে পাঁচটি ভূতের সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় পঞ্চীকরণ বলা হয়।[৩] পঞ্চীকরণ হইলেও ভূতগুলির নামকরণে কোনও অসুবিধা নাই। যাহাতে অর্ধেক বায়ু বিদ্যমান থাকিবে ও অপর-ভূতগুলির অষ্টমাংশ করিয়া বিদ্যমান থাকিবে সেই মিশ্রিত ভূতে বায়ুর আধিক্য

১। তৈঃ উঃ ২।১

২। নৈষ দোষঃ, আকাশবায়ুসর্গানন্তরং তৎ সৎ তেজোঽসৃজত ইতি কল্পনোপপত্তেঃ। (ছাঃ উঃ, শাঙ্করভাষ্য ৬।২।৩)

৩। দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥ (পঞ্চদশী ১।২৭)

থাকায় তাহাকে স্থূল বায়ু বলা যাইবে। আচার্য বাদরায়ণও সূত্র করিয়াছেন—"বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ"।[১]

ছান্দোগ্যোপনিষদে তিনটি ভূতের সৃষ্টি বলায় সেখানে পঞ্চীকরণের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই জন্য ঐ উপনিষদে স্থূলভূতের উৎপত্তির জন্য ত্রিবৃৎ-করণপ্রক্রিয়া আশ্রিত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় স্থূলতেজে অর্ধেক তেজ এবং চতুর্থাংশ করিয়া জল ও ক্ষিতি বিদ্যমান থাকে। ত্রিবৃৎকরণপ্রক্রিয়ার প্রতি-পাদক শ্রুতিবাক্য—'তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি'।[২] ত্রিবৃৎকরণ-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য থাকিলেও এবং পঞ্চীকরণপ্রতিপাদক কোন শ্রুতিবাক্য না থাকিলেও বেদান্তাচার্যগণ ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ করিয়া থাকেন।[৩] পঞ্চীকরণ সম্প্রদায়-সিদ্ধ হইলেও সম্ভবতঃ সাক্ষাৎ শ্রুতির দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত না হওয়ায় কেহ কেহ পঞ্চীকরণ স্বীকারে আপত্তি করিয়াছেন। 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই সূত্রের ভামতীতে ত্রিবৃৎকরণই বিবক্ষিত এইরূপ উক্ত হওয়ায় অমলানন্দ কল্পতরুতে পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়ার খণ্ডন করেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আকাশ ও বায়ুতে যদি পঞ্চীকরণের দ্বারা পৃথিবী, জল ও অগ্নি বিদ্য-মান থাকে বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় তবে আকাশেও রূপ ও মহত্ত্ব বিদ্যমান থাকায় আকাশের চাক্ষুষত্ব প্রসক্ত হইবে। অনন্তর তিনি বলেন যে, উক্ত যুক্তি-বিরোধ থাকায় পঞ্চীকরণপক্ষ ত্যাজ্য। ত্রিবৃৎকরণপক্ষে কল্পতরুকার কোনও দোষের সন্ধান লাভ করেন নাই। ত্রিবৃৎকরণপক্ষে অগ্নিতেও পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকায় অগ্নিরও কাঠিন্যের প্রতীতি হওয়া উচিত ছিল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কল্পতরুকার বলেন যে, স্থূল অগ্নিতে অর্ধেক অগ্নি বিদ্যমান থাকায় এবং পৃথিবী ন্যূনপরিমাণে বিদ্যমান থাকায় অগ্নির কাঠিন্যের আশঙ্কা করা চলিবে না। সুতরাং অমলানন্দের মতে পঞ্চীকরণ স্বীকার নিষ্ফল। পরিশেষে পঞ্চীকরণের স্বপক্ষে কোনও শ্রুতিবাক্য না থাকায় তাহা বেদসিদ্ধ নয় এইরূপ

১। ব্রহ্মসূত্র ২।৪।২২

২। ছাঃ উঃ ৬।৩।৩

৩। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপি উপলক্ষণার্থত্বাৎ। (বেদান্তসার, ১০৮-৯পৃঃ, কালীবর সম্পাদিত)

কথাও অমলানন্দ বলিয়াছেন। অমলানন্দ-রচিত কারিকাগুলি উদ্ধৃত হইতেছে—

সম্প্রদায়াধ্বনা পঞ্চীকরণং যদ্যপি স্থিতম্।
তথাপি যুক্তিযুক্তত্বাদ্ বাচস্পতিমতং শুভম্॥
পৃথিব্যবনলাত্মত্বং গগনে পবনে চ চেৎ।
রূপবত্ত্বমহত্ত্বাভ্যাং চাক্ষুষত্বং প্রসজ্যতে॥
অর্ধভূয়স্ত্বতঃ ক্ষিত্যাদ্যবিভাবনকল্পনে।
ব্যবহারপথা প্রাপ্তা মুধা পঞ্চীকৃতির্ভবেৎ॥
অনপেক্ষ্য ফলং বেদসিদ্ধেত্যেষেষ্যতে যদি।
ত্রিবৃৎকৃতিঃ শ্রুতা পঞ্চীকৃতির্ন ক্বচন শ্রুতা॥ (কল্পতরু, ১৬৮ পৃঃ)

মধুসূদনসরস্বতী 'শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাম্'[১] ইত্যাদি বলিয়া যে তিনজন গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে 'রাম' বলিতে রামতীর্থযতি অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। রামতীর্থযতি তাঁহার প্রণীত বেদান্তসারটীকা বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীতে কল্পতরুপ্রোক্ত কারিকাগুলির প্রথমটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, অমলানন্দের তাদৃশ উক্তি প্রগল্‌ভতা ব্যতীত কিছুই নহে।[২] অগ্নিতে কাঠিন্যের প্রতীতি না হওয়ার যে-যুক্তি অমলানন্দ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়াতেও প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ স্থূল আকাশে কেবল-মাত্র অষ্টমাংশ পৃথিবী বিদ্যমান আছে বলিয়া আকাশের রূপবত্ত্ব এবং মহত্ত্ব আছে এরূপ বলা যায় না ; এইজন্য আকাশের চাক্ষুষত্বেরও প্রসক্তি হইতে পারে না। রামতীর্থ আরও বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ শ্রুতি না থাকিলে ব্যবহারমাত্র সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। যদি তাহা হইত তবে অষ্টকাদি শিষ্টব্যবহার অপ্রামাণিক হইয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষাৎ শ্রুত না হইলে যদি

১। শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানামৈক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাম্।
স্পর্শেন নির্ধূততমোরজোভ্যঃ পাদোত্থিতেভ্যোঽস্তু নমো রজোভ্যঃ॥
(অদ্বৈতসিদ্ধি, মঙ্গলশ্লোক ২)

২। অত্র কেচিৎ প্রগল্‌ভন্তে—সম্প্রদায়াধ্বনা পঞ্চীকরণং যদ্যপি স্থিতম্। তথাপি যুক্তিদৃষ্টত্বাদ্ বাচস্পতিমতং শুভম্॥ ইত্যাদিনা। (বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী, ১০৯ পৃঃ, কালীবর সম্পাদিত)

কোনও বৈদিকতত্ত্বের প্রত্যাখ্যান করিতে হয় তবে পরমাপূর্বেরও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। পঞ্চীকরণের সাক্ষাৎশ্রুতি না থাকিলেও শ্রুতার্থাপত্তির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে। ভূতত্রয়ের সৃষ্টিতে যদি ত্রিবৃৎকরণপ্রক্রিয়া আশ্রিত হয় তবে ভূতপঞ্চকের সৃষ্টিতে পঞ্চীকরণ আশ্রিত হইবে।[১] তৃতীয়তঃ, ত্রিবৃৎকরণশ্রুতির সহিত পঞ্চীকরণের কোন বিরোধ আছে এইরূপও বলা চলে না; প্রত্যুত ভূতত্রয়ের সৃষ্টি উল্লিখিত করিয়া ত্রিবৃৎকরণ-প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দিলে অনন্তর ভূতপঞ্চকের সৃষ্টি বলার পর পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া বুঝাইতে সুবিধা হয়।[২] সুতরাং ত্রিবৃৎকরণপ্রক্রিয়া পঞ্চীকরণের পূর্বসোপান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, বিরোধের তো কোন সম্ভাবনাই নাই। রামতীর্থ যতি আরও বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, বিস্তৃতির ভয়ে সেইগুলি পরিহৃত হইল।

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব

ভামতীতে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে অধ্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। আত্মা প্রকাশমান হইবে অথবা অপ্রকাশমান হইবে। আত্মা যদি অপ্রকাশমান হয় তাহা হইলে অপ্রকাশমান আত্মাতে বিষয় ও তাহার ধর্মের অধ্যাস হইতে পারিবে না। অপ্রকাশমান পুরোবর্তী দ্রব্যে রজত বা তাহার ধর্মের অধ্যাস কখনই হয় না। চিদাত্মা যদি প্রকাশমান হয় তবে তাহাকে স্বপ্রকাশই বলিতে হইবে। প্রকাশমান বস্তু যদি প্রকাশ্য হয় তবে স্বপ্রকাশত্ব হয় না। এইজন্য পূর্বপক্ষী হয়ত বলিতে পারেন, আত্মা নিজের দ্বারা প্রকাশ্য। ইহার অর্থ দাঁড়ায় আত্মা প্রকাশের কর্তাও বটে, কর্মও বটে। এই রূপ কর্তৃকর্মবিরোধের দোষ থাকায় আত্মা নিজের দ্বারা প্রকাশ্য, ইহা বলা যায়

১। বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী, (১০৯-১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২। ন চৈবং পঞ্চীকরণমবিবক্ষিতমিতি বাচ্যম্, ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতৌ শ্রুত্যন্তর-সিদ্ধাকাশাদিসৃষ্টেরুপলক্ষণবৎ ত্রিবৃৎকরণশ্রুত্যা পঞ্চীকরণোপলক্ষণাৎ। তথা চ শ্রুত্যন্তরসিদ্ধয়োঃ আকাশবায্বোস্তেজঃপ্রভৃতিদ্বয়র্ভাবমভিপ্রেত্য লঘূপায়েন সর্বস্য সন্মাত্রত্বং মন্তব্যমিতি মত্বানা শ্রুতিস্ত্রিবৃৎকরণমেবাচক্ষাণা তদনুরোধেন ত্রয়াণামেব সৃষ্টিমাহেত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিটীকা, ছাঃ উঃ শাঙ্করভাষ্য, ৬।২।৩)

না। এখন পূর্বপক্ষী যদি আত্মাকে আত্মান্তরের দ্বারা প্রকাশ্য বলেন তাহা অসঙ্গত হইবে। এই মতে প্রথমতঃ প্রকাশ্য আত্মার জ্ঞেয়ত্ববশতঃ অনিত্যত্ব হইবে যেহেতু যাহা জ্ঞেয় তাহা অনিত্য। আত্মাকে কখনই অনিত্য স্বীকার করা যায় না। আরও দোষ—যে-আত্মান্তরের দ্বারা আত্মা প্রকাশ্য হইয়াছিল সেই আত্মান্তর যদি স্বপ্রকাশ না হয় তবে তাহা অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবে। তাহার প্রকাশের জন্য অপর একজন প্রকাশক আত্মা স্বীকার করিলে অনবস্থা হইবে। এখন আত্মার প্রকাশক আত্মান্তরকে যদি স্বপ্রকাশ বলা হয় তবে আত্মাকেই স্বপ্রকাশ বলা উচিত ছিল, অযথা আত্মান্তর স্বীকার করা অসঙ্গত হইয়াছে। আর যদি আত্ম-প্রকাশক আত্মান্তরকে অপ্রকাশ বলা হয় তাহা হইলে সেই আত্মান্তর নিজে অপ্রকাশমান হইয়া অপরকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। ফলে আত্মাও অপ্রকাশ হইয়া পড়িবে। বিষয় নিজে প্রকাশমান নয়, তাহা আত্মচৈতন্যের দ্বারা প্রকাশমান হয়। আত্মাও যদি অপ্রকাশমান হয় তবে প্রকাশ আর কোন প্রকারেই বিদ্যমান থাকিবে না। ইহাতে জগদান্ধ্য দোষের প্রসক্তি হইবে।[১]

উক্ত প্রক্রিয়ায় ভামতীকার আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কল্পতরুকার অনুমান প্রয়োগের দ্বারা এই আত্ম-স্বপ্রকাশত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কল্পতরুধৃত অনুমানটি নিম্নরূপ—দেবদত্তসুপ্তিকালঃ, দেবদত্তাত্মাস্তীতি ব্যবহারহেতুসাক্ষাৎকারবান্, কালত্বাৎ, ইতরকালবৎ। জাগ্রদাদিকালে দেবদত্তের আত্মা আছে বলিয়া ব্যবহারের হেতুস্বরূপ সাক্ষাৎকার বিদ্যমান আছে। সুতরাং দৃষ্টান্তে সাধ্য রহিয়াছে। ইতরকালে কালত্বরূপ হেতু আছে। দেবদত্তসুপ্তিকালরূপ পক্ষে কালত্বরূপ হেতু বিদ্যমান আছে বলিয়া তাদৃশ পক্ষে উক্ত সাধ্যও বিদ্যমান থাকিবে।

অমলানন্দ চিৎসুখাচার্যের পরবর্তী তথা প্রশিষ্য। সুতরাং চিৎসুখাচার্যের প্রভাব তাঁহার উপর প্রভূত পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। চিৎসুখাচার্য সকল বিষয়েই অনুমানপ্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন; অমলানন্দও প্রায় সকল বিষয়েই এই রূপ অনুমানপ্রয়োগের দ্বারা বিষয়গুলিকে তর্করসিক ব্যক্তিগণের নিকট আরও আকর্ষণীয় করিয়াছেন।

১। ভামতী, ৩৪-৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

জিজ্ঞাসাসূত্রে কর্তব্যপদাধ্যাহার

চতুর্থ অধ্যায়ে (১২৩ পৃষ্ঠায়) প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিবরণসম্প্রদায় জিজ্ঞাসা-সূত্রের ব্যাখ্যায় 'কর্তব্য' পদের অধ্যাহার করিতে হইবে, এই কথা বলিয়াছেন। এই মতে অধ্যাহারের পর সূত্রটি দাঁড়ায় 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যা'। বিবরণ-প্রস্থান ঐ সূত্রের শ্রৌতার্থেই কর্তব্যপদের অধ্যাহার বলিয়াছেন। ভামতীতে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে 'কর্তব্য' পদের অধ্যাহার উল্লিখিত নাই। 'ইচ্ছা-মুখেন ব্রহ্মমীমাংসায়াং প্রবর্ত্যতে' এই ভামতীগ্রন্থের[১] ব্যাখ্যাকালে অমলানন্দ আর্থ অর্থে কর্তব্যপদের অধ্যাহার স্বীকার করিয়াছেন। অমলানন্দের মতে ঐ সূত্রের শ্রৌতার্থ হইল—মুমুক্ষার পর ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হওয়া উচিত। আর্থ অর্থ নিরূপণের প্রসঙ্গে অমলানন্দ বলিয়াছেন যে, সন্দিগ্ধবিষয়ে নিশ্চয়ের জন্য জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। নিশ্চয় বা নির্ণয় করিতে গেলে তাহা বিচারের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং বিচারকর্তব্যতা অর্থতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই আর্থিক অর্থেই কর্তব্যপদের অধ্যাহার কল্পতরুর অভিপ্রেত।[২] এই কর্তব্যপদের অধ্যাহারের বিষয়ে অমলানন্দের উপর বিবরণপ্রস্থানের কোনও প্রভাব ঘটে নাই, ইহা সম্ভবতঃ নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

অজসংযোগসাধক অনুমানে শঙ্কিত উপাধির নিরাস

বৈশেষিকদর্শনে অজসংযোগ খণ্ডিত হইলেও ন্যায়বার্তিকের রচয়িতা উদ্দ্যোতকর অজসংযোগ সমর্থন করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য অজসংযোগের সিদ্ধির জন্য নিম্নরূপ অনুমান প্রদর্শন করেন—আকাশম্ আত্মনা সংযুজ্যতে, সংযোগিত্বাৎ, ঘটবৎ। (চিৎসুখী, ২০১ পৃঃ)। এই অনুমানে দোষ প্রদর্শনের জন্য বৈশেষিকদর্শনের আচার্য বাদিবাগীশ্বর মানমনোহরগ্রন্থে ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্তত্ব প্রভৃতি

১। ভামতী, ৭৮ পৃঃ

২। জ্ঞাতুমিচ্ছা হি সন্দিগ্ধে বিষয়ে নির্ণয়ায় ভবতি, নির্ণয়শ্চ বিচারসাধ্য ইতি তৎকর্তব্যতা অর্থাদ্ গম্যতে ইত্যর্থঃ। আর্থিকে চাস্মিন্ অর্থে কর্তব্য-পদাধ্যাহারঃ। শ্রৌতস্তু মুমুক্ষানন্তরং ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা ভবিতুং যুক্তা ইত্যেব এব। (কল্পতরু, ৭৮ পৃঃ)

উপাধি উদ্‌ভাবিত করিয়াছেন। উপাধির লক্ষণ, উদ্‌ভাবনের রীতি প্রভৃতি এই প্রবন্ধের ১৫০-১৫২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত ঘটে ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্তত্ব থাকায় এবং পক্ষ আকাশে ইহারা বিদ্যমান না থাকায় উক্ত অনুমানে ক্রিয়াবত্ত্ব এবং মূর্তত্বকে উপাধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই বৈশেষিক আচার্যের বক্তব্য। চিৎসুখাচার্য বলেন যে, ঐ উপাধিগুলিতে উপাধির লক্ষণ বিদ্যমান নাই। উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইবে কিন্তু শঙ্কিত উপাধিদ্বয় সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই। আত্মাতে আত্মসংযোগরূপ সাধ্য আছে যেহেতু সংযোগ দ্বিষ্ঠ। আকাশ ও আত্মার সংযোগ আকাশেও আছে, আত্মাতেও আছে। অতএব আত্মাতে আত্মসংযোগরূপ সাধ্য বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়াবত্ত্বও নাই, মূর্তত্বও নাই। এইজন্য উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই বলিয়া ঐ উপাধিদ্বয়কে উপাধি বলা চলিবে না, অজসংযোগ সিদ্ধ হইবে।[১]

চিৎসুখাচার্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন ঠিক্ সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই কল্পতরুকার অমলানন্দ মূর্তত্বের উপাধিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।[২] সুতরাং অমলানন্দের উপর চিৎসুখাচার্যের প্রভাব অনস্বীকার্য।

মহাবিদ্যানুমান

চিৎসুখাচার্য মহাবিদ্যা অনুমানের দ্বারা বহুস্থলে নিজের অনুমানপ্রয়োগের শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে (২০৭ পৃঃ)। মহাবিদ্যাশব্দের অর্থ মহতী বিদ্যা। এখানে বিদ্যা বলিতে অনুমান বুঝান হইয়াছে। বিদ্যার মহত্ত্ব এই যে, এতাদৃশ অনুমানে কোন হেত্বাভাস প্রদর্শন করা যায় না। যাহা হউক, বিবরণপ্রস্থানের আচার্য চিৎসুখের প্রভাবে অমলানন্দও তাঁহার কল্পতরুতে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রের ব্যাখ্যায় সূত্র-ভাষ্যসূচিত সর্বজ্ঞত্বানুমান প্রদর্শিত করিয়াও পুনরায় একটি মহাবিদ্যা অনুমান বলিয়াছেন।[৩]

১। কিং চ আকাশমাত্মনা সংযুজ্যত ইত্যাত্মসম্বন্ধাধার ইতি সাধ্যে ক্রিয়াবত্ত্বমূর্তত্বয়োরুপাধিত্বমেব নাস্তি, আত্মনি সাধ্যাব্যাপ্তেঃ। (চিৎসুখী, ২০১ পৃঃ)

২। আত্মাশ্রিতসংযোগেন সংযোগীত্যর্থঃ। "তথা চ ন মূর্তত্বমুপাধিঃ স্যাৎ, আত্মন্যেব সাধ্যাব্যাপ্তেঃ। (কল্পতরু, ৫১৮ পৃঃ)

৩। অয়ং ঘটঃ, এতদন্যাসর্ববিৎকর্তৃকত্বানধিকরণৈতদন্যাবেদত্বানধিকরণ-সকর্তৃকান্যঃ, ঘটত্বাৎ, ঘটান্তরবৎ। (কল্পতরু, ৯৮ পৃঃ)

পাতঞ্জলমতসিদ্ধ সর্বজ্ঞত্বানুমান

অমলানন্দ প্রয়োজনমত অন্যান্য দর্শন হইতেও যুক্তি আহরণ করিয়া কল্পতরু-গ্রন্থকে তথা ভামতীপ্রস্থানকে সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পাতঞ্জল-সূত্রের 'তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্' সূত্রের[১] ও তাহার ভাষ্যের দ্বারা[২] সূচিত সর্বজ্ঞত্বানুমানটি অমলানন্দ কল্পতরুতে গ্রহণ করিয়াছেন। অনুমানটি এইরূপ —জ্ঞানত্বং নিরতিশয়কিঞ্চিদাশ্রিতং, সাতিশয়বৃত্তিজাতিত্বাৎ, পরিমাণত্ববৎ। (কল্পতরু, ১৬৪ পৃঃ) পরিমাণত্বজাতি যেরূপ অণুপরিমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বর্ধমান অধিকাধিক পরিমাণযুক্ত তণ্ডুল-ঘট-গৃহ প্রভৃতির পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং পরিশেষে নিরতিশয়পরিমাণবৎ গগনাদিতে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ জ্ঞানত্বজাতিও সাতিশয়বৃত্তিজাতি বলিয়া তাহাও কোনও নিরতিশয়-জ্ঞানবৎ পুরুষের জ্ঞানেও বিদ্যমান থাকিবে। সেই নিরতিশয়জ্ঞানবৎ ব্যক্তিই সর্বজ্ঞ। এইভাবে সামান্যতঃ একজন সর্বজ্ঞের সিদ্ধি হইল। তাঁহাকেই পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর বলা হয়। সামান্যতঃসিদ্ধ সর্বজ্ঞের যে-কোনও নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে, নামভেদে বস্তুভেদ হয় না।

মীমাংসক অমলানন্দ

মীমাংসাদর্শনের সহিত যে বেদান্তের নিবিড় সম্বন্ধ আছে তাহা বেদান্তের উত্তরমীমাংসা নামকরণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ভামতীটীকা পড়িবার সময় মীমাংসার প্রক্রিয়াংশের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটে কিন্তু বিবরণগ্রন্থ পাঠকালে মীমাংসার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ও ব্যাপক জ্ঞানের আবশ্যকতা হয়। বিবরণপ্রস্থানের ধারায় শিক্ষিত আচার্য অমলানন্দ ভামতীতে বিদ্যমান মীমাংসার সামান্য ইঙ্গিতমাত্রকেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিস্তৃতিপূর্বক আলোচিত

১। ১।২৫ সূত্র

২। যদিদম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়গ্রহণম্ অল্পং বহু ইতি সর্বজ্ঞবীজম্, এতদ্ধি বর্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্বজ্ঞবীজস্য সাতিশয়ত্বাৎ পরিমাণবৎ ইতি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ জ্ঞানস্য স সর্বজ্ঞঃ, স চ পুরুষবিশেষঃ ইতি। (ব্যাসভাষ্য ১।২৫ সূত্র)

করিয়াছেন। ভামতীতে কেবলমাত্র হৃদয়াদ্যবদানের উল্লেখ ও ক্রম দৃষ্ট হয় এবং শ্রৌত ও আর্থক্রমের সম্বন্ধে অতি সামান্য সূচনা পাওয়া যায়। কিন্তু কল্পতরুকার মীমাংসাদর্শনের সূত্রগুলির উল্লেখপূর্বক পূর্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত বিশদভাবে পর্যালোচিত করিয়াছেন। শ্রৌত, আর্থ, পাঠ, স্থান, মুখ্য ও প্রবৃত্তি এই ষড়্‌বিধক্রমেরই বিস্তৃতি কল্পতরুগ্রন্থে দৃষ্ট হয়।[১] শ্রুতি ও প্রত্যক্ষের বল-বত্তার আলোচনায় বাচস্পতি কেবলমাত্র 'পৌর্বাপর্যে পূর্বদৌর্বল্যং প্রকৃতিবৎ' সূত্রটি উল্লিখিত করিয়াছেন। কিন্তু কল্পতরুকার সেই অধিকরণটির সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতিপূর্বক আলোচনা করিয়াছেন।[২] কুণ্ডপায়িনাময়নম্ ভামতীতে নামমাত্রে উল্লিখিত হইলেও তত্রত্য অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট বিস্তৃতি কল্পতরুতে দেখিতে পাই।[৩] এইরূপ সংযোগপৃথক্‌ত্ব-ন্যায় প্রভৃতির স্থলেও মীমাংসাদর্শনের প্রক্রিয়া অতি সুন্দরভাবে কল্পতরুতে উপনিবদ্ধ হইয়াছে।[৪]

কল্পতরুতে অন্যান্য দার্শনিকের উল্লেখ

ব্রহ্মপরিণামবাদের মত ও যুক্তিবিশেষ কয়েকটি স্থলে ভামতীতে বাচস্পতি-কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু এই ব্রহ্মপরিণামবাদের সম্বন্ধে তথা সেই মতের খণ্ডনের উদ্দেশ্যে কোনও বিস্তৃত আলোচনা ভামতীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অমলানন্দ যখন কল্পতরুগ্রন্থ রচনা করেন তখন ব্রহ্মপরিণামবাদী ভাস্কর ও কেশবের দার্শনিকযুক্তি যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। এইজন্য কল্পতরুটীকায় ভাস্কর ও কেশবের মতের খণ্ডন অদ্বৈতবাদী অমলানন্দের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। অমলানন্দ একটি স্থলে ভাস্কর মতানুসারী কেশবের রচিত কারিকা উল্লিখিত করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন এবং বহুস্থলে ভাস্কর ও কেশবের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিরসন করিয়াছেন।[৫] বেদান্তদর্শনের

১। কল্পতরু, ৬৪-৬৬ পৃঃ

২। কল্পতরু, ১০-১১ পৃঃ

৩। কল্পতরু, ১২ পৃঃ

৪। কল্পতরু, ৫৩ পৃঃ

৫। পরবর্তী অংশে যে-স্থলগুলি উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও বহু স্থানে কেশব ও ভাস্করের নামোল্লেখপূর্বক মতের সমালোচনা কল্পতরুতে দৃষ্ট

৩।৪।২০ সূত্রের টীকায় প্রসঙ্গতঃ অমলানন্দ কেশবের মত উদ্ধৃত করেন। ঐ সূত্রের ভামতী ব্যাখ্যায় ব্রহ্মপরিণামবাদসম্মত আশঙ্কাগুলি সূচিত হইলেও ঐ-গুলি পল্লবিত হইয়াছে বেদান্তকল্পতরুতে। অদ্বৈতবাদিগণ শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে ইহাই সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন যে, পরমহংসপরিব্রাজক সন্ন্যাসী শিখা-যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন না কিন্তু ভাস্কর, কেশব প্রভৃতির মতে পরমহংসপরিব্রাজক সন্ন্যাসীও অবশ্যই শিখা-যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিবেন। এই স্থলে কেশবের যুক্তি যে যুক্ত্যাভাস ব্যতীত কিছুই না এবং কেশবের উক্তি যে প্রলাপসদৃশ অসম্বদ্ধ তাহা অমলানন্দ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন। 'যদিহ কেশবঃ প্রললাপ' এইরূপ পাতনিকা করিয়া তিনি কেশবের মত উল্লিখিত করেন, অনন্তর 'তন্ন' বলিয়া তাহার খণ্ডন করেন।[১] শ্রুতি-স্মৃতির পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে পরমহংসপরিব্রাজকের পক্ষে যে শিখাদি ধারণ করা চলে না ইহা সিদ্ধ করার জন্য তিনি প্রভূত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] এতাদৃশ বিস্তৃতির পরেও কেশবমত খণ্ডনের জন্য তিনি বলিয়াছেন—বহু আচার্য এই বিষয়ে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া আর বিস্তার করা হইল না।[৩]

কল্পতরুর একটি স্থলে অমলানন্দ বেদান্তসূত্রের অধিকরণ বিভাগ বিষয়ে ভাস্করমতের সহিত অদ্বৈতবাদীর মতবৈষম্যের উল্লেখ করিয়া ভাস্করমতটি যে অজ্ঞানবিজৃম্ভিত তাহা প্রদর্শন করেন।[৪] বেদান্তদর্শনের ৪।১।১৮ সূত্রটি ভাস্কর

হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি স্থানের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দিষ্ট হইতেছে। কেশবের নাম—৫৮১ পৃঃ, ৬৪৮ পৃঃ, ৭৬৩ পৃঃ, ৭৭৮ পৃঃ, ৮১১ পৃঃ, ৮৮৩ পৃঃ, ৯০০ পৃঃ ইত্যাদি।

ভাস্করের নাম—২৫ পৃঃ, ১৭৮ পৃঃ, ৪২২ পৃঃ, ৫৮৮ পৃঃ, ৫৮৯ পৃঃ, ৫৯৭ পৃঃ, ৭০৭ পৃঃ, ৭২২ পৃঃ, ৭২৭ পৃঃ, ৭৩২ পৃঃ, ৮১১ পৃঃ, ৮১২ পৃঃ, ৮৮৪ পৃঃ, ৮৮৯ পৃঃ, ৯০০ পৃঃ ইত্যাদি।

১। কল্পতরু, ৮৮৬ পৃঃ

২। কল্পতরু, ৮৮৬-৮৮৯ পৃঃ

৩। পরাক্রান্তং চাত্র বহুভিরাচার্যৈরিতি ন বিস্তীর্যতে।

(কল্পতরু, ৮৮৯ পৃঃ)

৪। অত্র ভাস্করেণ ভাষ্যকারমতেঽধিকরণানারম্ভ উক্তঃ—যেষামীশ্বর এব সাক্ষাৎ সংসারীতি দর্শনং ন তেষাং পূর্বপক্ষোঽবকল্পতে। নাপি সিদ্ধান্তঃ, ঈশ্বরস্য

মতে অনর্থক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। কল্পতরুকার তাহা উল্লিখিত করিয়া সূত্রটি যে অনর্থক নয় ইহা যুক্তির দ্বারা স্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই ভাস্করমতানুসারী একটি গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে।[১]

কল্পতরুতে অমৃতানন্দপাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের অন্তিম অধিকরণে।[২] ১।২।৯ সূত্রের কল্পতরুতে ভারতীবিলাসের নাম উল্লিখিত হয়।[৩]

সুষুপ্ত্যুত্থানাদেরদর্শনাৎ। কল্পিতস্য চ জীবস্য স্বাপ্নজীববদুত্থানাদ্যসংভবাৎ—ইতি তৎসিদ্ধান্তানববোধজৃম্ভিতমিত্যাহ। (কল্পতরু, ১০৩ পৃঃ)

১। (ক) অন্যে ত্বাহুঃ—

বিদ্যার্থত্বং যদা যাযুরনাশ্রমিকৃতাঃ ক্রিয়াঃ।
তদোপাস্তিবিহীনেষু কা কথাঽশ্রমকর্মসু॥
প্রক্ষিপ্তমেতৎ স্যাৎ স্নাতকেন তু কেনচিৎ। ইতি।

(কল্পতরু, ৯৬২ পৃঃ)

(খ) ভাস্করেণৈতৎ সূত্রম্ অনর্থকমিতি উপেক্ষিতম্, তদীয়াস্তদভিপ্রায়মাহুরিত্যর্থঃ। বিদ্যার্থত্বং যদা যায়ুরিত্যেষা ষট্পদী গাথা। (পরিমল, ৯৬২ পৃঃ)

২। অগতার্থত্বমমৃতানন্দপাদৈরুক্তম্। (কল্পতরু, ৯৬৪ পৃঃ)

৩। ওদনস্য ভোগ্যত্বাৎ প্রথমং ভোক্তৃত্বপ্রতীতিরিত্যত্র সংবভ্রাম ভারতীবিলাসঃ। (কল্পতরু, ২৩৮ পৃঃ)

উপসংহার

অদ্বৈতচিন্তার পবিত্র গঙ্গাস্রোত বেদগোমুখী হইতে আবির্ভূত হইয়া যে ক্রমশঃ ভারতীয় শাস্ত্র, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা ভারতবাসীমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। যাহা বেদের মন্ত্রভাগে বীজাকারে অথবা সংক্ষেপে দৃষ্ট হয় তাহাই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ স্বরূপ লাভ করিয়াছে। উপক্রমোপসংহারাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গ-গুলির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় যে উপনিষদের পরমপ্রতিপাদ্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব। উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলা হয় এবং তাহাই বেদান্তশব্দের মুখ্যার্থ। তথাপি উপনিষৎপ্রতিপাদিত তত্ত্ব শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্রে পরিদৃশ্যমান বলিয়া এই দুইখানি গ্রন্থও ক্রমে বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত হইল। পরমহংসপরিব্রাজক আচার্য শঙ্কর এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতচিন্তার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্রস্থানত্রয়ের বিভিন্ন মতবাদে ব্যাখ্যা বিভিন্ন আচার্য কর্তৃক প্রদর্শিত হইলেও শঙ্করাচার্যরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যাতেও ভামতীপ্রস্থান ও বিবরণপ্রস্থান নামে দুইটি প্রস্থানের আবির্ভাব হইলেও অদ্বৈতবাদের চরমতাৎপর্যে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। অবান্তরতাৎপর্যে স্থলবিশেষে মতভেদ থাকিলেও তাহাতে অদ্বৈতত্ত্বের হানি হয় না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকালে দৃষ্টির সূক্ষ্মতা আনয়নের জন্য উক্ত প্রস্থানদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান ভেদগুলির প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট করার পদ্ধতি সুবিদিত। এইজন্য নবীন শিক্ষার্থীর ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, প্রস্থানদ্বয়ের মধ্যে এবং প্রস্থানদ্বয়ের আচার্যগণের মধ্যে সম্ভবতঃ পরমতাৎপর্যবিষয়েও প্রচণ্ড বিরোধ ছিল। আদ্যোপান্ত এই প্রবন্ধে, বিশেষতঃ পঞ্চম অধ্যায়ে, প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিবরণপ্রস্থানে শিক্ষিত আচার্য অমলানন্দ ভামতীর টীকা রচনা কালে বিবরণপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত-গুলিকে যতদূর সম্ভব ভামতীপ্রস্থানের সহিত অবিরোধে সংযোজিত করিয়া ভামতীপ্রস্থানকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করেন এবং ইহাতে উভয়প্রস্থানের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

অধ্যাসভাষ্যই সমগ্র অদ্বৈতবেদান্তের, বিশেষতঃ শঙ্করপ্রতিপাদিত যুক্তিবহুল বেদান্তশাস্ত্রের, মূল স্তম্ভ। অধ্যাসভাষ্যের আলোচনা ব্যতীত অদ্বৈতবেদান্তের কোনও সমীক্ষা সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের সকল টীকাকার অধ্যাস-ভাষ্যের ব্যাখ্যাকালে অদ্বৈতশাস্ত্রের দুরূহ প্রশ্নগুলির অবতারণা করিয়াছেন এবং অতিশয় বিস্তৃতির সহিত সেইগুলির সমাধানও প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবরণপ্রস্থানে যদিও চতুঃসূত্রী পর্যন্তই টীকা দৃষ্ট হয় তথাপি মূলতঃ অধ্যাস-ভাষ্যাংশের টীকাতেই তাঁহাদিগের প্রধান বক্তব্য উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে ভামতী ও বিবরণপ্রস্থানের মূল সিদ্ধান্তগুলির উপন্যাসকালে এবং অমলানন্দকর্তৃক প্রস্থানদ্বয়ের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার নিদর্শনকালে অধ্যাসভাষ্যকেই প্রধান উপজীব্য রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইজন্য এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সমগ্র অধ্যাসভাষ্যের একত্র সন্নিবেশ উপযোগী হইবে বলিয়া অনুভূত হয়। বিষয়সন্নিবেশ অনুসারে অধ্যাসভাষ্যকে অনেকে বিভক্ত করিয়াছেন এবং বিবরণাদি গ্রন্থপাঠের সময়ে এই বিভাগ আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এইজন্য এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে অধ্যাসভাষ্যের উদ্ধৃতিকালে বিষয়বিভাগ, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি পৃথক্ শিরোনামেরও সাহায্য লওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতগণের নিকটে এইরূপ বিভাগ নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও নবীন শিক্ষার্থীর নিকটে ইহা উপকারক হইবে বলিয়া মনে হয়।

অধ্যাসভাষ্যের উপর লিখিত ভামতী টীকা ও তাহার অনুবাদাদি সুলভ হইলেও বিবরণগ্রন্থের, তথা বিবরণসম্প্রদায়ের, উপর কোনও সুলভ সংস্করণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অথচ বঙ্গ প্রদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তপাঠ্যক্রমের একটি আবশ্যিক অঙ্গই হইল বিবরণপ্রস্থান। অবিদ্যার ভাবরূপত্বের প্রমাণাংশ পর্যন্ত পঞ্চপাদিকা তথা বিবরণের পঙ্ক্তিগুলি পরিশিষ্টে সংযোজিত হইলে ছাত্রছাত্রীগণের বিশেষ উপকার হইবে, এইরূপ অনুরোধ তথা উপদেশ অনেকের নিকট হইতে লাভ করিয়া প্রথমতঃ পঞ্চপাদিকার ও পরে পঞ্চপাদিকাবিবরণের সেই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি পরিশিষ্টে দুইটি সূচী উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী ও প্রধান শব্দগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী।

পারিশিষ্ট—ক

অধ্যাসভাষ্যম্

(অধ্যাসাক্ষেপঃ)

যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াম্, তদ্ধর্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিঃ, ইত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্মাণাং চাধ্যাসঃ, তদ্বিপর্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্মাণাং চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যা।

(আক্ষেপসমাধানম্)

ইতি ভবিতুং যুক্তম্; তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্মাংশ্চাধ্যস্যেতরেতরাবিবেকেনাত্যন্তবিবিক্তয়োর্ধর্ম-ধর্মিণোর্মিথ্যাঽজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য 'অহমিদম্' 'মমেদমি'তি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।

(অধ্যাসলক্ষণাক্ষেপঃ)

আহ—কোঽয়মধ্যাসো নামেতি?

(অধ্যাসলক্ষণম্)

উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ।

(অধ্যাসলক্ষণে বাদিবিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনম্)

তং কেচিৎ—অন্যত্রান্যধর্মাধ্যাসঃ—ইতি বদন্তি। কেচিত্তু—যত্র যদধ্যাসঃ, তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রমঃ—ইতি। অন্যে তু—যত্র যদধ্যাসঃ তস্যৈব বিপরীতধর্মকল্পনাম্—আচক্ষত ইতি।

(বাদিনামবিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনম্)

সর্বথাঽপি ত্বন্যস্যান্যধর্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি।

(অধ্যাসে লৌকিকানামপ্যবিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনম্)

তথাচ লোকেঽনুভবঃ—'শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে', 'একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদি'তি।

(প্রত্যগাত্মন্যনাত্মাধ্যাসাক্ষেপঃ)

কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়-তদ্ধর্মাণাম্? সর্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি; যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি।

(প্রত্যগাত্মন্যনাত্মাধ্যাস-সম্ভাবনম্)

উচ্যতে—ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ; অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ, ন চায়মস্তি নিয়মঃ—পুরোঽবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি; অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ।

(অধ্যাসস্যাবিদ্যাত্মকত্বপ্রদর্শনম্)

তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতাঃ—'অবিদ্যে'তি মন্যন্তে। তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসঃ, তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বাঽণুমাত্রেণাপি ন স সম্বধ্যতে।

(প্রমাণপ্রমেয়য়োরাবিদ্যকত্বপ্রতিজ্ঞা)

তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মাঽনাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্বে প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ, সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধি-প্রতিষেধ-মোক্ষপরাণি।

(আক্ষেপঃ)

কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি?

(অধ্যাসস্যাবিদ্যকত্বেঽর্থাপত্তি-প্রমাণম্)

উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহংমমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণ-প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। নহীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। নচাধিষ্ঠানমন্তরেণেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারঃ সম্ভবতি। নচানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিদ্ ব্যাপ্রিয়তে। নচৈতস্মিন্ সর্বস্মিন্নসত্যসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। নচ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ।

(লৌকিকব্যবহারস্যাবিদ্যকত্বেঽনুমানপ্রমাণম্)

পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ। যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি, শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততো নিবর্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্তন্তে; যথা—দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুময়মিচ্ছতীতি পলায়িতু-মারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তি, এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততো নিবর্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি প্রবর্তন্তে। অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং

প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধোঽবিবেকপূর্বকঃ প্রত্যক্ষাদি-ব্যবহারঃ, তৎসামান্যদর্শনাদ্ ব্যুৎপত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহার-স্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে।

(শাস্ত্রীয়প্রমাণস্যাবিদ্যকত্বেঽনুমানপ্রমাণম্)

শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্বকারী নাবিদিত্বাঽঽত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধম-ধিক্রিয়তে ; তথাঽপি ন বেদান্তবেদ্যম্, অশনায়াদ্যতীতম্, অপেতব্রহ্মক্ষত্রাদি-ভেদম্, অসংসার্যাত্মতত্ত্বমধিকারেঽপেক্ষ্যতে, অনুপযোগাৎ, অধিকারবিরোধাচ্চ। প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ততে। তথাহি—"ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণ্যাত্মনি বর্ণাশ্রম-বয়োঽবস্থাদি-বিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্তন্তে।

(অধ্যাসলক্ষণস্মারণম্)

অধ্যাসো নামাতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিত্যবোচাম।

(অধ্যাস-সম্ভাবপ্রদর্শনম্)

তদ্ যথা—পুত্র-ভার্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা, 'অহমেব বিকলঃ সকলো বে'তি বাহ্যধর্মানাত্মন্যধ্যস্যতি। তথা দেহধর্মান্—'স্থূলোঽহম্' 'কৃশোঽহম্' 'গৌরোঽহম্' 'তিষ্ঠামি' 'গচ্ছামি' 'লঙ্ঘয়ামি' চেতি। তথা ইন্দ্রিয়ধর্মান্—'মূকঃ' 'কাণঃ' 'ক্লীবঃ' 'বধিরঃ' 'অন্ধোঽহ'মিতি। তথাঽন্তঃকরণধর্মান্—কাম-সঙ্কল্প-বিচিকিৎসাঽধ্যবসায়াদীন্। এবমহংপ্রত্যয়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্য-গাত্মন্যধ্যস্য, তং চ প্রত্যগাত্মানং সর্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্যয়েণান্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্যতি।

(প্রমাণপ্রমেয়য়োরাবিদ্যকত্বস্য নিগমনম্)

এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-প্রবর্তকঃ সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।

(বিষয়প্রয়োজনপ্রতিপাদনম্)

অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়, আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে।

(প্রথমসূত্রপাতনিকা)

যথা চাঽয়মর্থঃ সর্বেষাং বেদান্তানাম্, তথা বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ। বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যেদমাদিমং সূত্রম্।

পরিশিষ্ট—খ

পঞ্চপাদিকা

অনাদ্যানন্দকূটস্থজ্ঞানানন্তসদাত্মনে।
অভূতদ্বৈতজালায় সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১ ॥
নমঃ শ্রুতিশিরঃপদ্মষণ্ডমার্তণ্ডমূর্তয়ে।
বাদরায়ণসংজ্ঞায় মুনয়ে শমবেশ্মনে ॥ ২ ॥
নমাম্যভোগিপরিবারসম্পদং নিরস্তভূতিমনুমার্ধবিগ্রহম্।
অনুগ্রমুন্মৃদিতকাললাঞ্ছনং বিনাবিনায়কমপূর্বশঙ্করম্ ॥ ৩ ॥
যদ্বক্ত্র মানসসরঃপ্রতিলব্ধজন্ম-ভাষ্যারবিন্দমকরন্দরসং পিবন্তি।
প্রত্যাশমুন্মুখবিনীতবিনেয়ভৃঙ্গাস্তান্ ভাষ্যবিত্তকগুরূন্ প্রণমামি মূর্ধ্না ॥ ৪ ॥
পদাদিবৃন্তভারেণ গরিমাণং বিভর্তি যৎ।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তদ্ব্যাখ্যাং শ্রদ্ধয়াঽঽরভে ॥ ৫ ॥[১]

'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' ইত্যাদি 'অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' ইত্যন্তং ভাষ্যম্, 'অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে' ইত্যনেন ভাষ্যেণ পর্যবস্যৎ শাস্ত্রস্য বিষয়ঃ প্রয়োজনং চার্থাৎ প্রথমসূত্রেণ সূত্রিতে ইতি প্রতিপাদয়তি।[২] এতচ্চ 'তস্মাদ্ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্' ইত্যাদিভাষ্যে স্পষ্টতরম্।[৩]

অত্রাহ—যদ্যেবমেতাবদেবাস্তু ভাষ্যম্ 'অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে' ইতি। তত্র 'অনর্থহেতোঃ প্রহাণায়' ইতি প্রয়োজননির্দেশঃ। 'আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে' ইতি বিষয়প্রদর্শনম্। কিমনেন 'যুষ্মদস্মদ্' ইত্যাদিনা 'অহং মনুষ্যঃ' ইতি দেহেন্দ্রিয়াদিষু অহং মমেদমিত্যভিমানাত্মকস্য লোকব্যবহারস্য অবিদ্যানিমিত্তত্ব-প্রদর্শনপরেণ ভাষ্যেণ ?[৪] উচ্যতে—ব্রহ্মজ্ঞানং হি সূত্রিতমনর্থহেতুনিবর্হণম্। অনর্থশ্চ প্রমাতৃতাপ্রমুখং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বম্। তদ্ যদি বস্তুকৃতং ন জ্ঞানেন নিবর্হণীয়ম্। যতো জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্। তদ্ যদি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমজ্ঞানহেতুকং স্যাৎ,

---

১। এই প্রবন্ধের ৫০-৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। ১৩৪-৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ১৩৬-৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। ১২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ততো ব্রহ্মজ্ঞানমনর্থহেতুনিবর্হণমুচ্যমানমুপপদ্যেত।[১] তেন সূত্রকারেণৈব ব্রহ্মজ্ঞানমনর্থহেতুনিবর্হণং সূচয়তা অবিদ্যাহেতুকং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বং প্রদর্শিতং ভবতি। অতঃ তৎপ্রদর্শনদ্বারেণ সূত্রার্থোপপত্ত্যুপযোগিতয়া সকলতন্ত্রো-পোদ্ঘাতঃ প্রয়োজনমস্য ভাষ্যস্য।[২] তথা চাস্য শাস্ত্রস্য ঐদম্পর্যম্—সুখৈকতান-সদাত্মককূটস্থচৈতন্যৈকরসতা সংসারিত্বাভিমতস্যাত্মনঃ পারমার্থিকং স্বরূপমিতি বেদান্তাঃ পর্যবস্যন্তীতি প্রতিপাদিতম্। তচ্চ অহং কর্তা সুখী দুঃখী ইতি প্রত্যক্ষাভিমতেন অবাধিতকল্পেন অবভাসেন বিরুধ্যতে। অতঃ তদ্বিরোধ-পরিহারার্থং ব্রহ্মস্বরূপবিপরীতরূপমবিদ্যানির্মিতমাত্মন ইতি যাবৎ ন প্রতিপাদ্যতে তাবৎ জরদ্গবাদিবাক্যবদনর্থকং প্রতিভাতি। অতঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থম-বিদ্যাবিলসিতমব্রহ্মরূপত্বমাত্মন ইতি প্রতিপাদয়িতব্যম্।[৩] বক্ষ্যতি চ এতৎ অবিরোধলক্ষণে জীবপ্রক্রিয়ায়াং সূত্রকারঃ 'তদ্গুণসারত্বাৎ' ইত্যাদিনা॥[৪]

যদ্যেবমেতদেব প্রথমমস্তু। নৈবম্—অর্থবিশেষোপপত্তেঃ। অর্থবিশেষে হি সমন্বয়ে প্রদর্শিতে তদ্বিরোধাশঙ্কায়াং তন্নিরাকরণমুপপদ্যতে। অপ্রদর্শিতে পুনঃ সমন্বয়বিশেষে তদ্বিরোধাশঙ্কা তন্নিরাকরণং চ নির্বিষয়ং স্যাৎ।[৫] ভাষ্যকারস্তু তৎসিদ্ধমেব আদিসূত্রেণ সামর্থ্যবলেন সূচিতং সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং বর্ণয়তি ইতি ন দোষঃ॥

নন্বু চ গ্রন্থকরণাদিকার্যারম্ভে কার্যানুরূপমিষ্টদেবতাপূজানমস্কারেণ বুদ্ধিসন্নিধা-পিতাথবৃদ্ধ্যাদিশব্দৈঃ দধ্যাদিদর্শনেন বা কৃতমঙ্গলাঃ শিষ্টাঃ প্রবর্তন্তে।[৬] শিষ্টাচারশ্চ নঃ প্রমাণম্। প্রসিদ্ধং চ মঙ্গলাচরণস্য বিঘ্নোপশমনং প্রয়োজনম্। মহতি চ নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনে গ্রন্থমারভমাণস্য বিঘ্নবাহুল্যং সম্ভাব্যতে। প্রসিদ্ধং চ 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' ইতি। বিজ্ঞায়তে চ 'তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ' ইতি, যেষাং চ যন্ন প্রিয়ং তে তদ্বিঘ্নন্তীতি প্রসিদ্ধং লোকে।

১। ১২৯-৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। ১২৭-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ১৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। ১৩৭-৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫। ১৩৭-৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৬। ১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তৎ কথমুল্লঙ্ঘ্য শিষ্টাচারমকৃতমঙ্গল এব বিস্রব্ধং ভাষ্যকারঃ প্রববৃতে ?[1] তত্রোচ্যতে—যুষ্মদস্মদ্ ইত্যাদি তদ্ধর্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিঃ ইত্যন্তমেব ভাষ্যম্।[2] অস্য চ অয়মর্থঃ—সর্বোপপ্লবরহিতো বিজ্ঞানঘনঃ প্রত্যগর্থঃ ইতি।[3]

তৎ কথঞ্চন পরমার্থত এবম্ভূতে বস্তুনি রূপান্তরবদবভাসো মিথ্যেতি কথয়িতুম্। তদনুপরাদেব ভাষ্যবাক্যাদ্ নিরস্তসমস্তোপপ্লবং চৈতন্যৈকতান-মাত্মানং প্রতিপদ্যমানস্য কুতো বিঘ্নোপপ্লবসম্ভবঃ। তস্মাদ্ অগ্রণীঃ শিষ্টাচার-পরিপালনে ভগবান্ ভাষ্যকারঃ।[4]

বিষয়বিষয়িণোঃ তমঃপ্রকাশবদ্‌বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াম্ ইতি। কোঽয়ং বিরোধঃ ? কীদৃশো বা ইতরেতরভাবঃ অভিপ্রেতঃ ? যস্য অনুপপত্তেঃ তমঃপ্রকাশবৎ ইতি নিদর্শনম্ ? যদি তাবৎ সহানবস্থানলক্ষণো বিরোধঃ, ততঃ প্রকাশভাবে তমসো ভাবানুপপত্তিঃ। তদসৎ। দৃশ্যতে হি মন্দপ্রদীপে বেশ্মনি অস্পষ্টং রূপদর্শনমিতরত্র চ স্পষ্টম্। তেন জ্ঞায়তে মন্দপ্রদীপে বেশ্মনি তমসোঽপি ঈষদনুবৃত্তিরিতি। তথা ছায়ায়ামপি ঔষ্ণ্যং তারতম্যেন উপলভ্যমানমাতপস্যাপি তত্র অবস্থানং সূচয়তি। এতেন শীতোষ্ণয়োরপি যুগপদুপলব্ধেঃ সহাবস্থানমুক্তং বেদিতব্যম্। উচ্যতে—পরস্পরানাত্মতালক্ষণো বিরোধঃ। ন জাতিব্যক্ত্যোরিব পরমার্থতঃ পরস্পরসম্ভেদঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তেন ইতরেতরভাবস্য—ইতরেতরসম্ভেদাত্মকত্বস্য অনুপপত্তিঃ। কথম্ ? স্বতস্তাবৎ বিষয়িণঃ চিদেকরসত্বাৎ ন যুষ্মদংশসম্ভবঃ। অপরিণামিত্বাৎ নিরঞ্জনত্বাচ্চ ন পরতঃ। বিষয়স্যাপি ন স্বতঃ চিৎসম্ভবঃ, সমত্বাৎ বিষয়ত্বহানেঃ। ন পরতঃ, চিতেঃ অপ্রতিসঙ্ক্রমত্বাৎ। তদ্ধর্মাণামপি সুতরাম্ ইতি। এবং স্থিতে স্বাশ্রয়মতিরিচ্য ধর্মাণাম্ অন্যত্র ভাবানুপপত্তিঃ সুপ্রসিদ্ধা ইতি দর্শয়তি। ইতিশব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাৎ এবম্ উক্তেন ন্যায়েন ইতরেতরভাবাসম্ভবঃ, অতঃ অস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে ইতি। অস্মৎপ্রত্যয়ে যঃ অনিদমংশঃ

১। ১৪৪-৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। ১৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ১৪৫-৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। ১৪৮-৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চিদেকরসঃ তস্মিন্ তদ্বলনির্ভাসিততয়া লক্ষণতো যুষ্মদর্থস্য মনুষ্যাভিমানস্য সম্ভেদ ইব অবভাসঃ স এব অধ্যাসঃ। তদ্ধর্মাণাং চ ইতি। যদ্যপি বিষয়াধ্যাসে তদ্ধর্মাণামপ্যর্থসিদ্ধঃ অধ্যাসঃ. তথাপি বিনাপি বিষয়াধ্যাসেন তদ্ধর্মাধ্যাসো বাধির্যাদিষু শ্রোত্রাদিধর্মেষু বিদ্যতে ইতি পৃথক্ ধর্মগ্রহণম্। তদ্বিপর্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্মাণাং চ ইতি। চৈতন্যস্য তদ্ধর্মাণাং চ ইত্যর্থঃ। নন্বু বিষয়িণঃ চিদেকরসস্য কুতো ধর্মাঃ, যে বিষয়ে অধ্যস্যেরন্? উচ্যতে—আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বমিতি সন্তি ধর্মাঃ অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিব অবভাসন্তে ইতি ন দোষঃ। অধ্যাসো নাম—অতদ্রূপে তদ্রূপাবভাসঃ। স মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্ ইতি।

মিথ্যাশব্দো দ্ব্যর্থঃ—অপহ্নববচনঃ অনির্বচনীয়তাবচনশ্চ। অত্র অয়মপহ্নববচনঃ। মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্—অভাব এবাধ্যাসস্য যুক্তঃ ইত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবং তথাপি নৈসর্গিকঃ প্রত্যক্চৈতন্যসত্তামাত্রানুবন্ধী, অয়ম্ যুষ্মদস্মদোঃ ইতরেতরাধ্যাসাত্মকঃ। অহমিদং মমেদমিতি লোকব্যবহারঃ। তেন যথা অস্মদর্থস্য সম্ভাবো ন উপালম্ভমর্হতি, এবমধ্যাসস্যাপি ইত্যভিপ্রায়ঃ। 'লোকঃ' ইতি মনুষ্যোঽহমিত্যভিমন্যমানঃ প্রাণিনিকায়ঃ উচ্যতে। ব্যবহরণং ব্যবহারঃ। লোক ইতি ব্যবহারো লোকব্যবহারঃ। মনুষ্যোঽহমিত্যভিমানঃ ইত্যর্থঃ। সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য ইতি। সত্যম্ অনিদং চৈতন্যম্। অনৃতং যুষ্মদর্থঃ, স্বরূপতোঽপি অধ্যস্তস্বরূপত্বাৎ। অধ্যস্য মিথুনীকৃত্য ইতি চ ক্ত্বা-প্রত্যয়ঃ, ন পূর্বকালত্বমনন্তত্বং চ লোকব্যবহারাদঙ্গীকৃত্য প্রযুক্তঃ। ভুক্ত্বা ব্রজতীতিবৎ ক্রিয়ান্তরানুপাদানাৎ। 'অধ্যস্য নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' ইতি স্বরূপমাত্রপর্যবসানাৎ। উপসংহারে চ 'এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসঃ' ইতি তাবন্মাত্রোপসংহারাৎ।
—অতঃ 'চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্' ইতিবৎ ব্যপদেশমাত্রং দ্রষ্টব্যম্। মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ ইতি। মিথ্যা চ তদজ্ঞানং চ মিথ্যাজ্ঞানম্। মিথ্যেতি অনির্বচনীয়তা উচ্যতে। অজ্ঞানমিতি চ জড়াত্মিকা অবিদ্যাশক্তিঃ জ্ঞানপর্যুদাসেন উচ্যতে। তন্নিমিত্তঃ—তদুপাদানঃ ইত্যর্থঃ।

কথং পুনঃ নৈমিত্তিকব্যবহারস্য নৈসর্গিকত্বম্? অত্রোচ্যতে—অবশ্যম্ এষা[১]

১। ১২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অবিদ্যাশক্তিঃ বাহ্যাধ্যাত্মিকেষু বস্তুষু তৎস্বরূপসত্তামাত্রানুবন্ধিনী অভ্যুপগন্তব্যা। অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ।

সা চ ন জড়েষু বস্তুষু তৎস্বরূপাবভাসং প্রতিবধ্নাতি। প্রমাণবৈকল্যাদেব তদগ্রহণসিদ্ধেঃ। রজতপ্রতিভাসাৎ প্রাক্ উর্ধ্বং চ সত্যামপি তস্যাং স্বরূপগ্রহণ-দর্শনাৎ। অতঃ তত্র রূপান্তরাবভাসহেতুরেব কেবলম্।

প্রত্যগাত্মনি তু চিতিস্বভাবত্বাৎ স্বয়ংপ্রকাশমানে ব্রহ্মস্বরূপানবভাসস্য অনন্যনিমিত্তত্বাৎ তদ্‌গতনিসর্গসিদ্ধাবিদ্যাশক্তিপ্রতিবন্ধাদেব তস্য অনবভাসঃ। অতঃ সা প্রত্যক্‌চিতি ব্রহ্মস্বরূপাবভাসং প্রতিবধ্নাতি অহঙ্কারাদ্যতদ্রূপপ্রতিভাস-নিমিত্তং চ ভবতি, সুষুপ্ত্যাদৌ চ অহঙ্কারাদিবিক্ষেপসংস্কারমাত্রশেষং স্থিত্বা পুনরুদ্‌ভবতি, ইত্যতঃ নৈসর্গিকোঽপি অহঙ্কারমমকারাত্মকো মনুষ্যাদ্যভিমানো লোকব্যবহারঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ উচ্যতে; ন পুনঃ আগন্তুকত্বেন। তেন নৈসর্গিকত্বং নৈমিত্তিকত্বেন ন বিরুধ্যতে।

অন্যোন্যধর্মাংশ্চ ইতি পৃথক্ ধর্মগ্রহণং ধর্মমাত্রস্যাপি কস্যচিদধ্যাসঃ ইতি দর্শয়িতুম্। ইতরেতরাবিবেকেন ইতি একতাপত্ত্যেব ইত্যর্থঃ।

কস্য ধর্মিণঃ কথং কুত্র চ অধ্যাসঃ, ধর্মমাত্রস্য বা ক্ব অধ্যাসঃ, ইতি ভাষ্যকারঃ স্বয়মেব বক্ষ্যতি। অহমিদং মমেদমিতি অধ্যাসস্য স্বরূপং দর্শয়তি।

পরিশিষ্ট—গ

পঞ্চপাদিকাবিবরণম্

পালনে বিমলসত্ত্ববৃত্তয়ে জন্মকর্মণি রজোজুষে লয়ে।
তামসায় জগতঃ পরাকৃতদ্বৈতজালবপুষে নমঃ সতে[১] ॥১॥
যস্যাঃ প্রসাদমবলম্ব্য জগদ্গুরূণা-
মপ্যস্খলদ্বহুগুণাঃ প্রসরন্তি বাচঃ।
সা বেদশাস্ত্রপরিনির্মিতবন্দ্যদেহা
ভূয়াৎ সমগ্রবরদৈব সরস্বতী নঃ ॥২॥
বিঘ্নাভিতাপমভিহত্য মদীয়কৃত্য-
বীজং প্রবৃদ্ধমদনুগ্রহবর্ষপাতৈঃ।
সম্প্রার্থিতঃ সিততরোঽপি গণেশমেঘঃ
সিঞ্চন্নভীষ্টফলমঙ্কুরয়ত্বমোঘম্ ॥৩॥
শ্যামোঽপি শ্রুতিকমলাববোধরাগঃ
শান্তঃ সন্নয়তি তমো বিনাশমন্তঃ।
নীরূপং প্রথয়তি যোঽপি গোসহস্রৈ-
স্তং ব্যাসং নমত জগত্যপূর্বভানুম্ ॥৪॥
উদ্ধৃত্য বেদপয়সঃ কমলামিবাব্ধে-
রালিঙ্গিতাখিলজগৎপ্রভবৈকমূর্তিম্।
বিদ্যামশেষজগতাং সুখদামদাদ্ য-
স্তং শঙ্করং বিমলভাষ্যকৃতং নমামি ॥৫॥
বন্দে তমাত্মসম্বুদ্ধস্ফুরদ্ব্রহ্মাববোধতঃ।
অর্থতোঽপি ন নাম্নৈব যোঽনন্যানুভবো গুরুঃ ॥৬॥
প্রকাশাত্মা যতিঃ সম্যক্ প্রাপ্তবিদ্যাশুশ্রুৎসয়া।
যথাশ্রুতং যথাশক্তি ব্যাখ্যাস্যে পঞ্চপাদিকাম্[২] ॥৭॥
বিদিতসকলবেদ্যৈর্ন প্রশংসন্তি লোকে
গ্রথিতমপি মহদ্ভিঃ কিং পুনর্মাদৃশেন।
ইতি বিফলসমেঽস্মিন্ বাগ্ব্যয়েঽহং প্রবৃত্তঃ
স্বমতিবিমলতায়ৈ ক্ষন্তুমর্হন্তি সন্তঃ ॥৮॥

১। এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি কাদম্বরী গ্রন্থের মঙ্গলশ্লোকের অনুরূপ—
রজোজুষে জন্মনি সত্ত্ববৃত্তয়ে স্থিতৌ প্রজানাং প্রলয়ে তমঃস্পৃশে।
অজায় সর্গস্থিতিনাশহেতবে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মনে নমঃ ॥
(কাদম্বরী, মঙ্গলশ্লোক ১)

২। এই প্রবন্ধের ৪৩-৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রারিপ্সিতগ্রন্থস্য অবিঘ্নেন পরিসমাপ্তিপ্রচয়গমনাভ্যাং শিষ্টাচারপরিপালনায় চ অভিলষিতদেবতাপূজানমস্কারঃ কর্তব্যঃ, শাস্ত্রার্থশ্চ তত্ত্বম্পদার্থবিবেকোপায়লভ্যঃ প্রত্যগ্ ব্রহ্মণোরেকত্বলক্ষণঃ সঙ্ক্ষেপতো দর্শনীয়ঃ কৃৎস্নস্য ভাষ্যস্য তত্র তাৎপর্য-কথনায়, ইতি তদুভয়ং শ্রুত্যর্থাভ্যাং সঙ্ক্ষেপতো দর্শয়তি—অনাদ্যানন্দকূটস্থজ্ঞানা-নন্তসদাত্মনে। অভূতদ্বৈতজালায় সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ইতি॥ কৃৎস্নস্য ভাষ্যস্য ব্রহ্মাত্মৈকত্বে তাৎপর্যং তত্র দর্শিতম্। উত্তরত্র বিভজ্য তাৎপর্যদর্শনাৎ ॥

তত্র দেবতাগুরুবিষয়া পূজানমস্কারাদ্যুপবৃংহিতা ভক্তিঃ বক্তুঃ উক্ত-প্রয়োজনসম্পাদিন্যপি শ্রোতৃণামপি বিদ্যাঙ্গভাবং প্রতিপদ্যতে ইতি বাঙ্মনঃ-কায়প্রণিধানৈঃ গুরূনভিপূজয়তি—নমঃ শ্রুতিশিরঃপদ্মষণ্ডমার্তণ্ডমূর্তয়ে—ইত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। যৎকার্যমুদ্দিশ্য মঙ্গলাচরণং সম্পাদিতং তৎ নির্দিশতি—পদাদিবৃন্তভারেণ ইতি।

[1]ননু নেদং ভাষ্যং ব্যাখ্যানপদবীমুপারোঢুমর্হতি, ভাষ্যলক্ষণাভাবাৎ।

সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥ ইতি

হি ভাষ্যলক্ষণং বদন্তি। তত্র 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইতি সূত্রে অনুবাদ-পরিহারায় শাস্ত্রে পুরুষপ্রবৃত্তিসিদ্ধয়ে চ 'কর্তব্যা' ইতি পদমধ্যাহর্তব্যম্। তত্র জিজ্ঞাসাপদেন অন্তর্ণীতং বিচারমুপলক্ষ্য[2] অনুষ্ঠানযোগ্যতয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য ব্রহ্মজ্ঞানায় বিচারঃ কর্তব্যঃ ইতি সূত্রবাক্যস্য শ্রৌতোঽর্থঃ সম্পদ্যতে, অর্থাৎ

১। 'ননু নেদং ভাষ্যম্' এইভাবে বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি একটি আলোচনার সূত্রপাত করিতেছেন। অধ্যাসভাষ্য ও শারীরকমীমাংসাভাষ্যের অংশ বলিয়া শঙ্করাচার্যরচিত ঐ অধ্যাসভাষ্যকেও ভাষ্য বলাই রীতি; কিন্তু পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেন যে, অধ্যাসভাষ্যকে ভাষ্য বলা যায় না। এই প্রসঙ্গটি ২৮৮ পৃষ্ঠার 'প্রবৃত্ত্যঙ্গভাবায় ইত্যর্থঃ' পর্যন্ত বিবরণগ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই অনুচ্ছেদটির শেষ পর্যন্ত—'অতো ন ব্যাখ্যানার্হম্' পর্যন্ত—পূর্বপক্ষীর বক্তব্য। এই প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ১২২ পৃঃ হইতে ১৪১ পৃঃ পর্যন্ত প্রসঙ্গটি স্থান লাভ করিলেও তন্মধ্যে ১২৭ পৃঃ পর্যন্ত পূর্বপক্ষীর বক্তব্য। অবশিষ্টাংশ সিদ্ধান্তপক্ষের যুক্তি।

২। ১২৩-১২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অধিকারিবিশেষণমোক্ষসাধনং ব্রহ্মজ্ঞানমিতি সিধ্যতি, সন্নিধানাচ্চ বেদান্তবাক্যবিচারঃ ইতি শ্রুত্যর্থাভ্যাং সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য মোক্ষসাধনব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবাক্যবিচারঃ কর্তব্য ইতি সূত্রবাক্যস্য তাৎপর্যেণ প্রতিপাদ্যোঽর্থোঽবগতঃ। তত্র ইদং ভাষ্যং ন সূত্রার্থকলামপি প্রতিপাদয়তি, অতো ন ব্যাখ্যানার্হম্।

ইত্যেতং শঙ্কিতং দোষং পরিহরন্ ভাষ্যখণ্ডস্য সূত্রেণ অর্থাদুপাত্তবিষয়প্রয়োজনপ্রতিপাদনে তাৎপর্যং দর্শয়তি—'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' ইত্যাদি 'অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' ইত্যন্তং ভাষ্যম্ 'অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে' ইত্যনেন ভাষ্যেণ পর্যবস্যৎ শাস্ত্রস্য বিষয়ঃ প্রয়োজনং চ অর্থাৎ প্রথমসূত্রেণ সূত্রিতে ইতি প্রতিপাদয়তি ইতি।" তত্র 'নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ ইত্যন্তং ভাষ্যম্' ইতি গ্রন্থঃ 'শাস্ত্রস্য বিষয়ং প্রয়োজনং চ প্রতিপাদয়তি' ইত্যুত্তরেণ সম্বধ্যতে॥

[১]ননু কথং ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি? শাস্ত্রারম্ভনিমিত্তবিষয়প্রয়োজনসিদ্ধিহেতোঃ অধ্যাসস্য উপস্থাপকত্বাৎ ইতি ক্রমঃ। হেতুবচনং হি প্রতিজ্ঞাতার্থমেব সাধয়তি।

তথা হি—[২]এতৎ শাস্ত্রম্ আরম্ভণীয়ম্, সম্ভাবিতবিষয়প্রয়োজনত্বাৎ, কৃষ্যাদ্যারম্ভবৎ; শাস্ত্রং চ সম্ভাবিতবিষয়প্রয়োজনম্, অবিদ্যাত্মকবন্ধপ্রত্যনীকত্বাৎ জাগ্রদ্বোধবৎ, ইতি॥

তদেবং শাস্ত্রস্যারম্ভনিমিত্তবিষয়প্রয়োজনবত্ত্বপ্রত্যনীকস্য বন্ধস্য অবিদ্যাত্মকত্বং নির্দিশৎ ভাষ্যদ্বয়ং বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি ইতি।[৩] ননু বন্ধস্যাবিদ্যাত্মকত্বলক্ষণো হেতুরসিদ্ধঃ, কথমসিদ্ধম্ অসিদ্ধেন সাধ্যতে ইতি; অত আহ—সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে ইত্যনেন ভাষ্যেণ পর্যবস্যৎ ইতি। বিষয়াদিসিদ্ধিহেতোঃ অধ্যাসস্য সিদ্ধিহেতুভূতানি লক্ষণসম্ভাবনাসদ্ভাবপ্রমাণানি প্রতিপাদয়তা ভাষ্যেণ সহ লক্ষণাদিভিঃ স্বার্থম্ অধ্যাসং সাধয়িত্বা বিষয়প্রয়োজনে সাধয়তি ইত্যর্থঃ। অত এব ব্যবধানাব্যবধানাভ্যাং বিষয়াদেঃ সাধকত্বাৎ 'এতদন্তম্' 'অনেন পর্যবস্যৎ' ইতি ভাষ্যস্য বিভাগেন উপাদানং কৃতম্।

১। ১৯২-৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। ১৩০-৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ১৩৪-৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

নহু তর্হি 'সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ' ইত্যনেন পর্যবস্তং ইতি বক্তব্যম্। সত্যম্। 'অশ্যানর্থহেতোঃ' ইতি ভাষ্যস্য বিষয়-প্রয়োজনয়োঃ বেদান্তবাক্যসম্বন্ধকথন-দ্বারেণ বিচারশাস্ত্রসম্বন্ধপ্রতিপাদনপরত্বাৎ বিচারশাস্ত্রীয়বিষয়প্রয়োজনসাধনে সব্যবধানত্বসাম্যেন পূর্বভাষ্যেণ সহ উপাদানং কৃতম্।

নহু এবমপি অসূত্রসম্বন্ধিনী বিষয়প্রয়োজনে কিমিতি প্রতিপাদ্যেতে ইতি; অত আহ—'বিষয়ঃ প্রয়োজনং চ অর্থাৎ প্রথমসূত্রেণ সূত্রিতে ইতি' ইতি। ইতিশব্দো হেতৌ। যস্মাৎ প্রথমসূত্রেণ অর্থাৎ সূত্রিতে তস্মাৎ প্রতিপাদয়তি ইতি॥

[১]কঃ পুনরস্য সূত্রস্য প্রসঙ্গঃ ইতি। উচ্যতে—নিত্যেনৈব অধ্যয়নবিধিনা অধীতস্বাধ্যায়ঃ বেদান্তবাক্যেষু আপাতদর্শনেন ইদমবগচ্ছতি—'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ম্' ইত্যুপক্রমাৎ সর্বতো বিরক্তস্য আত্মপ্রেপ্সোঃ 'আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব-মিদং বিজ্ঞাতম্' 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যুপসংহারাৎ অমৃতত্বসাধনম্ আত্মদর্শনম্ 'দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যনূদ্য তাদর্থ্যেন মননিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকার্যঙ্গাভ্যাং সহ শ্রবণং নাম অঙ্গি বিধীয়তে ইতি। স চ, তত্র কিয়দ্বিশেষণপর্যন্তঃ অধিকারী? কিম্প্র-মাণকশ্চ? কো বা অসৌ বেদান্তবাক্যবিচারঃ? অন্ততঃ প্রাপ্তঃ অপ্রাপ্তো বা? কথং বা আত্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনম্? কিংপ্রমাণকং চ তৎ? কিং বা তৎ আত্মতত্ত্বম্? কিংপ্রমাণকং চ? ইতি জিজ্ঞাসতে। তং চ জিজ্ঞাসুং পুরুষার্থকামম্ উপলভমানো ভগবান্ বাদরায়ণঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য মোক্ষসাধন-ব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবাক্যবিচারং বিদধতো বিধেঃ অপেক্ষিতাধিকারিবিষয়ফলানু-বন্ধত্রয়ম্ আগমিকমপি ন্যায়েন নির্ণেতুং সূত্রয়ামাস—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইতি। শ্রুতিসূত্রয়োঃ ঐকরূপ্যাবগমাৎ। মননিদিধ্যাসনয়োশ্চ শ্রবণাঙ্গত্বম্ উত্তরত্র বক্ষ্যামঃ। নহু 'শ্রোতব্যঃ' ইতি বিধিঃ মোক্ষসাধনব্রহ্মাত্মজ্ঞানায় বেদান্ত-বাক্যবিচারং সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য বিধাতুং ন শক্নোতি, শ্রবণাদীনাং বিষয়া-বগমং প্রতি অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধসাধনত্বাৎ। ন চ অবঘাতাদিবৎ উভয়ার্থতা সম্ভবতি, দৃষ্টাদৃষ্টপ্রকারদ্বয়সাধ্যাপূর্ববৎ ইহ অদৃষ্টসাধ্যস্যাভাবাৎ আত্মাবগমস্য দৃষ্টো-পায়মাত্রসাধ্যত্বাৎ ইতি। নৈতৎ সারম্। আত্মতত্ত্বাপরোক্ষ্যস্য সর্বাদৃষ্টসাধ্যত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ অবঘাতাদিবৎ উভয়ার্থতয়া বিধানোপপত্তেঃ।

১। ১৯৬-৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

নন্থ বিধিপরত্বে বেদান্তানাং তন্নিষ্ঠতয়া ব্রহ্মস্বরূপস্য অসিদ্ধ্যাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ নাস্তি শ্রবণাদিবিধানম্ ইতি ভাষ্যকারৈরেব দর্শিতম্। সত্যম্। জ্ঞানবিধিঃ তত্র নিরাকৃতঃ, ন শ্রবণাদিবিধিঃ। তত্র উক্তদোষপ্রসঙ্গাভাবাৎ। কথম্? দর্শন-বিধানে হি ব্রহ্ম কর্মতয়া গুণভূতং প্রসজ্যতে। ব্রহ্মদর্শনমুদ্দিশ্য বিচারবিধানে তু স্বপ্রধানফলভূতদর্শনবিশেষণতয়া ব্রহ্মাপি স্বপ্রধানং ভবতি ন তু গুণভূতম্ ইতি বেদান্তৈঃ ব্রহ্মণি স্বপ্রধানে প্রতিপাদ্যমানে তদ্দর্শনায় শ্রবণাদিবিধানং নৈব বিরুধ্যতে ॥

নন্থ এবমপি উপক্রমোপসংহারাভ্যাম্ একস্মিন্ আত্মপ্রতিপাদনপরে বাক্যে কথম্ অবান্তরবাক্যৈঃ শ্রবণাদিবিধানং কল্প্যতে? ইতি। অবান্তরবাক্যভেদেন 'বিবিদিষন্তি' ইতি যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানসংযোগবিধানবৎ, 'উপরি হি দেবেভ্যঃ' ইতি উপরিধারণবিধানবৎ, মলবদ্বাসসো ব্রতকলাপবিধানবচ্চ ইতি ক্রমঃ। অথবা —'তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য' ইত্যাদিবাক্যং শ্রবণাদিবিধায়কমস্তু, তস্য তৎপরত্বাৎ। সূত্রকারেণ চ বক্ষ্যমাণত্বাৎ। সর্বথা তাবৎ মননিদিধ্যাসনাভ্যাম্ অঙ্গভূতাভ্যাং সহ শ্রবণবিধানম্ অস্ত্যেব। অতঃ তদপেক্ষিতানুবন্ধত্রয়নির্ণয়ায় সূত্রমারব্ধম্। কর্তব্যে চ অধিকারিণা মোক্ষসাধনব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবাক্য-বিচারে প্রথমসূত্রেণ প্রতিপাদিতে স চ কর্তব্যো বিচারঃ জন্মাদিসূত্রমারভ্য প্রবর্তিষ্যতে ইতি। তত্র বিধ্যপেক্ষিতেষু অধিকারিবিষয়ফলানুবন্ধেষু বিষয়-ফলয়োঃ উপপাদনায় বন্ধস্য মিথ্যাত্বং তত্র বর্ণ্যতে ইতি সূত্রসঙ্গতমেবেদং ভাষ্যং ব্যাখ্যেয়ম্ ইতি।

[১]নন্থ যদি অর্থাৎ বিষয়প্রয়োজনে সূত্রিতে, তর্হি ভাষ্যকারেণ সূত্রস্য তত্র ব্যাপারং দর্শয়িত্বা আক্ষেপসমাধানপূর্বকং সাক্ষাদেব প্রতিপাদনীয়ে বিষয়-প্রয়োজনে, অন্যথা সূত্রকারভাষ্যকারয়োঃ তত্র তাৎপর্যাভাবপ্রসঙ্গাৎ ইতি; তত্রাহ—এতচ্চ 'তস্মাদ্ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্য' মিত্যাদিভাষ্যে স্পষ্টতরং ভাষ্যকারেণোক্তম্ ইতি। প্রতিপাদয়িষ্যামঃ ইত্যধ্যাহারঃ।

প্রথমগ্রন্থোক্তমেবার্থম্ আক্ষেপসমাধানপূর্বকম্ অতিতরাং স্পষ্টীকর্তুং চোদয়তি—অত্রাহ যদ্যেবম্ ইতি। নন্থ 'অস্যানর্থহেতোঃ' ইতি ভাষ্যবৎ পূর্বভাষ্যমপি বিষয়াদিকমেব প্রতিপাদয়তি, কুতঃ তত্র পর্যনুযোগঃ ইতি;

১। ১৩৬-৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

নেত্যাহ—অহং মনুষ্য ইতি দেহেন্দ্রিয়াদিষু ইত্যাদিনেতি। অত্র বিচারকর্তব্যতা-বিষয়প্রয়োজনাধ্যাসানাম্ উত্তরোত্তরেণ পূর্বপূর্বস্য সাধ্যত্বস্য সূত্রেণৈব সূচিতত্বাৎ অধ্যাসসাধনদ্বারেণ বিষয়প্রয়োজনে সাধয়িত্বা বিচারকর্তব্যতা সাধনীয়া ইতি ক্রমনিয়মং বিবক্ষন্ আহ—উচ্যতে ইত্যারভ্য বক্ষ্যতি চৈতৎ ইত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন॥

[1]ননু ব্রহ্মজ্ঞানপ্রয়োজনাং বিচারকর্তব্যতাং সূচয়তা সূত্রেণ কথং বন্ধনিবৃত্তিঃ বিচারজ্ঞানয়োঃ প্রয়োজনত্বেন সূত্রিতা ইতি; তত্রাহ—ব্রহ্মজ্ঞানং হি সূত্রিতম্ অনর্থহেতুনিবর্হণম্ ইতি। বিচারসাধ্যজ্ঞানস্য প্রয়োজনম্ আকাঙ্ক্ষন্ বিচারবিধিঃ অধিকারিবিশেষণং মোক্ষং প্রয়োজনত্বেন প্রমিমীতে ইত্যর্থঃ। ননু অনর্থঃ নরকপাতাদিলক্ষণঃ অন্য এব, শরীরাদিপ্রতিভাসস্য চ মিথ্যাত্বং সাধ্যতে, ইতি কিং কেন সঙ্গতমিতি; নেত্যাহ—অনর্থশ্চ প্রমাতৃতাপ্রমুখং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বম্ ইতি। নিবর্ততাং তর্হি জ্ঞানেন বস্তুভূতমেব প্রমাতৃত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বমিতি; নেত্যাহ—তদ্‌যদি বস্তুকৃতম্ ইতি। তথা হি—চিত্রাবয়বিনি নীলবিশিষ্টদ্রব্যজ্ঞানং স্ববিষয়ং বা স্ববিষয়সমবেতং বা রসাদিকং বিরোধিনং বা পীতিমাদিগুণং ন নিবর্তয়তি, স্ববিষয়ানববোধ এব কেবলঃ তেন নিবর্ত্যতে। স্বাশ্রয়গতং বস্তু জ্ঞানেন নিবর্তত ইতি চেৎ, ন—ঘটাদিজ্ঞানেন আত্মগতধর্মাধর্মাদিগুণানিবৃত্তেঃ। ন চ আশ্রয়বিষয়োভয়সম্বন্ধি বস্তু জ্ঞানেন নিবর্ততে। আত্মনঃ শরীরবিষয়জ্ঞানেন দেহাত্মসম্বন্ধাত্যনিবৃত্তেঃ ইতি। ননু ন দৃষ্টসামর্থ্যাৎ জ্ঞানাৎ বন্ধনিবৃত্তিঃ, যেন অবিদ্যাত্মত্বং বর্ণ্যেত, কিন্তু আগম এব জ্ঞানাৎ বন্ধনিবৃত্তিং শ্রাবয়তি। ননু শ্রুতোপপত্ত্যর্থমেব বন্ধস্য অবিদ্যাত্মত্বং বর্ণনীয়মেব, যথা আগ্নেয়াদীনাং ষণ্ণাং যাগানাম্ অধিকারাপূর্ববিষয়তয়া অপূর্বকরণভাবে শ্রুতেঽপি কালান্তরভাবি-প্রধানাপূর্বসাধনত্বোপপত্ত্যর্থং ক্রমভাবিযাগকর্মজন্যানি মধ্যবর্তীনি অবান্তরাপূর্বাণি কল্প্যন্তে, যথা বা শ্রুতস্যৈব স্বর্গসাধনত্বস্য উপপত্তয়ে অপূর্বং কল্প্যতে, তদ্বৎ। ননু তত্র ক্ষণিকানাং কর্মণাং কালান্তরবর্তিফলসাধনত্বাভাবব্যাপ্তিনিয়মাৎ লোকে, বেদেঽপি স্বর্গাপূর্বসিদ্ধ্যৈ মধ্যে অপূর্বাণি কল্প্যন্তে শ্রুতোপপত্তয়ে ইতি। তর্হি ইহাপি ব্যাপ্তিনিয়তিঃ অস্তি ইত্যাহ—যতো জ্ঞানম্ অজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্ ইতি। অতঃ সূত্রস্যৈব বন্ধস্য অবিদ্যাত্মকত্বে ব্যাপারাৎ সূত্রার্থবিচারকর্তব্যতোপপত্ত্যর্থ-

১। ১৩৫-৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজনসাধনায় অধ্যাসো বর্ণনীয়ঃ ইত্যাহ—'তৎ যদি' ইত্যাদিনা 'সূত্রার্থো-পপত্ত্যুপযোগিতয়া' ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। নন্বু সূত্রেণ প্রথমপ্রতিপন্নং প্রতিপাদ্যম্ অর্থমুল্লঙ্ঘ্য কিমিতি চরমপ্রতিপন্নম্ আর্থিকার্থমেব ভাষ্যকারঃ প্রথমং বর্ণয়তি ইতি; তত্রাহ—সকলতন্ত্রোপোদ্‌ঘাতঃ ইতি। প্রতিপাদ্যমর্থং বুদ্ধৌ সংগৃহ্য প্রাগেব তদর্থমর্থান্তরবর্ণনম্ উপোদ্‌ঘাতঃ প্রতিপাদ্যং বহিরেব প্রতিজ্ঞায় পশ্চাৎ তৎসিদ্ধিহেতূপবর্ণনং প্রতিপাদনম্ ইতি বিভাগঃ। তন্ত্রম্ ইতি তন্ত্রার্থো ব্রহ্মাত্মৈক-ত্বমুচ্যতে। নন্বু ভবতু প্রয়োজনসিদ্ধিহেতুঃ অধ্যাসঃ, কথং তন্ত্রার্থসিদ্ধিহেতুঃ? ইত্যাশঙ্ক্য, তৎকথনায় তন্ত্রার্থং প্রথমং কথয়তি তথা চাস্য শাস্ত্রস্য ইতি। ঐদম্পর্যং প্রতিপাদিতম্ ইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। তদেব ঐদম্পর্যং দর্শয়তি—সুখৈকতানেত্যাদিনা। অয়মর্থঃ—'ব্রহ্মাত্মৈকত্বে বেদান্তাঃ পর্যবস্যন্তি' ইতি যদিদং বেদান্তশাস্ত্রস্য ঐদম্পর্যং তৎ সূত্রভাষ্যাভ্যাং প্রতিপাদিতম্ ইতি। তন্ত্রার্থং প্রদর্শ্য তস্য অধ্যাসসিদ্ধ্যধীনতয়া অধ্যাসস্য প্রথমবর্ণনীয়তাং দর্শয়তি—তচ্চাহং কর্তা সুখী দুঃখী ইতি। নন্বু শাস্ত্রমেব প্রত্যক্ষাভিমতমপি বন্ধম্ আভাসীকৃত্য ব্রহ্মাত্মৈকত্বং প্রতিপাদয়িষ্যতি, কিং পৃথক্ অধ্যাসবর্ণনেন ইতি; তত্রাহ—তাবৎ জরদ্‌গবাদিবাক্যবৎ ইতি। নন্বু শাস্ত্রার্থসিদ্ধিঃ অধ্যাসপরাধীনা চেৎ স এব তর্হি অধ্যাসঃ সূত্রকারেণ মুখতো বর্ণনীয়ঃ, তস্য প্রাধান্যাৎ, অন্যথা তত্র অতাৎপর্যপ্রসঙ্গাৎ; ইতি তত্রাহ—বক্ষ্যতি চ এতৎ ইতি। তর্হি উপোদ্‌ঘাতত্বাৎ প্রথমমেবাধ্যাসবিষয়ং সূত্রং প্রণেতব্যমিতি চোদয়তি—যদ্যেবম্ ইতি। অর্থ নির্ণয়প্রধানত্বাৎ বাদকথালক্ষণায়াং প্রতিপাদনপ্রক্রিয়ায়াং প্রবৃত্তঃ সূত্রকারঃ ন উপোদ্‌ঘাতপ্রক্রিয়ায়াম্ ইতি পরিহরতি—মৈবম্, অর্থ বিশেষোপপত্তেঃ ইতি। তর্হি ভাষ্যকারেণাপি যথাসূত্রক্রমমেব প্রবর্তিতব্যং ন তু সূত্রক্রমমতিলঙ্ঘ্য ইতি; তত্রাহ—ভাষ্যকারস্তু ইতি। সুখপ্রতিপত্ত্যর্থম্—প্রবৃত্ত্যঙ্গভাবায় ইত্যর্থঃ।

[১]নন্বু এবমপি ন ব্যাখ্যেয়মিদং ভাষ্যম্। শাস্ত্রাদৌ মঙ্গলাচরণাভাবাৎ,

---

১। 'নন্বু এবমপি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তৎ কথম্ ইতি' পর্যন্ত বিবরণগ্রন্থে পূর্বপক্ষী প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য তাঁহার শারীরকমীমাংসাভাষ্যে মঙ্গলাচরণ না করায় শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়াছেন। যে-ভাষ্যে শিষ্টাচার লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যার যোগ্য নয়, ইহা পূর্বপক্ষীর আশয়। এই আলোচনার জন্য বর্তমান প্রবন্ধের ১৪২-৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বিঘ্নোপসংসৃষ্টতয়া শাস্ত্রার্থে অপ্রতিপত্ত্যন্যথাপ্রতিপত্তিবিপ্রতিপত্তিসম্ভবাৎ, শিষ্টাচারপরিপালনহীনতয়া চ অনাপ্তপ্রণীতত্বপ্রসঙ্গাৎ ইতি চোদয়তি—ননু চ গ্রন্থকরণাদিকার্যারম্ভে ইতি। ননু শিষ্টানাং নিষ্ঠীবনাদিপ্রবৃত্তিঃ কিমন্যেন অনুসরণীয়া ইতি ; নেত্যাহ—শিষ্টাচারশ্চ নঃ প্রমাণম্ ইতি। আচারঃ ইতি ধর্মঃ ইত্যেবানুষ্ঠীয়মানং কর্ম, প্রমাণং—কর্তব্যম্ ইত্যর্থঃ। ননু প্রয়োজনাভাবাৎ কিং মঙ্গলাচরণেন ইতি ; নেত্যাহ—প্রসিদ্ধং চ মঙ্গলাচরণস্য ইতি। ননু অত্র বিঘ্ন এব নাস্তি, অল্পারম্ভত্বাৎ ইতি ; নেত্যাহ—মহতি চ ইতি। ননু সম্ভাবনামাত্রাৎ ন প্রবৃত্তিঃ বিঘ্নশান্তয়ে, কিন্তু নিশ্চয়াদ্ ইতি ; তত্রাহ—প্রসিদ্ধং চ ইতি। ননু লোকপ্রসিদ্ধিঃ নির্মূলা ন বিঘ্ননিশ্চয়হেতুঃ ইতি, অত আহ—বিজ্ঞায়তে চ ইতি। উপসংহরতি—তৎ কথম্ ইতি।

[১]'সর্বদা সর্বকার্যেষু নাস্তি তেষামমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥'

ইতি স্মৃতেঃ শিষ্টাচারপরিপালনায় বিঘ্নোপশান্তয়ে চ বিশিষ্টদেবতাতত্ত্বানুস্মরণ-লক্ষণং মঙ্গলাচরণং কৃতম্ ইত্যাহ—অত্রোচ্যতে ইতি। কিং তত্র প্রমাণম্ ইতি ; অত আহ—যুষ্মদস্মদিত্যাদি ইতি। ইত্যন্তমেব ভাষ্যং প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ, মঙ্গলাচরণম্ ইতি বা। কথমিদং বিশিষ্টদেবতানুস্মরণং গময়তি ইতি ; তত্রাহ—অস্য চ অয়মর্থঃ ইতি। ননু নেহ বিশুদ্ধাত্মতত্ত্বদেবতা অনুস্মর্যতে, কিন্তু অধ্যাসাভাবো বর্ণ্যতে ইতি। সত্যম্। তাদর্থ্যেন তত্ত্বমপ্যনুস্মর্যতে ইত্যাহ—তৎ কথংচন ইতি। ননু অন্যপরত্বাৎ দেবতানুস্মৃতিঃ অবিবক্ষিতা ন কার্যকরী ইতি ; নেত্যাহ—তদন্যপরাদেব ইতি। অন্যার্থমপি দেবতানুস্মরণং স্বভাবাদেব বিঘ্নোপপ্লবং ধক্ষ্যতি, ধূমার্থ ইব বহ্নিঃ তৃণাদিকম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ব্যাখ্যেয়ত্বং প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাৎ ইতি।

অন্যার্থপ্রবৃত্তেন যুষ্মদস্মদিত্যাদিপদদ্বয়মর্থাদ্ ব্যাখ্যাতম্। উত্তরপদং ব্যাখ্যাতুং ভাষ্যমাদদাতি—বিষয়বিষয়িণোঃ ইত্যাদিনা। তত্র দ্বিবিধো বিরোধঃ, দ্বিবিধা চ ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ। কথম্ ? দ্বয়োঃ পদার্থয়োরেকদেশকালাবস্থানসামর্থ্যাভাবঃ পদার্থধর্মো বিরোধঃ, তন্নিমিত্তঃ অবস্থানলক্ষণ-কার্যাভাবঃ ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ ইত্যেকঃ স্কন্ধঃ। অপরস্তু পদার্থয়োরিতরেতরাত্মতাসামর্থ্যাভাবঃ পদার্থধর্মো বিরোধঃ, তন্নিমিত্তঃ ইতরেতরাত্মতালক্ষণকার্যাভাবঃ ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ ইতি। অতঃ দ্বৈবিধ্যাৎ পৃচ্ছতি—কোঽয়ং বিরোধঃ ইত্যাদিনা। তত্র প্রথমং

১। 'সর্বদা সর্বকার্যেষু' হইতে 'উপসংহরতি—তস্মাৎ ইতি' পর্যন্ত অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শঙ্করাচার্য মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং শিষ্টাচারও পরিপালিত হইয়াছে। ইহা এই প্রবন্ধের ১৪৫-৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পক্ষং দূষয়তি 'যদি তাবৎ' ইত্যাদিনা 'সহাবস্থানমুক্তম্' ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। তত্র তমঃপ্রকাশশব্দাভ্যাং ছায়াতপ-শীতোষ্ণগ্রহণমঙ্গীকৃত্য তত্রাপি সহাবস্থানমুক্তং বেদিতব্যম্। ইদানীং দ্বিতীয়ং পক্ষমবলম্বতে—'উচ্যতে—পরস্পরানাত্মতালক্ষণো বিরোধঃ' ইত্যাদিনা।

[১]ননু তমো নাম আলোকাভাবমাত্রম্ ইতি কেচিৎ, রূপদর্শনাভাবমাত্রম্ ইত্যন্যে, তৎ কথং দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ ভাবরূপয়োঃ ইদং দৃষ্টান্তত্বেন আদ্রিয়তে ইতি। উচ্যতে—উপচয়াপচয়াদ্যবস্থাভেদবিশেষবিশিষ্টং রূপবত্তয়া চ উপলভ্যমানং তমঃ কথং দ্বয়ীমভাববিধাম্ আসীদেৎ। বহুলালোকবিততেঽপি দেশে নিমীলিতনয়নস্য গোলকান্তরবর্তিতমোদর্শনম্ অন্ধকারোপলব্ধিঃ পিহিতকর্ণপুটস্য আন্তরশব্দোপলব্ধিবৎ ন বিরুধ্যতে। আলোকবিনাশিতস্য চ তমসঃ পুনঃ মূলকারণাদেব ঝটিতি মহাবিদ্যুদাদিজন্মবৎ জন্ম সিধ্যতি।

ননু রূপবতো দ্রব্যস্য স্পর্শবত্ত্বনিয়মাৎ তদ্রহিতং তমঃ কথং রূপবৎ দ্রব্যম্ অবগম্যতে। নৈষ দোষঃ—বায়োরন্যত্র স্পর্শবদ্দ্রব্যস্য রূপবত্ত্বনিয়মেঽপি রূপরহিতস্য স্পর্শবতো বায়োরভ্যুপগমাৎ তদ্বৎ দর্শননিয়মাদেব স্পর্শহীনস্য রূপবত্তমসঃ সিদ্ধেঃ। ধূমস্য চ রূপবতঃ চক্ষুঃপ্রদেশাদন্যত্র স্পর্শানুপলব্ধিঃ, তদ্বৎ সর্বস্পর্শহীনং তমঃ কিং ন স্যাৎ। সবিতৃকিরণবিততেঽপি দেশে প্রদীপালোকজন্মবিনাশয়োঃ প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবেতরেতরাভাবেষু তমোবুদ্ধ্যদর্শনাৎ নালোকাভাবমাত্রং তমঃ॥ সর্বালোকাভাবশ্চেৎ সর্বালোকাসন্নিধানে তর্হি ন নিবর্তেত। বহুলান্ধকারসংবৃতাপবরকান্তরবস্থিতস্যাপি বহিঃ রূপদর্শনেন সহ অপবরকান্তঃ তমোদর্শনাৎ ন রূপদর্শনাভাবমাত্রম্ তমঃ ইতি অলমতিপ্রসঙ্গেন।

ননু দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ তয়োঃ বিভ্রমনিমিত্তং তাদাত্ম্যাবভাসং ন নিরুণদ্ধি, শুক্তিকারজতয়োরপি হি তাদাত্ম্যহীনয়োরেব বিভ্রমনিমিত্তম্ ঐকাধিকরণ্যমবভাসতে, তদ্বৎ ইহাপি স্যাৎ ইতি চোদয়তি—কথম্ ইতি। সত্যম্ ইদমংশমাত্রস্য অধিষ্ঠানস্য রজতস্য চ অধ্যস্যমানস্য ক্বচিৎ তাদাত্ম্যমস্ত্যেব। ততশ্চ অধিষ্ঠানসামান্যাংশস্য অধ্যস্যমানবিশেষাংশস্য চ ক্বচিৎ সামান্যবিশেষভাবেন বা গুণগুণিভাবেন বা সমানাধিকৃতস্য অন্যত্র অন্যতরাংশবতঃ পদার্থস্য দর্শনাৎ অন্যতরাংশাধ্যাসো বিভ্রমো দৃষ্টঃ। তদ্বৎ ইহ অধিষ্ঠানস্য চিতঃ অধ্যস্যমানস্য চ অনাত্মনো নাস্তি ইত্যাহ—স্বতঃ তাবৎ বিষয়িণঃ চিদেকরসত্বাৎ ন যুষ্মদংশসম্ভবঃ ইত্যাদিনা।

১। 'ননু তমো নাম' হইতে 'ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন' পর্যন্ত বিবরণগ্রন্থে অন্ধকারের ভাবরূপত্ব আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে ১৪৯-৬২ পৃঃ পর্যন্ত ইহা বিশদভাবে সমীক্ষিত হইয়াছে

অয়মাশয়ঃ—দ্রষ্টুঃ অচিদংশঃ স্বাভাবিকো বা স্যাৎ আগন্তুকো বা। ন স্বাভাবিকঃ ইত্যাহ—স্বত ইতি। চৈত্যং হি জড়ং চৈতন্যস্য কর্মকারকতয়া অবভাসতে। তৎ কথমেকস্যাং ক্রিয়ায়াং কর্তুঃ বিপরীতস্থানগতং কর্মকারকম্ আত্মা স্যাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। আগন্তুকশ্চেৎ সহেতুরহেতুর্বা। নির্হেতুশ্চেৎ তত্রাহ—অপরিণামিত্বাৎ ইতি। ন হি নিরবয়বং বস্তু স্বতঃ সাবয়বাকারেণ পরিণমমানং দৃষ্টম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ন সহেতুঃ ইত্যাহ—নিরঞ্জনত্বাৎ ইতি। ন হি নিরবয়-বমাকাশং হেতুপরাগাৎ পরিণমমানং দৃষ্টম্ ইত্যর্থঃ। তর্হ্যনাত্মৈব অধিষ্ঠানম্ আত্মাংশাত্মকং ক্বচিৎ দৃষ্টম্ ইতি ; নেত্যাহ—বিষয়স্যাপি ইতি॥

সমত্বাৎ ইতি। অয়মর্থঃ—যথা দ্রষ্টুঃ দ্রষ্ট্রন্তরং ন প্রত্যক্ষগোচরঃ, অপি তু অনু-মেয়মেব তৎ, এবং বিষয়োঽপি স্যাৎ ইতি। পরতোঽপি ন অনাত্মনঃ চিদাকার-পরিণামঃ। জড়োপাদানস্যাপি কার্যস্য জড়ত্বাৎ। তর্হি আত্মচৈতন্যমেব অনাত্মা স্বাংশত্বেন স্বীকরোতি ইতি চেৎ ; তত্রাহ—চিতেঃ অপ্রতিসংক্রমত্বাৎ ইতি॥

তস্মাৎ ক্বচিদপি তাদাত্ম্যাদর্শনাৎ অন্যত্র অন্যতরাংশদর্শনেন অন্যতরাং-শাধ্যাসো নোপপদ্যতে ইতি। তদ্ধর্মাণামপি সুতরাম্ ইত্যারভ্য অভাব এবাধ্যাসস্য যুক্তঃ ইত্যতঃ প্রাক্তনো গ্রন্থঃ স্পষ্টার্থঃ।

নন্বু অহঙ্কারাদিষু শরীরান্তরেষু অহমিত্যেব প্রত্যয়ঃ, ন তু ইদমিতি, কথমেষাং যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরত্বম্ ইতি ; তত্রাহ—তদ্বলনির্ভাসিততয়া ইতি। তস্য—অস্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য চৈতন্যস্য বলেন নির্ভাস্যত্বাৎ অহঙ্কারাদেঃ প্রতিভাসতো যুষ্মদর্থত্বাভাবেঽপি অপরোক্ষতয়া অবভাস্যত্বেন লক্ষণেন যুষ্মদর্থভাবো যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিব অবভাসন্তে ইতি। অন্তঃকরণবৃত্ত্যু-পাধৌ নানেব অবভাসন্তে ইত্যর্থঃ।

ভূয়োঽবয়বসামান্যসাদৃশ্যাভাবাৎ আত্মনি কর্তৃত্বাদেঃ অহঙ্কারাদ্যুপাধিনিমিত্ত-ভ্রমত্বেঽপি, শরীরাদ্যধ্যাসস্য সোপাধিকভ্রমত্বাভাবাৎ। দ্রষ্টরি অহঙ্কারাদিশরীরান্ত-পদার্থাধ্যাসস্য অসম্ভবং প্রাপ্তম্ অঙ্গীকরোতি—যদ্যপ্যেবম্ ইতি। নিরুপাধিক-ভ্রমকার্যদর্শনমেব গুণাবয়বসামান্যাভাবেঽপি 'কেতকীগন্ধসদৃশঃ সর্পগন্ধঃ' ইতিবৎ সাদৃশ্যান্তরং বা শঙ্খপীতিমাদাবিব কারণান্তরং বা কল্পয়তি ইত্যাহ—'তথাপি' ইত্যাদিনা 'এবমধ্যাসস্যাপি ইত্যভিপ্রায়ঃ' ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। নৈসর্গিকশব্দার্থমাহ —প্রত্যক্চৈতন্যসত্তামাত্রানুবন্ধী ইতি। কথম্? আত্মনি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বদোষসংযোগ এব অধ্যাসঃ। তত্র ভোক্তৃত্বাধ্যাসঃ কর্তৃত্বাধ্যাসমপেক্ষতে। অকর্তুর্ভোগা-ভাবাৎ। কর্তৃত্বং চ রাগদ্বেষসংযোগাধ্যাসমপেক্ষতে। তদ্রহিতস্য কর্তৃত্বাভাবাৎ। দোষসংযোগশ্চ ভোক্তৃত্বমপেক্ষতে। অনুপভুক্তে অতজ্জাতীয়ে বা রাগাদ্যনুপপত্তেঃ। এবং বীজাঙ্কুরবৎ হেতুপরম্পরয়া অনাদিত্বাৎ অধ্যাসস্য নৈসর্গিকত্বম্ ইতি।

লোকব্যবহারশব্দঃ অধ্যাসাভিধায়ী ইতি দর্শয়তি—লোকঃ ইতি মনুষ্যোঽহম্ ইত্যাদিনা। ব্যবহারঃ—অভিজ্ঞা অভিবদনম্ উপাদানম্ অর্থক্রিয়া ইতি চতুর্বিধঃ। অতঃ মনুষ্যোঽহম্ ইতি জ্ঞানাভিধানে ব্যবহারশব্দম্ অর্হতঃ ইতি ভাবঃ॥

অন্যস্য অন্যাত্মতাবভাসঃ অবিদ্যা ইত্যুক্তে 'শুক্লঃ পটঃ' ইত্যাদিপ্রত্যয়ানাম্ অবিদ্যাত্বপ্রসঙ্গো মা ভূৎ ইতি সত্যস্য বস্তুনঃ মিথ্যাবস্তুসম্ভেদাবভাসঃ অবিদ্যা ইতি স্বসিদ্ধান্তমঙ্গীকৃত্য 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য' ইত্যুক্তম্, তৎ ব্যাচষ্টে—সত্যম্ অনিদং চৈতন্যম্ ইত্যাদিনা। (ননু ক্ত্বাপ্রত্যয়োপাদানাৎ অর্থতঃ ক্রিয়াভেদঃ পূর্বাপরীভাবশ্চ অঙ্গীকর্তব্যঃ, তৎ কথম্ অধ্যাসমিথুনীকরণলোকব্যবহারাণামেকার্থত্বম্ ইতি; নেত্যাহ—অধ্যস্য মিথুনীকৃত্য ইত্যাদিনা। ননু কিমিতি স্বরূপমাত্রপর্যবসানম্? ক্রিয়াভেদ এব ক্ত্বাপ্রত্যয়সামর্থ্যাদুপাদীয়তাম্ ইতি, নেত্যাহ—উপসংহারে চ ইতি। ন হি পদমাত্রবৈয়র্থ্যভয়াৎ বাক্যার্থঃ নৈসর্গিকত্বগুণবিশিষ্টঃ বিশেষ্যপদার্থঃ অধ্যাসঃ উপক্রমোপসংহারয়োঃ ভেত্তুং যুক্তঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিং তর্হি ক্ত্বাপ্রত্যয়াবলম্বনম্ ইতি; প্রতিপত্তিতঃ ক্রিয়াভেদপূর্বাপরীভাবৌ ইত্যাহ—অতঃ চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্ ইতিবদ্ ব্যপদেশমাত্রম্ ইতি। উপচারমাত্রম্ ইত্যর্থঃ। কথম্? একোঽপ্যধ্যাসঃ অন্যোন্যাত্মতা সত্যানৃতে অহমিদং মমেদম্ ইতি চ বিশেষণভেদাৎ বিশিষ্টঃ পরোপাধৌ ভিদ্যতে, বিশিষ্টাশ্চ প্রত্যয়াঃ ক্রমেণ বক্তুঃ ভবন্তি ইতি প্রতিপত্তিতঃ পূর্বাপরীভাবং বিশেষণভেদাচ্চ বিশিষ্টক্রিয়াভেদং চ অঙ্গীকৃত্য ক্ত্বাপ্রত্যয়ঃ ইতি।) তত্র অজ্ঞানম্ ইত্যুক্তে জ্ঞানাভাবমাত্রম্ উক্তং স্যাৎ, মিথ্যা ইত্যুক্তে ভ্রান্তিজ্ঞানম্ ইতি স্যাৎ, তদুভয়ব্যাবৃত্ত্যর্থং নিরূঢ্য পদার্থৌ দর্শয়তি—মিথ্যা চ তৎ অজ্ঞানং চ ইত্যাদিনা।

ননু কথং মিথ্যাজ্ঞানম্ অধ্যাসস্য উপাদানম্? তস্মিন্ সতি অধ্যাসস্য উদয়াৎ অসতি চ অনুদয়াৎ ইতি ক্রমঃ। ননু অধ্যাসস্য প্রতিবন্ধকং তত্ত্বজ্ঞানং, তদভাবশ্চ অজ্ঞানম্ ইতি প্রতিবন্ধকাভাববিষয়তয়া অজ্ঞানস্য অধ্যাসেন অন্বয়ব্যতিরেকৌ অন্যথাসিদ্ধৌ। নৈতৎ সারম্—পুষ্কলকারণে হি সতি কার্যোৎপাদবিরোধি প্রতিবন্ধকম্। ন চ অধ্যাসপুষ্কলকারণে সতি তত্ত্বজ্ঞানং কার্যপ্রতিবন্ধকতয়া জায়তে। কিন্তু অসত্যেব অধ্যাসকারণে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ঃ। তস্মাৎ ন অজ্ঞানান্বয়ব্যতিরেকৌ প্রতিবন্ধকাভাববিষয়ৌ। তথাপি বিরোধিসংসর্গাভাব ইতি চেৎ, ন—কার্যস্য কারণাপেক্ষা হি প্রথমমুৎপদ্যতে; ন বিরোধিসংসর্গাভাবাপেক্ষা। তস্মাৎ প্রথমাপেক্ষিতকারণকৢপ্তিমেব অন্বয়ব্যতিরেকৌ ন্যায়সহিতৌ কুর্বাতে।

ননু কৢপ্তং বিষয়েন্দ্রিয়াদিদোষঃ কারণম্ ইতি। সত্যম্। নিমিত্তং তু তৎ॥

উপাদানাপেক্ষায়াম্ অজ্ঞানমনুপ্রবিশতি। সর্বং চ কার্যং সোপাদানম্, ভাবকার্যত্বাৎ, ঘটাদিবৎ, ইত্যনুমানাৎ। ক্রিয়াগুণাদেরপি নাশ্রয়স্যৈব উৎপত্তেঃ উৎপদ্যমানাশ্রয়স্যৈব উপাদানত্বাৎ। নন্থ আত্মা অন্তঃকরণং বা ভ্রান্তিজ্ঞানোপাদানং ভবিষ্যতি। ন—আত্মনঃ অপরিণামিত্বাৎ। অন্তঃকরণস্য চ ইন্দ্রিয়সংযোগাদিসাপেক্ষত্বাৎ। মিথ্যার্থে চ প্রত্যয়মাত্রবিপরিবর্তিনি তদযোগাৎ, অধিষ্ঠানজ্ঞানেন অন্যথাসিদ্ধত্বাচ্চ তদন্বয়ব্যতিরেকয়োঃ। অন্তঃকরণস্য চ জড়ত্বাৎ অজ্ঞাতৃত্বাৎ আত্মনঃ অভ্রান্তত্বপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ মিথ্যার্থতজ্‌জ্ঞানাত্মকং মিথ্যাভূতম্ অধ্যাসম্ উপাদানকারণসাপেক্ষং প্রতি অনাশ্রয়স্থানতয়া কাচাদিনিমিত্তকারণেষু ভিদ্যমানেষু মিথ্যাভূতস্যৈব সর্বকার্যস্বভাবানুকূলস্য সর্বত্র অনুগমাৎ অজ্ঞানস্য আত্মাশ্রয়তয়া ভ্রান্তিজ্ঞানাশ্রয়কোটিনিক্ষিপ্তত্বাচ্চ মিথ্যাজ্ঞানমেব অধ্যাসোপাদানম্, ন আত্মান্তঃকরণকাচাদিদোষাঃ ইতি সূক্তম্। আত্মাশ্রয়াধ্যাসস্য শুক্তিকাসংসর্গো বিভ্রম ইতি বক্ষ্যতে। একস্যৈব অধ্যাসস্য নৈসর্গিকত্বং নৈমিত্তিকত্বং চ বিরুদ্ধম্ ইতি চোদয়তি—কথং পুনঃ ইতি।

তত্র প্রথমং তাবৎ অধ্যাসপ্রবাহজন্মনা উপাদানকারণরূপেণ নৈসর্গিকত্বং কার্যব্যক্তিরূপেণ নৈমিত্তিকত্বম্ ইতি অবিরোধং দর্শয়িতুম্ আত্মনি ভাবরূপমজ্ঞানং[১] সাধয়তি—অবশ্যমেষা অবিদ্যাশক্তিঃ ইতি। 'অবশ্যম্' ইতি 'এষা' ইতি চ প্রমাণদ্বয়বত্তামাহ[২]। প্রত্যক্ষং তাবৎ[৩]—অহমজ্ঞঃ মামন্যং চ ন জানামি ইত্যপরোক্ষাবভাসদর্শনাৎ। নন্থ জ্ঞানাভাববিষয়ঃ অয়মবভাসঃ? ন, অপরোক্ষাবভাসত্বাৎ 'অহং সুখী' ইতিবৎ। অভাবস্য চ ষষ্ঠপ্রমাণত্বাৎ। প্রত্যক্ষাভাববাদিনোঽপি ন আত্মনি জ্ঞানাভাবাবগমঃ সম্ভবতি। 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' ইতি প্রতিপত্তৌ আত্মনি ধর্মিণি প্রতিযোগিনি চ অর্থে অবগতে তত্র জ্ঞানসদ্ভাবাৎ জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ। অনবগতেঽপি ধর্ম্যাদৌ সুতরাম্ অভাবানবগমাৎ। ষষ্ঠপ্রমাণগোচরে ফললিঙ্গাভাবানুমেয়েঽপি জ্ঞানাভাবে আত্মাদৌ অবগতে অনবগতেঽপি আত্মনি জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ।

ইহ চ 'ত্বদুক্তমর্থং সংখ্যাং বা শাস্ত্রার্থং বা ন জানামি' ইতি বিষয়ব্যাবৃত্তমজ্ঞানমনুভূয় তচ্ছ্রবণাদৌ প্রবর্ততে।[৪]

১। ১৬২-৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। ১২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ১৬৭-৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। ১৭০-৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গক্রমে চিৎসুখাচার্যের প্রক্রিয়াটিও প্রণিধানযোগ্য। তজ্জন্য ১৭২-৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভাবরূপাজ্ঞানপ্রত্যক্ষবাদে তু সত্যপি আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানে জ্ঞানাভাবস্যেব ভাবান্তরস্যাপি ন অনুপপত্তিঃ নিয়ন্তুং শক্যতে। ন চ আশ্রয়প্রতিযোগি-জ্ঞানভূতমপি সাক্ষিচৈতন্যং ভাবান্তরস্য অজ্ঞানস্য নিবর্তকম্। তস্য অজ্ঞান-বিষয়প্রতিভাসত্বাৎ। ন হি স্বজ্ঞানেনৈব স্বয়ং নিবর্ততে।

ননু অজ্ঞানস্য ব্যাবর্তকো বিষয়ঃ কথং সাক্ষিচৈতন্যেন অবভাস্যতে, প্রমাণায়ত্তত্বাৎ বিষয়সিদ্ধেঃ ইতি ; উচ্যতে—সর্বং বস্তু জ্ঞাততয়া বা অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ঃ এব।[১] তত্র জ্ঞাততয়া বিষয়ঃ প্রমাণ-ব্যবধানমপেক্ষতে, অন্যস্তু সামান্যাকারেণ বিশেষাকারেণ বা অজ্ঞানব্যাবর্তকতয়া সদা ভাসতে, ইতি উপপত্তিসহিতম্ অজ্ঞানপ্রত্যক্ষং ভাবরূপমেব আত্মনি অজ্ঞানং গময়তি ইতি সিদ্ধম্।

অনুমানমপি—বিবাদগোচরাপন্নং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়া-বরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্বকং ভবিতুমর্হতি, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবৎ ইতি।[২]

তৃতশ্চ জ্ঞানেন সমানাশ্রয়বিষয়ং ভাবরূপমজ্ঞানং সিদ্ধম্। শক্তিরিতি আত্মপরতন্ত্রতয়া আত্মনঃ সর্বকার্যোপাদানত্বস্য নির্বোঢ়ৃত্বমাহ। তৎস্বরূপম্ —আত্মতত্ত্বম্, তৎসত্তামাত্রানুবন্ধিনী ইত্যর্থঃ। কিং চ, অর্থাপত্তিরপি ভাবরূপাজ্ঞানসদ্ভাবে প্রমাণম্ ইত্যাহ—অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ ইতি। বিশুদ্ধব্রহ্মাত্মনি শুক্তিকায়াং চ অহঙ্কাররজতাধ্যাসস্য অর্থজ্ঞানাত্মকস্য মিথ্যাভূতস্য মিথ্যাভূতমেব কিঞ্চিৎ উপাদানমন্বেষণীয়ম্। সত্যোপাদানত্বে কার্যস্য কারণ-স্বভাবতয়া অধ্যাসস্যাপি সত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্যাপি মিথ্যোপাদানস্য সাদিত্বে তথাবিধোপাদানান্তরকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ অনাদ্যেব তৎ মিথ্যোপাদানম্ ইতি কল্পনীয়ম্। যচ্চ অনাদি স্বয়ং মিথ্যা মিথ্যোপাদানং আত্মসম্বন্ধি চ তৎ অজ্ঞানম্ ইতি মিথ্যাধ্যাস এব তথাবিধাজ্ঞানোপাদানং কারণম্ অন্তরেণ অনুপপদ্যমানঃ তৎ কল্পয়তি ইত্যুক্তম্।

ননু যেন যস্য অতিশয়ঃ উৎপদ্যতে স তস্য বিষয়ঃ। ন চ অজ্ঞানেন অনাত্মনি আবরণাতিশয়জন্ম। প্রমাণাভাবাৎ অর্থানুপপত্তেশ্চ। ন তাবৎ অবগতে নীলার্থে তত্র আবরণকৃত্যমবগন্তুং শক্যতে। অনবগতে তু নতরাম্। ননু অবগতে সতি পূর্বম্ আবৃতম্ ইত্যবগম্যতাম্। ন—ধারাবাহিকবিজ্ঞান-গম্যেঽর্থে পূর্বমবগতস্যাপি পশ্চাদবগমদর্শনাৎ। ননু ইদানীমেব অবগতত্বং পূর্বমনবগতিং সাধয়তি। ন—পূর্বানবগতিমবিজ্ঞায় ইদানীমেব অবগতম্ ইত্যবধারণাযোগাৎ। ননু পূর্বাপরপ্রত্যভিজ্ঞায়াং মধ্যে অনবগতিরবগম্যতে ইতি।

১। ১৮৮-৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২। ১৭৪—৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ন প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তিঃ মধ্যে অনবগতিং সাধয়তি। ধারাবাহিকেঽপ্যাত্মনি সদাবগতে তদ্দর্শনাৎ। মধ্যে জ্ঞানস্মৃত্যভাবাৎ অনবগতিরবগম্যতে ইতি চেৎ; ন—অবগতেঽপি স্মৃতিনিয়মাভাবাৎ। তথাপি বিষয়ানবগতিঃ প্রতীয়তে ইতি চেৎ; সত্যম্।

বিষয়ৈঃ সহ সাক্ষিচৈতন্যে অজ্ঞানাধ্যাস্যাৎ প্রতিভাসঃ। ন চ অধ্যস্তস্য আবরণমস্তি। দ্বিচন্দ্রাদিবৎ প্রমাণগম্যত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ নাস্তি অনাত্মনি আবরণে প্রমাণম্। ন চ স্বয়মেব প্রকাশহীনস্য জড়স্য আবরণার্থোঽপি সম্ভবতি। তস্মাৎ অতিশয়াভাবাৎ ন অজ্ঞানবিষয়ঃ অনাত্মা ইতি; তত্রাহ—সা চ ন জড়েষু বস্তুষু তৎস্বরূপাবভাসং প্রতিবধ্নাতি ইতি। কিন্তু অন্যদেব অনাত্মনি অতিশয়-কার্যং কৃত্বা তদ্বিষয়মজ্ঞানম্ ইতি বক্ষ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্র হেতুঃ—প্রমাণ-বৈকল্যাদেব ইতি। অথবা চৈতন্যপ্রকাশেন জড়ানাং নিত্যবদন্বয়াৎ নিত্যবৎ প্রকাশে প্রাপ্তে সম্ভবত্যেব অনাত্মসু আবরণকৃত্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—প্রমাণ-বৈকল্যাদেব ইতি। অনাত্মপ্রমাণস্য চৈতন্যস্য বৈকল্যাৎ আবরণাদেব বিষয়ানবগতিসিদ্ধেঃ ন বিষয়ে পৃথগাবরণং কল্পনীয়ম্ ইত্যর্থঃ। ইতশ্চ ন অনাত্মনি আবরণম্ ইত্যাহ—রজতপ্রতিভাসাৎ ইতি।

যদি আত্মাশ্রয়মজ্ঞানমনাত্মাবরণং স্যাৎ তদা আবরণবিনাশমন্তরেণ বিষয়াবভাসাযোগাৎ বিষয়জ্ঞানেন আত্মজ্ঞানং নিবর্তেত। অতঃ সত্যামেব আত্মনি অবিদ্যায়াং ত্রিষপি কালেষু বিষয়স্বরূপপ্রতিভাসদর্শনাৎ ন অনাত্মাবরণ-মজ্ঞানম্ ইতি ভাবঃ।

ননু শুক্তিকাবিষয়মজ্ঞানমন্যদেব, তজ্জ্ঞানাৎ তৎ নিবর্ততে, অন্যচ্চ আত্মবিষয়ম্ অজ্ঞানম্ আত্মনি দৃশ্যমানম্ ইতি। তন্ন। আত্মাশ্রয়ম্ আত্ম-বিষয়ং চ অজ্ঞানম্ অন্তরেণ অনাত্মসু প্রতিবিষয়ং ভাবরূপাজ্ঞানসদ্ভাবে প্রমাণা-ভাবাৎ। বিষয়াগ্রহণস্য প্রমাণবৈকল্যাদপি উপপত্তেঃ। কং চ তর্হি অতিশয়ম্ অজ্ঞানজন্যম্ আশ্রিত্য 'বাহ্যাধ্যাত্মিকেষু বস্তুষু' ইতি অনাত্মবিষয়জ্ঞানং দর্শিতম্ ইতি। তদাহ—অতঃ তত্র রূপান্তরাবভাসহেতুরেব কেবলম্ ইতি।

ননু অত্রাপি অনুপপত্তিঃ সমানা। কথম্? শুক্তিকাজ্ঞানং হি রূপান্তরা-বভাসং নিবর্তয়ৎ তদুপাদানম্ অজ্ঞানমপি নিবর্তয়তি ইতি তে মতম্। তত্র কথং শুক্তিকাজ্ঞানাৎ সহাজ্ঞানেন অধ্যাসে নিবর্ত্যমানে পুনঃ আত্মনি অজ্ঞানং দৃশ্যেত। অতঃ প্রতিবিষয়মজ্ঞানভেদঃ অধ্যাসস্য অজ্ঞানানুপাদানত্বং বা উপাদাননিবৃত্তিমন্তরেণ অধ্যাসনিবৃত্তির্বা সমাশ্রয়ণীয়া ইতি। উচ্যতে—অস্মিন্ পক্ষে শুক্তিকাদিজ্ঞানেন রজতাদ্যধ্যাসানাং স্বকারণে প্রবিলয়মাত্রং ক্রিয়তে মুসলপ্রহারেণেব ঘটস্য। অথবা—মূলাজ্ঞানস্যৈব অবস্থাভেদাঃ রজতাদ্যুপা-

দানানি শুক্তিকাদিজ্ঞানৈঃ সহাধ্যাসেন নিবর্ত্তন্তে ইতি কল্প্যতাম্। কথং পুনঃ লোকে সহাজ্ঞানেন অধ্যাসস্য তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিবৃত্তেঃ অপ্রতিপত্তৌ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সহাজ্ঞানেন অধ্যাসস্য নিবৃত্তিঃ দৃষ্টদ্বারেণ কল্প্যতে ইতি। নৈষ দোষঃ—তত্ত্বাবভাসবিরোধিনঃ অগ্রহণমিথ্যাজ্ঞানাদেঃ তত্ত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তিদর্শনাৎ ইহাপি তত্ত্বাবভাসবিরোধিতয়ৈব ভাবরূপাজ্ঞানাদেঃ কল্প্যমানত্বাৎ তস্য ব্রহ্মজ্ঞানাৎ নিবৃত্তেরুপপত্তেঃ। ন চ আবরণপক্ষোক্তদোষপ্রসঙ্গঃ; বিষয়ব্যাবৃত্তরূপান্তরস্য ভ্রান্তিজ্ঞানেন অবগমাৎ।

নন্বেবম্ আত্মন্যপি অজ্ঞাননিমিত্তম্ আবরণকৃত্যং নাস্তি। কথম্? ন তাবৎ আবরণং প্রকাশবিলোপঃ; স্বরূপস্য অনপায়াৎ। নাপি সত এব প্রকাশস্য কার্যপ্রতিবন্ধঃ; জ্ঞানস্য বিষয়াবভাসাত্মনা উদিতস্য স্বকার্যে প্রতিবন্ধপ্রতীক্ষয়োরভাবাৎ। তস্মাৎ নৈব আত্মন্যপি ভাবরূপমজ্ঞানম্ অনুপযোগাৎ ইতি; তত্রাহ—প্রত্যগাত্মনি তু চিতিস্বভাবত্বাৎ স্বয়ংপ্রকাশমানে—ইত্যাদিনা তস্য অনবভাসঃ—ইত্যন্তেন গ্রন্থেন।

অয়মর্থঃ—'অস্তি প্রকাশতে' ইত্যাদ্যভিজ্ঞাদিব্যবহারপুষ্কলকারণে সতি 'নাস্তি ন প্রকাশতে চ' ইতি যোঽয়ং আত্মতত্ত্বালম্বনো ব্যবহারঃ, সঃ ভাবরূপেণ কেনচিৎ আত্মনি আবরণমন্তরেণ নোপপদ্যতে, সতি পুষ্কলকারণে অসতি চ আবরণে সন্নিহিতে ঘটে 'প্রকাশতে' ইত্যাদিব্যবহারদর্শনাৎ। অতঃ 'নাস্তি ব্রহ্ম ন প্রকাশতে চ' ইতি ব্যবহারঃ অন্যথানুপপত্ত্যা ভাবরূপমজ্ঞানং গময়তি ইতি অর্থাপত্তিঃ অনুমানং বা সমুদায়ার্থঃ।

তৎসিদ্ধ্যর্থমাত্মনি 'প্রকাশতে' ইত্যাদিব্যবহারং প্রতি পুষ্কলকারণতাং দর্শয়তি—চিতিস্বভাবত্বাৎ ইতি। কিং তর্হি আবরণমিতি? তত্রাহ—ব্রহ্মস্বরূপানবভাসস্য ইতি। 'নাস্তি ন প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারালম্বনযোগ্যত্বস্য ব্যবহারকার্যদর্শনাদেব কল্প্যমানস্য ইত্যর্থঃ। ন চ অধিষ্ঠানপ্রতিবন্ধমন্তরেণ তত্র বিপর্যয়কার্যমুপপদ্যতে। অবিদ্যাসম্বন্ধাদেব আবরণস্য অনিরূপিতাকারতা চ যুক্তা ইতি ভাবঃ। নন্থ প্রমাণবৈকল্যাদেব অত্রাপ্যগ্রহণমিতি; নেত্যাহ—অনন্যনিমিত্তত্বাৎ ইতি। অতঃ অনবভাসাৎ পুষ্কলকারণে সতি, পরিশেষাৎ ইদমায়াতম্ ইত্যাহ—তদ্গতনিসর্গসিদ্ধাবিদ্যাশক্তিপ্রতিবন্ধাদেব তস্যানবভাসঃ ইতি। মূর্তদ্রব্যান্তরস্য অসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ। অতঃ কার্যদর্শনোন্নেয়ম্ আবরণকৃত্যং বিপর্যয়ং চ আত্মনি কুর্বাণম্ অজ্ঞানং ভাবরূপমেব উভয়কারণত্বান্যথানুপপত্ত্যা কল্প্যতে ইত্যাহ—অতঃ সা প্রত্যক্চিতি ইতি।

নন্থ অগ্রহণমিথ্যাজ্ঞানতৎসংস্কারেভ্যঃ অন্যৎ অজ্ঞানং নাম ন পশ্যামঃ। তে এব চ জীবস্য স্বয়ংপ্রকাশমানমপি ব্রহ্মস্বরূপাবভাসং প্রতিবধ্নন্তি ইতি; নেত্যাহ

—সুষুপ্ত্যাদৌ চ ইতি। তত্রাপি অবিদ্যাশক্তিঃ সংস্কারশেষং তিষ্ঠতি, ন সংস্কারাদয় এব অজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ। কথম্? ন তাবৎ সুষুপ্ত্যাদৌ স্বয়ংপ্রকাশব্রহ্মস্বরূপানবভাসঃ পুরুষান্তরসংবেদনবৎ দ্রষ্টৃভিন্নত্বাৎ ইতি শক্যং বক্তুম্। একত্বশ্রুতেঃ। নাপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধাৎ। তত্র তস্য অভাবাৎ। নাপি তৎসংস্কারপ্রতিবন্ধাৎ। ভ্রান্তিসংস্কারাণাং তত্ত্বাবভাসপ্রতিবন্ধকত্বাভাবাৎ, সৎস্বপি রজতভ্রমসংস্কারেষু শুক্তিকাবোধদর্শনাৎ। নাপি অগ্রহণপ্রতিবন্ধাৎ। স্বরূপগ্রহণস্য নিত্যত্বাৎ, স্বয়ংপ্রকাশমানে সংবেদনে তদ্বিষয়কাদাচিৎকাগ্রহণস্য অপ্রতিবন্ধকত্বাৎ। নাপি কর্মণাং স্বরূপাবভাসবিরোধিতা। সর্বদা অণুমাত্রস্যাপি চৈতন্যস্য অনবভাসপ্রসঙ্গাৎ। অজ্ঞানেঽপি তুল্যম্ ইতি চেৎ, ন—তস্য স্ববিষয়চৈতন্যাবভাসং প্রতি অপ্রতিবন্ধকত্বাৎ। ন চ অজ্ঞানস্যেব কর্মণাং নিত্যবৎ সাক্ষিচৈতন্যেন অবভাস্যতা, যেন তদবভাসকতয়া সাক্ষিচৈতন্যমপ্রতিবদ্ধং প্রকাশেত। ন চ কর্মাণি স্বাশ্রয়াবভাসবিরোধীনি ইতি প্রমাণমস্তি, সংস্কারত্বাচ্চ কর্মণাং ভ্রান্তিসংস্কারবৎ অপ্রতিবন্ধকতা। তস্মাৎ সুষুপ্ত্যাদৌ স্বরূপানবভাসব্যবহারঃ অগ্রহণমিথ্যাজ্ঞানতৎসংস্কারকর্মভ্যঃ অন্যদেব কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধকম্ অজ্ঞানং কল্পয়তীত্যর্থঃ। নন্বু দ্রব্যান্তরমেব প্রতিবন্ধকং কল্প্যতাং কিমজ্ঞানকল্পনয়া? ইতি নৈতৎ—ব্রহ্মজ্ঞানাৎ প্রতিবন্ধনিবৃত্তিমন্তরেণ স্ববিষয়াবভাসাযোগাৎ, জ্ঞাননিবর্ত্যস্য চ অজ্ঞানত্বাৎ।

অত্র কচিৎ ভেদাভেদাভ্যাং সর্বসঙ্করবাদী বেদান্তার্থগহনসম্প্রদায়হীনঃ দুর্জনরমণীয়াং বাচং জল্পতি—ন কিল অগ্রহণমিথ্যাজ্ঞানতৎসংস্কারেভ্যঃ অন্যৎ সকলসংসারবীজভূতম্ অবস্থাত্রয়েঽপি অনপায়ি আসংসারবিমোক্ষাৎ দণ্ডায়মানমজ্ঞানং নাম অস্তি, কিন্তু ভ্রান্তিজ্ঞানম্ অগ্রহণং বা অজ্ঞানম্ ইতি।

অয়ং প্রষ্টব্যঃ—কেয়ং ভ্রান্তিঃ? ইতি। অহংকারাদিশরীরপর্যন্তে অনাত্মনি আত্মবুদ্ধিঃ ইতি চেৎ; অহো বিস্মরণশীলতা সর্বত্র সঙ্কীর্ণচেতসঃ। 'খণ্ডো গৌঃ' ইত্যাদিভেদাভেদপ্রত্যয়ং প্রমাণমুপপাদয়ন্ 'অহং মনুষ্যঃ' ইতি প্রত্যয়ং ভেদাভেদবিষয়ং কিমিতি উপেক্ষসে। 'নাহং মনুষ্যঃ ব্রহ্মাস্মি' ইতি প্রত্যয়সামর্থ্যাৎ ইতি চেৎ, তন্ন—'নায়ং খণ্ডো গৌঃ, কিন্তু মুণ্ডো গৌঃ' ইতি প্রত্যয়েঽপি খণ্ডমুণ্ডাভ্যাং গোত্বস্য অভেদবৎ শরীরব্রহ্মভ্যাং জীবস্য অভেদপ্রত্যয়স্যাপি প্রামাণ্যোপপত্তেঃ। ইদং রজত (মিতি) বৎ ভ্রান্তিঃ ইতি চেৎ, ন—'খণ্ডো গৌঃ' ইত্যত্রাপি তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। 'নায়ং খণ্ডো গৌঃ, কিন্তু মুণ্ডঃ' ইতি ব্যক্ত্যন্তরে খণ্ডস্য গোত্বোপাধৌ নিষেধপ্রত্যয়সামর্থ্যাৎ। তত্র ব্যবহারানুচ্ছেদাৎ প্রামাণ্যম্ ইতি চেৎ; তৎ 'অহং মনুষ্যঃ' ইত্যত্রাপি তুল্যম্। মোক্ষাবস্থায়ামপি সর্বাত্মত্বাৎ তব সর্বশরীরেন্দ্রিয়াদ্যভিমানব্যবহারানুচ্ছেদাৎ। জাতিব্যক্তি-গুণগুণি-কার্যকারণ-বিশিষ্ট-

স্বরূপাংশাংশিসম্বন্ধাঃ যত্র বিদ্যন্তে তত্র ভেদাভেদৌ, ন শরীরাত্মনোঃ তেষাম-ভাবাৎ ইতি চেৎ, তর্হি শরীরশরীরিসম্বন্ধোঽপি গুণগুণ্যাদিবৎ ভেদাভেদনিমিত্তং কিং ন স্যাৎ? অন্যথা সর্বসঙ্করবাদিতয়া ক্ষপণকশিষ্যতা চিরকালসমুপার্জিতা বাধ্যেত। অস্তি চ চেতনস্বরূপশরীরয়োঃ কার্যকারণভাবঃ, চেতনস্বরূপাংশস্য ব্রহ্মত্বাৎ। অতঃ ন তে ভ্রান্তিরস্তি।

কিঞ্চ, ভ্রান্তিজ্ঞানম্ অন্তঃকরণপরিণামশ্চেৎ, তদা আত্মাশ্রয়া অবিদ্যা ন স্যাৎ। অন্তঃকরণপরিণাম এব আত্মনি অধ্যস্ত ইতি চেৎ, তথাপি অন্যথাখ্যাতিবাদিনঃ সংসর্গস্য শূন্যত্বাৎ আত্মাবিদ্যাসম্বন্ধো ন স্যাৎ। ন চ আত্মপরিণামো ভ্রান্তিঃ, অপরিণামিত্বাৎ। ন চ জ্ঞানগুণস্য দ্রব্যস্য পুনঃ জ্ঞানগুণান্তরাকারেণ পরিণামঃ সম্ভবতি, অবান্তরজাতীয়স্য একস্মিন্ দ্রব্যে গুণদ্বয়স্য যুগপৎ সমবায়াযোগাৎ। ন হি পটে শৌক্ল্যদ্বয়ং যুগপৎ সমবৈতি। তস্মাৎ অনাদিসিদ্ধমিথ্যাজ্ঞানানভ্যু-পগমে ন কাচিৎ সর্বসঙ্করবাদিনঃ অবিদ্যা সম্ভবতি। অনাদিমিথ্যাজ্ঞানসম্বন্ধো-ঽপি আত্মনি অজ্ঞানবৎ কাল্পনিকত্বাৎ আকাশকার্ষ্ণ্যবৎ আত্মনঃ কূটস্থতাং ন বিহন্তি ইত্যলমতিবিস্তরেণ। অত্র চ প্রত্যক্ষানুমানার্থাপত্তয়ঃ অনাদিভাবরূপা-জ্ঞানে প্রমাণত্বেন উপন্যস্তাঃ। তত্র এবম্ভূতেন কারণরূপেণ কার্যরূপেণ চ নৈমিত্তিকত্বনৈসর্গিকত্বে ন বিরুদ্ধে ইত্যুপসংহরতি—অতো নৈসর্গিকোঽপ্যহঙ্কার ইতি। অন্যোঽন্যধর্মাংশ্চ ইত্যাদি অধ্যাসস্বরূপং দর্শয়তি ইত্যন্তো গ্রন্থঃ স্পষ্টার্থঃ ॥

———

পরিশিষ্ট—ঘ

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

উপনিষদ্, বেদান্ত, ব্যাস, বাদরায়ণ, ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করাচার্য, শাঙ্করভাষ্য, বাচস্পতি, ভামতী; পদ্মপাদ, পঞ্চপাদিকা, প্রকাশাত্মযতি, বিবরণ, অমলানন্দ ও কল্পতরু—এই নামগুলি প্রবন্ধের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান আছে। এইজন্য এই নামগুলি সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

পরিশিষ্ট—ঙ

প্রধান শব্দগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী